এরাবিয়ান নাইটস এন্ড ডেইজ

নাগিব মাহফুজ

অনুবাদ রাফিক হারিরি

নাগিব মাহফুজ আরবি সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী। মিশরীয় এই আরব ঔপন্যাসিক বিশাল কলেবরে মহাকাব্যিক ঢঙের উপন্যাস লেখার পাশাপাশি ছোট গল্প ও ছোট কলেবরে উপন্যাস লেখায়ও সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

১৯৮৮ সনে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী মিশরীয় ঔপন্যাসিক নাগিব মাহফুজ ১৯১১ সনের ১১ ডিসেম্বর মিশরের রাজধানী কায়রোর জামালিয়ায় এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কায়রোর আল-ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতক করেন ১৯৩৪ সনে এবং ১৯৩৬ সালে এম এ করেন। প্রথম দিকে পেশাদার লেখক হিসেবেনিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেছেন। এরপর ১৯৩৯ সালে যোগ দেন আমলাতন্ত্রে। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক ও মিথ এবং পুরাণসহ বিচিত্র প্রেক্ষাপট নিয়ে তিনি ক্রমাগত লিখেছেন। নাগিব মাহফুজ রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে আল তারিক (খোঁজ), আল শাহ্হায (ভিখারি) আল কাহিরা আল জাদিদ (নতুন কায়রো) জুকাক আল মিদাক (মিদাক গলি) বাইনাল কাসরাইন (প্রাসাদ কাহিনী) কাসরোল শাওক (প্রেমের প্রাসাদ) এরাবিয়ান নাইটস এন্ড ডেইজ (আরব্য রজনী এবং দিবস) উল্লেখযোগ্য।

আরবি সাহিত্যের অমর এই কথা শিল্পী পরলোক গমন করেন ২০০৭ সালে।

অনুবাদক : সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখা থেকে রাফিক হারিরি কাজ করার জন্য বেছে নিয়েছেন ছোট গল্প, উপন্যাস এবং অনুবাদ সাহিত্যকে।

প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উপন্যাস 'পান্থজন' ও ছোট গল্প গ্রন্থ 'কৈলাশপুরের হাটে' এবং শিশুতোষ গল্প গ্রন্থ 'ছোটন ও ভূতগাছ' 'মোবাইল দৈত্য' উল্লেখযোগ্য।

অনুবাদ করেছেন নাগিব মাহফুজের 'ভিখারি', জন স্টেইনবেকের 'দ্য পার্ল', মারিও পুজোর 'দ্য ফোর্থ কে', ইসমাইল কাদরির 'দ্য পিরামিড' পর্তুগিজ লেখক হোসে এডওয়ার্ড আগালুসার 'দ্য ক্রেওল', অস্ট্রেলিয়ান ঔপন্যাসিক ডিবিসি পিয়েরের 'ভারনন গড লিটল' সহ বিশ্ব সাহিত্যের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

রাফিক হারিরি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ থেকে আধুনিক আরবি কবি ও কবিতা বিষয়ে পি এইচ ডি করছেন। রাফিক হারিরির জন্ম ঢাকার নয়াটোলায়। শৈশব ও কৈশোরের বড় একটা সময় কেটেছে যথাক্রমে নয়াটোলার ঘুপচি গলি ও নিজ জেলা নরসিংদীর গ্রামীণ পরিবেশে।

বর্তমানে ঢাকার একটি বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতা করছেন।

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ

এরাবিয়ান নাইটস এন্ড ডেইজ

নাগিব মাহফুজ

অনুবাদ : রাফিক হারিরি

ঐতিহ্য

অনুবাদকের উৎসর্গ

আমার আব্বা

মো. নুরুল ইসলামকে

সংগ্রাম যার চলছেই। তবুও মাথার ওপর বটবৃক্ষের
মতো ছায়া দিয়ে বুক আগলে দাঁড়িয়ে বলছেন,
ভয় নেই বেটা, আমি এখনো আছি।

প্রসঙ্গ নাগিব মাহফুজ ও এরাবিয়ান নাইটস এন্ড ডেইজ

নাগিব মাহফুজ আরবি সাহিত্যের অমর কথা শিল্পী। মিশরীয় এই আরব ঔপন্যাসিক বিশাল কলেবরে মহাকাব্যিক ঢঙের উপন্যাস লেখার পাশাপাশি ছোটগল্প ও ছোট কলেবরে ছোট উপন্যাস লেখায়ও সমান পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন।

নাগিব মাহফুজের এরাবিয়ান নাইটস এন্ড ডেইজ উপন্যাসটি অতি সুখপাঠ্য এবং গতিসম্পন্ন উপন্যাস। এই উপন্যাসটি শুরু হয়েছে যেখানে আরব্যরজনীর কাহিনী শেষ হয়েছে সেখান থেকে। উপন্যাসটির শুরুতেই সুলতান শাহরিয়ার যে কিনা শত শত কুমারী মেয়ের সাথে রাত্রি যাপন শেষ করে পরদিন তাদের হত্যা করে ফেলত সেই সুলতান অবশেষে সুন্দরী শাহারজাদের সহস্ররাতের গল্পশুনে তার ভেতর আমূল পরিবর্তন হয়। এরাবিয়ান নাইটস এন্ড ডেইজ কাহিনী শুরু হয় শাহারজাদকে সুলতান শাহরিয়ারের বিয়ের ঘোষণার মধ্য দিয়ে।

এরাবিয়ান নাইটস এন্ড ডেইজ উপন্যাসের কাহিনীটি ঘুরে বেড়িয়েছে মধ্যযুগের মুসলিম একটি প্রদেশে যার রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে আছে সেই কালের প্রতাপশালী সম্রাট সুলতান শাহরিয়ার। এই কাহিনীটিতে আরব্যরজনীর অনেক চরিত্র যেমন শাহরিয়ার শাহারজাদ সিন্দবাদ আলাদিনসহ আরো অনেক চরিত্র এসেছে তেমনি গামাস আল বালতি, শায়েখ বালখি, রাগাবসহ আরো নানারকম স্মরণীয় চরিত্রেরও আয়োজন করা হয়েছে।

মধ্যযুগের একটা শহর যেখানকার মানুষগুলো খুব সহজ সরল ধার্মিক। কিন্তু এই মানুষগুলোর মধ্যে থেকে যায় কিছু কুটিল আর দুষ্ট প্রকৃতির লোক যারা সমাজটাকে নিজেদের মতো নিয়ন্ত্রণ করে আর সমাজের কলুষতাকে বাড়িয়ে যায়। এরাবিয়ান নাইটস এন্ড ডেইজ উপন্যাসে সেই শহরে দুজন দুষ্ট জিনের আবির্ভাব ঘটে যাদের নাম হচ্ছে সাখরাবাত আর জামবাহা। এই দুই জিন শহরের ভালো মানুষগুলোকে নানারকম জাদুর প্রলোভন দিয়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। যেমন উপন্যাসের একটি চরিত্র ফাদিল সানান সে খুব সৎ এবং ধার্মিক একজন তরুণ। খুব দরিদ্র। জিন সাখরাবাত এসে তাকে অদৃশ্য একটা টুপি উপহার দেয়। এই টুপি যে মাথায় দেবে সে অদৃশ্য হয়ে যাবে, তাকে কেউ ধরতে পারবে না। টুপিটা দিয়ে জিনটা তাকে কিছু শর্ত আরোপ করে দেয়। এই টুপিটার কারণে ফাদিলের মতো ভালো একজন তরুণ সমাজের নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে । অবশেষে ফাদিল নিজের অন্যায়ের অনুশোচনায় স্বেচ্ছায় বিচারের সম্মুখীন হয় এবং কঠোর বিচারদণ্ড মেনে নেয়।

আবার সেই দুই দুষ্ট জিনের বিপরীতে জিন কামকাম আর সিনগাম নামে দুজন ভালো জিন আসে। যারা মানুষকে উপকার করতে চায়। জিন সিনগামের কারণে শহরের পুলিশপ্রধান গামাস আল বালতি মৃত্যুদণ্ড থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। অবশেষে সে শহরের সমস্ত দুষ্ট লোকদের নির্মমভাবে শিকড়সহ উপড়ে ফেলে। এরাবিয়ান নাইটস এন্ড

ডেইজ উপন্যাসে প্রেমিক নুরুলদিন আর দুনিয়াজাদের অলৌকিক প্রেম কাহিনী পাঠককে চুম্বকের মতো বইয়ের পৃষ্ঠায় আটকে রাখবে।

আছে আনিসা আল জালিস নামের অলৌকিক সুন্দরী ডাইনির কথা যে শহরের সমস্ত লোকগুলোকে তার রূপের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে নিজের পায়ের তলায় এনে ফেলে। তার রূপের সেই জাদু থেকে শহরের গভর্নর, পুলিশপ্রধান, রাষ্ট্রের প্রধান উজির এবং স্বয়ং সম্রাটও বাদ পড়েন না। অবশেষে শহরের এক পাগল ব্যক্তির তুকতাকে সেই সুন্দরী ডাইনি থেকে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের মানুষ সকলে রক্ষা পায়।

এভাবে উপন্যাসটিতে নোবেলজয়ী আরব ঔপন্যাসিক মাহফুজ অসম্ভব সব অতি কাল্পনিক ঘটনা আর বিচিত্র সব চরিত্র দিয়ে এমনভাবে সাজিয়েছেন যার মোহ থেকে পাঠকের বের হয়ে আসা অসম্ভব। উপন্যাসটিতে অবশ্য এই সমস্ত কল্পকাহিনীর মোড়কে রূঢ় বাস্তবতা, মানুষের লোভ লালসা, ক্রূরতাসহ একটি সমাজের জটিল নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। ফ্যান্টাসি উপন্যাস হিসেবে মাহফুজের উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর একটি উপন্যাস।

নাগিব মাহফুজ হলেন আরবি সাহিত্যের একমাত্র কথা শিল্পী যিনি সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৮৮ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নোবেল পুরস্কার এই প্রথম হলেও নাগিব বহুবার সাহিত্য ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদকে ভূষিত হয়েছেন। শিল্প ও সাহিত্যে চল্লিশ দশকে অবদান রাখার জন্য তিনি সম্মানজনক 'আরবাইনাত' পদকও লাভ করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি উপন্যাস রাদোবিস রচনার জন্য 'কুত আল কুলুব আর দিমারদাসিয়্যাহ' পুরস্কার লাভ করেন। *খান আল খালিলি* উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৪৬ সালে আরবি ভাষা একাডেমি পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৫৭ সালে সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেন এবং তার *কাসর আল শাওক* উপন্যাসের জন্য পদকপ্রাপ্ত হন। ১৯৭০ সালে তিনি মিশরের জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে নাগিব মিশর সরকারের সর্বোচ্চ সম্মান রাষ্ট্রীয় পুরস্কার *দি কলার অব দ্য রিপাবলিক* অর্জন করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি মিশরের আলমেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে নোবেল প্রাইজ লাভের পর ১৯৮৯ সালে তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

সাহিত্যে বিভিন্ন শাখা থেকে নাগিব মাহফুজ শুধু উপন্যাস ও ছোটগল্পকে তার মূল ধারা হিসেবে বেছে নেন। শুরু থেকেই নিজেকে একজন সফল গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। একজন সফল সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য তিনি আরবি সাহিত্যসহ বিশ্ব সাহিত্যের এমন কোনো দিক বাদ রাখেননি যেটা তার পড়ার আওতায় ছিল না। নাগিব উপন্যাস বিবর্তনের ধারায় আরবি উপন্যাসের মধ্যে পাশ্চাত্য উপন্যাসের কলাকৌশল ও ঐতিহ্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। তবে আরবি জাতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য ও অনুপ্রেরণা তাঁর সাহিত্য কর্মে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তিনি এক হাজার এক রজনী বা আরব্য উপন্যাস দ্বারা প্রভাবিত হন। আধুনিক আরবি উপন্যাস ও ছোটগল্পের যে সমস্ত লেখক দিয়ে তিনি প্রভাবিত ছিলেন তারা মধ্যে মাহমুদ তৈমুর, আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ, তাওফিক আল হাকিম, ইয়াহহিয়া হাক্কি উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৬ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত নাগিব মাহফুজ যে সব নাটক, উপন্যাস ছোটগল্প ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন তাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালীন মিশরের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি মিশরসহ সমস্ত মুসলিম বিশ্বের ওপর হিটলারের নাজি বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা, কর্নেল নাসেরের আমলের বিপ্লব, বাদশাহ ফারুকের স্বৈরাচারী শাসনামালের বিভীষিকা, অত্যাচার অবিচার ইয়োরোপীয় অপসংস্কৃতির অনুকরণের কুফল বর্ণনাসহ বিচিত্র বিষয় স্থান পায়। নাজিবের এই সব সচিত্র প্রতিবেদনের মধ্যে মিশরবাসী তথা সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত জাতি নিজ নিজ জীবন জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজে পাবে।

নাগিব মাহফুজ আরবি সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক যুগের প্রতিভূ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন এবং আরবি গদ্য সাহিত্যের নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং ১৯৩৬ সালে এমএ করেন। প্রথম দিকে তিনি পেশাদার লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেছেন। এরপর ১৯৩৯ সালে যোগ দেন আমলাতন্ত্রে। লেখক জীবনের প্রথম দিকে তিনি ছোটগল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন। ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বিচিত্র প্রেক্ষাপটে তিনি ক্রমাগত লিখেছেন। সমাজ ও ইতিহাসের প্রতি মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা আর দায়বদ্ধতা থেকে তিনি লিখেছেন বিরতিহীনভাবে। ২০০১ তার নব্বইতম জন্মদিন পালন উপলক্ষে মিশরের 'আল আহরাম' পত্রিকা থেকে সাক্ষাৎকার নিতে আসলে তিনি বলেন যেখানে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ অন্যায়ভাবে বোমার আঘাতে মারা যাচ্ছে সেখানে পার হয়ে যাওয়া একজন মানুষের জন্মদিন দিয়ে কী করার আছে।

নাগিব মাহফুজের রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে *আবস আল আকদার* (ভাগ্যের পরিহাস), *রাদুবিস* (ফিরাউনের সময় একটা চরিত্র), *খান আল খালিলি* (একটা রাস্তার নাম) *বায়নাল কাসরাইন* (দুই প্রাসাদের মাঝে), *বিদায়া ওয়া নিহায়া (আরম্ভ ও শেষ)*, *জুকাক আল মিদাক* (মিদাক গলি), *আল কাহিরা আল জাদিদ* (নতুন কায়রো), *কাসরোল শাওক (প্রেমের প্রাসাদ)*, *আল লুসুস ওয়াল কিলাব (চোর ও কুকুর)*, *আশ শাহহাজ (ভিক্ষুক) আল হুব্বু তাহতাল মাতার (বৃষ্টির নিচে ভালোবাসা)*, *লাইলি আলফ লায়ালাহ* উল্লেখযোগ্য।

তার বহুল পঠিত ছোটগল্প গ্রন্থের মধ্যে :

হামসুল জুনুন (পাগলের প্রলাপ)

তাহতাল মাজাল্লা (যাত্রী ছাউনির নিচে)

শাহর আল আসাল (মধু মিলন)

দুনিয়া আল্লাহ (আল্লাহর দুনিয়া) উল্লেখযোগ্য।

সূচি

শাহরিয়ার	১৩
শাহারজাদ	১৫
বিজ্ঞ শায়েখ	১৭
এমিরসের পানশালা	২০
সানান আল জামালি	২৩
গামাস আল বালতি	৪১
মুটে মজুর	৬১
নুরুলদিন এবং [illegible]	৮৬
নাপিত উগারের অভিযান	১১৫
আনিস আল জালিস	১৪২
কাতাল [illegible]	১৫৮
মুখে তিলিওয়ালা আলাদিন	১৭০
মহামান্য সুলতান	১৮৪
জাদুর টুপি	১৯২
চর্মকার মারুফ	২০৬
সিন্দবাদ	২১৯
একজন দুঃখী লোক	২৩৩

শাহরিয়ার

ফজরের নামাজের পর যখন আকাশে অন্ধকারের মেঘ ভেদ করে আলোর রেখা উঁকিঝুকি মারছিল তখন উজির দানদানকে সুলতান শাহরিয়ারের সাথে বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। সে নিজেকে স্থির রাখতে পারছিল না। উজির দানদান যখন কাপড় পরছিলেন তখন তার পিতৃহৃদয় একটা অজানা আশঙ্কায় বারবার কেঁপে উঠছিল।

সে বিড়বিড় করে বলছিল, 'শাহেরজাদ তোমার ভাগ্যের বিষয়ে এখনই মূল সিদ্ধান্ত বোঝা যাবে।'

যে রাস্তা দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছিল সেই রাস্তাটা পুরাতন সবুজ পাথরের একটা প্রাসাদের দিকে চলে গিয়েছিল। তার সামনে প্রহরীরা তাকে পাহারা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। একজন লোক হাতে আগুন নিয়ে প্রহরীদেরকে পথ দেখাচ্ছিল। আবহাওয়া ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন আর কনকনে ঠাণ্ডা।

গত তিনটা বছর উজির দানদান ভয়, আশা, মৃত্যু আর প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে সময় কাটিয়েছে।

তিনটা বছর কেটেছে শুধু গল্প বলার মধ্য দিয়ে। গল্পগুলো ধন্যবাদ পেয়েছে আর শাহারজাদির বেঁচে থাকার সুযোগটা আরো দীর্ঘ হয়েছে। সব কিছু শেষ হওয়ার মতো গল্পগুলোও তাই শেষপ্রান্তে চলে আসল। গতকাল শাহেরজাদ তার সর্বশেষ গল্পটি বলে ফেলেছে।

'ও আমার প্রিয় কন্যা তোমার জন্য এখন ভাগ্যের কোন চক্র অপেক্ষা করছে কে জানে।' উজির বিড়বিড় করছিল।

পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রাসাদের ভেতর সে ঢুকল; প্রাসাদের কর্মকর্তা তাকে বিশাল একটা বারান্দার পেছন দিক নিয়ে গেল যেখান থেকে সামনেই বিস্তৃত সবুজ বাগান দেখা যায়।

শাহরিয়ার ছোট্ট একটা পিদিমের মিটমিটে আলোর নিচে বসেছিল। তার মাথায় কোনো পাগড়ি ছিল না। ফলে তার লম্বা কালো সিল্কি চুলগুলো দেখা যাচ্ছে। তার লম্বা চেহারায় চোখ দুটি চিকমিক করছিল। লম্বা দাড়িগুলো বুক

পর্যন্ত ঝুলে আছে।

দানদান তার সামনের মেঝেতে উবু হয়ে চুমু খেল। শাহরিয়ারের সাথে তার দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক থাকার পরেও সে ভেতরে ভেতরে এমন একজন লোককে ভয় পাচ্ছিল যার ইতিহাস নিষ্ঠুরতা, কঠোরতা আর নিরপরাধ লোকদের রক্তপাতে ভরপুর।

সুলতান হাতের ইশারায় ঘরের একমাত্র বাতিটি নিভিয়ে দিতে বললেন। ফলে সমস্ত ঘর জুড়ে অন্ধকার নেমে আসল। আর বাইরের মিটমিটে আলোতে গাছগুলোর অপছায়ায় ঘরের ভেতর বিচিত্র রেখা তৈরি হলো।

'দেখো এখানে অন্ধকার, ফলে আমি আলোর উৎস বেশ ভালো করে দেখতে পাচ্ছি।' সে বিড়বিড় করে বলল।

দানদান তার বুকের ভেতর একটু আশার আলো টের পেলেন।

'রাত এবং দিনে যেটা সর্বশ্রেষ্ঠ তার আনন্দটুকু খোদা আপনার জন্য কবুল করুক এই প্রার্থনা করি।'

সবকিছু নীরব। সুলতানের মধ্যে ঘৃণা বা অসন্তুষ্টি অথবা খুশির কোনো চিহ্ন দানদান টের পেল না।

অবশেষে সুলতান নীরবতা ভেঙে কথা বললেন।

'এটা আমাদের ইচ্ছা যে শাহারজাদ আজীবন আমার স্ত্রী হিসেবেই থাকুক।'

কথা শেষ হওয়া মাত্রই দানদান লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সুলতানের মাথায়, কপালে কৃতজ্ঞতায় চুমু খেল। তার বুকের ভেতর খুশির অশ্রু বইতে লাগল।

'আল্লাহ আপনার রাজত্ব আর ক্ষমতা আজীবন টিকিয়ে রাখুক এই প্রার্থনা করি।' দানদান বলল।

'ন্যায়বিচার কখনো তরবারির ধারালো অংশে আবার কখনো ক্ষমায় প্রকাশ পায়। একমাত্র প্রজ্ঞা আর বুদ্ধি শুধু খোদারই আছে।' সুলতান বলল।

'মহান সম্রাট আল্লাহ আপনার রাস্তাকে তার প্রজ্ঞার দিকে পরিচালিত করুক।'

'তার গল্পগুলো ছিল সাদা জাদু।' সুলতান বেশ হাসিখুশি ভাব নিয়ে বলল। 'সেগুলো নতুন নতুন পৃথিবীর দরোজা খুলে দিয়েছে।'

হঠাৎ করেই দানদান খুশিতে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

'মহামান্য সম্রাট ইহকাল এবং পরকালে আপনার সুখ চিরস্থায়ী থাকুক।'

'সুখ !' এই শব্দটা সম্রাট বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন।

দানদান দিগন্তের দিকে তাকিয়ে শুধু আনন্দের দীপ্তি দেখতে পেলেন।

শাহারজাদ

দানদান তার মেয়ের সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। একজন নোকর এসে তাকে গোলাপ গৃহে নিয়ে গেল। এই ঘরের মেঝে, কার্পেট, দেয়াল গোলাপের রং দিয়ে সাজানো। এমনকি গদিগুলো পর্যন্ত গোলাপের ছায়ায় আচ্ছাদিত। সেখানে দানদান শাহারজাদ ও তার বোন দুনিয়াজাদের সাথে দেখা করলেন।

'আজ আমি অনেক খুশি। মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা।' সে বলল।

দুনিয়াজাদ উঠে গেলে শাহারজাদ বাবাকে তার পাশেই বসতে বলল।

'আমি তো শুধু মাত্র সম্রাটের করুণায় একটা রক্তাক্ত ভাগ্য থেকে নিরাপদ হয়েছি। গল্প বলতে এসে যে সমস্ত নিরপরাধ কুমারী মেয়ে তাদের প্রাণ দিয়েছে আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা করুক।' শাহারজাদ বলল।

কিন্তু দানদান তার কৃতজ্ঞতার সুরে কথা বলে তখনো চালিয়ে যাচ্ছিল।

'তুমি তো খুব বুদ্ধিমতী আর সাহসী একটা মেয়ে।' দানদান বলল।

'কিন্তু বাবা তুমি তো জানো আমি মোটেও সুখী নই।' শাহারজাদ ফিসফিস করে বলল।

'সাবধান মামণি। এভাবে কথা বলে না। রাজ প্রাসাদের এই দেয়ালেরও কান আছে।'

'ঐ রক্তের বন্যা থামিয়ে দিতে গিয়ে আমি নিজেকে কোরবানি করে ফেলেছি বাবা।' শাহারজাদ খুব দুঃখী স্বরে বলল।

'আল্লাহ সবকিছু জানেন।' দানদান বিড়বিড় করে বলল।

'আর শয়তানের আছে প্রচুর সহচর।' বেশ তেজের সাথে বলল শাহারজাদ।

'শাহারজাদ সম্রাট তোমাকে ভালোবাসে।' দানদান মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করল।

'ঔদ্ধত্য আর ভালোবাসা একটা হৃদয়ে এক সাথে থাকতে পারে না। শুরু এবং শেষ পর্যন্ত সম্রাট একমাত্র নিজেকেই ভালোবাসে।'

'কিন্তু ভালোবাসার নিজেরও একটা জাদু আছে।'

'সে যখনই আমাকে কাছে টেনে নিত তখনই আমি তার কাছ থেকে রক্তের গন্ধ পেতাম।'

'সুলতান অন্য সব মানুষের মতো না।'

'কিন্তু বাবা অন্যায় তো অন্যায়ই। সেটা যেই করুক না কেন। কত নিষ্পাপ কুমারী মেয়েকে সে হত্যা করেছে তার কোনো হিসেব নেই। কত খোদাভীরু, ধার্মিক লোককে সে উপড়ে ফেলে দিয়েছে। এই রাজত্বে এখন কপটতা ছাড়া আর কিছুই নেই।'

'তুমি যাই বলো খোদার ওপর থেকে আমার বিশ্বাস কখনো টলবে না।' দানদান একটু বিমর্ষ হয়ে বলল।

'আমার একমাত্র ক্ষমতাই হচ্ছে ধৈর্য। ধৈর্যই আমাকে সফলতা দেখাবে। বিখ্যাত শায়েখ আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন।'

এই কথা শুনে দানদান একটু মুচকি হেসে বলল, 'আহ কী মহান শিক্ষক আর তার কী চমৎকার ছাত্রী !'

বিজ্ঞ শায়েখ

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল বালখি পুরাতন একটা বাড়িতে খুব সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তার স্বপ্নময় ভাষ্য অনেক পুরাতন আর নতুন ছাত্রের অন্তরে এখনো ঘুরে ফিরে বেড়ায়। ভালোবাসা এবং ঘৃণার এক অদ্ভুত দর্শন তাদেরকে মোহমুগ্ধ করে রাখে। ভালোবাসা ও পরিতৃপ্তির এক আধ্যাত্মিক স্থানে তিনি বিশেষ মর্যাদার জায়গা দখল করে আছেন।

শায়েখ যখন তার নির্জন ধ্যান ছেড়ে অভ্যর্থনা কক্ষের দিকে যাচ্ছিলেন তখন তার একমাত্র মেয়ে জোবায়দা কাছে এসে খুব হাসিখুশি ভাব নিয়ে বলল, 'বাবা শহরে আজ অনেক আনন্দ।'

শায়েখ মেয়ের কথায় কান না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তার আব্দুল কাদের আল মাহিনি কি এখনো এসে পৌঁছায়নি ?'

'তিনি হয়ত এখনো রাস্তায় আছেন। কিন্তু বাবা তার চেয়ে সুখের খবর হলো সারা শহর জুড়ে শুধু আনন্দ আর হৈ হুল্লোড়। কারণ সুলতান ঘোষণা দিয়েছেন যে শাহারজাদ তার স্ত্রী হবে আর তিনি যে রক্তপাত শুরু করেছিলেন তা বন্ধ করে দিবেন।'

কোনো কিছুই শায়েখের শান্ত ভাবকে নড়াতে পারল না। তার হৃদয়ে যে পরিতৃপ্ততা ছিল তাতে একটুও হ্রাস বৃদ্ধি হলো না।

জুবায়দা তার মেয়ে এবং একজন ভক্ত শিষ্য। যদিও সে এখনো শুরুর পর্যায়ে আছে। দরজায় কারো কড়া নারার শব্দ শুনতে পেয়ে জোবায়দা সেদিকে যেতে যেতে বলল, 'আপনার বন্ধু তার প্রাত্যহিক সাক্ষাতের কাজে চলে এসেছে।'

ডাক্তার আব্দুল কাদের আল মাহিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। দুই বন্ধু একে অপরে কোলাকুলি করলেন। তারপর ডাক্তার তার বন্ধুর পাশেই একটা জাজিমে বসলেন। যথারীতি ছোট্ট একটা প্রদীপের আলোতে তাদের কথাবার্তা শুরু হলো।

'তুমি নিশ্চই সেই সুসংবাদটা শুনেছ ?' আব্দুল কাদের বলল।

'আমি জানি কোন বিষয়টা আমার জানা উচিত ? শায়েখ একটু মুচকি হেসে জবাব দিল।

'মানুষের মুখে মুখে শুধু শাহারজাদের জন্য প্রার্থনা চলছে। তারা এই কথাও বলছে যে এর প্রাথমিক কৃতিত্বটা একমাত্র তোমারই।' ডাক্তার বলল।

'কৃতিত্ব শুধু প্রেমিক হৃদয়ের জন্য।' শায়েখ সংশোধন করে দিয়ে বলল।

'আমি নিজেও এরকম বিশ্বাসী। শাহারজাদ তোমার ছাত্রী ছিল। তুমি তাকে যা বলেছ সেইসব কথাকে সে অগ্রাহ্য করেনি। সে এমন কিছু গল্প পেয়েছিল যা দিয়ে সে সুলতানকে অবৈধ রক্তপাত থেকে বিরত রাখতে পেরেছে।'

'আমার বন্ধু তোমার একমাত্র সমস্যা হলো তুমি নিজের সিদ্ধান্তকে আরেকজনের বুদ্ধিমত্তার ওপর চাপিয়ে দাও।'

'এটা তো একজন মানুষের অলঙ্কার।'

'তবে মানুষের বুদ্ধিমত্তারও একটা সীমা আছে।'

'অনেক লোক বিশ্বাস করে যে এর কোনো সীমা নেই।'

'আমি অনেককেই আমার রাস্তায় টেনে আনতে পারি নাই। তুমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ব্যক্তি।'

'সাধারণ লোকজন তো খুবই দুর্বল প্রকৃতির। তারা সব সময় প্রয়োজন অনুভব করে যে কেউ তাদের জীবন পথে আলো দেখিয়ে দিয়ে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

'অনেক নীতিবান লোক পুরো মানব সমাজকেই রক্ষা করতে পারে।' শায়েখ খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল।

'আলি আল সালুলি আমাদের শহরের গভর্নর। তার দুর্নীতি থেকে কীভাবে এই শহর রক্ষা পাবে।' হঠাৎ করে একটু উত্তেজিত হয়ে ডাক্তার বলল।

'কিন্তু যারা বিভিন্ন স্তর থেকে প্রবল সংগ্রাম করে বেঁচে আছে তাদের কী হবে।' শায়েখ বিমর্ষ হয়ে বলল।

'শোন আমি একজন চিকিৎসক। পৃথিবীর জন্য সেটাই আমি উপযুক্ত বলে মনে করি যেটা আমাকে উৎকণ্ঠিত করে তোলে।'

শায়েখ মৃদুভাবে হাততালি দিল। ডাক্তার একটু হেসে আবার বলল, 'কিন্তু তুমি নিজেই একজন কল্যাণকর ব্যক্তি এবং সৌভাগ্যবান।'

'আমি আল্লাহকে এই জন্য ধন্যবাদ দেই যে আমাকে কোনো আনন্দ উত্তেজিত করে না কিংবা কোনো দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে না।'

'কিন্তু প্রিয় বন্ধু বিষয়টা আমার ক্ষেত্রে উল্টো। আমি খুব দুঃখী একটা লোক। আমি যখন মনে করি ঐ সমস্ত খোদাভীরু লোকদের কথা যারা সুলতানের এই অবৈধ রক্তপাতের বিরোধিতা করে শহীদ হয়েছে। যখন ভাবি এই অপরাধে তাদের সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নেয়া হয়েছে তখন আমার কষ্ট আরো বেড়ে যায়।'

'বৈষয়িক বিষয়ের প্রতি আমরা কত কঠোর বন্ধনে আটকা পড়ে গেছি।'

'মহৎ আর খোদাভীরু লোকেরা সবাই শহীদ।' একটু সমবেদনার সুরে

ডাক্তার কথাগুলো বলল। 'ও আমার প্রিয় শহর তোমার জন্য আজ আমার খুব কষ্ট হয়। তোমাকে শুধু স্বার্থান্বেষী লোকগুলোই দখল করে আছে।'

'ক্ষুদ্র জঘন্য বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা আছে এমন অসংখ্য লোক এখনো আছে।'

বাইরে ঢাক ঢোলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারা বুঝতে পারল লোকজন এই সুসংবাদটাকে উদযাপন করছে। ডাক্তার চিন্তা করল সে এখন এমিরসের পানশালায় যাবে।

এমিরসের পানশালা

ক্যাফেটা ছিল বেশ বড় একটা কমার্শিয়াল রাস্তার ঠিক ডান পাশে।

এটা দেখতে ছিল বর্গাকৃতি। প্রবেশকারীরা ঢুকেই সামনে অনেক বড় একটা উঠোন পাবে। কফিখানাটার পাশ দিয়ে ধনী লোকদের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষ আছে। এর ভেতরে চক্রাকারে সাধারণ লোকজনের বসার জন্য জাজিম সাজিয়ে রাখা আছে। বিভিন্ন ঋতু অনুযায়ী ঠাণ্ডা এবং গরম নানা ধরনের পানীয়ের ব্যবস্থা আছে। রাতের বেলা সমাজের অনেক উঁচু মর্যাদার লোকদের এখানে দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে আছে সানান আল গামালি, তার ছেলে ফাদিল, আছে হামাদান তিউনেশিয়া, কারাম আল আসিল, সাহলুল, ইব্রাহিম আল আত্তার, তার ছেলে হাসান, গালিল আল বাজ্জাজ, নূর আল দিন এবং কুজো শামলুল।

সাধারণ যে সব লোকজন এই ক্যাফেতে আসে তাদের মধ্যে আছে মুটমজুরে রাগেব এবং তার বন্ধু সিন্দবাদ। আছে নাপিত উগার ও তার ছেলে আলাদিন, পানিবাহক ইব্রাহিম এবং মারুফ মুচি।

আজকের এই হাসিখুশি উৎসবের রাতে এখানে সাধারণ একটা আনন্দোৎসব চলছে। ডাক্তার আব্দুল কাদের আল মাহিনি এসে যোগ দিলেন এই উৎসবে। উৎসবে এখন আছে ইব্রাহিম আল আত্তার, কোটিপতি কারাম আল আসেল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাহলুল। এই রাতে তারা এক বিভীষিকাময় আতঙ্ক থেকে মুক্ত পেল। যে আতঙ্কটা দীর্ঘদিন তাদেরকে গিলে রেখেছিল।

প্রতিটি বাবা যার সুন্দরী কুমারী মেয়ে ছিল তারা প্রত্যেকেই আজকের এই রাতের আগে প্রতিটি রাত কাটাত নির্ঘুম আর দুশ্চিন্তায়।

'চলো ঐ মৃত আত্মাগুলোর জন্য আমরা প্রার্থনা করি!' অনেকগুলো কণ্ঠস্বর বলে উঠল।

'নিষ্পাপ কুমারী মেয়েগুলো আর খোদাভীরু লোকদের জন্য!'

'দুঃখের অশ্রুজলকে আজ বিদায় দাও।'

'সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।'

'মুক্তোখচিত রমণী মহান শাহারজাদ দীর্ঘজীবন লাভ করুক।'

'অশেষ ধন্যবাদ ঐ চমৎকার গল্পগুলোকে।'

'এটা খোদার দয়া আর করুণা বর্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

উৎসবের এই হইচই আর কথাবার্তা হয়ত অনেকক্ষণই চলত। কিন্তু হঠাৎ করে মুটমজুরে রাগাবের কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে সেদিকে তাকাল।

'সিন্দবাদ তুমি কি পাগল হয়েছ ?'

উগার সব কিছুতেই যার নাক গলানো স্বভাব সে বলল, 'হঠাৎ করে এই উৎসবের রাতে তার আবার কী হলো।'

'মনে হয় সে এখন যে কাজটা করছে এটা আর সে করতে চায় না। বোঝাবহন করার কাজটা সে আর পছন্দ করছে না।'

'তাহলে কোনো বাড়ির গভর্নর হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি তার আছে নাকি।'

'সে একজন জাহাজের নাবিকের কাছে গিয়েছিল: অনেক অনুনয় বিনয় করার পর অবশেষে নাবিক তাকে জাহাজের কর্মচারী হিসেবে নিতে রাজি হয়েছে।'

'জমিনের এই নিশ্চিত আরামের জীবন ছেড়ে পানির অনিশ্চিত জীবনে যাওয়াটা একটা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই না।' পানিবাহক ইব্রাহিম বলল।

এই কথা শুনে সিন্দবাদ খুব দৃঢ়তার সাথেই বলল, 'এই সমস্ত অলিগলি আর উপত্যকা দেখতে দেখতে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি। আর এই সমস্ত আসবাব জাহাজে বহন করতে করতে আমি সত্যিকার অর্থেই হাঁপিয়ে উঠেছি। এখানে নতুন করে বাঁচার কোনো আশা নেই। অথচ দেখো ঐ সমুদ্রে সেখানে সম্পূর্ণ নতুন আরেকটা জীবন। নদী গিয়ে মিশেছে সাগরে, আর সাগর গিয়ে মিশেছে অজানাতে। আর সেই অজানা চোখের সামনে হঠাৎ হঠাৎ নিয়ে আসে অজানা সব উপত্যকা, পাহাড় পর্বত, অদ্ভুত সব জীবন্ত প্রাণী। আমি আমার নিজেকে সব সময় বলি সিন্দবাদ তোমার ভাগ্যটাকে আবার পরীক্ষা করে দেখো। নিজেকে অদৃশ্যের হাতে সমর্পণ করো।'

গন্ধবণিক নুরুলদিন বলল, 'চড়ে বেড়ানোটা হলো আশীর্বাদ।'

'আমার বাল্যকালের এক সৈনিকের কাছ থেকে কী চমৎকার একটা সমাধান বের হয়ে আসল !' সিন্দবাদ বলল।

উগার নাপিত একটু বিদ্রুপের সুরে বলল, 'তুমি মুটমজুরে নিজেকে কি আরো উঁচু শ্রেণীর লোক মনে করছ নাকি ?'

'আমরা প্রার্থনা গৃহে পাশাপাশি বসে আমাদের শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল বালখির কাছ থেকে শিক্ষা নেই।' নুরুলদিন বলল।

'আরো অনেকের মতোই আমি ধর্মীয় উপাদান আর শিক্ষার বিষয়গুলো শেখার চেষ্টা করি।' সিন্দবাদ বলল।

'তুমি চলে গেলে এই শুকনো জমিগুলো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র হবে না কিংবা সমুদ্র আরো ফুঁসে উঠে বিস্তৃত হবে না।' উগর বলল।

এই সময় ডাক্তার আব্দুল কাদের আল মাহিনি সিন্দবাদকে বলল, 'তুমি খোদার নিরাপত্তায় থাকো। তোমার উচিত যখন তুমি আসো তখন এই সব চমৎকার দৃশ্যগুলো রেকর্ড করে রাখা। তুমি চলে যাচ্ছ কবে ?'

'আগামীকাল সকালে।' সে বিড়বিড় করে বলল।

'সিন্দবাদ এটা খুবই দুঃখের সংবাদ।' তার বন্ধু কুলি রাগেব বলল।

সানান আল জামালি

১.

সময়ের বিশেষ একটা করাঘাতে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে স্থির দৃষ্টিতে তার বিছানার পাশে জানালাটার দিকে তাকাল। জানালার ভেতর দিয়ে বাইরে দৃষ্টি দিয়ে সে দেখতে পেল সারা শহরটা অন্ধকারে মুড়িয়ে আছে। সারা পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে নিস্তরঙ্গ শূন্যতা আর শান্ত নীরবতায়।

নিজেকে উম্মে সাদের উষ্ণ শরীর থেকে মুক্ত করে সে মেঝেতে নেমে পড়ল। মেঝের পার্সিয়ান গালিচায় তার পা ডুবে গেল। যে স্তম্ভের ওপর মোমবাতি রাখা হয় সেখানে সে হাত বাড়াল। কিন্তু হাত বাড়িয়েই পায়ের তলে তরল আবার শক্ত কিছু একটা টের পেয়ে সে বেশ আতঙ্কিত হয়ে বলে উঠল, 'এটা কী ?'

সাথে সাথেই খুব অদ্ভুত একটা গলার স্বর ভেসে আসল। যে গলার স্বরটা সে তার জীবনে কখনোই শোনেনি। গলার স্বরটা না মানুষের না কোনো প্রাণীর। স্বরটা তার সকল চেতনাকে প্রায় অবশ করে দিল। অন্ধকার থেকে স্বরটা বেশ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'চোখের মাথা খেয়েছিস বেটা অন্ধ। তুই আমার মাথা মাড়িয়ে দিয়েছিস।'

ভয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ল। সে প্রচণ্ড ভীতু একজন মানুষ। জিনিসপত্র কেনাবেচা আর সেগুলো নিয়ে তর্কবিতর্ক ছাড়া সে আর কিছু করতে পারে না।

'তুই গণ্ড মূর্খ আমার মাথাটা পাড়িয়ে দিয়েছিস।' অন্ধকার থেকে অপরিচিত কণ্ঠস্বরটা আবার বলল।

'তুমি কে ?' সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবার বলল।

'আমি কামকাম।'

'কামকাম ?'

'আমি মানুষের বসবাসযোগ্য শহরের জিন।'

জিনের কথা শুনে এর মধ্যেই তার কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেছে।

'তুই আমাকে আঘাত করেছিস। তোকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।' জিনটা বলল।

জিনের কথার উত্তরে কিছু বলার মতো ক্ষমতা তার ছিল না। তার জিভটা এর মধ্যেই ভারি হয়ে গেছে।

'তুই অসভ্য কপট লোক। তোর কথা আমি গতকাল শুনেছিলাম। তুই বলেছিলে মৃত্যু হলো একটা ঋণ যেটা শোধ করতেই হবে। সুতরাং এখন এই ভয়ের মুখে পড়ে তুই কাঁপছিস কেন ?' জিনটা গম্ভীর গলায় বলল।

'আমাকে দয়া করো।' সে অবশেষে অনুনয় বিনয় করতে লাগল। 'আমি খুব পারিবারিক একজন লোক। আমার একটা পরিবার আছে।'

'আমার শাস্তি শুধু তোর জন্য। অন্য কেউ এটা ভোগ করবে না।'

'আমি একটা মুহূর্তের জন্যও আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি।'

'তুই খুব বিরক্তিকর একটা বাজে চরিত্র। তোর জঘন্য ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তুই আমাদেরকে দাস বানিয়ে রাখতে চাস। তোর মধ্যে যারা দুর্বল আছে তাদেরকে দাস বানিয়ে তোর লোভী মন তৃপ্ত হয় নাই।'

'আমি আপনাকে শপথ করে বলছি...'

'কোনো ব্যবসায়ীর শপথে আমার বিশ্বাস নেই।' তার কথা শেষ হবার আগেই ব্যবসায়ী আবার কথা বলে উঠল।

'আমি আপনার করুণা আর ক্ষমা ভিক্ষা করছি।'

'তুই কি চাস আমি সেটা করি ?'

'আপনার দয়া, বড় হৃদয়...' সে খুব আতঙ্কিত গলায় বলল।

'তুই তোর কাস্টমারদের সাথে যেভাবে প্রতারণা করিস আমার সাথে সেরকম প্রতারণা করবি না তো ?'

'কোনো কিছুর জন্যই না, শুধু খোদার ভালোবাসার জন্যই এমনটা করেন।'

'মূল্য ছাড়া কোনো করুণা নেই, ক্ষমার জন্য অবশ্যই তোকে দাম দিতে হবে।'

তার কাছে হঠাৎ করে মনে হলো সে বেঁচে থাকার আলো দেখতে পাচ্ছে।

'আপনি যা চান আমি তাই করব।' সে খুব আগ্রহীস্বরে বলল।

'সত্যি ?'

'আমার সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে সেটা করব।' সে বেশ জোর গলায় বলল।

'তাহলে আলি আল সালুলিকে খুন করতে হবে।' জিনটা খুব শান্ত কিন্তু ভয়ংকর গলায় বলল।

হঠাৎ করেই তার আনন্দটা অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে যেন দমে গেল।

'আলি আল সালুলি ! আমাদের এলাকার গভর্নর ?' সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, অন্য কেউ না।'

'কিন্তু সে তো ক্ষমতাবান একজন গভর্নর। প্রহরীদের বেষ্টনে মহাসুখে বসবাস করে। আমি তো কিছুই না শুধু একজন ব্যবসায়ী ছাড়া।'

'তাহলে তোর কোনো ক্ষমা নেই, তোর প্রতি কোনো দয়া নেই।' জিন বলল।

'মহামান্য আপনি কেন নিজেই তাকে খুন করছেন না ?'

'সে আমাকে তার কালু জাদু দিয়ে আটকে রেখেছে। আমাকে দিয়ে এমন সব কাজ করাচ্ছে যা আমি কখনো করতে চাই না।'

'কিন্তু আপনি তো ইচ্ছে করলেই কালু জাদুকে অতিক্রম করে যেতে পারেন।'

'বিশেষ কিছু নিয়মের ক্ষেত্রে পারি না। তুই আমার সাথে তর্ক করা বন্ধ কর। হয় আমার প্রস্তাব গ্রহণ করবি নয়ত সেটা প্রত্যাখ্যান করবি।'

'আপনার কি এটা ছাড়া অন্য কোনো ইচ্ছা নেই।' সানান দ্রুত বলল। 'আমার অনেক টাকা পয়সা। ভারত এবং চীন থেকে অনেক ভালো ভালো জিনিস আমার কাছে আছে।'

'বোকার হদ্দ তুই অনর্থক সময় নষ্ট করছিস।'

সানান হতাশ গলায় বলল, 'আমি আপনার ইচ্ছার গোলাম।'

'সাবধানে থাকিস। আমাকে আবার ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করিস না।'

'আমি নিজেকে ভাগ্যের কাছে সোপর্দ করলাম।'

'তুই যদি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে কাফ পাহাড়েও থাকিস তাহলেও আমার হাতের মুঠোর মধ্যেই থাকবি। কথাটা মনে রাখিস।'

এর পর থেকেই সানান তার বাহুতে কেমন তীব্র একটা ব্যথা সব সময় টের পায়। তার দীর্ঘ শ্বাসের সাথে যেন কোনো চিৎকার বের হয়ে আসে।

২.

উম্মে সাদের ডাকে সানানের ঘুম ভেঙে গেল।

'তুমি আজ এখনো এত দেরি করে ঘুমাচ্ছ কেন ?' উম্মে সাদ জিজ্ঞেস করল। সে উঠে যখন মোম জ্বালাতে গেল তখন সানান এক দৃষ্টিতে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। এটা যদি আসলেই স্বপ্ন হয়ে থাকে তাহলে সে কেন এত দুর্বলতা অনুভব করছে। সে যেরকম ভীত হয়েছিল সেভাবেই সে এখন বেঁচে আছে। পৃথিবীটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আবার যেন তার কাছে এর পুরো আকৃতি নিয়ে হাজির হয়েছে। দোজখের আগুনের শাস্তির পর বেঁচে থাকাটা কী আরামদায়ক !

'আমি শয়তানের অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য খোদার কাছে আশ্রয় নিব।' সে দম ফেলতে ফেলতে বলল।

উম্মে সাদ তার এলোমেলো চুলগুলো বাঁধতে বাঁধতে সানানের দিকে তাকিয়েছিল।

সানান বলল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে ভয়ংকর বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।'

'ফাদিলের বাবা আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।' উম্মে সাদ বলল।

'কী ভয়ংকর একটা স্বপ্ন দেখলাম উম্মে সাদ!'

'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন।'

উম্মে সাদ ছোট্ট একটা প্রদীপ নিয়ে বাথরুমের দিকে গেল। তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে সানান বলল, 'আমি রাতের একটা অংশ কাটিয়েছি একজন জিনের সাথে।'

'এটা কীভাবে হয়। তুমি তো একজন খোদাভীরু লোক।'

'আমি বিষয়টা শায়েখ আব্দুল্লাহ আল বালখিকে বলব। এখন আমাকে গোসল সারতে দাও।'

সে মুখ ধুয়ে যখন তার বাম হাতটা ধুতে যাবে তখন হাতের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে ভয়ে কেঁপে উঠল।

'হায় খোদা এ কী!'

সে হতবাক হয়ে তার হাতের ক্ষতের দিকে তাকিয়ে থাকল। মনে হচ্ছে কেউ যেন তার হাতে কামড় দিয়েছে। সে যা দেখছে এটা কোনো কল্পনা না। মনে হচ্ছে কেউ যেন তার হাতের মাংসের গভীরে কামড় দিয়ে দাঁতের দাগ বসিয়ে দিয়েছে।

'এটা কোনোভাবেই সম্ভব না।'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে দৌড়ে রান্না ঘরে গেল। উম্মে সাদ তখন চুলোয় আগুন দিচ্ছিল।

উম্মে সাদ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি গোসল সেরেছ?'

'দেখো।' সে হাতের ক্ষতটা দেখাল।

'তোমাকে কামড় দিয়েছে কিসে?' মহিলাটি হা করে শ্বাস নিতে নিতে বলল।

'আমি জানি না।'

কিছুটা ধাতস্থ হয়ে উম্মে সাদ বলল, 'কিন্তু তুমি তো যখন ঘুমালে তখন বেশ সুস্থ ছিলে।'

'আমি জানি না কী ঘটেছে।'

'ব্যথাটা তুমি দিনে পেয়েছিলে নাকি?'

'এটা কোনোভাবেই দিনে ঘটেনি।' সে উম্মে সাদকে বাধা দিয়ে বলল।

বেশ অস্বস্তি নিয়ে তারা একে অপরের দিকে তাকাল।

'তুমি আমাকে স্বপ্নের কথাটা বলো।' উম্মে সাদ বেশ আতঙ্কের সুরে বলল।

'এটা যদিও একটা স্বপ্ন ছিল কিন্তু এটা জিন ছিল। আমি জিনকেই দেখেছি।'

তারা আবারো একে অপরের দিকে ব্যথাতুর চোখে তাকাল।

'তুমি এটা গোপন রেখো। কাউকে বোলো না।' উম্মে সাদ বেশ উষ্ণতার সাথে বলল।

সে বুঝতে পারল কেন উম্মে সাদ বিষয়টা গোপন রাখতে বলছে। কারণ স্বপ্নের সাথে সাথে যদি জিনের বিষয়টাও প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে ব্যবসার ক্ষেত্রে তার যে সুখ্যাতি আছে সেটার ওপর কেমন প্রভাব পড়তে পারে এটা সে জানে না। তার মেয়ে হাসিনা তার ছেলে ফাদিল তাদের ওপরও নিশ্চয়ই প্রভাব পড়বে। এই একটা স্বপ্ন তার সব কিছু ধ্বংস করে দেবে।

'একটা স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই আর কিছু নয়।' উম্মে সাদ বলল। 'আর তোমার হাতের এই ক্ষতের গোপন রহস্য একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।'

'এই কথার ওপরই সবার বিশ্বাস করতে হবে।' সে বেশ হতাশ হয়ে বলল।

'তোমার জন্য এখন সবচেয়ে দরকার হলো হাতের এই ক্ষতের চিকিৎসা করা। তোমার চিকিৎসক বন্ধু ইব্রাহিমের কাছে এখনই যাও।'

কীভাবে সে সত্যকে জানতে পারবে। দুশ্চিন্তা আর হতাশায় তার ভেতরে ক্রোধের আগুন ফুঁসে উঠছিল। সে বুঝতে পারছিল তার অবস্থান ক্রমশ নিচু থেকে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। তার সমস্ত অনুভূতি আস্তে আস্তে ক্রোধে রূপ নিচ্ছিল। তার কোমল ভীতু প্রকৃতি আস্তে আস্তে বেশ পরিবর্তিত হয়ে নির্মমতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে তার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা তার স্ত্রীর দৃষ্টির দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না। সে এদের সবাইকে ঘৃণা করতে শুরু করল। এই মহিলাটার বুদ্ধিটাকেও পাত্তা দিতে তার ইচ্ছে করছিল না। তার ভেতরে সব কিছু ধ্বংস করে দেয়ার একটা অদম্য ইচ্ছা ক্রমশ জেগে উঠছিল। নিজেকে কোনোভাবেই সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। একটা ঘৃণা ভরা চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সে স্ত্রীর সামনে থেকে সড়ে আসল।

'এই সানান কিছুতেই আগের সানান না। কিছু একটা হয়েছে।' উম্মে সাদ বিড়বিড় করে বলল।

সে শোয়ার ঘরে ড্রিম লাইটের কোমল আলোতে তার একমাত্র ছেলে ফাদিল আর মেয়ে হাসিনাকে দেখতে পেল। তার উঁচু গলার স্বর শুনে তারা উঠে বসেছে। চোখে মুখে ভয়ের ছায়া। ছেলে মেয়েকে দেখে তার রাগ আরো বেড়ে গেল।

'আমার সামনে থেকে সরে যাও।'

সে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। তারপর হাতের ক্ষতটা ভালো করে পরীক্ষা করতে থাকল। ফাদিল সাহস করে বাবার সামনে আসল।

'বাবা আমি বিশ্বাস করি তুমি ঠিক আছ। কিছুই হয়নি।' সে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে বলল।

'আমাকে একা থাকতে দাও।' সে বেশ রূঢ়ভাবে বলল।

'তোমাকে কি বাবা কোনো কুকুর কামড় দিয়েছে?'

'কে বলেছে এটা?'

'মা বলেছে।'

সে তার স্ত্রীর বুদ্ধিকে প্রশংসা করল। ছেলেকেও এটা জানাল। কিন্তু তারপরেও তার মনের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না।

'এটা এমন কিছু না। আমি এখন ভালো আছি। কিন্তু আমাকে এখন একা থাকতে দাও।'

'তোমার ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত।'

'আমাকে এটা কারো বলার দরকার নেই।' সে রাগতস্বরে বলল।

বাইরে বের হয়ে ফাদিল তার বোন হাসিনাকে বলল, 'বাবা অনেক পাল্টে গেছে।'

৩.

জীবনে এই প্রথমবারের মতো সানান আল গামালি সকালের প্রার্থনা ছাড়াই তার ঘর থেকে বের হয়ে আসল। সে সোজা চলে গেল তার বন্ধু, প্রতিবেশী, চিকিৎসক ইব্রাহিমের দোকানে। ইব্রাহিম তার হাতটা দেখে বেশ অবাক হয়ে বলল, 'এটা কী ধরনের কুকুর তোমাকে কামড়িয়েছে? শহরে তো নানা ধরনের কুকুর ঘুরে বেড়ায়। একটা লতাগুল্মের ওষুধ ঠিক করতে করতে সে বলল, 'আমার কাছে এমন ওষুধ আছে যেটা কখনো ব্যর্থ হবে না।'

সে লতাগুল্মটা পানিতে সিদ্ধ করতে দিয়ে সানানের হাতের ক্ষতটা গোলাপের পানি দিয়ে ধুয়ে তার পর খনিজ ওষুধের কিছু পাউডার মিশ্রিত মলম কাঠের চামচ দিয়ে হাতে প্রলেপ দিয়ে কাপড় দিয়ে সানানের হাতটা বেঁধে দিল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আল্লাহ চাহে তো এতেই তুমি ভালো হয়ে যাবে।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই সানান বলল, 'অথবা শয়তান তার ইচ্ছে মতো যা কিছু করবে।'

সানানের কথা শুনে চিকিৎসক ইব্রাহিম বেশ অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। সে ভেবে পাচ্ছিল না তার বন্ধু এত পরিবর্তিত কীভাবে হয়ে গেল। সে কখনো এই ভঙ্গিতে কারো সাথে কথা বলে না।

খুব বিষণ্ন চেহারায় সানান ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইব্রাহিম এই পৃথিবীটাকে বিশ্বাস কোরো না।'

বাইরে খুব তিক্ত বিরক্ত সূর্যের উত্তাপ। মানুষের চেহারাগুলো সেই গরমে কেমন ছোট হয়ে আসছে।

ফাদিল তার বাবার আগেই তাদের ব্যবসার দোকানে চলে এসেছিল। বাবাকে দেখেই সে সুন্দর একটা হাসি দিল। কিন্তু সেই হাসিতে বাবার মনের কোনো পরিবর্তন হলো না। বরং মনে হলো এতে তার অসুখটা আরো বেড়েছে। সানান সূর্যের উত্তাপকে কিছুক্ষণ গালিগালাজ করল। যদিও যে কোনো ধরনের আবহাওয়ায় সে সহনশীল ছিল। তার দোকানে আসা ক্রেতাদের সাথে সে ভালোভাবে কোনো কথা বলল না। তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাল না। কারো অভ্যার্থনার উত্তরও দিল না। কোনো হাসির ঘটনা ছাড়াই হাসতে লাগল আবার কোনো কারণ ছাড়াই চুপ হয়ে গেল। কী ঘটেছে আজ ? ফাদিল বাবার মাঝে আর ক্রেতাদের মাঝে আগের স্বাভাবিক আচরণটা ঠিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করল। অনেক ক্রেতাই ফাদিলের কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, 'তোমার বাবার আজ কী হয়েছে ?'

ছোট্ট এই তরুণ ছেলেটি উত্তরে শুধু একটা কথাই বলল, 'বাবার মন আজ খারাপ। তিনি অসুস্থ তো তাই।'

৪.

ইমরিসের কফিখানায় তার এই অবস্থার কথা ছড়াতে খুব বেশি দেরি হলো না। সে খুব মনমরা ভাব নিয়ে ক্যাফেতে ঢুকল। কারো সাথে কোনো কথা বলল না। চুপচাপ এক কোনায় বসে কিছুক্ষণ পাগলের মতো উল্টাপাল্টা কথা বলল। আশপাশের কথাবার্তা শুনে সে বিরক্ত হয়ে অল্প কিছুক্ষণ থেকেই ক্যাফে থেকে বের হয়ে আসল।

'একটা বড় পাগলা কুকুর তাকে কামড়িয়েছে।' চিকিৎসক ইব্রাহিম বলল।

কাপড় ব্যবসায়ী গালিব বলল, 'তার হয়ত কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।'

লক্ষ টাকার মালিক কারাম আল আসিল যার চেহারাটা বানরের মতো সে বলল, 'কিন্তু তার ব্যবসা তো দিনকে দিন শুধু উন্নতিই হচ্ছে।'

হাকিম আব্দুল কাদের আল মাহিনি বলল, 'তুমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়বে তখন টাকার মূল্য এমনিতেই পড়ে যাবে।'

নাপিত উগার যে মেঝেতে বসেছিল, সে উচ্চবিত্তদের কথাবার্তার মাঝখানে বেশ সাহস করে নাক ঢুকিয়ে খুব দার্শনিকের মতো একটা কথা বলে ফেলল, 'একটা মানুষ তেমন কী ? একটা কুকুরের কামড় কিংবা একটা মৌমাছির হুলফুটানো ছাড়া তো আর কিছুই না...'

কিন্তু তাদের কথার মাঝখানেই ফাদিল চিৎকার করে বলল, 'আমার বাবা ঠিক আছে। তার তেমন কিছু হয়নি। তিনি শুধু একটু অসুস্থ। কালকেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু দিনকে দিন সানান আল গামাল এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছিল যে নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। অবশেষে একদিন সে পাগলের মতো মদ খেয়ে পুরো শক্তি নিয়ে ক্যাফে থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে অপরিচিতজনদের সাথে খুব হম্বিতম্বি শুরু করল। বাসায় যাওয়াটা তার কাছে বিরক্তিকর ঠেকল। সে বরং রাস্তায় উল্টাপাল্টা হাঁটতে লাগল। তার কাছে মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে কোনো মারামারি কাটাকাটি করলে তার মাথাটা একটু শান্ত হবে। তার মাথার ভেতর তার পরিবারের অনেক আগে মরে যাওয়া মৃত মহিলারা এসে তার সাথে কথা বলতে থাকল।

সে যখন শায়েখ আব্দুল্লাহ আল বালখির বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ করেই ভাবল শায়েখের সাথে দেখা করে তার যত গোপন কিছু ঘটেছে সব খুলে বলবে। সে তাড়াহুড়া শুরু করল। সেই সময় কোনো একটা বাড়ির দরজা থেকে বের হয়ে আসা আলোতে সে দেখতে পেল দশ বছরের একটা মেয়ে বেশ বড় একটা পিতলের পাত্র কাঁধে নিয়ে পথ ধরে কোথায় যেন যাচ্ছে।

সে দৌড়ে মেয়েটার কাছে গিয়ে তার পথ আটকে জিজ্ঞেস করল, 'ছোট্ট মেয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ ?'

'আমি মার কাছে ফিরে যাচ্ছি।' মেয়েটা খুব নরম গলায় বলল।

সে একটা অন্ধকার জায়গায় ঢুকে পড়ল, যেখান থেকে মেয়েটাকে দেখা যায় না। তারপর সেখান থেকে মেয়েটাকে ডাক দিল।

'এদিকে আসো। আমি তোমাকে খুব চমৎকার একটা জিনিস দেখাব।'

সে মেয়েটার হাত ধরে তাকে নিয়ে পেছনে স্কুলের সিঁড়ির নিচে নিয়ে যেতে থাকল। তার ব্যবহারে মেয়েটা অবাক হয়ে গেল।

'আমাকে যেতে দিন, মা অপেক্ষা করছে।' মেয়েটা ভয়ে ভয়ে বলল।

সে মেয়েটার বাবার বয়সী ছিল। তাই মেয়েটা তাকে কিছুটা বিশ্বাস করছিল। কিন্তু তারপরেও মেয়েটার ভেতর একটা শঙ্কা কাজ করছিল। হঠাৎ করে মেয়েটা ভয় পেয়ে এত জোরে চিৎকার দিল যে তার বুকটা কেঁপে উঠল। সে কাঁপা কাঁপা হাতে মেয়েটার মুখ চেপে ধরল। সাথে সাথেই যেন তার জ্ঞান ফিরে আসল। মনে হলো অচেনা পৃথিবী থেকে এই মাত্র সে পরিচিত পৃথিবীতে আছড়ে পড়েছে।

'কাঁদে না মেয়ে। ভয় পেয়ো না।' সে মিনতির সুরে বলতে থাকল।

এই সমস্ত বিপর্যয় কাটিয়ে উঠার পরই সে শুনতে পেল খুব ভারি পায়ের শব্দ দ্রুতগতিতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার পাতলা শরীরটা নিয়ে শুয়ে পড়ল। মেয়েটা তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ঠেকছে। পশুর পায়ের মতো পাগুলো অন্ধকারে তার শরীর মাড়িয়ে গেল। সে উপলব্ধি করছিল সময় শেষ হয়ে এসেছে। তার হাতে মেয়েটার এলিয়ে যাওয়া চিকন গলা।

তখনই সে শুনতে পেল একটা কণ্ঠস্বর ডাকছে।

'বাছিমা বাছিমা আমার মেয়ে...'

সে হতাশায় ডুবে গিয়ে নিজেকেই বলল, 'এটা অপরিহার্য ছিল।'

সে উঠে যখন অন্ধকার থেকে হেঁটে বের হয়ে আসছিল তখনই দুই দিন আগের স্বপ্নের সেই কণ্ঠস্বরটা সে শুনতে পেল। তাকে জিজ্ঞেস করছে, 'আমাদের মাঝে কি এই প্রতিশ্রুতিই ছিল ?'

'তাহলে তুমি সত্যি সত্যি আছ। এটা কোনো স্বপ্ন নয়।' সে আত্মসমর্পণ করে বলল।

'নিঃসন্দেহে তুই পাগল হয়ে গেছিস।'

'আমি জানি। কিন্তু সেটা তুমিই আমাকে বানিয়েছ।'

'আমি তোকে কখনোই কোনো অন্যায় কাজ করতে বলিনি।' গলার স্বরটা খুব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল।

'তর্ক করার সময় নেই। তুমি আমাকে রক্ষা করো। যাতে তুমি যা চেয়েছিলে আমি সেটা করতে পারি।'

'আমি এই জন্যই এসেছিলাম কিন্তু তুই বুঝতে পারিসনি।'

আচমকা তার কাছে মনে হলো সে কোনো শূন্যে ভেসে কোনো ফাঁকা নীরব পৃথিবীতে চলে গেছে। কিছুক্ষণ পর সে আবার সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

'কেউ তোর টিকিটিও খুঁজে পাবে না। চোখ খুলে দেখ তুই তোর বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছিস। শান্তিতে মৃত্যু হোক। আমি তোর জন্য অপেক্ষা করব।'

৫.

সে অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছিল। উম্মে সাদ অবশ্য বুঝতে পারল না যে তার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। সে অন্ধকারে তার বিছানায় শুয়ে যা ঘটেছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে থাকল। সে এক ব্যক্তি আর ঐ মেয়েটাকে হত্যাকারী অন্য আরেক ব্যক্তি। তারা কিছুতেই একজন ব্যক্তি হতে পারে না। আহ কী এক ঘটনা ঘটে গেল। এখন তার জীবনের সকল আশা ভরসা সব শেষ হয়ে গেল। সে ঘুমাচ্ছিল না ঠিক, কিন্তু নড়াচড়া না করে মরার মতো পড়ে রইল।

সকালেই চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ শোনা গেল।

উম্মে সাদ ঘর থেকে বের হয়ে আবার ফিরে এসে বলল, 'আল্লাহ বাছিমার মাকে শান্ত করুক। দয়া করুক তাকে।'

সে তার চোখ দুটি সরু করে বলল, 'কী হয়েছে ?'

'ফাদিলের বাবা, মানুষের কী হয়েছে। এত খারাপ হয়ে গেছে মানুষ। কালকে রাতে কারা যেন স্কুলের সিঁড়ির নিচে বাছিমাকে ধর্ষণের পর খুন করে

গেছে। আহারে নিষ্পাপ মেয়েটা! মানুষের চামড়ার আবরণে এ কোন পশুর বসবাস ?'

সে কথা শুনতে শুনতে তার মাথাটা এত নিচে নামিয়ে ফেলল যে দাড়িগুলো বুক স্পর্শ করল।

'আমি অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে খোদার কাছে আশ্রয় চাই।' সে বিড়বিড় করে বলল।

'এই পশুগুলোর কোনো খোদা নেই কোনো নবী নেই।'

বাইরে মহিলাটা তখনো চিৎকার করে কান্নাকাটি করছিল।

সে নিজেকেই জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি জিন ছিল ? নাকি অতিরিক্ত মদ্যপানই ছিল এর কারণ, নাকি এটা সানান আল জামালি ছিল ?'

৬.

মহল্লার সকলেই ঘটনাটা নিয়ে খুব উত্তেজিত ছিল। তাদের কথাবার্তার মূল বিষয় ছিল এই অন্যায়টা। হাকিম ইব্রাহিম সানানের জন্য ওষুধ বানাতে বানাতে বলল, 'তোমার ক্ষতটা এখনো সেরে ওঠেনি। তবে ভয় নেই। এখান থেকে আর বিপদের সম্ভাবনা নেই।'

তারপর সে যখন পাতলা কাপড় দিয়ে হাতটা ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছিল তখন বলল, 'সানান তুমি কি খুনের ঐ বিষয়টা কিছু জানো ?'

'আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।' সে একটু বিরক্ত হয়ে বলল।

'অপরাধীটা কোনো মানুষ নয়। এটা কোনো মানুষের কাজ না।'

'নিঃসন্দেহে সে একটা পশু।'

'অথবা সে একজন খ্যাপাটে পাগল যে বিয়ের অর্থটাই বোঝে না। রাস্তায় পাগলা কুকুরের মতো এরা ঘুরে বেড়ায়।'

'অনেকেই এই কথা বলে।'

'গভর্নর হয়ে আলি সালুলি কী করছে বসে বসে।'

আলি সালুলির নামটা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে তার বুকটা কেমন কেঁপে উঠল। সাথে সাথে তার মাথায় ঐ দায়িত্বের কথাটা মনে পড়ে গেল যেটা খোলা তরবারির মতো তার মাথার ওপর এখনো ঝুলছে।

'হয়ত সে নিজের ধান্দায় ব্যস্ত। আর বসে বসে ঘুষের টাকা গুনছে।' সে বলল।

'সে ব্যবসায়ীদের জন্য যা করেছে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু তার মনে রাখা উচিত তার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের দেখাশোনা করা।'

সানান তার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে এই কথাটা বলে ঘর থেকে বের হয়ে আসল।

'ইব্রাহিম এই পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস কোরো না।'

৭.

এলাকার গভর্নর আলি সালুলি তার ব্যক্তিগত সহকারী বাতিসা মারগানের কাছ থেকে আগেই নিরাপত্তার অবস্থা কেমন ছিল সেটা জেনে নিয়েছে। সে ভয় পাচ্ছিল যে রিপোর্টটা উজির দানদানের কাছে চলে যাবে এবং তারপরে সেটা যাবে সুলতানের কাছে। তাই সে প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা গামাস আল বালতিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার অফিস সময়ে নিরাপত্তার বিষয়ে কী কী কথা হয়েছে সে বিষয়ে তুমি কিছু জান নাকি ?'

পুলিশের প্রধান তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার দুর্নীতির বিষয়ে সব কিছুই জানত : সে বেশ শান্তই ছিল।

'মহামান্য গভর্নর আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আমার দায়িত্বে মোটেও অবহেলা করিনি। অপরাধী তার কাজের জায়গায় কোনো ধরনের চিহ্ন রেখে যায় নি। আমরা এমনকি একজন প্রত্যক্ষদর্শীও খুঁজে পায়নি। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কয়েক ডজন উড়নচণ্ডী আর পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ফকিরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি : কিন্তু এটা এমন এক ধরনের অপরাধ হয়েছে যা এর আগে কখনো হয়নি।'

'তুমি একটা বোকার হদ্দ। এই সবগুলো সিপাইরা বেকার অকর্মণ্য আর ভিখারিগুলোকে ধরে নিয়ে আস। তুমি তো জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে খুব দক্ষ অফিসার। ওদের ভালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করো।'

'ওদেরকে বন্দি করার মতো আমাদের পর্যাপ্ত কয়েদখানা নেই।' গামাস বেশ ভয়ে ভয়ে বলল।

'তোমাকে কে বলেছে ওদেরকে কারাগারে নিয়ে আসতে। কারাগারে নিয়ে এসে পাবলিকের টাকা দিয়ে ওদের খাবার খাওয়ানোর কোনো প্রয়োজন দেখছি না। সৈন্যদের সাহায্যে ওদেরকে সামনাসামনি জিজ্ঞেস করো। রাত আসার আগেই অপরাধীকে আমার সামনে দেখতে চাই।'

৮.

পুলিশ দুর্ঘটনার জায়গা থেকে অসংখ্য ভিক্ষুক আর বেকার অকর্মণ্য লোককে গ্রেফতার করল। সকলের সামনেই তাদেরকে কয়েকটা দলে ভাগ করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল তাদের অত্যাচারে অবশেষ অতিষ্ঠ হয়ে বন্দি লোকগুলো খোদার কাছে, তার নবীর কাছে, আর পরিবার পরিজনের কাছে সাহায্য চাইতে থাকল।

সানান আল জামালি খুব উৎকণ্ঠা নিয়ে এই খবরটা শুনতে পেল। সেও তো নিঃসন্দেহে এই ঘটনার একজন দাগি অপরাধী। যদিও এখনো সে বেশ সহজ স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনতার সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সানান আল জামালি

সে খুব সতর্কতার সাথে ফুটপাত দিয়ে হাঁটছিল। তখনই একদল সৈন্যবেষ্টিত হয়ে শহরের গভর্নর আলি আল সালুলি শহরে ঢুকছিল। সে তার প্রতিটি পদক্ষেপ দিয়ে লোকজনকে তার ক্ষমতা আর প্রতিটি অন্যায় মোকাবেলা করার ক্ষমতা তার আছে সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। আলি সালুলি সামনে এগুচ্ছে আর ডানে বামে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যবসায়ীদের অভ্যর্থনার জবাব দিচ্ছিল। এই লোকটাকেই সে হত্যা করতে চায়। অথচ লোকটাকে দেখে ভয়ে তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এটাই তার অন্তরের মর্মবেদনার কারণ। এই দুষ্ট ভয়ংকর লোকটার কালো জাদু থেকে জিনটাকে মুক্ত করার জন্য তাকেই নির্বাচিত করা হয়েছে। আলি সালুলিকে হত্যা করতে পারলেই সে মুক্ত। আলি সালুলি যখন হেকিম ইব্রাহিমের দোকানের সামনে গেল তখন ইব্রাহিম খুশিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা একে অপরে করমর্দন করল। তারপর যখন সানান জামালের দোকানের সামনে এসে সালুলি দাঁড়াল তখন সানান করমর্দন করার জন্য তার দিকে হাত বাড়াল না। আলি সালুলি সানানের দোকান অতিক্রম করার সময় তার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বলল, 'আল্লাহর ইচ্ছায় খুব শিগগির তোমার সাথে আবার দেখা হবে।'

সানান আল জামাল তার দোকানের দিকে ফিরে মনে মনে ভাবতে লাগল আল সালুলি কথাগুলো বলে কী বোঝাতে চাইছে। কেন সে তাকে একটা বৈঠকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। তাহলে কি সে কোনো অপ্রত্যাশিত পথ পেয়ে যাবে যা দিয়ে সে তার লক্ষ্যে পৌছতে পারবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আল সালুলির কথার প্রত্যুত্তরে বলল, 'আল্লাহর ইচ্ছায় খুব শিগগির আমি তোমার সাথে দেখা করব।'

৯.

রাতে যখন সে ঘুমাতে গেল তখনই তার দ্বিতীয় অস্তিত্ব এসে হাজির হলো। তার সাথে কথা বলা শুরু করল।

'এই যে তুই খাচ্ছিস, ঘুমাচ্ছিস, পান করছিস এইগুলো আমার জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা।'

'খুব কঠিন একটা কাজ তুমি আমাকে দিয়েছ। তোমার মতো ক্ষমতাশালী জিন কখনো সেটা উপলব্ধি করতে পারবে না।' সে খুব দুঃখের সাথে বলল।

'কিন্তু এটা তো ঐ ছোট্ট মেয়েটাকে হত্যা করার চেয়েও সহজ কাজ।'

'কী দুর্ভাগ্য আমার। আমি সব সময় সবচেয়ে ভালো কাজগুলো করার চেষ্টা করতাম।'

'শোন, মানুষের বাইরের চেহারা আমাকে কিছুতেই ভোলাতে পারবে না। বাইরের চেহারাকে আমি বিশ্বাস করি না।'

'সেগুলো শুধু লোক দেখানো কাজ বা বাইরের মুখোশ ছিল না।'

'আমি তোর ভালো কাজগুলোকে অস্বীকার করছি না। এই জন্যই তো আমি তোকে নির্বাচিত করেছি।'

'তুমি যদি আমার জীবনে না আসতে কিংবা আমাকে চাপ না দিতে তাহলে ঐ পাপ কাজটা আমি কিছুতেই করতাম না।'

'মিথ্যা বলবি না। তোর পাপের জন্য একমাত্র তুই দায়ী।' জিন তীব্র গলায় বলল।

'আমি তোমাকে কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

'কিন্তু আমি তোকে ঠিক চিনতে পেরেছি।'

'তুমি যদি আমাকে একা ছেড়ে দিতে তাহলে খুব ভালো হতো।'

'শোন, আমি একজন বিশ্বাসী জিন। আমি জানি তোমার ভালো কাজ তোমার মন্দ কাজকে অতিক্রম করে ফেলেছে। পুলিশের সাথে হয়ত তোমার কোনো গোপন সন্দেহপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু তুমি একজন সৎ ব্যবসায়ী, ধার্মিক, দরিদ্রের প্রতি তোমার ভালোবাসা আছে। তারপরেও আমি তোমাকে পছন্দ করেছি এই অঞ্চলের দুর্নীতির যে মাথা তাকে ধ্বংস করার জন্য।'

সানান চুপচাপ বসে থাকল।

'সে তোমাকে তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য নিমন্ত্রণ করবে।'

'এটাও কেমন কেমন লাগছে।'

'সে তোমাকে নিমন্ত্রণ করবে। সুতরাং প্রস্তুত থেকো।'

সানান কিছুক্ষণ চুপ থেকে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'তুমি কি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ যে এর পর তুমি আমাকে মুক্তি দিবে।'

'আমি তোমাকে মুক্তি দেবার জন্যই পছন্দ করেছি।'

অবশেষে সানান ক্লান্ত হয়ে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

১০.

সে যখন ক্যাফেতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন স্ত্রী উম্মে সাদ বলল, 'বৈঠক রুমে গভর্নরের কাছ থেকে একজন লোক এসে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

সে বৈঠকরুমে গভর্নরের ব্যক্তিগত সহকারী বাতিসা মারগানকে দেখতে পেল। বাতিসার চোখ দুটি চকচকে আর দাড়িগুলো ছোট করে কাটা।

'গভর্নর আপনাকে দেখতে চাচ্ছেন।'

তার হৃৎকম্পন বেড়ে গেল। তার মনে পড়ে গেল অনেক ভয়াবহ একটা অন্যায় করার জন্য সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যে অন্যায়টা এই শহরের ইতিহাসে কখনো সংঘটিত হয়নি।

'অপেক্ষা করো আমি কাপড় পরে আসছি।' সে বলল।

'শোন, আমি তোমার সামনে সামনে যাচ্ছি। কেউ যেন কিছু বুঝতে না পারে।'

বোঝা যাচ্ছে গভর্নরের সাথে বৈঠকের বিষয়টা গোপন রাখা হচ্ছে। এতে তার কাজ করাটা অনেক সহজ হবে। সে নিজেও একটা কাপড় দিয়ে মুখটা ঢেকে নিল। উম্মে সাদ যখন তাকে দেখল তখন উম্মে সাদের কেমন অস্বস্তি লাগছিল। গতরাতেই সে একটা আজব খারাপ স্বপ্ন দেখেছিল। তার সেই স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল। স্বপ্নে তার কাছে মনে হচ্ছিল সে অন্য আরেক লোকের সাথে বসবাস করছে। আর বুড়ো সানান অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

উম্মে সাদের অগোচরে সানান তার জামার পকেটে রুপার হাতলওয়ালা একটা ছুরি রেখে দিল। এই ছোরাটা সে ইন্ডিয়া থেকে উপহার স্বরূপ পেয়েছিল।

১১.

আলি আল সালুলি তাকে বেশ উষ্ণ সংবর্ধনা দিয়ে তার গ্রীষ্মকালীন অবকাশ কেন্দ্রে নিয়ে গেল। তার সামনেই একটা টেবিল সাজানো ছিল। সেখানে লম্বা গলার একটা পানীয়ের বোতল, গ্লাস, নানা রকমের বাদাম, মিষ্টি এবং শুকনো ফল। দেখে মনে হচ্ছে তাকে সম্মান জানানোর পূর্ব প্রস্তুতি বেশ ভালোভাবেই নেয়া হয়েছে। আলি আল সালুলি তাকে পাশে বসিয়ে বাতিসা মারগানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমিও থাকো।'

'জনাব সানান আপনাকে সুস্বাগতম আমার এখানে। আপনি একজন সত্যিকারের সৎ ব্যবসায়ী এবং সম্মানিত লোক।' সালুলি বলল।

সানান কিছুই বুঝতে পারছিল না। সে শুধু একটু মুচকি হেসে তার ভেতরের অস্বস্তিটা গোপন করার চেষ্টা করল।

'আপনাকেও ধন্যবাদ মাননীয় সুলতানের সহকারী।' সে বলল।

মারগান তিনটা গ্লাস পানীয় দিয়ে পূর্ণ করল। সানান ভাবছিল এটাই তার একমাত্র সুযোগ যেটা আর দ্বিতীয় বার আসবে না সে ভাবছে তাকে এখন কী করা উচিত।

'আজ গ্রীষ্মের রাতটা খুব মুগ্ধকর। আপনি কি গ্রীষ্মকালটা পছন্দ করেন জনাব সানান?' সালুলি বলল।

'আমি সব ঋতুই পছন্দ করি।'

'আপনি এমন একজন লোক খোদা যাকে পছন্দ করেন। তার পূর্ণ অনুগ্রহেই আমরা নতুন আরেকটা জীবন শুরু করতে যাচ্ছি।'

সালুলির কথা শুনে সানান বেশ অবাক আর কৌতূহল নিয়ে বলল, 'আমাদের ওপর খোদার করুণার জন্য আমি সব সময় প্রার্থনা করি।'

তারা মদ পান করল। মদের রেশ তাদের ভেতরের জড়তা দূর করে দিল।

'আমরা শহর থেকে আপনাদের জন্য সমস্ত আবর্জনা দূর করে দিয়ে এটাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছি।' সালুলি বলল।

'খুব ভালো একটা পদক্ষেপ নিয়েছেন।' সে বলল।

'যে কোনো ধরনের চুরি কিংবা অপরাধের বিষয়ে আমরা এখন অনেক সতর্ক।' বাতিসা মারগান বলল।

'সাম্প্রতিক সময়ের যে জঘন্য অপরাধটা ঘটেছে আপনারা কি তার অপরাধীকে খুঁজে বের করতে পেরেছেন?' সানান বেশ কৌতূহলের সাথে জিজ্ঞেস করল।

'যেই সমস্ত অপরাধীরা পঞ্চাশটারও বেশি অপরাধ করেছে তারাই এই অন্যায়টা করেছে।' সালুলি হাসতে হাসতে বলল।

সাথে সাথে মারগানও হাসল। তবে সে এই কথাটাও বলল যে, 'আসল অপরাধীকে এখনো সুনিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। সে এদের মধ্যেই আছে।'

'এটা পুলিশপ্রধান জামাল আল বালতির সমস্যা।' সালুলি বলল।

'মসজিদ এবং ধর্মীয় উপাসনাগুলোতে আমাদেরকে আরো নীতি নৈতিকতার বিষয়গুলো আলোচনা করতে হবে।' মারগান বলল।

সানান বেশ হতাশ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে সালুলি রহস্যপূর্ণভাবে ইশারা করে মারগানকে চলে যেতে বলল। এমনকি বাগানের আশপাশে যে সমস্ত প্রহরীরা ছিল তারাও চলে গেল। সানান একটা মুহূর্তের জন্যেও জিন কামকামের প্রতিশ্রুতিকে ভুলতে পারছিল না।

'আসেন এবার আমরা অপরাধ আর অপরাধীর বিষয়ে আরো গভীরভাবে আলোচনা করি।' সালুলি তার গলার স্বরটা পরিবর্তন করে বলল।

'আপনার এই রাতটা আনন্দময় রাত হোক আমি এই আশা করি।' সানান হাসতে হাসতে বলল

'আপনাকে আসল কথাটা বলা হয়নি। আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছি অন্য আরেকটা কারণে।'

'আমি সব সময় আপনার সেবায় উপস্থিত।'

'আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।' সে বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল।

সানান হতবাক হয়ে গেল। সে বেশ হতাশ হলো এই ভেবে যে একটা সুযোগ তৈরি হচ্ছিল কিন্তু সেটা পূর্ণ রূপ নেয়ার আগেই নষ্ট হয়ে গেল।

সে বলল, 'এটা আমার জন্য খুব খুশির সংবাদ।'

'আমার কাছে একটা মেয়ে আছে যাকে আমি তোমার ছেলে ফাদিলের জন্য উপহার হিসেবে পাঠাব।'

সানান তার হতবুদ্ধি ভাবকে কোনো রকমে সামলে উঠে বলল, 'ফাদিল খুবই ভাগ্যবান তরুণ।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে সালুলি আবার কথা বলা শুরু করল।

'আপনার কাছে আমার আরেকটা অনুরোধ। এটা অবশ্য জনগণের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট।'

সানান জিজ্ঞাসু চোখে গভর্নরের দিকে তাকালে গভর্নর বলল, 'ঠিকাদার হামদান তিউনিশা আপনার আত্মীয়, ঠিক?'

'জি জনাব।'

'মূল কথা হলো আমি এই শহরটার চারপাশে মরুভূমি দিয়ে একটা রাস্তা নির্মাণ করতে যাচ্ছি।'

'এটা খুব ভালো একটা পরিকল্পনা।'

'আপনি তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। বলেন কখন আনবেন?' গভর্নর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল।

অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সানান বলল, 'আগামীকাল সন্ধ্যায় আমরা আবার দেখা করব।'

আলি আল সালুলি তার দিকে মুচকি হাসি দিয়ে বলল, 'সে যদি কাজের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসে তাহলে আমি খুব খুশি হবো।'

'জনাব আপনার ইচ্ছাটাই যথেষ্ট।' সানান কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল।

আলি আল সালুলি হাসতে হাসতে বেশ আনন্দচিত্তেই বলল, 'সানান আপনি খুব বুদ্ধিমান। আপনি ভুলবেন না যে আমরা এখন আত্মীয়।'

হঠাৎ করে সানান এটা ভেবে ভয় পেল যে এখনই তো বাতিসা মারগানকে ডাকা হবে। সে নিজের মনেই বলল, 'এখনই সুযোগ। নয়ত এই সুযোগ চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে আর ফিরে আসবে না।'

গভর্নর বেশ প্রসন্নচিত্তে তার পা দুটি বাড়িয়ে দিয়ে জাজিমের ওপর আধাশোয়া হয়ে চোখ দুটি বন্ধ করল। তখনই সানানের মাথায় হত্যার চিন্তাটা আবার চাগাড় দিয়ে উঠল। সে তার ছোরাটা বের করে সোজা সালুলির হৃৎপিণ্ডের বরাবর ঢুকিয়ে দিল। গভর্নর তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় চোখ দুটি মেলল। তার চোখে মুখে কেমন একটা অশুভ ছায়া। সে দুহাত দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করল ছোরাটা নিজের বুকের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসতে। কিন্তু সেটা সে করতে পারল না। তার ভয়ার্ত চোখ দুটি ঠিকরে বের হয়ে আসছিল। সে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল। কিছুই বলতে পারল না। চিরকালের জন্য তার শরীরটা নিস্প্রাণ হয়ে গেল।

১২.

ভয়ার্ত সানান বিস্ফারিত চোখে ছোড়াটার দিকে তাকিয়ে দেখে সেটার ধারালো অংশটা গভর্নরের বুকের ভেতর দেবে আছে। রক্তের ভেতর ছুরিটা ডুবে আছে। সে চোখটা ঘুরিয়ে নিয়ে এসে বন্ধ দরজাটার দিকে তাকাল। সমস্ত প্রাসাদে নীরবতা। এই প্রথমবারের মতো সে একটা প্রদীপ দেখল ঘরের কোনায় ঝুলছে। পাশেই একটা কাঠের আলমারিতে সজ্জিত আছে পবিত্র কুরআন। সে তার সমস্ত চিন্তাকে একীভূত করে জিন কামকামকে হাজির হওয়ার জন্য প্রার্থনা করছিল। এখন সেই একমাত্র তার ভাগ্য।

অদৃশ্য সেই অস্তিত্ব তাকে ঘিরে ফেলল। সে শুনতে পেল অদৃশ্য থেকে সেই কণ্ঠস্বরের পরিতৃপ্তির সুর।

'খুব ভালোভাবেই কাজটা করেছ। এখন কামকাম কালো জাদু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।'

'আমাকে রক্ষা করো।' সানান বলল। 'আমি এই জায়গা আর এই ভয়ানক দৃশ্য থেকে দূরে যেতে চাই।'

কণ্ঠস্বরটা বেশ সমবেদনার সুরে বলল, 'আমার বিশ্বাস এখন বলছে এই কাজে আমি যেন নাক না গলাই।'

'তুমি কী বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' সে আতঙ্কিত হয়ে বলল।

'সানান তুমি ভুল ছিলে। তুমি একজন মানুষের মতো সুস্থ মাথায় চিন্তা করোনি।'

'হে খোদা। এখন এত কথা বলার সময় কোথায়। তুমি কি আমাকে আমার ভাগ্যের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছ?'

'আসলে আমি এখন ঠিক এই কাজটাই করতে চাচ্ছি।'

'কী ভয়ানক কথা! তুমি আমার সাথে প্রতারণা করছ।'

'একটা জীবিত লোকের প্রাণ উৎসর্গের জন্য আমি তোমাকে একটা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম।'

'আহ! তুমি কি আমার জীবনে এসে আমাকে বাধ্য করোনি এই লোকটাকে হত্যা করতে।'

'আমি কালো জাদু থেকে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যই বেশি আগ্রহী ছিলাম। আর তাই আমি তোমার বিশ্বাসের কারণেই তোমাকে এই কাজের জন্য পছন্দ করেছিলাম। যদিও তুমি ভালো আর মন্দের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য করতে পারোনি। আমি হিসেব করে দেখেছিলাম তোমার অনেক সম্পদ আছে যা দিয়ে তুমি অন্য সকলের চেয়ে নিজেকে এবং তোমার শহরটাকে বেশ ভালোভাবে রক্ষা করতে পারবে।'

'তুমি কি ভাবছিলে সেটা আগে কখনো তুমি পরিষ্কার করে বলোনি।' সানান বেশ উগ্রভাবে বলল।

'যে চিন্তা ভাবনা করে আমি তার জন্য সব কিছুই পরিষ্কার করেছিলাম।'

'তুমিই এই সব কিছু করতে আমাকে বাধ্য করেছিলে। বলো তুমি সেদিন স্কুলের সিঁড়ির নিচে ঐ মেয়েটাকে নিয়ে অপরাধের সময় সেখান থেকে আমাকে রক্ষা করোনি ?'

'আসলে সেটা আমি করেছিলাম কি না সেটা বলা মুশকিল। আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিয়েছিলাম।'

'এখন আমি পরিস্থিতির শিকার। তোমার উচিত আমাকে এই অবস্থা থেকে রক্ষা করা।'

'এটা একটা ষড়যন্ত্র ছিল। তুমি তার শিকার। তোমাকেই এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

সানান মাটিতে হাঁটু গেড়ে অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগল, 'দয়া করো। আমার ওপর দয়া করো। আমাকে রক্ষা করো।'

'বাতাসের কাছে প্রার্থনা করে কোনো লাভ নেই।'

'এটা একটা অশুভ কাজ।'

'যে ভালো কাজ করে সে পরিস্থিতির কখনো মন্দ শিকার হয় না। সে মন্দ লোক ছিল। তার পরিণতি এই হয়েছে।'

'আমি কোনো বীর হতে চাই নি।' সানান চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলল।

'সানান একজন বীর হও। এটাই তোমার নিয়তি।' কামকাম নিরুপায় হয়ে বলল।

এই কথা বলতে বলতে অদৃশ্য সেই কণ্ঠস্বর বাতাসে মিলিয়ে গেল।'খোদা তোমার সাথে থাকুন। তোমাকে আর আমাকে ক্ষমা করুন।'

জিন চলে যাওয়ার সাথে সাথে সানান হৃদয় বিদারক এক চিৎকার দিল। যে চিৎকারের শব্দ শুনে গভর্নরের সহকারী বাতিসা মারগান আর বাগানের প্রহরীরা ছুটে আসল ঘরের ভেতর।

গামাস আল বালতি

১.

সানান আল জামালির আত্মাটা ইমরিস ক্যাফের আশপাশে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াত।

তার বিচারকার্য এবং তার স্বীকারোক্তি সব কিছুই জনগণ স্বচক্ষে দেখেছিল। তারা দেখেছিল জল্লাদ শাবিব রামা তার তরবারি দিয়ে সানানের মাথাটা শরীর থেকে আলাদা করে ফেলল। ব্যবসায়ীদের মাঝে সানানের বেশ ভালো একটা অবস্থান ছিল। গরিব দুঃখীর প্রতি তার সুনজরের কারণে তার প্রতি গরিব দুঃখীদের ভালোবাসাও ছিল। এত কিছুর পরও তার মাথাটা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল আর তার পরিবারটা হয়ে পড়ল নিঃস্ব।

তার এই কাহিনী শহরের প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াত। সুলতান শাহরিয়ার অনেকবার এই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। ইমরিসের ক্যাফেতে বসে একদিন ঠিকাদার হামদান তিউনিসি কথা বলছিলেন। ক্যাফের বাতাসে তখন শরতের পানীয়ের ঘ্রাণ ভেসে বেড়াচ্ছিল।

হামাদান বলল, 'আল্লাহই সব কিছুর স্রষ্টা আর মালিক। তিনি কোনো কিছু করতে চাইলে শুধু বলেন হও, আর তখনি তা হয়ে যায়। সানান আল জামালির ভাগ্যের এই পরিণতির কথা কেউ কি কখনো চিন্তা করতে পেরেছিল? এটা কখনো ভাবা যায় সানান দশ বছরের একটা মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করেছে, তারপর শহরের গভর্নরকে তাদের প্রথম বৈঠকেই হত্যা করেছে!'

হেকিম ইব্রাহিম বলল, 'কেউ যদি এখানে জিনের প্রসঙ্গটা টেনে নিয়ে আসে তাহলে অবশ্য বিষয়টা অনেকটা রহস্যপূর্ণ হয়ে যাবে।'

ডাক্তার আব্দুল কাদির আল মাহিনি বলল, 'তার হাতে যে কামড়ের দাগটা ছিল সেটা নিশ্চিত কুকুরের কামড়ের দাগ। আর এই দাগটাকেই যদি সব কুকর্মের মূল ধরা হয় তাহলে বলতে হবে যে সমস্ত রোগগুলোর এখনো কোনো ভালো চিকিৎসা হয় নাই সেগুলোর কারণেও এমন সব অসম্ভব ঘটনা ঘটতে পারে।'

হেকিম ইব্রাহিম বেশ দম্ভের সাথেই বলল, 'কুকুরের কামড়ের চিকিৎসায় আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা কারো নেই। এই তো কিছুদিন আগে আমি জুতোর মিস্ত্রি মারুফকে সারিয়ে তুলেছি। কী মারুফ কী বলো তুমি ?'

সাধারণ মানুষের ভিড়ে বসে থাকা মারুফ তার গলাটা একটু উঁচু করে বলল, 'খোদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যিনি আমাকে সুস্থ করেছিলেন।'

'জিনের কাহিনীটা বিশ্বাস করতে আমাদের সমস্যা কোথায় ?' নাপিত উগার বলল।

'মৃত্যুর জন্য কোনো কারণ লাগে না।' ব্যবসায়ী সাহলুল বলল।

'জিনের ব্যাপারে আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে।' মারুফ বলল। তার কথা শেষ হতে না হতেই কুজো শামলুল বলে উঠল, 'আমরা জানি জিনেরা তোমার স্ত্রীর ভয়ে তোমার বাড়ির আশপাশেও ভিড়ে না।'

কাপড় ব্যবসায়ী জলিল বলল, 'সানানের সাথে সাথে তার পরিবারটাও ধ্বংস হয়ে গেল।'

কোটিপতি কারাম আল আসিল যার মুখটা দেখতে বানরের মতো সে বলল, 'তার পরিবারের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানোটা বেশ কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কাজ হবে। স্রষ্টার ক্ষমতার বাইরে কোনো ক্ষমতা নেই।'

হেকিম ইব্রাহিম বলল, 'আমি যে বিষয়টাকে ভয় পাচ্ছি তাহলো জিনের বিষয়টার কারণে সানানের পরিবারকে সবাই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে।'

হেকিম ইব্রাহিমের ছেলে হাসান বলল, 'কোনো কিছুই ফাদিলের সাথে আমার যে বন্ধুত্ব আছে তাকে পরিবর্তন করতে পারবে না।'

২.

পুলিশপ্রধান গামাস আল বালতি নদীর দিকে যাত্রা করলেন মাছ ধরার জন্য। এটা তার খুব প্রিয় একটা সখ। তার মনিব আলি আল সালুলি মারা যাবার পর শোকের প্রকাশ স্বরূপ সে চল্লিশ দিন মাছ ধরা থেকে দূরে ছিল। হত্যাকারী সানানের জন্যও তার খুব দুঃখ হয়। কারণ সানান তারই প্রতিবেশী ছিল। আর তাদের দুই পরিবারের মাঝে বেশ দীর্ঘ দিনের একটা গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই তো সানানকে গ্রেফতার করেছিল। তারপরে কারাগারে পাঠিয়েছে। সেখান থেকে কোর্টে। কোর্ট থেকে জল্লাদের হাতে। এই সবগুলো কাজ সেই তো করেছে। সেই তো সানানের পরিবারটাকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ে অনিশ্চয়তার ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। মানুষ তাকে যত কঠোর আর নির্মম মনে করুক না কেন তারও তো একটা হৃদয় আছে।

তার সে হৃদয়টা সানানের মেয়ে হাসিনাকে ভালোবাসে। সেও হাসিনার পাণি প্রার্থনার সুযোগে আছে।

আজকের আবহাওয়াটা খুব সুন্দর। আকাশে শরতের মেঘগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরিস্থিতির কারণে তার ভালোবাসা আজ বেশ চাগাড় দিয়ে উঠছে

সে বোঝা বহনকারী ঘোড়াটা আর দাসকে ছেড়ে দিয়ে তার নৌকাটা নিয়ে মাঝ নদীতে চলে গেল। তারপর নদীতে জাল ফেলে বেশ আয়েশি ভঙ্গিতে তার ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে ভাবতে লাগল।

সে একটু মুচকি হাসল। নতুন নিয়োগ পাওয়া গভর্নরের সাথে তার সমঝোতা হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। সম্রাট শাহরিয়ার কোত্থেকে এইসব লোককে এত দ্রুত খুঁজে বের করেন কে জানে। নতুন গভর্নর খালিল হামদিনি ক্ষমতা পেয়েই সানানের সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তের উসিলা দিয়ে দখল করে ফেলল। সেই সম্পত্তির ভাগ অবশ্য তাকেও কিছু দিয়েছে। গামাস আল বালতি প্রথমে সেগুলো গ্রহণ করতে একটু ইতস্তত করছিলেন। গভর্নরের এই সমস্ত কাজ নিয়ে তার নিজেরও একটু খারাপ লাগছিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে বোঝাল যে সুলতান নিজেই কত অন্যায় করেছেন। কত নিরপরাধ কুমারী মেয়েকে হত্যা করেছেন। কত খোদাভীরু সৎ মানুষকে তিনি মৃত্যুর গহিন কালো কূপে ঠেলে দিয়েছেন। কিন্তু সম্রাট হিসেবে যখন তার অবস্থান বিবেচনা করা হবে তখন দেখা যাবে তিনি বেশ ভালো অবস্থানেই থাকবেন।

সে বেশ গভীর একটা শ্বাস নিল। আজকের দিনটা সত্যিকার অর্থেই খুব সুন্দর। আকাশে মেঘের আনাগোনায় নানারকম চিত্র তৈরি হয়েছে। বাতাসটা বেশ ভেজা। বাতাসে সবুজ ঘাস আর পানির গন্ধ। তার জাল মাছে ভরে উঠছিল।

আহ কিন্তু আমার হাসিনা কোথায়? সানানের পরিবার এখন সাদামাটা একটা আবাসিক বাড়িতে বাস করে। সানানের স্ত্রী উম্মে সাদ এখন মিষ্টি বানায় আর ফাদিল সেই মিষ্টিগুলো মেহমানদের মাঝে বিক্রি করে বেড়ায়। আর হাসিনা বসে বসে অপেক্ষা করছে একটা বাসরঘরের যে ঘরে বর কখনো আসবে না।

'সানান আসলেই কি কোনো জিন তোমার ওপর ভর করেছিল। নাকি কোনো কুকুর তোমাকে কামড়েছিল যে কামড় তোমাকে সহ তোমার পুরো পরিবার ধ্বংস করে দিয়েছে শেষ সময়ে আমি তোমার সেই আবেদন কখনো ভুলতে পারব না। সে বলছিল গামাস আমার পরিবার. নিশ্চিতভাবেই তার সেই কথায় একটা আকুতি ছিল।

জিনটা যদি সত্যিকার অর্থেই বিশ্বাসী জিন হয়ে থাকে তাহলে তাকে কিছু করতে দাও।

হঠাৎ করেই তার হাতের জালে বেশ শক্ত একটা টান পড়ায় সে সব কিছু ভুলে মনোযোগ দিল জালের দিকে। জালটা বেশ ভার ভার লাগছিল। হয়ত বড় কোনো মাছ ধরা পড়েছে। সে খুশি হয়ে জাল টানতে টানতে যখন নৌকার ওপর উঠিয়ে নিয়ে আসল তখন অবাক হয়ে দেখল জালে কোনো মাছ নেই।

৩.

গামাস আল বালতি হতবাক হয়ে গেল।

জালের মধ্যে কিছুই নেই শুধু একটা পিতলের বল। সে তাচ্ছিল্যের সাথে বলটা উঠিয়ে হাতে নিল। তারপর সেটাকে নৌকার নিচে ছুড়ে ফেলে দিল। বলটা ফেলার সাথে সাথে এর ভেতর থেকে বেশ গম্ভীর একটা শব্দ বের হয়ে আসল। অদ্ভুত কিছু একটা ঘটল। চারদিক অন্ধকার করে কিছু একটা বিস্ফোরিত হলো। সে দেখতে পেল বলটার ভেতর থেকে ধূলির ঝড় ঘূর্ণাবর্তের মতো উপরের দিকে উঠে আকাশের কালো মেঘের সাথে মিশে যাচ্ছে। তারপর ধূলির আস্তরণ আস্তে আস্তে কেটে যাওয়ার পর সে দেখল বিকট আকৃতির একটা কিছু তার দিকে তাকিয়ে আছে। গামাছের বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল। অনেক ভয়ানক পরিস্থিতির সাথে তার মুখোমুখি হওয়ার অভ্যাস থাকলেও এই পরিস্থিতিতে সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারল না। সে বুঝতে পারল বোতলের ভেতর থেকে মুক্ত হওয়া কোনো জিনের মতো এই জিনটা তার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।

সে চিৎকার করে অনবরত বলতে থাকল, 'সোলায়মান বাদশার শপথ আমার কোনো ক্ষতি কোরো না।'

'দোজখের কারাগার থেকে বের হয়ে মুক্তির স্বাদ কত মিষ্টি। আহ !' একটা কণ্ঠস্বর ধূলির মেঘের ভেতর থেকে কথা বলে উঠল। সে এই ধরনের কণ্ঠস্বর তার জীবনেও কখনো শুনেনি।

বালতি শুকনো গলায় বলল, 'তুমি আমার হাতেই মুক্তি লাভ করেছ।'

'ঠিক আছে তার আগে তুমি আমাকে বলো খোদা সোলায়মানের সাথে কী করেছে ?' জিন বলল।

'আমাদের সম্রাট সোলায়মান কয়েক হাজার বছর আগে মারা গেছেন।'

জিন তার মাথাটা শূন্যে দোলাতে দোলাতে বলল, 'খোদা যা করেন ভালোর জন্যই করেন।'

'স্বাধীন জীবনে তোমাকে সু স্বাগতম। যাও এই স্বাধীন জীবন উপভোগ করো।' গামাস বলল।

'আমি লক্ষ করছি তুমি আমার কাছ থেকে পালাতে চাইছ।' জিনটা বেশ ঠাট্টার সুরে বলল।

'কারণ তোমার মুক্ত হওয়ার পেছনে আমার অবদান আছে।'

'না, আমি স্বাধীন হয়েছি আমার ভাগ্যের কারণে।'

'আর তোমার সেই ভাগ্যের উছিলা হলাম আমি।' গামাস বেশ আগ্রহ নিয়ে কথাটা বলল।

'দীর্ঘ দিন আমি বন্দি থাকার কারণে আমার ভেতরে এখন শুধু ক্রোধ আর প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।'

'ক্ষমা করে দেয়াটা মহান ব্যক্তিদের একটা বৈশিষ্ট্য।' অনুনয় বিনয় করে গামাস বলল।

'তোমরা মানুষেরা শুধু কথা বলার মধ্যে আর কপটতার মধ্যে দক্ষ। তোমাদের বিশ্বাস নেই। ধিক তোমাকে।'

'আমরা আমাদের সাথে, আমাদের জীবনের সাথে সব সময় যুদ্ধ করে যাচ্ছি। তারপরেও আমরা হতাশ নই। আমরা জানি দয়ালু লোক দয়া করবেই।'

'করুণা তাকেই করা যায় যার বুকের ভেতর দয়া মায়া আছে।' জিন বলল।

'আমরা কারো মাথা কেটে ফেলার পরও করুণা দয়া ভালোবাসার ওপর বিশ্বাস করি।'

'তুই তো আরো বেশি কপট, মিথ্যাবাদী, চালু। তুই কী করিস। তোর পেশা কী?'

'আমি পুলিশপ্রধান।'

'এটা কোন ধরনের পেশা। তোর যে কাজ তা দিয়ে কি তুই খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারিস?'

'আমার কাজ হলো শুধু নির্দেশ বহন করা।' গামাস বেশ আগ্রহ নিয়ে বলল।

'যে কোনো ধরনের শয়তানকে ধরার জন্য বেশ ভালো একটা কথা বের করেছিস।'

'আমি বুঝতে পারছি, তোকে যখন ভালো কিছু করার নির্দেশ দেয়া হয় তখন তুই বলিস আমি অক্ষম, আর যখন তোকে অসৎ কাজ করার কথা বলা হয় তখন তুই তোর দায়িত্বের দোহাই দিয়ে সেটা অনায়াসে করে ফেলিস।'

গামাস বেশ বেড়াজালে আটকে পড়ল। সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জাহাজের এক কোনায় চলে আসল। ঠিক সেই মুহূর্তে সে টের পেল আরেকজন কেউ সেখানে এসেছে। সম্ভবত নতুন কোনো জিন।

নতুন যে জিনটা আসল সে প্রথমটাকে বলল, 'মুক্ত জীবনে তোমাকে সু স্বাগতম সিনগাম।'

'কামকাম খোদাকে ধন্যবাদ জানাও।'

'আমি তোমাকে কয়েক হাজার বছর ধরে দেখি না।'

'বোতলের ভেতর জীবন বড় বেশি একঘেয়ে।'

'আমিও একটা কালো জাদুর প্রভাবে আটকা পড়েছিলাম। সেটা কারাগারের নির্যাতন থেকে কোনো অংশে কম ছিল না।'

'তোমার অনুপস্থিতিতে অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। তোমাকে তার সব কিছুই বলব যা যা তুমি পাওনি।'

'তার আগে এই মানুষটার বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেই।'

'দাঁড়াও। রাগের মাথায় কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ো না। ওকে এখন ছেড়ে দাও। পরে ঠাণ্ডা মাথায় ওর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। চলো তার আগে কাফ পাহাড়ে যাই। সেখানে তোমার স্বাধীনতাটাকে উদযাপন করি।'

'পুলিশপ্রধান আবার তোমার সাথে দেখা হবে।' সিনগাম বালতিকে সম্বোধন করে বলল।

জিন দুটি চোখের পলকে বাতাসে মিলিয়ে গেল। কিন্তু গামাস আল বালতি মুক্ত হবে এই আকাঙ্ক্ষার পরেও ভয়ে হাত পা অবশ হয়ে নৌকার কোনায় পড়ে থাকল।

৪.

গামাস আল বালতি নদীর তীরে নৌকা ভিড়িয়ে লাফিয়ে নৌকা থেকে নামল। তার ক্রীতদাস তাকে দেখেই মাথা নুইয়ে সালাম করল। তারপর জাল গুটানো শুরু করল।

'জাল তুলে লাভ নেই। একটা মাছও নেই।' ক্রীতদাস বলল।

'আমি নৌকা নিয়ে যেদিকে গিয়েছিলাম তুমি কি সেদিকে লক্ষ করে কিছু দেখেছিলে?' গামাস জিজ্ঞেস করল। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

'সারাক্ষণ আমি সেদিকেই তাকিয়েছিলাম হুজুর।'

'তারপর কী দেখলে?'

'আমি দেখলাম আপনি জাল ফেলছেন। তারপর সেটাকে টেনে তুলছেন। আবার জাল ফেলছেন। তাই এখন জালে কোনো মাছ না দেখে আমি বেশ অবাক হলাম।'

'তুমি কোনো ধোয়ার কুণ্ডলি দেখনি?'

'না হুজুর।'

'কোনো অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শোননি।'

'না তো।'

'তাহলে তুমি অন্য কোনদিকে মনোযোগী ছিলে।'

'প্রশ্নই ওঠে না।'

গামাস আল বালতির সাথে যা যা ঘটেছে সে ব্যাপারে সন্দেহ করাটা তার জন্য অসম্ভব ছিল। বাস্তবের চেয়েও এটা অধিক বাস্তব ছিল। তার মাথার ভেতর কামকাম এবং সিনগাম নাম দুটি খোদাই হয়ে গেছে। সানান যে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল সে বিষয়ে তার এখন নতুন করে চিন্তা ভাবনা হচ্ছে। এখন তার কাছে মনে হচ্ছে তার পুরাতন বন্ধু সানান নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যের শিকার ছিল। এই অদৃশ্য বন্ধু তার জন্য আর কী করবে সেটা ভেবে সে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল।

৫.
সে তার গোপন এই কথাটা সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখল। এমনকি তার স্ত্রী রাসমিয়া পর্যন্ত বিষয়টা জানতে পারল না। এটা এমন একটা গোপন কথা যেটা তার কাছে খুব ভারি মনে হচ্ছিল। কিন্তু কী-ইবা করার আছে এই মুহূর্তে। সে যদি কোনদিন এই ঘটনাটা প্রকাশ করে তাহলে সামাজিকভাবে তার অবস্থান ক্ষুণ্ন হবে। সে রাতের পর রাত জেগে থাকল আর বিষয়টা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকল। সে ভাবল সিনগাম একটা বিশ্বাসী জিন। সে দুর্ঘটনাবশত সিনগামকে মুক্ত করে দিয়েছে। এই ভালো কাজটার জন্য নিশ্চয়ই সিনগাম তার কোনো ক্ষতি করবে না। ফজরের দিকে সে একটু আরাম করে ঘুমাল। ঘুম থেকে বেশ ফুরফুরে মেজাজে সে উঠল। সে তার পরিবারের সাথে যখন সকালের নাস্তা করছিল তখন স্ত্রী রাসমিয়া বলল, 'গতকাল আমাদের পুরাতন প্রতিবেশী সানানের স্ত্রী উম্মে সাদ আমাদের বাড়িতে এসেছিল।'

উম্মে সাদের কথা শুনে তার স্নায়ু চাপ বেড়ে গেল। একজন পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে সে যেহেতু বিশেষ পরিস্থিতিতে বেশ গোপন কিছু জানতে পেরেছে সেহেতু পুলিশের বাসায় উম্মে সাদের আসাটা তার কাছে নিরাপদ মনে হলো না।

সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'অসহায় এই বিধবা এখানে কী চায়...'

তারপর সে একটু চুপ থেকে ইতস্তত করে বলল, 'আমাদের বাসায় তার আসাটা আমার জন্য ভালো হবে না।'

'কিন্তু তার অবস্থা তো সত্যিকারভাবেই খুব হৃদয়বিদারক।'

'সারা পৃথিবীর অবস্থাই এরকম। ঘটনাগুলো খোদার হাতে ছেড়ে দাও। তিনি যা ইচ্ছে করবেন।'

'সে একটা আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছিল। তার ধারণা তুমি চেষ্টা করলে সরকারের কাছ থেকে তাদের দখল করা সম্পত্তিগুলো ফিরিয়ে আনতে পারবে।'

'কী বোকা এই মহিলাটা। এটা কি কখনো সম্ভব?' সে বলল.

'সে বলেছে খোদা কখনো পিতার শাস্তি সন্তানের ওপর দিবেন না।'

'সম্রাট শাহরিয়ার নিজে এই রায় দিয়েছেন। এখানে করার কিছু নেই।'

তারপর সে বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে খোলামেলাভাবে বলল, 'সানান আমার বন্ধু ছিল। কিন্তু সে ছোট্ট একটা মেয়েকে ধর্ষণ করে তাকে খুন করার পর আবার শহরের গভর্নরকে যখন হত্যা করল তখন বিষয়টা অনেক গুরুতর হয়ে গেল। সম্রাট সরাসরি বিষয়টা হস্তক্ষেপ করেছেন। সম্রাট নিজেও একজন রক্ত পিপাসু লোক কিন্তু তারপরেও সাম্প্রতিক সময়ে তার অন্তরের বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। তোমাকে আমি একটা কথা বলি মন দিয়ে শোনো। উম্মে সাদকে আমাদের বাসায় আসতে নিষেধ কোরো। নয়ত আমাদের ওপরও বিপদ নেমে আসবে। আমরা নিঃস্ব হয়ে পড়ব।'

রাসমিয়া চুপ করে তার কথা শুনছিল।

সে আবার বলল, 'তোমার মতো আমারও তাদের জন্য কষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের করার কিছুই নেই।'

৬.

সানানের পরিবারের বিষয়ে তার আসলেই একটু সমবেদনা ছিল। সে সানানকে আসলে পছন্দ করত। তার মনের ভেতর যদিও সব সময় ভালো ভালো চিন্তা কাজ করত না। আর দুর্নীতি করা থেকে তাকে বিরত করার মতো কেউ ছিল না। সত্যি কথা বলতে কী সাদা আর কালোর মধ্যে পার্থক্য করার মতো কোনো লোকও তার কাছে ছিল না। যাই হোক একদিন সে গোপনে সানানের ছেলে ফাদিলকে তার বাসায় ডেকে নিয়ে আসল।

তরুণ ফাদিল খুব সাধারণ পোশাকে তার বাড়িতে আসল। গামাস নিজে ফাদিলকে তার পাশে বসাল। তারপর বলল, 'ফাদিল আমি তোমার ওপর খুব খুশি যে তুমি বেশ সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতিকে সামাল দিচ্ছ।'

'আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই সমস্ত সম্পদ এবং ক্ষমতা চলে যাওয়ার পরও যিনি আমার বিশ্বাসকে এখনো অটুট রেখেছেন।'

গামাস তার কথা শুনে আসলেই মুগ্ধ হলো।

'শোন দীর্ঘ পরিচয়ের সূত্র ধরে আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।'

'আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।'

গামাস বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'যদি এমনটা না হতো তাহলে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করতাম।'

ফাদিল অবাক হয়ে বলল, 'আমাকে গ্রেপ্তার করতেন ? কিন্তু কেন ?'

'কিছু না জানার ভান কোরো না ফাদিল। সুলতানের শত্রুদের সাথে কি তোমার কোনো সম্পর্ক নেই?'

'দেখুন আমি অসহায় একজন ফেরিওয়ালা ছাড়া আর কিছুই না।'

'কোনো কিছু লুকানোর চেষ্টা করবে না ফাদিল। গামাস আল বালতির কাছ থেকে কোনো কিছু গোপন করা যায় না। তুমি তো জানো আমার প্রথম কাজই হলো শিয়া আর খারেজিদের গ্রেপ্তার করা।'

'তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি শায়েখ আব্দুল্লাহ আল বালখির ছাত্র ছিলাম।' ফাদিল খুব নিচু গলায় বলল।

'আমিও তার একজন ছাত্র ছিলাম। শায়েখ বালখির কাছ থেকে অনেকেই দীক্ষা নিয়েছে। তবে কিছু শয়তানও আছে যারা দীক্ষা নিয়েও অন্য মতবাদে বিশ্বাসী ছিল।'

'আপনি নিশ্চিত থাকুন ঐ সমস্ত শয়তানদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'তোমার সেরকম অনেক বন্ধু আছে।'

'তাদের ব্যক্তিগত মতের বিষয়ে আমি কী-ই বা করতে পারি বলুন।'

'ঐ সমস্ত ভিন্ন মতের লোক হয়ত সুলতানের ক্ষতি করতে চায়। কিন্তু সুলতানের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে আমি কখনো সেটা করতে দিতে পারি না।

'মাননীয় আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন ঐ সমস্ত ধর্মত্যাগীর কাছ থেকে আমি অনেক অনেক দূরে।'

'শোন, আমি তোমাকে পিতার মতো পরামর্শ দিচ্ছি। তাদের কাছ থেকে সাবধানে থেকো।' গামাস বলল।

'জনাব আপনার দয়া।'

গামাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফাদিলের চেহারাটা দেখতে থাকল। ফাদিলের চেহারায় তার বোন হাসিনার ছায়াটা সে দেখতে পেল। কিছুক্ষণের জন্য হলেও সে হাসিনার প্রেমে ডুবে গেল।

তারপর সে আবার সম্বিত ফিরে পেল। ফাদিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে আরেকটা বিষয় বলি। সুলতানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পিটিশান করে তোমাদের সহায় সম্পদ ফিরিয়ে আনাটা কঠিন কাজ হবে। খোদার ক্ষমতা ছাড়া আর কেউ সুলতানের বিরুদ্ধে যেতে পারবে না।'

'আমিও সেটাই মনে করি জনাব।' ফাদিল মিনমিনে গলায় বলল।

গোপনে যেভাবে তাদের বৈঠকটা শুরু হয়েছিল সেভাবে শেষ হয়ে গেল। গামাস এই কথাটা ভেবে বেশ আনন্দ পাচ্ছিল যে একদিন সে এই ভাবে ফাদিলকে ডেকে তার বোন হাসিনাকে বিয়ের কথাটা বলে ফেলবে।

৭.

সানান আল জামিলের অপরাধের সময় গামাস আল বালতি তার অফিসেই ছিল। কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ডের জন্য কেউ তাকে দোষারোপ করল না। বরং সেই ঘটনার সাথে জিনের সম্পর্ক আছে এটা প্রকাশ হওয়ার পর গামাস আল বালতি আরো ভার মুক্ত হয়ে গেল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে শহরে যে সমস্ত অন্যায় কাজ ঘটছিল সে জন্য গামাস আল বালতি কিছুতেই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারছিল না। শহরের চারদিকে খুন খারাবি, ডাকাতি, চুরি বেড়ে গিয়েছিল। ফলে একজন কঠোর পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে গামাস টহল পুলিশ আর নিরাপত্তার বিষয়টা আরো বাড়িয়ে দিল। কিন্তু এতেও তেমন কোনো ফল হলো না। সে নিজেও সন্দেহজনক জায়গাগুলো বারবার খুঁজে বের করার চেষ্টা করল। কিন্তু এত কিছুর পরেও একজন দোষী ব্যক্তি আটক করা গেল না।

শহর জুড়ে গামাস আল বালতির সমালোচনা শুরু হয়ে গেল।

ইমরিসের পানশালার আড্ডায় কারিম আল আসিল বলল, 'প্রাক্তন গভর্নর আল সালুলির সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুব ভালো ছিল।'

'তার সময়ে বড় রাস্তায় একটাও ডাকাতি হতো না। কোনো ডাকাতও ছিল না।' ডাক্তার আব্দুল কাদের আল মাহিনি হাসতে হাসতে বলল।

'গামাস আল বালতি আসলেই একটা অকর্মণ্য।' নাপিত উগার বলল। সে ভদ্রলোকদের আচার আচরণ সম্পর্কে বেশ ভালোই জানে। কারণ সে তাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে চুল কাটে।

হেকিম ইব্রাহিম বলল, 'নিরাপত্তা হলো ব্যবসার জীবনী শক্তি, আর ব্যবসা হলো মানুষের জীবন। আমাদের এই বিষয়টা নিয়ে শহরের নতুন গভর্নর আল হামদানির কাছে যাওয়া উচিত।'

৮.

গভর্নর হাউসে খালিল আল হামদানি গামাস আল বালতিকে ডেকে পাঠাল।

'শহর রসাতলে যাচ্ছে আর আপনি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন।' গভর্নর হামদানি বেশ তীব্রভাবে বলল।

'জনাব আমি ঘুমাচ্ছিও না আর আমার দায়িত্বে অবহেলা করছি না।' গামাস আমতা আমতা করে বলল।

'কীভাবে এত কিছু হচ্ছে?'

'আমার হাত বাঁধা।'

'তুমি কী বলতে চাও?'

'ইতিপূর্বে যে সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলচণ্ডীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। তারাই এখন প্রতিশোধ নেয়া শুরু করেছে।'

'সানান দাবি করেছিল যে এই লোকগুলো নিরপরাধ। তাই তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল।'

'এই জন্যই তারা প্রতিশোধ নিচ্ছে। এখন তাদেরকে আবার গ্রেপ্তার করতে হবে।'

গভর্নর বেশ তীব্রভাবেই বলল, 'উজির দানদান ইতিপূর্বে এই লোকগুলোকে বন্দি করার কারণে খুব রাগ করেছিলেন। এখন তিনি কিছুতেই তাদেরকে আবার গ্রেপ্তার করার অনুমতি দিবেন না।'

গামাস আল বালতি বেশ হতাশ হয়ে বলল, 'তাহলে এমন একটা যুদ্ধে আমাকে নামতে হবে যেখানে জয়ের সম্ভাবনা কম।'

'আমি এত কিছু বুঝি না। শহরের নিরাপত্তা তোমাকে নিতে হবে। নয়ত আমি তোমাকে বরখাস্ত করব।'

গভর্নরের সরকারি অফিস ছাড়ার সময় গামাস আল বালতি তার জীবনে এই প্রথমবারের মতো খুব উৎকণ্ঠায় পড়ে গেল।

৯.

সে গভর্নরের অফিস থেকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়ে বের হয়ে আসল। রাগে দুঃখে তার মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সে তার উত্তেজনাকে নিবৃত করল। কর্তৃপক্ষ তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত করে ছেড়েছে। এরপরে শহরে নতুন আরেকটা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে সে সন্দেহভাজনদের বন্দি করল, আর নির্মমভাবে তাদেরকে শাস্তি দিতে থাকল। সে যখন এই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তখন শিয়া আর খারিজিরা যারা সম্রাটের বিরুদ্ধে সব সময় কথা বলত তাদের বিষয়ে তার মনোযোগ কমে আসল। ফলে শিয়া আর খারিজিরা আবার দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে কাজে নেমে পড়ল। তারা ছোট ছোট কাগজে তাদের দাবি দাওয়া লিখে শহর জুড়ে ছড়িয়ে দিল। তাদের দাবি হলো সম্রাটকে মনগড়া আইন বাদ দিয়ে খোদার বিধান অনুযায়ী সৎ শাসন কায়েম করতে হবে। এই অবস্থায় মাথা গরম করে গামাস আল বালতি তাদের অনেককেই বন্দি করল। নির্যাতন চালাল। পুরো শহর জুড়ে সে ভীতিকর এক পরিবেশ কায়েম করল। হামদানি শহরের এই অবস্থায় বেশ নড়েচড়ে বসল। সে চোখ মুদে এর একটা শেষ চাইছিল। কিন্তু তারপরেও বিদ্রোহীদের সংখ্যা আর দুর্ঘটনা বেড়েই চলছিল।

১০.

অপরাধীদের সাথে কিছুতেই গামাস আল বালতি পেরে উঠছিল না। কিন্তু তারপরেও সে বিষয়টাকে তেমন গুরুত্ব দিল না। সে পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে রাতের পর রাত কাটাতে লাগল। অধিক কাজের চাপে শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। সে যে ঘরে বসে কাজ করে সেখানে একবার ঘুম থেকে হঠাৎ করে জেগে উঠে আহত সিংহের মতো গর্জন করতে লাগল। কিছুতেই সে স্বাভাবিক হতে পারছিল না।

'সিনগাম।' হতবুদ্ধি হয়ে সে নদীর ঐ জিনকে ফিসফিস করে ডাকতে লাগল।

বিশাল এক আকৃতি নিয়ে জিন হাজির হলো।

'জি পুলিশপ্রধান বলেন কী অবস্থা ?'

'তোমাকে কে এখানে আসতে উৎসাহিত করেছে ?'

'ঐ সমস্ত নির্বোধ লোকদের বোকামি যারা নিজেদেরকে অনেক চতুর মনে করে।'

হঠাৎ করে গামাসের মনের ভেতর একটা বাতি জ্বলে উঠল।

'এখন আমি বুঝতে পারছি কেন এই দস্যুতাকে ঠেকানো যাচ্ছে না। দস্যু সর্দারকে ধরা যাচ্ছে না।' সে বলল।

'এতক্ষণে বুঝতে পারলে ?'

'তুমিই কি তাহলে সেই দস্যুদের নাটের গুরু।'

'স্বীকার করে নাও তুমিও সেই বোকাদের একজন।'

কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে গামাস জিন সিনগামকে বেশ তীব্রভাবে জিজ্ঞেস করল, 'যেখানে তোমার ঠোঁটে সব সময় খোদার নাম থাকে সেখানে তুমি কীভাবে মানুষের এই অল্প সহায় সম্পদের প্রতি লোভী হতে পারো।'

'আমার ক্ষোভ ঐ মানুষগুলোর ওপর যারা অন্যের সুযোগটা নিজের মতো করে গ্রহণ করে নেয়।'

গামাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এই ঘটনাগুলোর জন্য আমি আমার চাকরিটা হারিয়েছি।'

'তুমিও ঐ সমস্ত দুর্নীতিবাজ লোকদের মতোই।'

'আমার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাকে অনেক কিছুই করতে হয়।'

'অসৎভাবে টাকা উপার্জনও ?'

'এটা তো কর্তা ব্যক্তিদের দানদক্ষিণা।'

'খুব দুর্বল উসিলা।'

'তুমি হয়ত জানো না আমি মানুষের সমাজে বসবাস করি।' গামাস বলল।

'তুমিও হয়ত জানো না কর্তা ব্যক্তিদের পরিচিতি কী ?'

'আমি তাদেরকে হাড়ে হাড়ে চিনি। তারা চোর আর বাটপাড় ছাড়া আর কিছুই না।'

'তোমার তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে তাদেরকেই তুমি রক্ষা করে চলেছ। তাদের শত্রুদের তুমি আক্রমণ করছ যারা সমাজের ন্যায়পরায়ণ, সৎ এবং বিজ্ঞজন হিসেবে পরিচিত।' বেশ ঘৃণাভরে জিনটা বলল।

'যে কোনো মানুষই তার দায়িত্ব পালন করতে গেলে আমার মতোই পরিণতি হবে।'

'তুমি তাহলে হৃদয়বিহীন একটা যন্ত্র।'

'আমার মন সব সময় নিজের দায়িত্ব ছাড়া আর কিছু বোঝে না।'

'খুব বাজে একটা কৈফিয়ত।'

জিনের সাথে কথা বলার এই মুহূর্তে তার মাথার ভেতর হঠাৎ করে একটা বুদ্ধি খেলল। মনে হলো যেন তার সামনে আলোর একটা দরজা আর জানালা খুলে গেছে।

বেশ বিষণ্ন গলায় গামাস বলল, 'আসল কথা হলো আমি নিজেকে নিয়ে তুষ্ট নই।'

'নিরেট মিথ্যে কথা।' জিনটা বলল।

'আমাকে কেউ কখনো কোনো সৎ বুদ্ধি বা ভালো কাজের জন্য কখনো পরামর্শ বা সহযোগিতা করেনি।'

'তুমি আসলে কী বলতে চাও সেটা পরিষ্কার করে বলো। তুমি কী চাও?'

'আমাকে কষ্ট না দিয়ে তুমি তো তোমার ক্ষমতাটা আমার সাহায্যে ব্যবহার করতে পার।'

'সেটা কীভাবে।'

'এই শহরের দুষ্ট লোকগুলোকে, চোর ডাকাতগুলোকে গ্রেফতার করতে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার। আমি যেন সৎ ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে শাসন করতে পারি সে বিষয়ে সাহায্য করতে পার।'

বেশ ভরাট গলার হাসি চারপাশে শোনা গেল।

'তুমি বেশ ভালো একটা খেলা খেলছ আমার সাথে। তোমার মনের গোপন স্বপ্ন আর বাসনাটা আমাকে দিয়ে পূরণ করতে চাচ্ছ।'

'বিষয়টা মোটেও সেরকম না।'

'তোমার হৃদয় এখনো দাসত্বের বন্ধনে বাঁধা।'

'তুমি ইচ্ছে করলেই আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে পার।'

'আমি একজন বিশ্বাসী জিন। আমি কখনোই সীমা অতিক্রম করব না।'

'তাহলে আমার রাস্তা থেকে সরে যাও। আমাকে একা থাকতে দাও।' গামাস বেশ হতাশ গলায় বলল।

'শোন, আমি কাফ পাহাড়ের চূড়ায় নীরবে বসে খুব ঠাণ্ডা মাথায় তোমার বিষয়টা ভেবে দেখেছি। তুমি আমার অনেক বড় একটা উপকার করেছ। তোমার জন্য আমি কিছু একটা করতে চাই। কিন্তু সেটা অবশ্যই সীমা অতিক্রম করে নয়।'

'কিন্তু তুমি এখন যা করছ সেটা তো তোমার চিন্তা ভাবনার বিপরীত।'

'তুমি আস্ত একটা গর্দভ।'

'তুমি কী চাও সেটা আমাকে খুলে বলো।' গামাস আল বালতি অনুনয় করে বলল।

'তোমার একটা মন আছে, আত্মা আছে। তুমিই চিন্তা কর।'

গামাস অনুনয় করে আরো কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু জিনটা অবজ্ঞাভরে হাসতে হাসতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দরজায় নক করার শব্দ শুনে গামাছের ঘুম ভেঙে গেল। তার সহকারী তাকে এসে বলল যে শহরের গভর্নর আল হামদানি তাকে দেখা করতে বলেছে। জরুরি ভিত্তিতে।

১১.

সে ভেবেছিল ঘরে বসে ঠাণ্ডা মাথায় কিছু একটা চিন্তা ভাবনা করবে। কিন্তু সে সুযোগ আর হলো না। গভর্নরের সাথে তাকে দেখা করতেই হবে। তার সমস্ত আশা ভরসা শরতের আকাশে মিলিয়ে গেছে। সে জানে গভর্নরের সাথে দেখা করতে গেলে তার ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ হবে না। সে জীবনের চাহিদার কাছে হেরে গিয়েছিল। তার পিছু পিছু লোকজনের ঘৃণাভরা চোখ ছাড়া আর কিছুই নেই। অথচ এই ঘৃণিত লোকটাকেই জিন সিনগাম প্ররোচিত করছে। সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে। সে হলো রাষ্ট্রের তরবারি। অথচ তার সেই তরবারি আজ ভোতা হয়ে গেছে। কারো কোনো নিরাপত্তা দিতে পারছে না। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে গেছে। এর পর আর কী হতে পারে ? সে হলো একজন হত্যাকারী, ডাকাত, নিরপরাধ মানুষকে অহেতুক শাস্তিদানকারী।

সে খোদাকে ভুলে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত একটা জিন তাকে আবার খোদার কথা মনে করিয়ে দিল।

১২.

হলরুমে ঢুকেই সে খলিল হামদানিকে দেখতে পেল হলরুমের মাঝখানে রুদ্র মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক মহামান্য আমির।' গামাস খুব নরমভাবে বলল।

কিন্তু গভর্নর তার উত্তরে ভয়ংকর কাঁপানো গলায় চিৎকার করে উঠল।

'তোমার উপস্থিতিতে শান্তি থাকে কীভাবে।'

'মাননীয় আমি আমার মৃত্যু পর্যন্ত কাজ করে যাব।'

'তুমি কাজ করবে আর ঘর থেকে আমার স্ত্রীর সকল মালামাল, স্বর্ণালংকার সব কিছু চুরি হয়ে যাবে।'

এই রকম একটা ঘটনা সে আশা করেনি। বেশ ভয় পেয়ে গেল গামাস

'তুমি একটা অপদার্থ ছাড়া আর কিছুই নও। তুমি হলে চোরদের সহকারী।'

'মাননীয় আমি পুলিশের প্রধান।' সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল।

'ঠিক আছে সন্ধ্যার সময় অবশ্যই দেখা করবে। নইলে তোমার গর্দান যাবে।' গভর্নর চিৎকার করে বলল।

১৩.

এখন আর কী-ই বা করার আছে। এতগুলো লোকের বিপরীতে জিন সিনগাম কী করতে পারবে। তার চাকরিটা চলে যাবে। সম্মান যাবে, সাথে সাথে গর্দানটাও। এই তো তার নিয়তি। এতদিন যে নিয়তি সে মানুষের জন্য নির্ধারণ করত।

এখানে তার তো কোনো দোষ নেই। কিন্তু গামাস কিছুতেই নিজেকে এত সহজভাবে নিয়তির কাছে সমর্পণ করতে চাচ্ছিল না। সে নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করল। তার জীবনটা এখন চোখের সামনে খোলা পৃষ্ঠার মতো দেখা যাচ্ছে। সে জীবনটা শুরু করেছিল খোদার সৎ বান্দা হিসেবে আর সেটা এখন শেষ হচ্ছে শয়তানের অনুসারী হয়ে।

গ্রীষ্মের ঠাণ্ডা একটা বাতাসের মতো তার মাথার ভেতর হঠাৎ করে শায়েখ আব্দুল্লাহর কথা মনে পড়ল। সে চলে গেল শায়েখের বাসায়। অভ্যর্থনা কক্ষে ঢুকে সে তার মাথাটা নুইয়ে অভিবাদন জানাল। তারপর সামনেই একটা জাজিমে বসে পড়ল। গোলাপের পাপড়ির সুগন্ধি নিয়ে এই ঘরের অনেক মধুর স্মৃতি তার সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল।

শায়েখ আব্দুল্লাহর সামনে বসতে তার লজ্জা লাগছিল ঠিকই কিন্তু এরপরেও মনের ভেতরে সে গভীর একটা শান্তি পাচ্ছিল।

'মহামান্য শিক্ষক আমি জানি আমাকে নিয়ে আপনি কী ভাবছেন।' সে দুঃখ ভরা স্বরে বলল।

'জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছেই আছে। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সেটা নিয়ে কথা বোলো না।' শায়েখ বেশ শান্ত স্বরে বলল।

'মানুষের চোখে আমি তো একজন রক্তপিপাসু পুলিশ কর্মকর্তা।' তার কথায় তখনো দুঃখভারাক্রান্ত স্বর ঝরে পড়ছিল।

'আমি কি জানতে পারি সেই লোকটাই কেন আমার সাথে দেখা করতে এসেছে ?'

'মহামান্য শিক্ষক আপনি একজন আশ্চর্য ব্যক্তি। আমার একটা গল্প আছে। আমি আপনাকে সেই গল্পটা শোনাতে চাই।'

'কিন্তু আমি সেটা শুনতে চাই না।' বেশ রাগী স্বরে শায়েখ বললেন।

'গুরু আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনি যদি গল্পটা না শোনেন তাহলে আমার অবস্থাটা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন না।'

'গল্পটা বোঝার জন্য তোমার সিদ্ধান্তটাই যথেষ্ট।'

'আপনার সাথে আমার পরামর্শ দরকার।' সে বেশ অস্বস্তি নিয়ে বলল।

'না, এটা তোমার একমাত্র সিদ্ধান্ত।'

'দয়া করে আমার ব্যতিক্রমী গল্পটা শুনুন।' সে অনুনয় করে শায়েখকে বলল।

'আমি কিছুই শুনতে চাই না। শুধু একটা বিষয়েই আমি আগ্রহী।'

'জনাব কী সেটা ?'

'তুমি যে সিদ্ধান্তই নাও না কেন সেটা যেন একমাত্র খোদার উদ্দেশেই হয়।'

'ঠিক এই জন্যই আমি আপনার পরামর্শ চাইছি হুজুর।'

শায়েখ শান্তভাবে বলল, 'গল্পটা তোমার একার, সিদ্ধান্তও তুমিই নেবে।'

১৪.

সে সন্দেহ আর বিশ্বাসের দোলাচলে শায়েখের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসল। শায়েখ যদি তার গল্পটা শুনত আর তার সিদ্ধান্তটা শুনত তাহলে খুব ভালো হতো। কারণ সে তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। এখন সে কাজ করবে। সে পুরাতন গামাস আল বালতিকে কবর দিয়ে নতুন আরেক গামাসের রূপ নিয়ে আবির্ভূত হবে।

চূড়ান্তভাবে তার কাজের সিদ্ধান্তটা নেয়ার পর মনের ভেতরে এমন একটা প্রশান্তি কাজ করল যে প্রশান্তিটা সে ইতিপূর্বে আর কোনো দিন পায়নি। তার শরীরে দ্বিগুণ ক্ষমতায় শক্তি ফিরে আসল। সে বাড়িতে গিয়ে স্ত্রী রামিছা আর মেয়ে আকরামানকে পাশে নিয়ে বসল। আহ কতদিন পর এত ফুরফুরে আমেজ নিয়ে সে ঘরে এসেছে। মনের ভেতর এখন এত জোর সে পাচ্ছে যে জিন সিনগাম যদি তার পাশে নাও থাকে তাতেও কিছু যায় আসে না। যদিও সে এখন তার জীবনে সবচেয়ে ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। কিন্তু তাতেও কিছু যায় আসে না।

সে অফিসে ফিরে এসে নিজ উদ্যোগে সম্রাটের বিরুদ্ধাচারী যত শিয়া আর খারেজি বন্দি ছিল সবাইকে মুক্ত করে দিল। প্রহরীরা তার কার্যকলাপে বেশ অবাক হলো। বন্দিরা আরো বেশি অবাক হলো।

সন্ধ্যার দিকে সে চলে গেল গভর্নরের সরকারি অফিসে। সেখানে অনেকেই তার দিকে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু সে কাউকেই পাত্তা দিল না। সোজা চলে গেল গভর্নরের কক্ষে। সেখানে দেখতে পেল গভর্নর বেশ শান্তভাবে তার জন্য অপেক্ষা করছে। তার দিকে তাকিয়েই গভর্নর বুঝতে পারল গামাস আল বালতি নিজের বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছে।

গভর্নর কোনো সম্ভাষণে না গিয়ে সরাসরি ঠাণ্ডা গলায় তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখন কী বলতে চাও ?'

'সব কিছুই ঠিক আছে।' গামাস আল বালতি বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল।

'তুমি কি চোরগুলোকে ধরতে পেরেছ ?'

'আমি সেই উদ্দেশ্যেই আপনার কাছে এসেছি।'

গভর্নর ভ্রু কুঁচকে বলল, 'তোমার কি ধারণা চোরগুলো আমার ঘরে লুকিয়ে আছে ?

গামাস গভর্নরের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ঐ তো সে এখানে। নির্লজ্জের মতো কথা বলছে।'

'কাবা ঘরের খোদার শপথ। তুমি পাগল হয়ে গেছ।' খালিল হামদানি চিৎকার করে উঠল।

'এই সত্য কথাটা প্রথম থেকেই বলা হচ্ছে।'

তার এই কথার পর গভর্নর যখন কিছু একটা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখনই গামাস খাপের ভেতর থেকে তার তলোয়ারটা বের করল।

'তুমি এখন তোমার আসল পাওনাটা বুঝে নিবে।' গামাস বলল।

'তুমি আসলেই পাগল হয়ে গেছ। তুমি বুঝতে পারছ না কী করতে যাচ্ছ তুমি।'

'আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করছি।' গামাস শান্ত গলায় বলল।

'বাস্তবতায় আসো। নয়ত জল্লাদ তোমার গর্দানটা শরীর থেকে পৃথক করে ফেলবে।' গভর্নর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল।

গামাস তার ধারাল তরবারিটা দিয়ে গভর্নরের মাথাটা নামিয়ে দিল। ঝরনার মতো ফিনকি দিয়ে এক ঝলক রক্ত বের হয়ে আসল।

১৬.

গামাস আল বালতিকে বন্দি করা হলো। তার তরবারিটা হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো। সে পালানোর কোনো চেষ্টা করল না। কাউকে বাধা দিল না। সে বিশ্বাস করছে যে তার দায়িত্ব সে পালন করে ফেলেছে। ফলে তার অন্তরে গভীর এক প্রশান্তি নেমে এল। প্রহরীরা যখন তাকে ধরে নিয়ে আসল তখন তার মনের ভেতর আরো গভীর উদ্দীপনা কাজ করছিল। নিজেকে অনেক বেশি ফুরফুরা লাগছিল। নিজেকেই নিজে সে বলছিল যে এখন সে এমন একটা পবিত্রতম কাজ করেছে যে কাজ তার এতদিনের সমস্ত পাপকে ধুয়ে দেবে।

শরতের বাতাসের সাথে সাথে এই খবরটা রাষ্ট্রের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সমাজের উঁচু স্তর থেকে শুরু করে নিচু স্তর পর্যন্ত সব জায়গায় এই একটা বিষয় নিয়ে সকলে আলোচনায় মুখর হয়ে উঠল। চারদিকে নানারকম গুঞ্জন আর গুজব ছড়িয়ে পড়ল। শহরের নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতি হলো। চুরি ডাকাতি বেড়ে গেল। সাথে সাথে বেড়ে গেল নানারকম গুজব। এই গুজবের ঢেউ সুলতানের প্রাসাদ পর্যন্ত চলে গেল। উজির দানদান খুব শিগগির জরুরি ভিত্তিতে একদল চৌকস প্রহরী নিয়ে গভর্নরের সরকারি অফিসে হাজির হলেন।

১৭.

লোহার বেড়ি পরিয়ে গামাস আল বালতিকে আদালতে সুলতানের আসনের সামনে হাজির করা হলো।

সম্রাট তার বিশেষ লাল রঙের কোট পরে বিচারকার্যে উপস্থিত হলেন। এই কোটটা শুধু তিনি বিচারের সময়ই পরেন। সম্রাটের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছে উজির দানদান। তার বাম পাশে আছে রাষ্ট্রীয় উর্ধ্বতন কমকর্তারা। এদেরকে

ঘিরে আছে নিরাপত্তা রক্ষীরা।

সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দণ্ড কার্যকরকারী জল্লাদ রামা।

সুলতানের দু চোখ দিয়ে আগুন ঝরে পড়ছিল। সে দীর্ঘক্ষণ পুলিশের প্রধানের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি তোমার ওপর যে করুণা করেছি তুমি কি স্বীকার করো গামাস ?'

গামাস খুব শক্ত আর দৃঢ় স্বরেই বলল, 'অবশ্যই আমার সম্রাট।'

'আমার সহকারী খালিল হামদানিকে তুমি খুন করেছ। এটা কি তুমি স্বীকার করছ ?' সম্রাট ভ্রু কুঁচকে বলল।

'জি মহামান্য সম্রাট।'

'তুমি কেন এই জঘন্য অন্যায় কাজটা করলে ?'

'আমি শুধু মাত্র খোদার ইচ্ছাটাই পূরণ করেছি।' কোনোরকম দ্বিধা সংকোচ ছাড়াই সে পরিষ্কার গলায় বলল।

'তুমি কি জানো সর্ব শক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছা কী ?'

'একটা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী কাহিনী থেকে আমি যে উৎসাহটা পেয়েছি, যে নির্দেশনা পেয়েছি সেটাই হলো খোদার ইচ্ছা।'

'কাহিনী !' এই শব্দটার ওপর সুলতান একটু জোর দিয়ে উচ্চারণ করে কৌতূহল দেখালেন।

'ঠিক আছে তোমার সেই কাহিনীটা বলো।'

গামাস তার গল্প বলা শুরু করল।

একজন সাধারণ শিশু হিসেবে কীভাবে সে জন্মগ্রহণ করেছে। জীবনের প্রথম থেকে সব কিছুই সে বলা শুরু করল। কীভাবে সে শায়েখ আব্দুল্লাহ আল বালখির কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে, তার পর শায়েখের কাছ থেকে কীভাবে লেখাপড়া শিক্ষা শেষ করে সে সেখান থেকে বের হয়ে এসেছে। তার শক্তিশালী মানসিক অবস্থা আর ব্যতিক্রমী বুদ্ধিমত্তা এবং দুর্লভ যোগ্যতার বলে কীভাবে সে পুলিশপ্রধান হয়েছে সব কিছুই সে বলল। তারপর সে কীভাবে একের পর এক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ল। আর এক সময় এসে সে বড় বড় দুর্নীতিবাজ আর অপরাধীদের রক্ষাকর্তা হয়ে উঠল। তারপর তার জীবনে জিন সিনগামের উপস্থিতির বিষয়ে সে সব কিছু খুলে বলল। কীভাবে সিনগাম তাকে সব বিষয়ে উৎসাহিত করেছে। আর চূড়ান্তভাবে সে এই রক্তপাতটা ঘটিয়েছে।

শাহরিয়ার খুব মনোযোগ দিয়ে তার কথাবার্তা শুনে অবশেষে বলল, 'গামাসের জিন সিনগাম, সানান আল জামিলের কামকাম জিনের পথ ধরে এসেছে। আফসোস আমরা এমন এক সময় বাস করছি যখন জিনরা শুধু গভর্নরদেরকেই খুন করতে বলে।' বরফের মতো শীতল গলায় সম্রাট বলল।

'খোদা আমার কাজের সাক্ষী।' গামাস বলল।

'মনে হয় তুমি এখনো স্বপ্ন দেখছ যে ঐ জিন তোমাকে রক্ষা করবে।'

'আমি বেশ সাহসের সাথেই বলছি যে যাই ঘটুক না কেন আমি সেটাকে ভ্রুক্ষেপ করি না।' ঘৃণাভরে গামাস বলল।

সুলতান তার সাহস দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে ওর ধরটা শরীর থেকে আলাদা করে ওর ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে দাও। আর ওর যত সম্পদ আছে সব কিছু বাজেয়াপ্ত করো।'

১৮.

ভূগর্ভস্থ কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে গামাস আল বালতি অসহ্য নির্যাতন সহ্য করে যাচ্ছিল আর নিজের ভেতর সাহস সঞ্চার করছিল। বারবার স্ত্রী রাসমিয়া আর কন্যা আকরামান এর কথা তার মনে পড়ছিল। সাথে সাথে তার সানানের পরিবারের কথাও মনে পড়ল। তার পরিবারের অবস্থাও তাহলে সানানের পরিবারের মতো হবে। এর পরেই তার মনে হলো খোদার করুণা আর দয়া এই পৃথিবীর চেয়েও অনেক বড়।

কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে থাকার সময় তার মনে হয়েছিল সে বুঝি না ঘুমিয়ে রাতের পর রাত কাটাচ্ছে। তবে আসল কথা হলো সে বেশ ভালোভাবেই ঘুমিয়েছিল। গভীর ঘুমে রাত পার করে দিয়েছে। সকালে তার ঘুম ভাঙল কতগুলো মানুষের হইচই আর বাতির আলোতে। খুব ভোরে সৈন্যরা এসে তাকে প্রাণদণ্ড দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গেল।

যে খোলা মাঠে তাকে দণ্ড দেয়া হবে সেখানটায় এর মধ্যেই লোকজনে ভরে গেছে। প্রচুর মানুষ এসে ভিড় জমাচ্ছে শুধু মাত্র তাদের কৌতূহল দমাবার জন্য। এমনটাই হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু হঠাৎ করেই সে এই সব কী দেখা শুরু করল। তার কাছে মনে হলো আরেকটা সত্তা হয়ে সে নিজেকেই আবার দেখতে পাচ্ছে. হ্যাঁ ঐ তো দূরে সে দেখতে পাচ্ছে গামাস আল বালতিকে। সৈন্যরা তাকে কিল লাথি মারতে মারতে মাঠের দিকে নিয়ে আসছে। এর মানে কী ? সে কি তাহলে স্বপ্ন দেখছে ? ঐটা যদি গামাস আল বালতি হয়ে থাকে তাহলে সে কে ? সে সবগুলো মানুষকে দেখছে। মানুষের ভিড়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো একটা মানুষও তাকে লক্ষ করছে না। কিছু জিজ্ঞেস করছে না। সবাই তাকিয়ে আছে মাঠের মধ্যে গামাস আল বালতির দিকে। ভয়ে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তার মাথা কি তাহলে খারাপ হয়ে যাচ্ছে ? কী আশ্চর্য ঐ তো গামাস আল বালতিকে সৈন্যরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লোহার বেড়ির সাথে হাত পা বাঁধা অবস্থায়। অথচ সে নিজে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় মানুষের ভিড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কেউ তাকে লক্ষও করছে না।

সারা শহরের মানুষ ভেঙে পড়ছিল মাঠের মধ্যে। সামনের দিকে একটা আসন রাখা হয়েছে। যেখানে সম্রাট নিজে বসবেন। তার পাশেই রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বসবে। চামড়ার কাপড়টা আনা হয়েছে। যেটা পরিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। একটু দূরেই জল্লাদ শাবিব রামা আর তার সহকারীরা দাঁড়িয়ে আছে। একটা ভালো দিক হলো তার মেয়ে আকরামান আর স্ত্রী রাসমিয়া এখানে আসে নাই। সে ভিড়ের মধ্যে পরিচিত মুখগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু তেমন কাউকে দেখতে পেল না। গামাস আল বালতি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কেউ তার দিকে লক্ষ করছে না।

সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করছিল। সে দেখতে পেল ঐ তো গামাস আল বালতিকে চামড়ার পোশাকটা পরানো হয়ে গেছে। সমস্ত মাঠ জুড়ে নীরব এক আতঙ্ক। সবাই দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে। গামাসও দম বন্ধ করে লক্ষ করছিল যে কী ঘটে। সে দেখতে পেল জল্লাদের তরবারি উঠে এসেছে। তারপর দেখল গামাস আল বালতির কল্লাটা শরীর থেকে পৃথক হয়ে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। গামাস তখন নিজের শরীরের দিকে আবার তাকিয়ে দেখে তার কিছুই হয়নি। সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না কীভাবে দুটো গামাস আসল। আর সে কীভাবে আরেকজনের নির্মম পরিণতি দেখল।

সে নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'তাহলে আমি কি আসল গামাস আল বালতি ? যদি তাই হয় তাহলে ঐটা কে ?'

প্রশ্ন করার সাথে সাথে সে শুনল জিন সিনগাম পাশ থেকেই উত্তর দিচ্ছে, 'তুমি নিজেকে নিয়ে কেন সন্দেহ করছ ?'

সে অবাক হয়ে চিৎকার করে বলল, 'সিনগাম তুমিই তাহলে এই জাদুটা দেখিয়েছ ? এই অসম্ভব কাজটা করেছ ?'

'তুমি বেঁচে আছ। এই যে হত্যাকাণ্ডের যে ঘটনা দেখলে এই সব কিছু আমার তৈরি।'

'আমার এই জীবনের জন্য আমি তোমার কাছে ঋণী। আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।'

'না। তোমার কাজ এখনো বাকি আছে। আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি স্রষ্টার জন্য কাজ করো।'

'কিন্তু আমি কীভাবে মানুষের সামনে উপস্থিত হবো।' সে বেশ দৃঢ় গলায় বলল।

'তোমাকে চিহ্নিত করা মানুষের জন্য অসম্ভব। তুমি যেদিক দিয়ে এসেছ সেখানে প্রথম আয়নাটার দিকে তাকাও।'

মুটে মজুর

১.

গামাস আল বালতির বাড়ির দরজার সামনে গামাসের কাটা কল্লাটা ঝুলিয়ে রাখা হলো। যে সমস্ত লোকেরা সে দিক দিয়ে যাওয়া আসা করে তারাই একটা পলকের জন্য সেদিকে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। তারপর আবার চলে যায়। কেউ কৌতূহল নিয়ে তাকায়। আবার কেউ দাঁড়িয়ে সমবেদনা প্রকাশ করে। কিন্তু গামাস আল বালতি নিজেই তার কাটা কল্লাটার দিকে নির্বোধের মতো তাকিয়ে থাকে। সে আরো অবাক হলো যখন দেখল তার স্ত্রী কন্যা বাড়ি থেকে বের হয়ে তার পাশ দিয়েই চলে যাচ্ছে অথচ তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। সে ইথিওপিয়ান পোশাকে ছদ্মবেশ ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ তার দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করছে না। সে তার পুরো বাড়িটার চারপাশ দিয়ে একবার চক্কর দিল। তাকে নিয়ে কে কী বলছে সেটা শোনার চেষ্টা করল। সাধারণ জনগণ যখন তাকে সমবেদনা দেখিয়ে কিছু বলছিল তখন সে লক্ষ করল কারাম আল আসিল, ঔষধ ব্যবসায়ী, বস্ত্রব্যবসায়ীর মতো সমাজের উঁচু স্তরের লোকেরা তার নিন্দা করছে। তাকে গালিগালাজ করছে।

নতুন গভর্নর ইউসুফ আল তাজের, তার সহকারী বাতিশা মারগান আর নতুন পুলিশপ্রধান আদনান শোমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গামাস আল বালতির বাড়ি দখলের বিষয়টা তদারকি করছিল। সে ঝুলন্ত মাথাটার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিল, তারা কী বলে সেটা শুনছিল।

সে দেখল ভারবাহক উগার গামাসের ঝুলন্ত মাথাটার দিকে ইঙ্গিত করে পানি বাহক ইব্রাহিমকে বলছে, 'তারা ওকে হত্যা করল শুধু একটা ভালো কাজ করার জন্য যে ভালো কাজটা গামাস তার জীবনে কখনো করেনি।'

'তার মুসলিম জিনটা তাকে কেন রক্ষা করল না?' পানিবাহক তাকে জিজ্ঞেস করল।

'যে বিষয়টা তুমি জান না সে বিষয়ে নাক গলানোর চেষ্টা কোরো না।' নাপিত তাকে সতর্ক করে দিল। মারুফ মুচি নাপিতের কথাকে সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল।

গামাস আল বালতি লক্ষ করল ব্যবসায়ী সাহলুল খুব সতর্ক চোখে ঝুলন্ত মাথাটা দেখছে। ব্যবসায়ী যখন যাওয়ার জন্য পা বাড়াল তখন ইথিওপিয়ান ছদ্মবেশে গামাস তার সামনে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'আপনি কি আমার মতো একজন অপরিচিতকে এই মাথা কাটা ঝুলন্ত লোকটির ঘটনাটা বলতে পারবেন ?'

ব্যবসায়ী সাহলুল বেশ অবাক চোখে তার দিকে তাকাল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার সব কিছু লক্ষ করল। তার চোখে মুখে কেমন গভীর রহস্য। গামাসকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় ব্যবসায়ী সাহলুল বলল, 'এই লোকটার বিষয়ে সবাই যতটুকু জানে আমিও ততটুকু জানি।'

সাহলুল চলে গেল। গামাস এক দৃষ্টিতে সাহলুলের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর এক সময় সাহলুল চোখের আড়ালে চলে গেল। গামাস আল বালতি নিজে যখন পুলিশপ্রধান ছিল তখন মানুষের কী অবস্থা ছিল সেটা নিয়ে একটু ভাবল। সে দেখল সাহলুলই একমাত্র সৎ ব্যবসায়ী যে পুলিশপ্রধান কিংবা সরকারের কর্মকর্তাদের সাথে কোনো অসৎ বা সন্দেহজনক সম্পর্ক রাখেনি।

কিছুক্ষণ পরই সে দেখল রাগাব উগার, ইব্রাহিম আর মারুফ এক সাথে এসে মিলিত হয়েছে। তাদের সাথে কথা বলা শুরু করেছে। সে রাগাবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'আমি একজন ইথিওপিয়ান। এই শহরে নতুন এসেছি। আমি কুলি মজুর, দ্বাররক্ষীর কাজ করতে চাই। তেমন কাজ কি পাওয়া যাবে ?'

ভারবাহক রাগাব তার প্রথম বন্ধু সিন্দবাদের কথা মনে পড়ল। সে তখন ইথিওপিয়ান ছদ্মবেশে গামাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার সাথে আসুন। আল্লাহ উত্তম দাতা। তিনি সব কিছু ঠিক করে দেন।'

২.

গামাস ঘুরেফিরে তার পরিবারের আশপাশেই ঘোরাঘুরি করতে লাগল। মুণ্ডবিহীন তার এই জীবনের কী মূল্য আছে। সেখানে আবার যদি তার পরিবারও না থাকে তাহলে তো আর কথাই নেই। সে স্ত্রী রাসমিয়াকে অনুসরণ করে তারা যেখানে থাকে সেখানে গিয়ে উঠল। সে দেখল তার স্ত্রী আর মেয়ে মৃত সানানের পরিবার যে বাড়িতে ভাড়া থাকে সেখানে গিয়ে উঠেছে। সেও তাদের বাড়ির পাশে একটা ঘর ভাড়া করল। এবং নিজের পরিচয় দিল সে একজন কুলিমজুর। তার নাম আব্দুল্লাহ। তার দুঃখের কালো মেঘের ভেতরও সে একটু সূর্যের আলো দেখতে পেল যখন দেখল যে সানানের স্ত্রী উম্মে সাদ বেশ হাসিখুশি মুখে তার পরিবারকে গ্রহণ করেছে। তার আরো ভালো লাগল এটা ভেবে যে তার স্ত্রী পরিবার যে কোনো এক সময় উম্মে সাদের প্রতিবেশী ছিল এটা উম্মে সাদ ভুলেনি। সে দেখল

দুটো পরিবার এক সাথে হয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। সে তাদেরকে এক সাথে দেখে খুব খুশি হলো। আরো খুশি হলো তাদেরকে সুখী অবস্থায় দেখে। এই পরিবারটার প্রতি তার ভালোবাসাটা প্রকাশ করতে হবে। তাদের প্রতি তার তো একটা দায়িত্ব আছে বাবা হিসেবে, স্বামী হিসেবে। সে আশা করছিল ফাদিল যেন তার মেয়ে আকরামানকে বিয়ে করে।

সে আশ্চর্য এক জীবন কাটাতে লাগল। যেখানে এক অংশে সে অদ্ভুত অপরিচিত এক বিদেশি ব্যক্তি। আর অন্যখানে অপরাধে দণ্ডিত হয়ে মুণ্ডবিহীন একজন মৃত লোক।

৩.

জীবিত কুলিমজুর আব্দুল্লাহ এবং মৃত গামাস হিসেবে জীবন যাপন করতে গিয়ে সে এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছে যে পরিস্থিতির মুখে কোনো মানুষই কখনো পড়েনি। সে রাগাবের অফিসে প্রতিদিন কাজ করছে। তখন তার মনে হয় সে বেঁচে আছে। আবার যখন সে বাড়ির সামনে তার ঝুলন্ত মাথাটার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় কিংবা তার স্ত্রী রাসমিয়া আর মেয়ে আকরামানকে দেখে তখন তার মনে হয় সে মৃত।

সে একটা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে না যে সে কীভাবে অস্বাভাবিক উপায়ে মৃত্যু থেকে বেঁচে এসেছে। তার মনের ভেতর সব সময় যে জীবনটা সে পার করে এসেছে তা নিয়ে একটা ভারাক্রান্ত ভাব কাজ করতে থাকে। ফেলে আসা ক্ষুদ্র জীবনটা নিয়ে সে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। তার এই ছদ্মবেশের ভেতর যে আসল গামাস আল বালতি লুকিয়ে আছে এটা কে বিশ্বাস করবে। এই পৃথিবীতে গোপন এই সত্য কথাটা কি একমাত্র তাকেই বিশ্বাস করতে হবে।

তার স্ত্রী রাসমিয়া কিংবা মেয়ে আকরামান যখন তার দিকে তাকায় তখন তার মনে হয় এই লোকটাকে তারা নতুন দেখছে। তারা যেন কোনো বিদেশিকে দেখতে পাচ্ছে। তাদের চোখ আর মন থেকে গামাস আল বালতির দণ্ডাদেশ দেয়ার সে মর্মান্তিক দৃশ্য কোনো মতেই মুছে যাচ্ছে না। সকাল বিকাল সেই দৃশ্য বারবার তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তারা কখনোই বিশ্বাস করবে না যে গামাস আল বালতি কী অলৌকিকভাবে আরেকটা অস্তিত্ব নিয়ে মৃত্যুর পথ থেকে বেঁচে এসেছে।

তারা গামাস আল বালতি বিহীন যে জীবন পার করছে সে জীবনে এখন কষ্ট হলেও প্রায় অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। এখন এই জীবন থেকে বের হয়ে আবার গামাসের সাথে নতুন জীবন শুরু করাটাও তাদের জন্য কষ্টকর হবে যেমন কষ্টকর তাদের হয়েছিল বর্তমান জীবনে প্রবেশ করাটা।

তার পরিবারের নতুন এই জীবনটাকে আবার ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়ার সাহস তার নেই। সে পারবেও না। যে গামাস আল বালতি মারা গেছে তাকে জীবিত করার প্রচেষ্টাটা তার জন্য সুফল বয়ে আনবে না। বরং জীবিত এই গামাস আল বালতিকে একজন ইথিওপিয়ান হিসেবে একজন মুটেমজুর হিসেবে এবং আব্দুল্লাহ নামে সে যে পরিচিতি পেয়েছে সে পরিচিতি নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। নতুন এই জীবনে আব্দুল্লাহ হয়েই তাকে অভ্যস্ত হতে হবে। প্রার্থনায় আর কাজের মধ্যেই তাকে সুখ খুঁজতে হবে।

নতুন এই কাজ করতে গিয়ে তাকে কখনো কখনো পুরাতন বন্ধুদের বাড়িতে যেতে হয়। তাদের বাড়িতে গেলে পুরাতন অনেক কিছুই তার আবার মনে পড়ে। এই সব কিছুই তার নিজেকে এবং মানুষের পরিস্থিতি নিয়ে তাকে ভাবতে সহায়তা করে। সে নিজেকে বোঝায় যেভাবে ঐ নক্ষত্রগুলো খোদার ইচ্ছায় তাদের নিজেদের পথে চালিত হচ্ছে তার এই জীবনটাও সেভাবে চলছে। কিন্তু তারপরেও কোত্থেকে যেন মনের ভেতর একটা অজানা সংশয় এসে উঁকি মারে।

'কিন্তু আশ্চর্য এই জাদুকরী জীবনে কি আমাকে বেঁচে থাকতে হবে একজন মুটেমজুর হিসেবে। আমি কি আর কিছু করতে পারি না?' সে কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করল।

৪.

সুলতান শাহরিয়ার অন্ধকারে ফিসফিসরত গাছের ছায়ামূর্তিগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর সুলতান বারান্দায় তার আসনটা একটু টেনে ভেতরের দিকে নিয়ে আসল। যদিও শরতের শেষে আর শীত আসি আসি সময়ে একটু ঠাণ্ডা পড়ে। কিন্তু ঠাণ্ডাকে সুলতানের তেমন ভয় নেই। সুলতানের মাথার ভেতর রাজ্যের ভাবনা স্রোতের পানির মতো ফুলে ফুলে উঠছে।

তিনি উজির দানদানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই অন্ধকারকে কি তোমার ভালো লাগে?'

'মহামান্য সম্রাট আপনার যা ভালো লাগে আমারও তাই ভালো লাগে।' উজির বিশ্বস্ততার সাথে বলল।

উজির দানদান সব সময় নিজেকে জিজ্ঞেস করছে যে সুলতান কি আসলেই পরিবর্তিত হচ্ছে কি না। তার মন মানসিকতা পরিবর্তন হচ্ছে কি না। ধৈর্য ধরতে হবে। সুলতান যদিও আগে অনেক নিষ্ঠুর, রক্ত পিপাসু, নির্দয় ছিলেন। কিন্তু সময় অনেক পাল্টেছে। তার চোখে মুখে এখন কিছুটা নরম ভাব ফুটে উঠেছে।

'সমগ্র দেশবাসী এখন বেশ সুখেই আছে মাননীয়।' উজির দানদান বলল।

'আলি আল সালুলিকে খুন করা হলো।' সুলতান বেশ তীক্ষ্ণভাবে বলল। 'এর পরপরই খুব দ্রুততার সাথে পরবর্তী গভর্নর খালিল আল হামদানিকেও খুন করা হলো।'

'ভালো এবং মন্দ দিন আর রাতের মতোই পাশাপাশি চলে।' একটু সমবেদনার সুরে দানদান বলল।

'আর জিনগুলো ?'

'যখন কোনো অপরাধীকে দণ্ড দেয়ার আগে মৃত্যুর পোশাক পরানো হয় তখন সে এই রকম অনেক গল্পই বলে থাকে।'

'কিন্তু শাহারজাদ আমাকে যে গল্পগুলো বলেছিল সেগুলো আমার মনে আছে।' সম্রাট বেশ শান্ত গলায় বলল।

সম্রাটের কথা শুনে দানদানের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল।

দানদান বলল, 'কিন্তু একজন হত্যাকারীকে তার প্রাপ্য পেতেই হবে।'

'সত্যি কথা হলো আমি গামাস আল বালতিকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে তাকে কারারুদ্ধ করেই রাখতাম। কিন্তু সে যেভাবে ঔদ্ধত্য ভঙ্গিতে আমার সাথে কথা বলছিল তাতে ওকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

দানদান নিজের মনে মনে বলল সম্রাট আসলে বেশ ভালোই পাল্টে গেছে। তারপর সে সম্রাটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রতিহিংসা দুষ্ট লোককে তার অবশিষ্ট পাওনা অবশ্যই পেতে হবে।'

'আর আমি পাচ্ছি আমার হতাশার অংশটুকু।' বেশ তীক্ষ্ণভাবেই সম্রাট বলল।

'মহামান্য সম্রাট এই অবস্থা খুব ক্ষণস্থায়ী।'

'না। এটাও একটা বাস্তব অবস্থা। শাহারজাদির গল্পগুলোও আমাকে মৃত্যু বিষয়ক এমন একটা পরিস্থিতির কথা বলেছিল।'

'মৃত্যু !' বেশ অস্বস্তির সাথে উজির শব্দটা উচ্চারণ করল।

'মানুষ মানুষকে গিলে ফেলছিল। তাদের আনন্দগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল।'

'আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি দীর্ঘজীবী হোন।'

'মানুষের হৃদয় হলো সকল গোপনের আশ্রয় স্থল। অতীতের রাজা সম্রাটরা তাদের মনের অসুখ থেকে কীভাবে বাঁচতেন জান তারা রাতের বেলা ঘুরে বেড়াতেন। সাধারণ মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন।'

উজির দানদান বেশ প্রফুল্ল হয়ে বলল, 'কী চমৎকার কথা ! রাজারা রাতের বেলা মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বেড়াতেন। তাদের সুখ দুঃখ দেখতেন।'

কথা শেষ করে উজির মনে মনে নিজেকেই বলল, 'হয়ত তার ক্ষমতা কমে আসছে। ফলে সে একটা ফুলের মতো হতে চাচ্ছে কিংবা সে নতুন কোনো বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসছে।'

৫.

মুটেমজুর হিসেবে আব্দুল্লাহ পুরো শহর জুড়ে তার ঘুরে বেড়ানোর কাজটা ঠিক মতোই করে যাচ্ছিল। কাজের খাতিরে তাকে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে কারিগর, ওষুধ ব্যবসায়ী সকলের বাসায় কর্তব্য পালন করতে হয়েছে। সারা শহরের সমস্ত অলিগলি, মাঠ ঘাট সব কিছুই সে পুঙ্খানুপঙ্খভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে। স্ত্রী রাহুমিয়া, কন্যা আকরামানের সাথে দেখা করেছে। তাদের সাথে দেখা হওয়ার পর যখন সে তাদেরকে অভিবাদন জানিয়েছে তখন সে যেন এই জগতের বাসিন্দা আর অন্তরটা যেন অন্য আরেক ভুবনের। ঘুরতে ঘুরতেই সে জানতে পেরেছে ফাদিল সানান তার পরিবারের সাথে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করেছে।

লোকদের মধ্যে অনেকেই যখন তাদেরকে জিনের পরিবার হিসেবে পরিত্যাগ করে যাচ্ছিল তখন কেউ কেউ যেমন ওষুধ ব্যবসায়ী হাসান এবং নুরুলদিন তাদের পাশেই দাঁড়িয়েছিল।

গামাস আল বালতি যে এখন আব্দুল্লাহ নামে শহরে পরিচিত সে একটা বিষয় নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিল। সে ভাবছিল জিনের গল্পটা আর বেশি ছড়াতে দেয়া যাবে না। এটা আকরামান আর হুসাইনিয়া দুজনের জীবনের জন্যই ভবিষ্যতে ক্ষতিকর হবে। কারণ দেখা যাবে তখন জিন পরিবারের মেয়ে কেউ বিয়ে করতে চাচ্ছে না।

ফাদিল সানানকে আব্দুল্লাহ বেশ পছন্দ করে। কারণ ফাদিল সানান সৎ, কাজের প্রতি দায়িত্ববান, উদ্যমী, উৎসাহী, কর্মঠ। সে প্রায়ই কাজ শেষ করে ফাদিলের সাথে বিভিন্ন গল্প আর কথাবার্তায় সময় কাটায়।

একদিন আব্দুল্লাহ কথায় কথায় ফাদিল সানানকে বলল, 'তুমি খুব ধার্মিক একটা ছেলে। ঠিক মতো নামাজ পড়ো। প্রার্থনা করো। কিন্তু তুমি বিয়ের মাধ্যমে তোমার আত্মা আর সততাকে রক্ষা করছ না কেন ?'

'প্রয়োজনীয় খরচ পাতি আমি এখনো জোগাড় করতে পারিনি।'

'এতে তেমন খরচ হবে না।'

'কিন্তু আমি নিজের ক্ষমতায় সেটা করতে চাই।'

'তোমার সামনেই সুন্দরী এবং সৎ আকরামান আছে।' আব্দুল্লাহ একটু চেষ্টা করল তাকে বোঝাতে।

তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসল। সেই দুইজোড়া চোখে অনেক গোপন রহস্য ঝরে পড়ল।

'কিন্তু চাচা আব্দুল্লাহ আপনার বয়স হয়ে গেছে চল্লিশের ওপর। আপনি কেন এখনো বিয়ে করেননি।'

'দেখো আমার স্ত্রী মারা গেছে। কিন্তু তারপরেও আমি আমার আত্মাকে রক্ষা করতে চাই।'

'তাহলে বোঝা যাচ্ছে আপনিও অনেক কিছু বলতে চান।'

'আকরামানের মা রাসমিয়াকে আমি বিয়ে করতে চাই।' আব্দুল্লাহ নরম গলায় বলল।

ফাদিল একটু হেসে বলল, 'আপনাকে আর কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে।'

'কেন অপেক্ষা করতে হবে?'

'ততদিনে গামাস আল বালতির স্মৃতিটুকু মুছে যাবে।'

তার মনটা খুশিতে ভরে গেল। সে রাসমিয়াকে মনে প্রাণে চায়। তবে হুসনিয়ার প্রতিও তার দুর্বলতা আছে। সে যেদিন রাসমিয়াকে বিয়ে করে তখন তার মনের অর্ধেক অংশ আনন্দিত হয়েছিল। আর বাকিটুকু বেদনায় কোঁকিয়ে উঠেছিল।

৬.

সে যখনই একা হয়ে যায় তখনই নিজের সাথে নিজেই বার বার কথা বলে। বার বার নিজেকে জিজ্ঞেস করে, 'এভাবে আশ্চর্য এক ভৌতিক জীবন নিয়েই কি আমি মুটেমজুর হিসেবে জীবন কাটিয়ে দিব?'

সে ভেবে আরো অবাক হয় যে, 'কেন জিন সিনথিয়া তাকে সেই নির্মম সময়ে ছেড়ে চলে গেল না, যেভাবে সানান আল জামিলাকে জিন কামকাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল?'

এই সমস্ত নানা ধরনের চিন্তা ভাবনা করতে করতে একসময় দেখে মনের ভুলে সে শায়েখ আব্দুল্লাহ আল বালখির বাসায় চলে এসেছে। সে শায়েখের হাতে চুমো খেয়ে তার সামনেই দু পা ভাঁজ করে বসে পড়ল।

তারপর বলল, 'আমি একজন অপরিচিত আগন্তুক।'

'আমরা সবাই অপরিচিত আগন্তুক।' তার কথার মাঝে বাধা দিয়ে শায়েখ বলল।

'আপনার নামটা ফুলের মতো। ফুল যেভাবে ভ্রমরকে কাছে টানে সেভাবে আপনার নামটাও সবাইকে কাছে টানে।'

'ভালো কথার চেয়ে ভালো কাজ করাটা অনেক উত্তম।'

'কিন্তু ভালো কাজগুলোকেই ধরতে পারছি না। পিচ কালো অন্ধকার রাতে তো আর চাঁদ খুঁজে পাওয়া যায় না।'

'শোন, আমি তিন শ্রেণীর লোকদের চিনি।' শায়েখ বলল।

'সব ক্ষেত্রেই তারা ভাগ্যবান।'

'প্রথমত, একদল লোক যারা নিয়ম শিক্ষা করে আর পৃথিবীতে ক্ষুধার কষ্ট পায়। আরেকদল যারা শিক্ষার গভীরে প্রবেশ করে এবং সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ নেয়। আরেকদল যারা আধ্যাত্মিক ভালোবাসার স্তরগুলোতে ঘুরে বেড়ায়। এই দলের সংখ্যা খুব কম।'

মুটমজুর আব্দুল্লাহ কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তে বলল, 'কিন্তু মানবজাতির এখন ভালো একজন তত্ত্বাবধায়ক লাগবে।'

'সবাই তার প্রয়োজন আর আসক্তি অনুযায়ীই রাস্তা ঠিক করে থাকে।'

আব্দুল্লাহ তার সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে বলল, 'হুজুর আপনিই এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য।'

তার কথাকে পাত্তা না দিয়ে শায়েখ বলল, 'তোমার লক্ষ্যের বিষয় আমাকে বলার প্রয়োজন নেই।'

'কেন নয়।'

'সকলেই তার মনের নিয়ত অনুযায়ী রাস্তা ঠিক করে নেয়।' কথা শেষ করেই শায়েখ চোখ বন্ধ করে গভীর ধ্যানে ডুবে গেলেন।

আব্দুল্লাহ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। যদি শায়েখ তার চোখ দুটি খোলে। কিন্তু শায়েখ সেটা করল না। অবশেষে আব্দুল্লাহ শায়েখের হাতে চুমু খেয়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসল।

৭.

শায়েখের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার পর তার মনের ভেতর নানারকম বিক্ষিপ্ত চিন্তা ভাবনা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে ভাবছিল এ কেমন এক জীবন। এভাবেই কি তাকে জীবনটা পার করে দিতে হবে।

নানারকম বিভ্রান্ত রকম চিন্তা ভাবনা করতে করতে এক সময় দিন শেষে সে শহরের প্রান্তে যে ঝরনা ধারাটা আছে সেখানে চলে গেল। এই জায়গাটাই সে ফাদিল সানানের সাথে দেখা করে। এক সাথে নানা বিষয় নিয়ে গল্পগুজব করে। সেখানে পৌঁছেই সে দেখল তরুণ সেখানে বসে আছে।

'আমি আকরামানকে বিয়ে করতে যাচ্ছি।' তাকে দেখেই ফাদিল বলল।

'কিন্তু তুমি তো একটু অপেক্ষা করতে চেয়েছিলে।' আব্দুল্লাহ একটু অবাক হয়ে বলল।

'না, আমি আমার সিদ্ধান্ত পাল্টেছি। আর আমি আপনার পক্ষ থেকে আকরামানের মা রাসমিয়াকে বিয়ের প্রস্তাবও নিয়ে যাব।'

আব্দুল্লাহ দাঁড়িয়ে চুপচাপ কিছু একটা ভাবছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে রাসমিয়াকেই এই মুহূর্তে তার সবচেয়ে বেশি দরকার।

'মা আর মেয়ের একই রাতে বিয়ে হবে এর চেয়ে মজার আর কিছু হতেই পারে না।' ফাদিল আনন্দের সাথে বলল।

আব্দুল্লাহকে যখন ফাদিল পছন্দই করে ফেলল আর তাকে বিশ্বাস করল তখন সে আব্দুল্লাহকে সানান আল জামিলের এবং গামাসা আল বালতির কাহিনীটা বলা শুরু করল।

৮.

ফাদিল যখন তার গল্প বলা শেষ করল তখন আব্দুল্লাহ বলল, 'খোদা যাকে ইচ্ছা তাকে সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা তাকে লাঞ্ছিত করেন।'

'আর এটা ঘটে থাকে প্রত্যেকের নিজের নিয়ত অনুযায়ী।' ফাদিল বিড়বিড় করে বলল।

ফাদিলের এই কথাটা তাকে আঘাত করল। সে বেশ অবাক হলো এটা ভেবে যে ফাদিল এই কথাটা ঠিক একই জায়গা থেকে শিখেছে। কথার বিষয় পরিবর্তন করার জন্য আব্দুল্লাহ বলল, 'নিয়তের পরিপূর্ণতা হয় সতর্ক থাকার মাধ্যমে।' কথাটা বলে কিছুক্ষণ চুপ থেকে আব্দুল্লাহ আবার বলল, 'একটা জায়গায় এসে আমরা এখন দুজনেই একটা পরিবার হয়ে যাচ্ছি। তাই তোমাকে আমি একটা কথা বলি। শহরের মুটেমজুর হিসেবে আমি শহরের সব উঁচুস্তরের লোকদের বাসায় যাওয়া আসা করি।'

ফাদিল বুঝতে পারল আব্দুল্লাহ তাকে সাহস যোগাচ্ছে। সে আব্দুল্লাহর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালে আব্দুল্লাহ বলল, 'গভর্নর ইউসুফ আল তাহির আর পুলিশপ্রধান আদনান শোমার বাড়িতে আমি যাতায়াত করেছিলাম। তাদের ওখানে রাষ্ট্রের শত্রুদের নিয়ে ফিসফাস চলছে।'

'এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা।' ফাদিল শান্ত স্বরে বলল।

'কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে আমি তাদের কথা বুঝতে পারছি কিংবা মন দিয়ে তাদের কথা শুনছি।'

'আব্দুল্লাহ চাচা আপনি সত্যিই খুব অদ্ভুত একজন মানুষ। আপনি আমাকে বিস্মিত করছেন বারবার। আমি আপনার পাশাপাশি থেকে খুব খুশি।' ফাদিল বলল।

আব্দুল্লাহ ফাদিলের কথায় কান না দিয়ে সে যে কথা বলছিল সেটাকেই চালিয়ে যেতে থাকল।

'ক্ষমতায় থাকা এই লোকগুলো মোহগ্রস্ত। এরা কল্পনায় ডুবে আছে। বাস্তবতা এদেরকে স্পর্শ করছে না। তারা নগরের অন্যায় অপরাধ দমনে আরো যত কঠোর হবে শিয়া আর খারেজি নিয়ে সমস্যা আরো ঘনীভূত হবে।'

'আমিও অবশ্য এটা জানি।' ফাদিল বলল।

'সুতরাং আমি মনে করি প্রবল ইচ্ছা বা নিয়তের পরিপূর্ণতা হবে সতর্ক থাকার মাধ্যমে।'

ফাদিল তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনি কী বলতে চান?'

'বিষয়টা বোঝার জন্য তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান।'

'মনে হচ্ছে আপনি আমাকে কোনো একটা ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছেন'।

'তাতে কোনো ক্ষতি আছে ?'

'আমি তো খুব সাধারণ একটা মানুষ। মিষ্টি বিক্রেতা। আমি কি এমন কিছু করেছি যা আপনাকে চিন্তিত করে তুলেছে।'

সে বেশ রহস্যপূর্ণ একটা হাসি দিয়ে বলল, 'আমি সতর্ক থাকতে পছন্দ করি। যেভাবে আমি শিয়া এবং খারেজি দুজনকেই পছন্দ করি।'

'তুমি সত্যি করে বলো তো কোন দলটাকে সমর্থন করো ?' ফাদিল বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল।

'আমি এই দুজনার কারো পক্ষেই নেই। আমি শুধু যারা খারাপ কাজ করে তাদের শত্রু।

আব্দুল্লাহ দেখল সে সরাসরি সব কিছু বলে ফেলছে। কিন্তু প্রাক্তন একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে সে নিজস্ব পদ্ধতিতেই এগুতে চেষ্টা করল।

৯.

আব্দুল্লাহ তার নতুন পবিত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে আকাশের অন্ধকারে একটা তীর বেশ তীব্র বেগে ছুড়ে মারল। ঠিক এই মুহূর্তে গভর্নরের ব্যক্তিগত সহকারী বাতিশা মারগান গভর্নরের সরকারি অফিস থেকে বের হয়ে প্রহরী রক্ষিত অবস্থায় রাস্তা দিয়ে হেঁটে নিজের বাসায় যাচ্ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত আকাশের অন্ধকার থেকে একটা তীর এসে তার বুকটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে বিঁধিয়ে ফেলল। সাথে সাথেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ আশপাশে যারা হাঁটাহাঁটি করছিল, রাতের অন্ধকারে রাস্তার কোনায় যে সমস্ত ভবঘুরে ব্যক্তিরা ঘুমিয়েছিল তাদেরকে গ্রেফতার করল। বাতিশা মারগানের বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এল। গভর্নরের হাউস স্তব্ধ হয়ে গেল আচমকা এই ঘটনায়।

গভর্নর ইউসুফ আল তাহির পাগলের মতো তার রক্ষীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। খবরটা উজির দানদানের কাছে পৌঁছলে সে নির্ঘুম সারা রাত কাটাল দুশ্চিন্তায়। সকালেই সারা শহর জুড়ে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল।

সাধারণ জনগণের অতি উৎসাহী কথাবার্তায় শহর জুড়ে আরো নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ এই ঘটনার সাথে পূর্বের ঘটনার দুইজন গভর্নরের হত্যার সূত্র খুঁজে পেল। ফলে জিনের কার্যকলাপের বিশ্বাসটা আরো দৃঢ়তা পেল।

আবার কেউ কেউ ধারণা করল এখানে শিয়া খারেজির কোনো ষড়যন্ত্র আছে। নাকি এটা কোনো বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা।

পরদিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল শহরের ওপর। রাস্তাঘাট পানি আর কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল। ছোট ছোট নালা, পুকুর খাল সব পানিতে ছেয়ে গেল। সারা দিন বিরামহীন বৃষ্টি হলো। ফলে বাতিশা মারগানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হলো।

মুটেমজুর আব্দুল্লাহ একদিন ইমরিস ক্যাফেতে ঢুকে সাধারণ মানুষের সাথে বসলেন। ক্যাফের ভেতর সবার মুখে একটাই আলোচনা। সেটা হলো মারাগানের মৃত্যু। ক্যাফের ভেতর সাধারণ লোক থেকে শুরু করে সমাজের উচ্চ পদস্থ সবাই এই হত্যাকাণ্ডটা নিয়েই কথা বলছিল। আব্দুল্লাহ সবার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে তার চোখ পড়ল প্রাচীন ঐতিহাসিক দ্রব্য ব্যবসায়ী সাহলুলের ওপর। সাহলুল তখন কোটিপতি কারাম আল আসিলের সাথে নিচু গলায় কথা বলছিল।

সাহলুলকে দেখার সাথে সাথেই তার হৃৎকম্পন বেড়ে গেল। সে এই লোকটাকে কিছুতেই ভুলতে পারবে না। এই লোকটা তার ঝুলন্ত কাটা মাথার দিকে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল যে সেটা কখনো ভোলা যায় না। আব্দুল্লাহ যখন গভর্নরের ব্যক্তিগত সহকারীকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়ে মারল তখন সাহলুল সেই প্রহরীদের আশপাশেই ছিল। এত লোককে বন্দি করা হলো কিন্তু সাহলুলকে কেন তখন সন্দেহজনকভাবে বন্দি করা হলো না। কীভাবে সাহলুল তখন প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে সে জায়গা থেকে পালিয়ে গেল। আব্দুল্লাহর বুকের ভেতর কেমন একটা ধাক্কা লাগল।

আব্দুল্লাহ একটা বিষয় ভেবে অবাক হচ্ছে যে সে যখন পুলিশপ্রধান ছিল তখন শহরের প্রায় সবগুলো মানুষের গোপন খোঁজ খবর তার কাছে ছিল। কিন্তু এই একমাত্র সাহলুলের কোনো তথ্য তার কাছে ছিল না। এই হেয়ালি লোকটার কোনো গোপন খবরই সে বের করতে পারেনি।

১০.

রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ লোকদের ওপর থেকে এই দুর্ঘটনার রেশ তখনো যায়নি।

তবে সমাজের সাধারণ লোকজন যারা সব সময়ই নানারকম দুর্ঘটনার শিকার এবং এই ধরনের দুর্ঘটনায় অভ্যস্ত তারা খুব বেশি দিন এই ঘটনাটা নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করল না। অল্পদিনের মধ্যেই তারা প্রসঙ্গটা ভুলে গেল। জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদটাই তাদের কাছে বড় হয়ে দাঁড়াল।

সানানের বিধবা স্ত্রী উম্মে সাদ একদিন গামাস আল বালতির বিধবা স্ত্রী রাসমিয়াকে বলল, 'আল্লাহর দয়ায় আমার ছেলে ফাদিল তোমার মেয়ে আকরামানকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে।' কথা বলা শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ থাকল উম্মে সাদ। তারপর আবার বলল, 'রাসমিয়া তোমারও সুখী হওয়া উচিত।' এর পরই সে রাসমিয়াকে আব্দুল্লাহর বিয়ে করার ইচ্ছাটা জানাল।

তার কথা শুনে রাসমিয়া শুধু একটু মৃদু হাসল। কিন্তু সে কোনো উদ্দীপনা কিংবা স্বাগতম জানাল না এই সংবাদটাকে।

'বিয়েটা হবে আকরামান আর হাসিনার জন্য। আমাদের জন্য না।' সে একটু

লজ্জিত স্বরে বলল। একটু চুপ থেকে আবার বলল, 'গামাস এখনো মারা যায়নি। তার স্মৃতিগুলো আমার ভেতর এখনো বেঁচে আছে।'

খবরটা শুনে ফাদিল আর আব্দুল্লাহ দুজনেই খুব খুশি হলো। হ্যাঁ আব্দুল্লাহ অবশ্য কিছুটা হতাশ হয়েছিল কিন্তু তার ভেতরের গামাস অনেক বেশি খুশি হলো রাসমিয়ার কথা শুনে।

১১.

উম্মে সাদের বাড়িতেই বিয়ের অনুষ্ঠানটা হলো। উভয় পরিবারই সেখানে উপস্থিত ছিল। মুটেমজুর আব্দুল্লাহকেও নিমন্ত্রণ করা হলো। সে বর আর কনের জন্য কিছু দামি উপহার নিয়ে আসল। উভয় পরিবারের খুশি দেখে তার বুকের ভেতরও খুশির ঢেউ বইছিল। সাথে সাথে একজন স্বামী হিসেবে, একজন পিতা হিসেবে তার বুকের ভেতর আরো কিছু দুঃখ বারবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছিল।

ফাদিলের বোন হাসনিয়া বিয়ের অনুষ্ঠানটা পরিচালিত করছিল। সে তার রহস্যময় কবিতার অংশ থেকে খুব চমৎকার একটা কবিতা গানের সুরে গেয়ে শোনাল। খুব গভীর আর আবেদনময়ী ছিল সেই সুর।

আমার চোখের ভাষা মুখের ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে তোমার জন্যই বের হয়ে আসছে
আমার হৃদয়ে যে গোপন কথা ছিল সেটাই তোমার জন্য আজ প্রকাশ করছে।
আমরা যখন একত্রিত হই তখন শুধু চোখের জল ঝরে পড়ে
আমি বাকহীন হয়ে যাই আর তোমার চোখ আমার গোপন ভালোবাসার কথা বলে

গানের তালে তালে সবাই নাচছিল। আব্দুল্লাহও নাচছিল। কিন্তু তার অন্তরটা চোখের পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে তারা ঘরের দরজায় কারো নক করার শব্দ শুনতে পেল। আব্দুল্লাহ যখন দরজা খুলল তখন দেখল বাইরে অন্ধকারে ঠাণ্ডায় তিনটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

'আমরা বিদেশি ব্যবসায়ী।' তিনজনের মধ্য থেকে একজন বলল। 'আমরা খুব সুন্দর মধুর স্বরে গান শুনে এখানে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমাদের কাছে মনে হয়েছে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই অপরিচিত আগন্তুকদের তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিবে না।'

ফাদিল মহিলাদের দিকে তাকিয়ে পর্দা দিয়ে আলাদা করা ঘরের দ্বিতীয় অংশে তাদের চলে যেতে ইশারা করল।

'আপনার স্বাগতম আমাদের বাড়িতে। আজ এখানে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে। তাই সাধারণ লোকদের এখানে নিমন্ত্রণ করা হয়নি।'

'আমরা শুধু একটু বন্ধুভাবাপন্ন পরিবেশে ভালো কিছু লোকের সাথে আনন্দটা ভাগাভাগি করতে চাই।' বিদেশি ব্যবসায়ীদের একজন বলল।

'এখানে বেশ উষ্ণ।' অন্য আরেকজন বলল।

ফাদিল তাদের সামনে থালা ভরতি মিষ্টি আর উপাদেয় খাবার পরিবেশন করল। তারপর বলল, 'আমাদের কাছে আপনাদের আপ্যায়ন করার মতো আর কিছু নেই। এই সব কিছুই আমাদের বাড়িতে বানানো।'

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এই সুস্বাদু খাবার সরবরাহ করেছেন, আর আজকের এই সন্ধ্যাটা করেছেন আনন্দমুখর।'

আগত দলের মধ্যে যে লোকটা নেতৃত্ব দিচ্ছিল সে তাদের একজনের কানে কানে কিছু বলার পর লোকটা সাথে সাথে বাইরে বের হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ যে লোকটা নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাকে বেশ ভালোভাবে লক্ষ করল। তার কাছে মনে হলো এই লোকটাকে সে আগে কোথাও দেখেছে। কিন্তু সে চেষ্টা করেও লোকটার নাম বা চেহারা মনে করতে পারল না।

কিছুক্ষণ পর যে লোকটা বাইরে বের হয়ে গিয়েছিল সে ফিরে আসল। তার হাতে কিছু ভাজা আর ভুনা মাছ। এই সুস্বাদু খাবারগুলো দেখে সবার ক্ষুধাটা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

'আপনারা যে অবস্থানের লোক সে অনুযায়ী আমরা আপনাদের আপ্যায়ন করতে পারছি না বলে দুঃখিত।' ফাদিল বলল।

'যা করেছেন তার জন্যই ধন্যবাদ।' লোকটা বলল। তারপর সবার দিকে সে বলল, 'চলুন আজকের রাতটাকে আনন্দমুখর করে তোলার জন্য আমরা কিছু গান শুনি।'

ফাদিল পর্দার আড়ালে গিয়ে গানের নির্দেশ দিয়ে নিজের আসনে বসতেই হাসনিয়ার মধুর কণ্ঠের গান শোনা যেতে লাগল।

'তোমাদের আগমনের খবর শুনে আমরা বিছিয়ে দিয়েছি
আমাদের হৃদয়, আমাদের গভীর কালো চোখ
যাতে আমরা একে অপরের চোখ দিয়ে
দেখতে পারি আমাদের আনন্দ বেদনা।

সকলেই মন দিয়ে গান শুনছিল। একজন অতিথি বলল, 'সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা।'

অতিথি দলের মূল লোকটা ফাদিলকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি দাবি করছ যে তুমি খুব দরিদ্র। তাহলে কীভাবে তুমি এমন একটা দাসী সংগ্রহ করলে?'

'সে আমার বোন।'

'তার গলার স্বরটা শুনে মনে হয় এত সত্যিকারের সুর আগে কখনো শুনিনি। মনে হয় সে খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ।'

এই কথা শুনে ফাদিল চুপ হয়ে গেল। কোনো কথা বলল না। তখন কুলিমজুর আব্দুল্লাহ বলল, 'এরা আসলেই সম্ভ্রান্ত ঘরের। কিন্তু দুর্বিপাক আর বিশ্বাসঘাতকতায় তাদের আজ এই অবস্থা।'

'তাদের সেই দুর্বিপাক আর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনীটা কি বলতে পারবেন ?'

'আমাদের এই শহরে এমন কেউ নেই যে ব্যবসায়ী সানান আল জামিলের কাহিনী জানে না।' আব্দুল্লাহ বলল।

ব্যবসায়ী কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল, 'তোমাদের শহরের এই গল্পটা সত্যিকার অর্থেই একেবারে ব্যতিক্রম। এমনটা কখনো শোনা যায় না।'

'কিন্তু জিনের বিষয়টা কি তুমি বিশ্বাস করো ?' অতিথিদের আরেকজন বলল।

তার কথার উত্তরে ফাদিল বলল, 'কেন বিশ্বাস করব না যখন তুমি দেখতেই পাচ্ছ কী ধরনের দুর্বিপাক আমাদের ওপর নেমে এসেছে।'

'কিন্তু শাসকরা তো সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য জিনদের উপস্থিত করল না। কোনো তদন্তও করল না। তাহলে ন্যায়বিচার হলো কীভাবে।'

'শাসকদের বিচারকার্য পরিচালনার জন্যে এত কিছুর দরকার পড়ে না।'

অতিথিদের মধ্যে যে নেতা সে বলল, 'তুমি কি তাহলে তোমার জীবনে অন্যায় করা হয়েছে এমনটা মনে করো ?'

আদিল ভাবল সে এই ধরনের সতর্কতা পুলিশের কাছ থেকেও পেয়েছিল। সে শুধু বলল, 'আমাদের একজন সুলতান আছেন। তিনিই সব বিচার করেন। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।'

তাদের মাঝে কথাবার্তা হয়ত আরো অনেকক্ষণ চলত। কিন্তু এক সময় মেহমানরা উঠে দাঁড়াল। বিদায় জানিয়ে চলে গেল

১২.

এই তিনজন আশ্চর্য অপরিচিত লোক বাড়ি থেকে বের হয়েই অন্ধকারে মিশে গেল। দ্বিতীয় ব্যবসায়ী প্রথমজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মহামান্য আশা করি আপনি যতটুকু আশা করেছিলেন ততটুকু আনন্দ পেয়েছেন।'

'এটা হৃদয়ের এক ধরনের যন্ত্রণা।' অন্য আরেকজন বিড়বিড় করে বলল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল, 'অনেক কবিও আমাকে যে আনন্দ দিতে পারেনি তার চেয়েও বেশি আনন্দ এখানে পেয়েছি।'

'মহামান্য আল্লাহ আপনাকে সার্বিক নিরাপত্তায় তার তত্ত্বাবধানে রাখুক।'

'এটা খুব ছোট্ট একটা অস্পষ্ট স্বপ্ন।' নেতা গোছের লোকটা বলল। 'কোনো সত্য এখান থেকে বের হওয়ার আগেই স্বপ্নটা বাতাসে মিলিয়ে গেল।'

কথা শেষ হওয়ার পর অন্যরা অপেক্ষা করছিল সুলতান হয়ত তার কথার মর্মার্থ প্রকাশ করবেন।

কিন্তু তিনি সেটা করলেন না। চুপ থাকলেন।

১৩.

ফাদিল আর আকরামান একটা ঘরে উঠল, আর অন্য আরেকটা ঘরে রাসমিয়া, উম্মে সাদ, আর হাসনিয়া থাকল। তাদের এই সরল সহজ স্বাভাবিক জীবনে নতুন এই দম্পতি বেশ সুখেই ছিল। ফাদিল তার বোন হাসনিয়ার জন্যও তার মতো একটু সুখ আশা করছিল।

মেয়েলোকগুলোর চেয়ে ফাদিল অনেক বেশি সফল ছিল তার অতীতকে ভুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে। সে দ্রুত অতীতকে ভুলে বর্তমানকে গ্রহণ করে সামনে এগুতে লাগল। কিন্তু উম্মে সাদ কিংবা রাসমিয়া সেটা পারছিল না।

কাজের অবসরে ফাদিল তার সময় কাটায় মুটেমজুর আব্দুল্লাহর সাথে। তার সাথে সে অন্তরের কথা বলে। নানারকম বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা পর্যালোচনা করে। ফাদিলের কাছে মনে হলো আব্দুল্লাহ বেশ অভিজাত মনের মানুষ। তার হৃদয়ে মানুষের দুঃখ কষ্ট নিয়ে অনেক সমবেদনা। সে যতটুকু না দ্বাররক্ষী তার চেয়েও বেশি ধার্মিক লোক।

ফাদিল একদিন তাকে বলল, 'আমার হৃদয়ের সব গোপন কথা আমি আপনাকে বলেছি। কিন্তু আপনি কেন চুপ আছেন। আপনি তো কিছু বললেন না আপনার বিষয়ে।'

আব্দুল্লাহ তার মাথাটা নাড়িয়ে প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেল।

'নিশ্চয়ই আপনার জীবনে কোনো গোপন কথা আছে। আপনি শুধু সাধারণ একজন মুটেমজুর নন।' ফাদিল আবার বলল।

'আমার এলাকায় আমার একজন আধ্যাত্মিক শিক্ষক আছেন; এতে কোনো গোপনীয়তা নেই।' আব্দুল্লাহ তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল।

'সেটা খুলে বলুন। বিষয়টা কী?'

'যে কোনোভাবেই হোক আমরা দুজনেই একই পদ্ধতিতে একই উৎস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি।'

'সে জন্যই আমি আপনার কাছ থেকে একটা ব্যাপারে সাহায্য চাইছি।' ফাদিল বেশ সাহস আর উৎসাহের সাথে বলল।

আব্দুল্লাহ এক দৃষ্টিতে ফাদিলের দিকে চেয়ে থাকল। কিন্তু ফাদিল সে দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে আবার কথা বলা শুরু করল।

'আপনার কাজের উসিলায় শহরের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই আপনাকে যাওয়া আসা করতে হয়। আপনি কি সেই সূত্র ধরে প্রয়োজন মতো কখনো কোনো চিঠি আদান প্রদান করতে পারবেন ?'

'তুমি হয়ত জানো না এখানে অনেক লোক আছে যারা বিপদের সাথে যুদ্ধ করেই টিকে আছে।' আব্দুল্লাহ হাসতে হাসতে বলল। তার চোখে তখন মেয়ে আকরামানের সুখের ছবি ভেসে উঠছে।

ফাদিল তার কথাটা কান দিয়ে ঢোকাল না। সে আবার বলল, 'আপনি রাজি কিনা ?'

'তোমার যা ইচ্ছা।' আব্দুল্লাহ শান্তভাবে বলল।

১৪.

সে বেশ ভালোভাবেই তার কাজটা শেষ করল। কোনো সমস্যা হলো না। তার একমাত্র চিন্তা হলো রাসমিয়া আর হাসনিয়াকে নিয়ে। সে তো সব সময় মৃত্যু আর জীবনের মাঝেই ঘুরে বেড়ায়।

এখন তার দ্বিতীয় টার্গেট হলো ইউসুফ আল [illegible] কিংবা আদনান শোমা। এদের দুজনার মধ্যে যাকে দিয়ে সহজ হবে তাকে দিয়েই শুরু করতে হবে। তবে এদের দুজনার ওপর সে ওষুধ ব্যবসায়ী ইব্রাহিম আল আত্তারকে প্রাধান্য দিতে চাচ্ছে। এই লোকটা আস্ত একটা ছোট লোক। একবার আব্দুল্লাহ ইব্রাহিমের জন্য কিছু মালামাল বহন করে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সফল ক্ষমতাবান এই ব্যবসায়ী তার পাওনা দেয়ার সময় তার সাথে প্রচণ্ড খারাপ ব্যবহার করল। তাকে গালিগালাজ করল অবশেষে বাড়ি থেকে বের করে দিল।

ক্যাফে থেকে সন্ধ্যার সময় ইব্রাহিম আল আত্তার যখন বাড়ি ফিরছিল তখন বিষাক্ত একটা তীর তার বুকের ভেতর ঢুকে ওপাশ দিয়ে বের হয়ে গেল। শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। সাথে সাথে আল সালুলি, বাতসিয়া মারগান এবং গভর্নরের খুনের স্মৃতি সবার মাথার ভেতর আবার জেগে উঠল।

ফাদিল আর আব্দুল্লাহ খাবার পানির ঝরনার পাশে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় এসে মিলিত হলো।

'কী ভয়ানক একটা ঘটনা ঘটে গেল !' আব্দুল্লাহ বিড়বিড় করে বলল।

'কিন্তু গুপ্ত হত্যাকাণ্ড আমাদের পরিকল্পনায় ছিল না।'

'এটা হতে পারে কারো ব্যক্তিগত প্রতিশোধের ফল।'

'আমি সেটা মনে করি না।' ফাদিল বলল।

'তুমি হয়ত জানো না এই লোকটা সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজদের একজন।' আব্দুল্লাহ বলল।

'সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকেরা জানে যে ওষুধ ব্যবসায়ী ইব্রাহিম সুলতানের যারা শত্রু ছিল তাদের ওষুধে বিষ মিশিয়ে দিত।'

ফাদিলের কথা শুনে আব্দুল্লাহ নিজের মনকেই বলল আমার বন্ধু অনেক লোকজনেরই খোঁজ খবর রাখে কিন্তু আমি তার চেয়েও অনেক বেশি জানি।

'যদি হত্যাকাণ্ড আমাদের পরিকল্পনার অংশ না হয় তাহলে পরবর্তী কার্যক্রম কী ?'

'খোদাই জানেন। তিনিই মারেন তিনিই বাঁচান।' বেশ বিরক্তির সাথে ফাদিল কথাগুলো বলল।

১৫.

আব্দুল্লাহ যখন ঘরের মোম নিভিয়ে বিছানায় শুতে গেল তখনই সে টের পেল অদৃশ্য কেউ তার পাশে হাঁটু-গেড়ে বসেছে। তার বুকটা কেঁপে উঠল। সে মৃদু গলায় বলল, 'সিনগাম !'

অদৃশ্য কণ্ঠস্বরটি তাকে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তুমি কী করেছ এটা ?'

'আমি যেটাকে শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করেছি সেটাই নিজ দায়িত্বে করেছি।'

'এটা কি ঠিক হলো ?'

'আমি যে কাজ করার পরিকল্পনা করেছি সেখানে শুধু তাকে একটু আগে নিয়ে এসেছি। আজ হোক কাল হোক তার এই পরিণতি হতোই।' আব্দুল্লাহ বেশ গরম স্বরে বলল।

'সাবধানে থেকো।'

সিনগাম অদৃশ্য হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ সারা রাত একটা মুহূর্তের জন্যও ঘুমাতে পারল না।

১৬.

দশম ইমাম মসজিদের মিনারের ওপর দিয়ে রাতের আঁধারে যখন শীতের বাতাসগুলো বারবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল সেই মিনারের ওপর জিন কামকাম আর সিনগাম রাতের আবরণে নিজেদের ঢেকে কথা বলছিল। তখন নিচে রাস্তার পাশ দিয়ে পুলিশেরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের চোখে মুখে প্রতিশোধের আগুন ঝরে পড়ছিল।

কামকাম বেশ অবজ্ঞাভরে বলল, 'আহ ! বোকা আর দুঃখী মানুষ।'

'এই সব কিছু আমিই করেছিলাম।' সিনগাম কৈফিয়তের সুরে বলল। 'আমি গামাস আল বালতিকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম।'

ঠিক সেই সময়ে তাদের নিচ দিয়ে প্রাচীন ঐতিহাসিক দ্রব্য ব্যবসায়ী সাহলুল হেঁটে যাচ্ছিল। কামকাম তার দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলল, 'আমি এই

লোকটাকে নিয়ে খুশি। কারণ এই লোকটা মানুষের মধ্যে একটু অন্যরকমভাবে চলাফেরা করে।'

তার মতকে সমর্থন করে সিনগাম বলল, 'এই লোকটা সাক্ষাৎ আজরাইল ফেরেস্তা। মৃত্যুদূত। সে রাতে দিনে মানুষের সাথে মিশে এমন কিছু করতে পারে যেটা আমরাও করতে পারি না।'

'চলো আমরা খোদার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে যেটা ভালো সেটা করার ক্ষমতা দেন।'

'আল্লাহ কবুল করুন। আমিন।' সিনগাম বলল।

১৭.

একটা অনাহূত ঘটনায় মুটেমজুর আব্দুল্লাহর পরিকল্পিত কাজটা কিছুটা বিপদের মধ্যে পড়ল: সে পুলিশপ্রধান আদনান শোমার বাড়িতে লোহা লক্কর আর শুকনো ফলের বেশ বড় একটা বোঝা নিয়ে যাচ্ছিল। ইব্রাহিম আল আত্তারের মৃত্যুর পরেও সে তার কাজের অবস্থা থেকে একটুও দূরে সরে আসেনি। খোদার পথ খুব পরিষ্কার। এতে সংশয়ের কিছু থাকতে পারে না।

পুলিশপ্রধান আদনান শোমার বাড়ি বেশ উৎসবমুখর হইচই পূর্ণ একটা জায়গায়। বাড়িটা সরকারি প্রাসাদের কাছেই। তার বাড়ির রাস্তাটা বেশ ঝলমলে। রাস্তার দুপাশ দিয়ে অনেক বড় বড় দোকান, মার্কেট, সুসজ্জিত বাগান, আর আছে বেশ প্রশস্থ একটা খোলা জায়গা যেখানে দাসদাসী বেচাকেনা হয়।

সে যখন পুলিশ প্রধানের বাড়িতে ঢুকছিল তখন নিজের মনে মনে বলছিল, 'আদনান তোমার দিন শেষ হয়ে আসছে।' সে তার বোঝা রেখে যখন বের হয়ে আসছিল তখন একজন দাস এসে তাকে পুলিশ প্রধানের রুমে যেতে বলল। সে যখন অভ্যর্থনা কক্ষে ঢুকল তখন তার বুকটা কেমন জানি কেঁপে উঠল। কেমন একটা অস্বস্তি লাগছিল।

ছোট্ট গোলাকার চেহারার একটা লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে মুখে ক্রূর নিষ্ঠুর দৃষ্টি, হাতের আঙুল দিয়ে দাড়ি হাতাচ্ছিল: তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোত্থেকে এসেছ?'

'ইথিওপিয়া।' আব্দুল্লাহ বেশ নরমভাবে বলল।

'তোমার ব্যাপারে বেশ ভালো ভালো কথা আমি শুনেছি। শুনেছি তুমি একবেলা নামাজও বাদ দাও না।'

'এটা আল্লাহতাআলার দয়া আর করুণা।' সে আরামের একটা শ্বাস নিয়ে উত্তর দিল।

'ঠিক এই জন্যই আমি তোমাকে পছন্দ করছি।'

পুলিশ প্রধানের কথাগুলো তার মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল। সে যখন পুলিশপ্রধান ছিল তখন কতবার সে এমন গোপন কক্ষে গোয়েন্দা বিভাগে বিশেষ কাজ করার জন্য লোক নিয়োগ দিত। এই জাতীয় কথা সে তখন বলত। আর এই জাতীয় কাজ করতে আসলে হয়ত মৃত্যুবরণ করতে হতো নয়ত সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব পালন করতে হতো।

'এভাবেই তুমি সুলতানের নৈকট্য লাভ করতে পারবে আর আমাদের ধর্মের সেবা করতে পারবে।' পুলিশপ্রধান বলল।

'আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের জন্য কাজ করাটা আমার জন্য সুখের বিষয়।' সে বেশ হেয়ালিভরে উত্তর দিল।

'তোমার জন্য ঘরের সব দরোজা খোলা। গামাস আল বালতির সময় থেকে সব গোপন ফাইল তুমি পর্যবেক্ষণ করবে।'

১৮.

সে আদনান শোমার বাড়ি থেকে বিশাল এক বোঝা নিয়ে বের হয়ে আসল। ফাদিল সানানের সাথে সে যখন বৈঠকে বসল তখনি ফাদিলকে তার নতুন এই গোপন খবরটা সে জানিয়ে দিল। ফাদিল বেশ কিছুক্ষণ বিষয়টা নিয়ে ভেবে তারপর বলল, 'এখন তোমার দুটো চোখ হয়ে গেল। একটা চোখ আমাদের পক্ষে কাজ করবে আরেকটা চোখ আমাদের বিপক্ষে কাজ করবে।'

কিন্তু আব্দুল্লাহর চোখে মুখে কেমন একটা উৎকণ্ঠা দেখা দিল।

ফাদিল বলল, 'তুমি এটাকে আমাদের জন্য কোনো অর্জন মনে কোরো না।'

'কিন্তু এই কাজের ক্ষেত্রে আমাকে একাগ্রতা দেখাতে হবেই।' বিষণ্নভাবে আব্দুল্লাহ বলল।

ফাদিল নীরব থেকে চিন্তাভাবনা করছিল। কিন্তু আব্দুল্লাহ তার কথা বলা চালু রাখল।

'আমি ভেবেছিলাম সে আমাকে সন্দেহ বশত ডাকছে।'

'এই লোকগুলো খুব ঝুঁকিপূর্ণ।' ফাদিল বলল।

'আমি জানি। কিন্তু কীভাবে আমি তাদের কাছে আমার বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে পারি।'

'সেটা পরিস্থিতিই বলে দিবে। চিন্তার কিছু নেই।'

'তুমি তাহলে চাচ্ছ আমি এই কাজটা করি।' আব্দুল্লাহ কথা শেষ করে মনে মনে বলল, কখন আমি আমার গোপন পরিকল্পনাটা কাজে লাগাব কে জানে।

হঠাৎ করেই আব্দুল্লাহ দেখল দ্রব্য ব্যবসায়ী সাহলুলকে সে কোনো দিকে না তাকিয়ে তাদের সামনের ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে চলছে। তাকে দেখেই আব্দুল্লার

বুকের ভেতর কেমন একটা ধাক্কা লাগল। সে ফাদিলকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করল এই লোকটা কে ?'

'ও হলো ঐতিহাসিক দ্রব্য ব্যবসায়ী সাহলুল।' ফাদিল খুব স্বাভাবিক স্বরে বলল। 'সে আমার বাবার খুব ভালো বন্ধু ছিল। সেই একমাত্র ব্যবসায়ী যার বিরুদ্ধে কোনো অপবাদ বা দোষত্রুটি নেই।'

'এ ছাড়া তুমি তার বিষয়ে আর কী জান ?'

'তেমন কিছু না।'

'তার এই রহস্যপূর্ণ ভাবভঙ্গি দেখে তাকে নিয়ে তোমার কোনো কৌতূহল হয় না ?'

'তার হেয়ালিপূর্ণ মনোভাব ? কই আমি তো তেমন কিছু দেখি না। আমার কাছে তাকে বেশ স্বাভাবিক মনে হয়। বেশ জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, কারো বিষয়ে তেমন নাক গলান না। তার ব্যাপারে তোমার কেন এত কৌতূহল কাজ করছে।'

একটু দ্বিধা করে সে বলল, 'ওর দৃষ্টিতে তীব্র কিছু আছে। মনে হয় চোখের দৃষ্টি একেবারে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। ওর দিকে তাকালে আমার কেমন অস্বস্তি হয়।'

'তোমার এই সন্দেহের কোনো ভিত্তি নেই। সে দুর্নীতির বাইরে সৎ একজন লোক।'

আব্দুল্লাহ মনে মনে আশা করল ফাদিলের কথাই যেন ঠিক হয়। তার ধারণাটাই যেন ভুল হয়।

১৯.

তার পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে যখনই কোনো নতুন লোককে সাধারণ পোশাকে নজরদারি করার জন্য নিয়োগ করা হয় তখন সেই লোককেও নজরদারির মধ্যে রাখা হয়। ফলে এই মুহূর্তে আদনান শোমাকে একটা সফল আক্রমণের মধ্য দিয়ে না সরানোর পূর্ব পর্যন্ত কোনো ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নামা যাবে না। সতর্ক থাকতে হবে।

সে জরুরি ভিত্তিতে পুলিশ প্রধানের বাড়িতে একটা গোপন বৈঠক করার জন্য চলে গেল।

আদনান শোমাকে দেখে সে বলল, 'খুব শিগগির ফলের মৌসুম আসবে। শহর ভরে যাবে সন্দেহজনক মানুষ দিয়ে। তাই আমি মনে করি আপনার কাছে মাঝে মাঝে আসাটা আমার বাদ দিতে হবে।'

'আমি সেটা তোমার জন্য পরে ব্যবস্থা করে দেব। ভয় নেই।'

'খুব শিগগির করাটাই ভালো হয়।' আব্দুল্লাহ বলল।

'শোন, আমি মাঝে মাঝে তোমার সাথে শহরের সীমান্ত প্রাচীরের কাছে দেখা করব।' কিছুক্ষণ ভেবে পুলিশপ্রধান শোমা বলল। 'আমি মনে করি সেটাই উপযুক্ত জায়গা।'

আব্দুল্লাহ যতটুকু না আশা করছিল কাজ তার চেয়ে দ্রুত গতিতে এগুচ্ছিল।

২০.

ফাদিল সানানের সহকারীর সাহায্যে আব্দুল্লাহ একজন তরুণ অবিবাহিত যুবকের গ্রেফতারের রিপোর্টটা আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছিল। ফলে সেনাবাহিনী যখন ঐ যুবকের বাড়িতে পৌঁছল তখন তার অল্প কিছুক্ষণ আগে যুবকটা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। এই ঘটনায় আদনান সোমা রাগে ফেটে পড়ল। সে আব্দুল্লাহকে বলল, 'তুমি না বুঝেই হয়ত এই কাজটা করেছ।'

আব্দুল্লাহ তাকে নিশ্চিত করল যে সে তার কাজের বিষয়ে অনেক বেশি সতর্ক এবং দায়িত্ববান। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আদনান শোমা তার কথায় তেমন খুশি হলো না। তাকে চলে যেতে বলল।

২১.

গভর্নরের বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তরটা পাথরের কংক্রিট ঢেলে তৈরি করা হয়েছিল। একইভাবে শহরের সীমান্ত দেয়ালগুলিও সেভাবে তৈরি করা হয়েছিল। সীমান্ত দেয়ালের গোপন একটা জায়গায় পুলিশপ্রধান আদনান শোমার মৃতদেহটা পাওয়া গেল। এই ঘটনায় স্বয়ং সম্রাট শাহরিয়ার রাগে ফেটে পড়লেন। এই সব কী হচ্ছে ! রহস্যময় এই সব হত্যাকাণ্ডের কি কোনো কূলকিনারা হবে না।

আব্দুল্লাহ তার নিজের লোকের কাছে জানতে পারল যে সম্রাট খুব শিগগির পুলিশ প্রধানের হত্যাকাণ্ডের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন. সাথে সাথে পুলিশপ্রধান আদনান সোমা কেন শহরের সীমান্ত দেয়ালের গোপন জায়গায় গিয়েছিল সেটা বের করার নির্দেশ দিয়েছেন.

এই ঘটনার পর আব্দুল্লাহ পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা করল। সে শহরের বাইরে খোলা জায়গায় এসে নদীর তীর ধরে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে সে সবুজ একটা জায়গায় চলে আসল যেখানে বসে আগে সে মাছ ধরার অভ্যেস করত। যে জায়গাটাতে সিনগাম জিনের সাথে তার দেখা হয়েছিল। একটা হেলে পড়া তাল গাছের নিচে এসে সে বসল। তারপর গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

রাত চলে আসল। আকাশে তারারা চিকমিক করতে লাগল। আস্তে আস্তে চারপাশ ঠাণ্ডায় জমে যেতে থাকল।

সে ভাবছিল তার পরিকল্পনায় কি কোনো ভুল ছিল ? সে কি তার শত্রুকে কোনো সুযোগ দিতে পারে ? কীভাবে সে তার বন্ধু ফাদিল সানানের সাথে দেখা করবে ?

রাতের এই নিস্তব্ধতায় সে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

'ও আব্দুল্লাহ !'

সে কণ্ঠস্বর লক্ষ করে নদীর দিকে তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কে ডাকছে ?'

'কাছে আসো, আরো কাছে।' খুব মিহি গলায় আস্তে আস্তে স্বরটা তাকে ডাকছিল।

সে পা টিপে টিপে নদীর ধারে গেল। তারার আলোতে নদীর কালো অন্ধকার পানির ঢেউ সে দেখতে পেল। সে আরো দেখল একটা মূর্তি পানিতে অর্ধেক ডুবে আছে আর বাকি অর্ধেক পানির ওপর ভাসানো। মূর্তিটা তার হাত দুটি তীরের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

'তোমার কি সাহায্য লাগবে ?' আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করল।

'আব্দুল্লাহ তোমার সাহায্যের প্রয়োজন, আমার নয়।' মূর্তিটা বলল।

'কে তুমি ? আমার কাছে তুমি কী চাও ?' আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করল।

'আমি হলাম সমুদ্রের আব্দুল্লাহ, আর তুমি হলে জমিনের আব্দুল্লাহ। তোমার গলায় এখন আকড়িয়ে শয়তানের অভিশাপ।'

'জনাব আপনি পানিতে কেন ? কী ধরনের প্রাণী আপনি একটু খুলে বলবেন ?'

'আমি পানি রাজত্বের একজন সাধারণ গোলাম।'

'আপনি তাহলে বলছেন পানির নিচেও একটা জীবিত প্রাণীদের রাজত্ব আছে ?'

'হ্যাঁ। এখানে শান্ত নীরবতা ভাঙার ক্ষমতা কারো নেই।'

'কী এক অসম্ভব কথা আমি শুনছি। অবশ্য খোদা ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে পারেন। তাঁর ক্ষমতার শেষ নেই।'

'বুদ্ধিমানের মতো এটাকে খোদার অনুগ্রহ মনে করে তোমার কাপড় ফেলে এই পানির মধ্যে চলে আসো।'

'জনাব এই শীতের রাতে আমাকে কেন এমনটা করতে বলছেন ?'

'বিপদ আসার আগেই আমি তোমাকে যেটা বলছি সেটা করো।'

পানির আব্দুল্লাহ মাটির আব্দুল্লাহকে তার পছন্দ নির্বাচন করার সুযোগ দিয়ে পানির অতল তলে ডুব দিল। একটা ভৌতিক উৎসাহে উত্তেজিত হয়ে মাটির আব্দুল্লাহ তার জামা কাপড় খুলে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক সময় সমুদ্রের একেবারে তলদেশে চলে গেল।

তখনই সে শুনতে পেল কেউ একজন বলছে, 'অতঃপর তুমি নিরাপদে আবার মাটির পৃথিবীতে চলে যাও।'

কিছুক্ষণ পরই সে মাটির স্পর্শ পেল। তার কাছে মনে হলো আকাশের এই তারা, এই পৃথিবী এই রাতের মতো সেও একজন নতুন আগন্তুক। চারদিকে কেমন এক উষ্ণ ভাব। সে সুগভীর এক শান্তির ঘুমে তলিয়ে গেল। আকাশের মিটমিটে নক্ষত্রগুলো তখন হয়ত তাকে দেখছিল। ভোর হওয়ার আগেই তার ঘুম ভেঙে গেল। সকালের প্রথম আলোক রশ্মিতে সে ঝকঝকে আয়নায় প্রথমবারের মতো নিজেকে দেখল। তার সামনে আয়নায় সে নিজের চেহারায় এমন নতুন একজনকে দেখল যাকে সে আগে কখনো দেখেনি।

এই চেহারাটা গামাস আল বালতির না বা আব্দুল্লাহর না। এটা সম্পূর্ণ নতুন আরেক চেহারা। সাদা ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল, মুখ ভরতি কালো দাড়ি, মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত নামানো।

আব্দুল্লাহ মারা গেছে, যেভাবে ইতিপূর্বে গামাস আল বালতি মারা গিয়েছিল। এখন তাদের জায়গায় এসেছে নতুন আরেকজন।

ফাদিল এবং আকরামান, রাসমিয়া, উম্মে সাদ এরা সবাই বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

বরং তার সামনে এখন সূর্য ওঠার সাথে সাথে নতুন আরেক পৃথিবী নানা রহস্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে।

২২.

নদীর পাশে বিস্তৃত সবুজ জায়গায় সে জীবনের অন্যরকম এক আনন্দ খুঁজে পেল। এখানে খেজুর গাছ হলো তার একমাত্র সাথি। সে সারাদিন এদের সাথে কথা বলে। নদীতে মাছ ধরে তার খাবারের আয়োজন করে। এখানকার পরিষ্কার ঠাণ্ডা বাতাস তার মনকে প্রফুল্ল রাখে।

এইখানে থাকা অবস্থায়ই সে এদিক দিয়ে যাতায়াত করা লোকজনের কাছ থেকে সে শহরের ভেতরের নানা খোঁজ খবর জানতে পারল। সে জানতে পারল গভর্নর ইউসুফ আল তাহির তার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে হুসাম আল ফিকিকে নিয়োগ দিয়েছে। শহরের নতুন পুলিশপ্রধান হয়েছে বাইমি আল আরমাল। সে আরো জানতে পারল যে নিরাপত্তা প্রহরীরা তার ঘরটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং মুটবাহক আব্দুল্লাহকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা আব্দুল্লাহর বন্ধু মুটেমজুর রাগাবকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই না, তারা ফাদিল সানান ও তার স্ত্রী আকরামান এবং তার মা উম্মে সাদ ও শাশুড়ি রাসমিয়াকে বন্দি করেছে।

এই সব খবর শোনার পর তার ভেতরে নিরাপত্তা আর আনন্দের যে রেশটুকু ছিল সেটা মুহূর্তেই শেষ হয়ে গেল। সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল।

আবার সে নতুন করে যুদ্ধে নামতে চাইল।

২৩.

কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে নয় বরং নিজেকে মুক্তিপণ হিসেবে ব্যবহার করে সে যাদেরকে ভালোবাসে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য সে পুলিশপ্রধানের কাছে উপস্থিত হলো। তার অন্তরে কোনো ভয় কিংবা দ্বিধা ছিল না। তার অন্তরের আনন্দ তাকে সব রকমের অস্বস্তি আর দ্বিধা থেকে দূরে রাখল। সে সরাসরি পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে পুলিশ প্রধানের কাছে স্বীকারোক্তি স্বরূপ বলল, 'আমি আপনার কাছে এসেছি এই স্বীকারোক্তি দেয়ার জন্য যে আমি প্রাক্তন পুলিশপ্রধান আদনান শোমাকে হত্যা করেছি। আমিই তার হত্যাকারী।'

পুলিশপ্রধান তার দিকে খুব কাছ থেকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

'আমি হলাম মাটির আব্দুল্লাহ। একজন জেলে।'

তার উপস্থিতি আর কথাবার্তা শুনে পুলিশপ্রধান তাকে একটা পাগল মনে করল। তাই সে প্রহরীদের নির্দেশ দিল তাকে বাঁধার জন্য যাতে সে কোনো ক্ষতি করতে না পারে। তারপর পুলিশপ্রধান তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কেন আদনান শোমাকে হত্যা করেছিলে?'

'দুষ্ট লোকদের হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।' সে খুব স্বাভাবিকভাবে বলল।

'কে তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিল?'

'সিনগাম। একজন বিশ্বাসী জিন। সে আমাকে এই ধরনের সৎ কাজের জন্য উৎসাহ দিয়েছিল। ফলে আমি খালিল আল হামদানি, বাতিশা মারগান এবং ইব্রাহিম আল আত্তারকেও হত্যা করেছি।'

বর্তমান পুলিশপ্রধান একটু রাগত স্বরে বলল, 'আগের পুলিশপ্রধান গামাস আল বালতি স্বীকার করেছে যে সে গভর্নর খালিল আল হামদানিকে খুন করেছে।'

'আসলে আমিই হলাম গামাস আল বালতি।' সে ব্যাখ্যা করে বলল।

'গামাস আল বালতির কাটা মাথাটা এখনো তার বাড়ির দরজায় ঝুলে আছে।'

'আমি নিজের চোখে সেটা দেখেছি।'

'তাহলে তুমি বলছ সেই মাথাটা তোমার?'

'এতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনি যখন আমার কাহিনীটা শুনবেন তখন আপনিও এই সব কিছু বিশ্বাস করবেন।'

'কিন্তু তুমি কখন তোমার শরীরে এই নতুন মাথাটা সংযুক্ত করলে?'

'দাঁড়ান প্রমাণস্বরূপ আমাকে জিন সিনগামকে উপস্থিত করার সুযোগ দিন। সেই সব সন্দেহ দূর করে দিবে।'

'এই মুহূর্তে তোমাকে সারা জীবনের জন্য পাগলা গারদে রাখা দরকার।'

কথা শেষ করেই পুলিশপ্রধান প্রহরীদের ডেকে তাকে পাগলা গারদে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিল।

'সিনগাম আমাকে সাহায্য করো। জলের আব্দুল্লাহ আমাকে রক্ষা করো।' তাকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সে চিৎকার করে বলতে লাগল।

দীর্ঘদিন কাদিলকে অনেক নির্যাতন করেও তেমন যুতসই কোনো সংবাদ বা সন্দেহজনক কিছু বের করতে না পেরে তাকে তার স্ত্রী, মা, শাশুড়িসহ মুক্ত করে দেয়া হলো। তবে তাকে নির্দেশ দেয়া হলো যেভাবেই হোক সে যেন মুটেমজুর আব্দুল্লাহকে খুঁজে বের করে।

নুরুলদিন এবং দুনিয়াজাদ

১.

চাঁদের আলো বালখ শহরের গাছের পাতায় চিকচিক করছিল। ঠিক এমন একটা মুহূর্তে অনেক উঁচু একটা গাছের মাথায় জিন কামকাম আর সিনগাম এসে একত্রিত হলো। শীত তখন যাই যাই করছিল আর বসন্তের আগমনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

এমন একটা মুহূর্তে জিন কামকাম আর সিনগাম মানবজাতির নানা মূর্খতা, স্রষ্টার গুণকীর্তনসহ নানাবিধ বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলছিল। তাদের কথার মাঝখানেই হঠাৎ করে জিন কামকাম কান খাড়া করে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করল।

তারপর বলল, 'বাতাসে কিছু একটা নেমে আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

ঠিক তখন তাদের পাশেই কাছাকাছি একটা গাছের শাখায় একটা পুরুষ জিন আরেকটা মহিলা জিন নির্লজ্জের মতো একে অপরকে জড়াজড়ি করে নেমে আসল।

'ওরা দুজন হলো সাখরাবাত আর জামবাহা।' সিনগাম ফিসফিস করে বলল।

'দুইটা অধার্মিক, শয়তান।' কামকাম বিড়বিড় করে বলল।

সাখরাবাত তাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'আমরা নির্ভয়ে আমাদের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি।'

'যাদের অন্তরে খোদা নেই তাদের কোনো সুখ নেই।' কামকাম সাখরাবাতের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল।

'সত্যি ?' জামবাহা উপহাস করে বলল।

জামবাহা আর সাখরাবাত আবারো একে অপরকে জড়িয়ে ধরল। তাদের শরীর থেকে জড়াজড়ি করার কারণে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ছিল। জামবাহার গলা দিয়ে আনন্দের চিৎকার বের হয়ে আসছে। তাদের এই অবস্থা দেখে কামকাম আর সিনগাম সে জায়গা থেকে দ্রুত চলে গেল।

সাখরাবাত তার সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রিয়তমা দীর্ঘদিন তুমি আমার কাছ থেকে দূরে ছিলে।'

'আমি ইন্ডিয়ার একটা প্রাসাদে মজার একটা চালাকি করছিলাম। কিন্তু এই কয়দিন তুমি কোথায় ছিলে ?'

'আমি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি।'

'আমি যখন ফিরে আসছিলাম তখন এত সুন্দরী একটা মেয়েকে দেখলাম যার রূপ আমাকে অবাক করে দিয়েছে।' জামবাহা আবিষ্ট গলায় বলল।

'আমিও খুব সুন্দর একজন যুবক দেখেছি যার সৌন্দর্যের কাছে কোনো মানুষের তুলনাই হয় না।' সাখরাবাত বলল।

'তুমি যদি আমার দেখা মেয়েটাকে দেখতে তাহলে তোমার মাথা থেকে ঐ যুবকের সুন্দর চেহারাটা দূর হয়ে যেত।'

'এটা কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা হলো না।' সাখরাবাত বলল।

'আমার সাথে এসে নিজের চোখেই সেই মেয়েটাকে দেখে যাও।'

'তোমার দেখা সেই মেয়েটাকে কোথায় পাওয়া যাবে ?'

'সুলতানের প্রাসাদে।'

চোখের পলকেই জিন দুটি সুলতানের প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলো। অসম্ভব সুন্দরী একটা মেয়েকে তারা সেখানে দেখতে পেল। মেয়েটা তার স্বাভাবিক পোশাক খুলে স্বর্ণালি সুতো দিয়ে বুনন করা দামেস্কের রেশমি কাপড় দিয়ে তৈরি রাতের পোশাক পরছিল।

'মেয়েটার নাম দুনিয়াজাদ। সে হলো সুলতান শাহরিয়ারের স্ত্রী শাহারজাদের বোন।' জামবাহা বলল।

'মেয়েটা আসলেই বাস্তবের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর। এই রকম সাধারণত কোনো মানুষ হয় না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ।'

'তুমি তাহলে এদেরকে দেখে খুব খুশি হয়েছ ঠিক না ?'

'এই মানুষগুলোর বুদ্ধি আছে কিন্তু তারপরেও এরা মূর্খ জড়বস্তুর মতো বসবাস করে।'

'আহ ! কী সুন্দরই লাগছে মেয়েটাকে !' সাখরাবাত বলল।

'তাহলে তুমি এখন স্বীকার করছ যে এই মেয়েটা তোমার দেখা সুপুরুষের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর।'

'আমি ঠিক বলতে পারব না ' সাখরাবাত একটু দ্বিধার সাথে বলল। 'তুমি আমার সাথে আসো নিজের চোখেই দেখে যাও।'

কয়েক পলকের মধ্যেই জিন দুটি একটা আতরের দোকানের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো। তারা দেখল ঐশ্বরিক রূপ নিয়ে একজন যুবক তার দোকান বন্ধ

করছে। দোকানের ভেতর থেকে বাতিটা বের করে দোকানের ঝাপ নামিয়ে দিচ্ছে।

'এই হলো আতর ব্যবসায়ী নুরুলদিন।'

'ছেলেটা আসলেই অস্বাভাবিক সুন্দর। তোমার এই বন্ধু এসেছে কোত্থেকে ?'

'তুমি তো দেখতেই পেলে সে একজন দোকানি। কোত্থেকে সে এসেছে এটা তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ না।'

'তোমার এই ছেলেটা আমার দেখা সেই মেয়েটার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। আর আমার দেখা মেয়েটা ওর জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত।'

'দেখো তারা একই শহরে বসবাস করে অথচ তাদের দুজনার মধ্যে আকাশ আর পৃথিবীর দূরত্ব।'

'আস্তে ধীরে বন্ধু এই মেয়েটাকে পাবার জন্য কত লোক যে দাঁড়িয়ে আছে তার হিসেব নেই। শহরের গভর্নর ইউসুফ আল তাহির, কোটিপতি কারাম আল আসিল থেকে শুরু করে অনেকে। কিন্তু সুলতানের স্ত্রীর বোন দেখে কেউ সাহস পাচ্ছে না।'

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।' উৎফুল্লের সাথে জামবাহা বলল।

'কী সেটা ?'

'এটা হলো একটা দুষ্ট বুদ্ধি।'

'তুমি কিন্তু আমার কৌতূহলকে সুড়সুড়ি দিচ্ছ।'

'চলো এই দুজনকে একত্রিত করে কিছু মজা করা যাক।'

২.

দুনিয়াজাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সুলতানের প্রাসাদে তার বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। চারদিক ঝলমল করছে। নানারকম প্রদীপ আর রং বেরঙের ঝরনা বাতির আলোয় সারা প্রাসাদে আলোর বন্যা ছুটে বেড়াচ্ছে। অনেক নামি দামি অতিথিকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে।

গায়ক এবং গায়িকারা নেচে গেয়ে প্রাসাদ মাত করে তুলেছে। সুলতান শাহরিয়ার নিজে তাকে বাসররাতের আশীর্বাদস্বরূপ দামি মুক্তো উপহার দিয়েছে।

'দুনিয়াজাদ আজকের এই মধুর রাত তোমার জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসুক।' সুলতান তাকে বলল।

সে বাসরঘরে দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছে। সে পরে আছে মুক্তো খচিত অপূর্ব সুন্দর পোশাক। শেষ রাতের দিকে তার মা আর বোন শাহেরজাদ তাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল। সে বাসরঘরে বসে কাঁপা কাঁপা হৃদয়ে দুলহার জন্য একা একা অপেক্ষা করছে।

এক সময় ঘরের দরজা খুলে গেল। দামেস্কীয় পোশাকে, মরোক্কো বীরের মতো নুরুলদিন ঘরে প্রবেশ করল। সে যখন ঘরে ঢুকল তখন মনে হলো পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঘরে ঢুকে দুনিয়াজাদের চেহারা ঝলসে দিয়েছে। নুরুলদিন ঘরে ঢুকে দুনিয়াজাদের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর গভীর একটা শ্বাস নিয়ে বলল, 'এ রাত যেন থাকে আজীবন প্রিয়তম।'

তারপর নুরুলদিন এক এক করে দুনিয়াজাদের পোশাক খুলতে লাগল। বাইরে তখন বিয়ের শানাই বেজেই চলছে।

৩.

দুনিয়াজাদ তার চোখ খুলল। সে একটা জাদুকরী মধুর স্মৃতির ভেতর থেকে এই মাত্র বের হয়ে আসল সে কিছুই বুঝতে পারছিল না তার ঠোঁটে তখনো চুমুর ভিজে স্বাদ রয়ে গেছে তার কানে ফিসফিস করে সেই মধুর কথাগুলো তখনো বেজে চলছিল. সে চারদিকে একবার ভালো করে চোখ মেলে তাকাল। এখন সকাল কিন্তু... একটা ঝড়ো হাওয়া যেন তাকে হঠাৎ করে ধাক্কা মারল। এসব কী হচ্ছে। সে এখন কোথায়। কোথায় সেই বাসরঘর। কোথায় সেই রূপবান বর। কী নাম যেন তার।

আহ ! সে কি তাহলে স্বপ্ন দেখছিল ? তাকে কোনো বিয়ে দেয়া হয়নি ? রাজপ্রাসাদে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান হয়নি ?

স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার পর তার মনে হলো কেউ যেন তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

এটা কি আসলেই কোনো স্বপ্ন ছিল ?'

কিন্তু স্বপ্নের অনুভূতি তো এত বাস্তব হতে পারে না।

ঘরের ভেতর এখনো সেই যুবকের শ্বাসপ্রশ্বাসের ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে

দুনিয়াজাদ লাফিয়ে বিছানা থেকে মেঝেতে নামল। সে দেখল তার শরীরে কোনো কাপড় নেই। ভয়ংকর একটা কম্পন তার শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। 'এটা নিশ্চয়ই কোনো পাগলামি।' সে হতাশ হয়ে বিড়বিড় করতে থাকল

৪.

নুরুলদিন তার আতরের দোকানের উপরেই একটা ঘরে থাকত সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন সে দেখল যে সে তার নিয়মমাফিক বিছানায় শুয়ে আছে তখনই তার মাথাটা খারাপ হয়ে গেল। সে ক্ষেপা পাগলের মতো আচরণ করা শুরু করল।

এটা কি কোনো স্বপ্ন ছিল ?

কিন্তু এত বাস্তব অনুভূতি নিয়ে এমন ব্যতিক্রমধর্মী স্বপ্ন কি আসলেই স্বপ্ন, না বাস্তব।

এই তো এখানে নতুন বিয়ে করা বউ তার ঐশ্বরিক সৌন্দর্য নিয়ে বসেছিল। সে বাসর ঘরে যে মধুর একটা সুঘ্রাণ পেয়েছিল তার স্ত্রীর শরীরে সে ঘ্রাণটা এখনো তার নাকে লেগে আছে। এই সুঘ্রাণের সাথে তার আতরের ঘ্রাণের কোনো তুলনা হয় না।

নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে সে আরো অবাক হলো। কখন সে নিজের জামা কাপড় খুলল। এই ধরনের স্বপ্নের কী অর্থ হতে পারে। বাসর ঘরের সেই দামি বিছানা, চাদর ভূষণ এইগুলো কোথায়।

'আমার মতো একজন বিশ্বাসী লোকের সাথে এটা কী ধরনের ঠাট্টা ?' সে নিজের মনে মনে বলল।

তার অন্তরে শুধু বাস্তবতার কষ্ট নয় ভালোবাসার আগুনও জ্বলে উঠল।

৫.

জামবাহা হাসতে হাসতে বলল, 'এই আশাহত, অতৃপ্ত প্রেমের বিষয়ে তোমার মতামত কী ?'

'এটা সত্যিকার প্রেমের নির্যাস।'

'মানুষ কখনোই এই ধরনের প্রেমের অনুভূতি পাবে না।'

'তার প্রয়োজনও নেই, কারণ মানুষ কল্পনা করতে ভালোবাসে। তারা কল্পনা করেই সেটা পেতে পারে।' সাখরাবীতি বলল।

'কিন্তু কীভাবে ?'

'অনেক লোক আছে যারা মনে করে তাদের প্রচুর বুদ্ধি, আবেগ আছে, অথবা তাদের কবিতা লেখার যোগ্যতা আছে।'

'সেই লোকগুলো আস্ত গাধা।' জামবাহা হাসতে হাসতে বলল।

'আমি ভেবে অবাক হই তারা কীভাবে আমাদের চেয়ে নিজেদেরকে বেশি ক্ষমতাবান মনে করে।'

৬.

দুনিয়াজাদ বুঝতে পারল যে তার এই গোপন বিষয়টা সে একা বহন করতে পারবে না। তাই সুলতান শাহরিয়ার বিচার কার্যের জন্য বের হওয়ার সাথে সাথে সে দ্রুত দৌড়ে চলে গেল শাহারজাদের ঘরে। এত সকালে শাহারজাদ বোনকে তার নিজের ঘরে দেখতে পেয়ে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'কী হয়েছে বোন, কোনো সমস্যা ?'

মহারানির পায়ের কাছে একটা কুশনে দুনিয়াজাদ বসল। তার চোখেমুখে সাহায্যের আকুতি মিনতি। সে ভাঙা গলায় বলল, 'মনে হয় আমার কোনো কঠিন অসুখ হয়েছে কিংবা আমি মারা যাচ্ছি।'

'আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। এমন কথা বোলো না। গতকালও তো তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলে।'

'কিন্তু তারপরেই এমন কিছু ঘটেছে যা পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো ঘটেনি।'

'তুমি তো আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিলে। সব কিছু খুলে বলো।'

দুনিয়াজাদ মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে সব খুলে বলল। তার বিয়ের অনুষ্ঠান, বাসর, মধুর মিলন, মিলনের পর রেখে যাওয়া নানারকম চিহ্ন সব কিছুই।

শাহারজাদ তার গল্প শুনে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'লক্ষ্মী বোন আমার। কোনো কিছুই আমার কাছে গোপন করিস না।'

'আল্লাহর কসম আমি যা বলেছি সেখানে আমি বাড়িয়েও কিছু বলি নাই, আবার কোনো কিছুই বাদ দেই নাই।'

'তাহলে প্রাসাদের কোনো বদজাত কি তোমার সাথে এইরকম কাজটা করল?' শাহারজাদ জিজ্ঞেস করল।

'না না। আমি তাকে কখনো চোখেও দেখিনি।'

'তোমার এই গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'এই কথাটা আমিও নিজেকে বলেছি। এটা তোমার সেই অদ্ভুত গল্পগুলোর মতো একটা গল্প।'

'কিন্তু দুনিয়াজাদ আমার গল্পগুলোর উৎপত্তি অন্য আরেক ভুবনে। সেগুলো এই পৃথিবীর গল্প না।'

'আর আমি তোমার রহস্যময় ভুবনের জেলখানায় বন্দি হয়ে গেছি। অথচ এর শিকার আমি কখনো হতে চাইনি।'

শাহারজাদ বেশ চিন্তিত হয়ে বলল, 'সত্য আজ হোক কাল হোক আমি ঠিক বের করে ফেলব। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি তার আগেই আমাদেরকে না অপদস্থ হতে হয়।'

'সেই দুশ্চিন্তা আর ভয় আমাকেও কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে।'

'সুলতান যদি কোনোভাবে তোমার বিষয়টা জানতে পারে তাহলে তার সন্দেহটা আবার জেগে উঠবে, মেয়েদেরকে নিয়ে তার যে নীচু মন একটা ভাব আছে সেটা আবার ফিরে আসবে। সে হয়ত আমাকে প্রাণদণ্ড দেবে। আর নিজে আবার পূর্বের মতো নিষ্ঠুর রক্তপিপাসু হয়ে উঠবে।'

'আমার জন্য খোদা তোমার এত বড় অমঙ্গল না করুক।' দুনিয়াজাদ হাত জোর করে বলল।

শাহারজাদ একটু চিন্তা করে বলল, 'ঠিক আছে আমাদের এই গল্পটা যেভাবেই হোক গোপন রাখতে হবে। কোনোভাবেই সুলতানের কাছে কিংবা আমার বাবার কাছে বলা যাবে না। আমি মার সাথে কথা বলে সব কিছু গুছিয়ে আনব। বাড়ির জন্য তোমার মন কাঁদছে এই অজুহাত দেখিয়ে তুমি বাড়িতে মার কাছে চলে যাও।'

'আমি একটা পোড়াকপালি!' দুনিয়াজাদ বিড়বিড় করে বলল।

৭.

নুরুলদিন তার মা কালিলা আল দুমারকে আসতে বলল দেখা করার জন্য। বৃদ্ধা কুরআনের সুরা আবৃত্তি করতে করতে তার কাছে আসল. তার চোখে মুখে বয়সকালীন ছাপ। নুরুলদিন খোরাসান থেকে নিয়ে আসা গদি আটা সোফার ওপর মাকে তার পাশে বসাল তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন কোনো অপরিচিত লোক কি আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিল?'

'না। দরজায় কেউ কড়া পর্যন্ত নাড়েনি।'

'আমার ঘর থেকে কোনো অপরিচিত কারো কণ্ঠস্বর শুনতে পাইছিলেন?'

'না। আমি তো তেমন কিছু শুনেনি। তুমি তো জানো আমি ঘুমিয়ে গেলেও ছোট্ট যে কোনো শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। কেন তুমি এমন অদ্ভুত প্রশ্ন করছ?'

'হতে পারে তাহলে এটা কোনো স্বপ্ন। যদিও স্বপ্নটা অন্যান্য স্বপ্ন থেকে একেবারে ভিন্নতর।'

'আমার মানিক তুমি কী দেখেছিলে?'

'আমি দেখলাম যে খুব সুন্দর একটা মেয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'

'বুঝতে পারছি তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে।' কালিলা হাসতে হাসতে বলল।

'মা এটা এত বাস্তব ছিল যে তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমি কোনোভাবেই ঘটনাটাকে নিয়ে কোনো সন্দেহ করছি না, আবার এটাকে বিশ্বাসও করতে পারছি না।'

বৃদ্ধা খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই বিয়েটা করে ফেল, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

'তুমি কি কখনো শুনেছ বাস্তবতা স্বপ্নের ভেতর মিশে যায়?'

'খোদা মহা শক্তিশালী। কিছুক্ষণ পার হলেই দেখবে তুমি সব ভুলে গেছ।'

'হ্যাঁ মা, তাই যেন হয়।' সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল।

কিন্তু নুরুলদিন জানত সে মিথ্যে বলছে. কারণ এই ঘটনা সে জীবনেও ভুলতে পারবে না। স্বপ্নে দেখা মেয়েটার প্রেমে সে পড়ে গেছে। সেই রক্ত মাংসের মানবীকে কখনোই ভোলা সম্ভব না। সেই মেয়ের প্রেমে তার বুকটা আজ দুরু দুরু করছে। সেই অনুভূতি সেই চেহারা কীভাবে ভোলা সম্ভব।

৮.

নুরুলদিন দোকান খুলল। মানুষকে সে নতুন এক দৃষ্টি নিয়ে দেখতে থাকল। সে খুব অস্থির চিত্ত, চঞ্চলমতি, হাসিখুশির চেহারার যুবক হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত ছিল। কিন্তু আজকের বসন্তের এই সকালে তার চোখে মুখে কেমন দিশেহারা এক ভাব যা ইতিপূর্বে তার চেহারায় কেউ দেখেনি। যারা নুরুলদিনের হাসিখুশি সুন্দর মুখটা দেখে আনন্দ পেত তারা আজ নুরুলদিনকে দেখে বেশ অবাক হচ্ছে। নুরুলদিন নিজেও সেই আশ্চর্য স্বপ্নের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছিল না। তার প্রভাব নুরুলদিনের জীবনটাকে বিশৃঙ্খল করে দিচ্ছে।

সে বিশ বছর পার করতে চলল। এখনও সে বিয়ে করেনি। তার মনে অনেক পুরাতন একটা বাসনা আছে যে জন্য সে এখনো বিয়ে করেনি। তার বন্ধু ফাদিল সানানের বোন হুসনিয়াকে বিয়ে করার ইচ্ছে আছে তার। যদিও সে এখনো তেমন কোনো প্রস্তাব ফাদিলের পরিবারকে দেয়নি। কারণ সে একটু দ্বিধা করছিল এ জন্য যে তার আয়ের অবস্থা খুব ভালো না। আরেকটা সমস্যা হলো মাকে সে যখন হুসনিয়াকে বিয়ের কথা বলেছিল তখন মা তাকে বাধা দিয়েছে। কারণ মা চায় না এমন কোনো মেয়েকে ছেলের বউ হিসেবে আনতে যার বাবাকে জিনে ধরেছিল।

'শয়তানের কাছ থেকে দূরে থাকো। কারণ হয়ত আমরা এর অনেক গোপন কিছুই জানি না।' বৃদ্ধা বলল।

মার কথা শুনে সে হুসনিয়াকে কিছুদিনের জন্য হলেও তার মাথা থেকে ফেলে দিয়েছিল। তবে ফাদিলের সাথে তার বন্ধুত্ব ঠিকই আছে।

কিন্তু এখন কোথায় হুসনিয়া আর কোথায় এই বাস্তব পৃথিবী। সব কিছুই যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। তার কাছে এখন সব কিছুর অস্তিত্বই মূল্যহীন। শুধু স্বপ্নের সেই দৃশ্যগুলোই তার কাছে ঘুরেফিরে আসছে। সেই বাসর ঘর। সেই ফুলশয্যার বিছানা, যে বিছানাটা তার নিজের ঘরের চেয়েও অনেক বেশি বড়। এখন সে সত্যিকারের প্রেমের অনুভূতি টের পাচ্ছে। এমন ভালোবাসার অনুভূতি সে আগে কখনো পায়নি। মনে হচ্ছে স্বপ্নের সে মেয়েকে ছাড়া তার জীবন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অনেক কষ্টকর হবে স্বপ্নের সেই রাজকুমারী ছাড়া তার জীবনটাকে মনে হচ্ছে বড় বেশি একা আর নিঃসঙ্গ। সে তার কানের কাছে এখনো সেই মেয়ের ফিসফিস করে কথা বলার শব্দগুলো যেন শুনতে পাচ্ছে।

শেখ আব্দুল্লাহর কাছে তার যৌবনের সময়গুলোর কথা স্মরণ করার চেষ্টা করল। শেখ আব্দুল্লাহর কাছেই সে লেখা পড়া শিখেছে। জীবনের তাবৎ শিক্ষা সে লাভ করেছে শেখ আব্দুল্লাহর কাছে। সে যখন শেখ আব্দুল্লাহর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসছিল তখন শেখ তাকে বলেছিল, 'ভালোবাসার জন্য তুমি খুব উপযুক্ত ছেলে।'

সে বুঝতে পারছিল মাননীয় শিক্ষক তাকে ছাড়তে চাচ্ছে না। তিনি চাচ্ছেন নুরুলদিন যেন তার সাথে থাকে।

সে শিক্ষককে বলল, 'হুজুর আমার বাবা অসুস্থ হয়ে গেছে। আমাকে এখন দোকানে তার জায়গায় বসতে হবে।'

'আমার শিষ্যদের মধ্যে যারা কাজ করতে পছন্দ করে না আমি কখনোই তাদেরকে আমার ছাত্র হিসেবে মেনে নেব না। তুমি যাও বাবা। নিরাপদে থেকো।'

'আমার জন্য দোয়া করবেন।'

সে তার শিক্ষাকে ভুলে নাই। আর সঠিক পথ থেকে সে দূরেও সরে আসে নাই। শেখের সর্বশেষ কথাটা তার মনে পড়ছে।

'ভালোবাসার জন্য তুমি খুব উপযুক্ত ছেলে।'

সে কি তাহলে এখন পরামর্শের জন্য শেখের কাছে যাবে?'

কিন্তু বিষয়টা নিয়ে সে খুব ভয় পাচ্ছিল। তার বারবার মনে হচ্ছে এটা মনের ভেতর গোপন করে রাখাটাই তার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।

রাস্তা দিয়ে যে সমস্ত মেয়েরা যাওয়া আসা করছিল সে তাদেরকে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছিল। তার স্বপ্নের সেই প্রিয়তমা নিশ্চয়ই এই মেয়েগুলোর মাঝেও লুকিয়ে থাকতে পারে। তার কেবল মনে হচ্ছে আজ হোক কাল হোক সেই মেয়ের সাথে তার দেখা হবেই। হতে পারে তার স্বপ্নটাই একদিন বাস্তব হবে। কিন্তু কীভাবে সে স্বপ্নের ঐ রানিকে খুঁজে বের করবে। কোনো পথ প্রদর্শক ছাড়া সেই মনমোহিনীকে কি খুঁজে বের করা সম্ভব!

৯.

উজির দানদান খুব খুশি হলো যখন দেখল যে তার মেয়ে দুনিয়াজাদ আবার তার নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে।

তবে দুনিয়াজাদের মা আর দুনিয়াজাদ তাদের সেই গোপন ব্যথা নিয়ে দিনকে দিন কষ্ট পাচ্ছিল।

'দুনিয়াজাদ তুমি ভুল করলে।' মা দুনিয়াজাদের দিকে তাকিয়ে খুব রাগত স্বরে বলল।

'আমি নিজেকে এই পৃথিবীর মালিক আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেছি।' দুনিয়াজাদ কাঁদতে কাঁদতে বলল।

'এর ফল মোটেও ভালো হবে না।'

'আমি কিছুই জানি না। আমি শুধু নিজেকে খোদার কাছে সোপর্দ করেছি।' সে পাগলের মতো একই কথা বারবার বলছিল।

দুনিয়াজাদের শরীরে যখন নতুন সন্তানের চিহ্ন প্রকাশ পেতে শুরু করল তখন তার মা চাইল গোপনে মেয়ের গর্ভপাত করিয়ে ফেলতে। সাথে সাথে সে খোদার কাছে ক্ষমা ভিক্ষেও করল।

'আমরা এই বিপদকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাই। তুমি আবার নতুন করে বিয়ে করবে।'

'আমার বিয়ে করার কোনো ইচ্ছে নেই।' দুনিয়াজাদ বলল।

'তোমার বাবা যদি কোনো উপযুক্ত ছেলে তোমার জন্য ঠিক করেন তখন তাকে আমরা কী বলব ?'

'আমি খোদার ইচ্ছের কাছে নিজেকে সোপর্দ করেছি। তিনি যা ভালো মনে করবেন তাই করবেন।'

দুনিয়াজাদের সামনে এত বড় বিপদ সত্ত্বেও সে কিছুতেই স্বপ্নের সেই পুরুষকে ভুলতে পারছিল না। সে বারবার নিজের মনে মনেই বলছিল, 'আমার ভালোবাসা তুমি কোথায় ? তুমি কীভাবে আমাকে খুঁজে পেয়েছিলে। কোথায় তুমি এখন লুকিয়ে আছ ? কেন তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে আছ। তুমি কি একটি বারের জন্যও আমাকে দেখতে আসতে পার না ? আমার অন্তরে যে আগুন জ্বলছে সে আগুনের তাপ কি তোমাকে একটুও স্পর্শ করছে না। আমার ভালোবাসার আহ্বান কি তুমি শুনতে পাচ্ছ না ?'

১০.

শহরে নতুন একটা ঝামেলা দেখা দিল। যা সবাইকে চিন্তিত করে ফেলল।

শহরের বার্তাবাহক অশ্বগাড়ি নিয়ে শহরজুড়ে এই ঘোষণা দিতে লাগল যে বাইজেনটাইন সম্রাট সুলতান শাহরিয়ারের একটা বন্দর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে। সৈন্যরা তাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য সতর্ক অবস্থায় অপেক্ষা করছে।

এই ঘোষণার পর সবার মধ্যেই একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। মসজিদে দিন রাত সব সময় প্রার্থনা চলতে লাগল সম্রাট যেন এই যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারেন।

সন্ধের দিকে অভ্যাস বশত সমাজের উঁচু শ্রেণী আর নীচু শ্রেণীর লোকেরা ইমরিসের পানশালায় একত্রিত হয়ে গল্পগুজবে মেতে উঠল। এক সারিতে বসা ছিল ইব্রাহিম আল আত্তারের ছেলে হাসান আল আত্তার, ফাদিল সানান এবং নুরুলদিন। সবার মুখে মুখে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা।

ডাক্তার আব্দুল কাদের আল মাহিনি বলল, 'তোমরা তো শত্রুর আক্রমণ সরাসরি দেখনি। এটা হলো ধ্বংসযজ্ঞের একটা স্রোত যা শহরের পর শহর আর মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।'

'খোদার সৈন্যদের কখনো পরাজিত করা যায় না।' কাপড় ব্যবসায়ী জালিল আল বাজ্জাজ বলল।

'সিন্দবাদের জাহাজটা হয়ত দখল হয়ে যাবে।' মুটেমজুর রাগাব বলল।

নাপিত উগারের ছেলে আলাদিন বলল, 'তুমি শুধু নিজেকে নিয়েই আর তোমার বন্ধুকে নিয়েই ভাবছ।'

ছেলের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই নাপিত উগার বলল, 'আমার কাছে খুব অদ্ভুত একটা স্বপ্নের কাহিনী আছে।'

তার কথা শেষ হওয়ার পর কেউ তাকে স্বপ্নের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল না। কেউ বলল না ঠিক আছে তোমার স্বপ্নটা বলো। কারণ তার কথাকে কেউ বিশ্বাস করে না। সবাই জানে উগার সব সময় মানুষের গোপন খোঁজ খবর নেয়ার তালে থাকে। উগারের এই স্বভাবটা কেউ পছন্দ করে না।

স্বপ্নের কথাটা বলার সাথে সাথে নুরুলদিন কেমন কেঁপে উঠল। সে তার বন্ধু হাসান এবং ফাদিল সানানকে বলল, 'মানুষের জীবনে স্বপ্নের চেয়ে উল্লেখযোগ্য আর কিছু নেই।'

তার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আরেকজন বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ বৎস।'

নুরুলদিন পাশে তাকিয়ে দেখে ঐতিহাসিক পুরাতন দ্রব্য বিক্রেতা সাহলুল কথাটা বলে তার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে।

'জনাব আপনি খুব অভিজ্ঞ আর জ্ঞানী ব্যক্তি।'

'যে স্বপ্নের বিষয়ে দক্ষ সে হলো আগামী দিনের নেতা।' সাহলুল বলল।

নুরুলদিন তার মন খুলে সাহলুলের সাথে কথা বলা শুরু করল। কিন্তু বিষয়টা ফাদিল সানানের ভালো লাগল না। কারণ ফাদিলের প্রাক্তন বন্ধু আব্দুল্লাহ তাকে সাহলুলের বিষয়ে কী বলেছিল সেটা তার মনে পড়ে গেল। আব্দুল্লাহ বলেছিল সাহলুল লোকটা খুব রহস্যময়। তাই ফাদিল নুরুলদিনের কানে ফিসফিস করে বলল, 'এই লোকটার সাথে এত কথা বলার দরকার নেই। কথা বন্ধ করো।'

'তুমি দেখো এই লোকটা অনেক অভিজ্ঞ।'

'স্বপ্নের মতোই এই লোকটাও খুব রহস্যময় আর দুর্বোধ্য।' ফাদিল সানান ফিসফিস করে বলল।

তখন তারা কথার মাঝখানে শুনতে পেল ডাক্তার আব্দুল কাদের আল মাহিনি বলছে, 'আমার হিসাব অনুযায়ী সুলতানের সৈন্যরা অবশ্যই বিজয় লাভ করবে।'

১১.

নুরুলদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল আর রাস্তা দিয়ে আনমনে হাঁটছিল। সে ভাবছিল তার অপেক্ষার এই প্রহর কবে শেষ হবে। তার এই আকুলতার ফল সে কবে পাবে।

সে অন্যমনস্কভাবে ফুটপাথ দিয়ে কখনো দিনে আবার রাতে শুধু শুধু হেঁটে বেড়াত। মার্কেটের যে অংশটায় মেয়েরা একত্রিত হতো সেখানে ঘুরে ফিরে সে তার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যাকে খুঁজে বেড়াত।

এভাবেই ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে উজির দানদানের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। দুনিয়াজাদ তখন একটা কাঠের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের কারো সাথে কারোর চোখাচোখি হলো না। কেউ কাউকে দেখল না।

নুরুলদিন উজিরের বাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে এল। তার কাছে মনে হলো খোদা যদি না চায় তাহলে তার প্রিয়তমার সাথে হয়ত এই জীবনে তার আর দেখা হবে না।

এভাবেই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শেষ রাতের দিকে সে দেখল একজন পথিক রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছে। একটু কাছে আসার পর কোনো একটা বাড়ির দরজার আলোয় সে পথিকটাকে দেখতে পেল। দেখেই লোকটাকে চিনতে পারল। এ হলো কোটিপতি কারিম আল আসিল। তাকে দেখেই নুরুলদিন ভাবল এত রাতে লোকটা রাস্তায় কী করে ! তার এত সুন্দর রাজকীয় প্রাসাদ থেকে কোন জিনিস তাকে বাইরে বের করে নিয়ে এসেছে। সে কেন এত রাতে না ঘুমিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সে কী খুঁজে বেড়াচ্ছে ?

কোনো কারণ ছাড়াই লোকটার সাথে কথা বলতে নুরলদিনের ইচ্ছে করল।

১২.

রাতের নির্জনে খালি রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে কারাম আল আসিলের খুব ভালো লাগে। সারা শহরজুড়ে রাতের বেলা ঘুরে বেড়ানো তার অভ্যেস। শহরে এমন কোনো ঘর নেই যার পাশ দিয়ে সে হেঁটে না গেছে।

তার এত রাজকীয় জাঁকজমক বাড়িতে তার স্ত্রী আছে, দশটা সুন্দরী দাসী আছে। কিন্তু সে বাড়ির এই মানুষগুলোর যত কাছে না যেতে পেরেছে তারচেয়ে বেশি সে বাইরের মানুষের অন্তর দখল করতে পেরেছে। এটা তার একটা বিশেষ গুণ। সে ভাগ্যের গতি পরিবর্তন করতে পছন্দ করে। ব্যবসার খাতিরে প্রচুর লোকজনের সাথে তার মেলামেশা হয়। প্রচুর কথাবার্তা হয়।

কিন্তু সে এই সবগুলোর চেয়ে ভালোবাসে রাতের এই নীরবতা। একাকী হেঁটে বেড়ানো। গান শুনতে কিংবা আড্ডায় মশগুল হয়ে যেতে তার ভালো লাগে না। সম্পদের এই ঝংকার কিংবা ক্ষমতার পূজা করাটাও তার পছন্দের বিষয় না। সুলতানের মতো নিজেকে আত্মবিশ্বাসী ভাবতে তার ভালো লাগে।

বিচিত্র তার পছন্দ। সে ব্যবসার খাতিরে সরকারকে কর দেয় কিন্তু কোনো দাতব্য সংস্থায় কিছুই দেয় না। নিজের লম্বা দাড়িগুলো তার খুব ভালো লাগে। দাড়িগুলো দিনকে দিন লম্বা হচ্ছে। এগুলো নিয়ে সে খুব গর্বিত।

তার ঔরসে মেয়ের সংখ্যা বিশটি । কিন্তু তার একটাও ছেলে হয়নি। সে হলো এই শহরের সবচেয়ে ধনী লোক।

কারাম আল আসিল একটা মেয়েকে ভালোবাসে। এই রাতের বেলা সে যখন উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন তার ছায়া লক্ষ করে নুরুলদিন খুব কৌতূহল নিয়ে পিছু পিছু অনুসরণ করছিল তাকে।

১৩.

নবীর নাতির শাহাদাৎ দিবস উপলক্ষে আশুরার অনুষ্ঠানে একবার যখন অনেক মানুষের ভিড়ে দুনিয়াজাদ হাওদার ভেতর বসেছিল আর হঠাৎ করেই তার মুখ থেকে নেকাবটা সরে গেল তখন কারাম আল আসিল তার পাশেই ছিল। সে দুনিয়াজাদকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যায়। ভালোবাসায় তার হৃদয় উতলে ওঠে। অন্ধকার কালো মেঘের ভেতর যেন বিদ্যুৎ চমকে গেল হঠাৎ।

সে পুলিশপ্রধান বাউমি আল আরমালের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই দাসী মেয়েটা কে ?'

'এটা দাসী মেয়ে না। ও হলো দুনিয়াজাদ। [illegible]নির বোন।' পুলিশপ্রধান হাসতে হাসতে উত্তর দিল।

কারাম আল আসিলের বুকটা ভেঙে গেল। কারণ এই মেয়েটাকে তো সে টাকার বিনিময়ে কিনতে পারবে না।

তার মনের এই বিক্ষিপ্ত অবস্থা নিয়ে সে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল তখন সে নুরুলদিনকে লক্ষ করল। সে নুরুলদিনকে পাত্তা দিল না। কারণ নুরুলদিন খুব সুপুরুষ বলে তার খুব হিংসে হয়।

কারাম আল আসিল যখন ঐতিহাসিক পুরাতন দ্রব্য ব্যবসায়ী সাহলুলের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল তখন সে নিজের মনে মনেই বলল, 'এই লোকটা আমার সম্পদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবে।'

সে অন্যান্য সব লোকের চেয়ে এই ব্যবসায়ী সাহলুলকে অনেক বেশি ঘৃণা করে। যখন সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল তখন মনে মনে বলল, 'কারাম আল আসিল নাকি আব্দুল্লাহ বালখি আমাদের জন্য কে অজানাকে সামনে নিয়ে আসবে ? আমার সম্পদই আমাকে অন্য সময়ের চেয়ে আরো বেশি সুখী করবে।'

১৪.

সে যখন বাড়িতে ঢুকছিল তখন দারোয়ান তাকে বলল, 'হুজুর আপনার ব্যক্তিগত সহকারী হুসাম আল ফিকি অভ্যর্থনা ঘরে আপনার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছে।'

এত রাতে সে এখানে কেন এসেছে। কারিম আল আসিল দ্রুত ঘরের দিকে গেল।

ব্যক্তিগত সহকারী তাকে দেখেই বলল, 'মহামান্য শহরের গভর্নর ইউসুফ আল তাহির আপনার জন্য তার বাড়িতে অপেক্ষা করছেন।'

'এত জরুরি তলব। বিষয় কী ?'

'আমি জানি না জনাব। আমি জানি শুধু এটা গুরুত্বপূর্ণ।'

কারিম আল আসিল দ্রুত গভর্নরের বাড়িতে চলে গেল।

গভর্নর তাকে দেখেই বলল, 'আমাদের সেনাবাহিনী বিজয়ী হয়েছে। তুমি হলে প্রথম ব্যক্তি যাকে আমি এই খবরটা দিলাম।'

সে একটু দ্বিধার স্বরে বলল, 'এটা বিশ্বপ্রতিপালকের কাছ থেকে একটা অনুগ্রহ।'

গভর্নর তার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'এই যুদ্ধের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার প্রায় শূন্য।'

গভর্নরের কথা শুনে তার বুকটা কেঁপে উঠল। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ইউসুফ তাহির বলল, 'সুলতান কিছু টাকা ঋণ নিতে চান। যেটা প্রজাদের কাছ থেকে কর নিয়ে পরে শোধ করে দেয়া হবে।'

সে প্রায় মিনমিনে গলায় বলল, 'কিন্তু আমাকে কেন ডেকে আনলেন ?'

গভর্নর হাসতে হাসতে বললেন, 'সুলতান তোমার দিকেই আঙুল তুলেছে।'

'কী পরিমাণ লাগতে পারে ?' সে নিরাসক্ত গলায় বলল।

'পঞ্চাশ লাখ দিনার।'

এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার কোনো পথ ছিল না। যদিও দীর্ঘদিন ব্যবসার খাতিরে তার মাথার ভেতর হঠাৎ করেই একটা পরিকল্পনা ঝলক দিয়ে উঠল।

'সুলতানের কাছাকাছি যাওয়ার, তার অনুগ্রহ পাওয়ার এটা তো বড় একটা সুযোগ।' কারিম আল আসিল বলল।

'খুব ভালো কথা।' গভর্নর বলল।

'কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে। আমি জানি না কীভাবে সেটা বলব।' কারিম খুব শান্তভাবে বলল।

ইউসুফ আল তাহির চুপচাপ মুচকি হাসছিলেন।

'আমি দুনিয়াজাদের হাতটা আমার হাতে নিতে চাই। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।' কারিম আল আসিল বলল।

এই কথা শুনে ইউসুফ আল তাহির বিস্ময়াভূত হলেও সেটা সে প্রকাশ করল না। সে স্মরণ করছিল দুনিয়াজাদকে সেও কতই না পছন্দ করত। কারিম আল

আসিলের ওপর তার অকল্পনীয় রাগ হচ্ছিল। কিন্তু সে বাইরে সেটা প্রকাশ করল না।

শান্তভাবে শুধু বলল, 'আমি তোমার আবেদন সুলতানকে জানাব।'

১৫.

'ভয়ের ঘটনা আরো ঘটতে যাচ্ছে।'

দুনিয়াজাদের মা নিজের সাথেই বিড়বিড় করে কথাগুলো বলল। তার মুখমণ্ডল রাগে থমথম করছে। দুনিয়াজাদ এই ধরনের ব্যবহারই আশা করছিল তার মার কাছ থেকে।

'তোমার বিয়ের দিন সামনেই এগিয়ে আসছে। পাত্র সুলতানের সম্মতি নিয়েছে। তোমার বাবাও রাজি হয়েছেন।'

দুনিয়াজাদ ভাবছিল তার জন্য আর নতুন কী অলৌকিক ঘটনা অপেক্ষা করছে। সে জিজ্ঞাসু চোখে মার দিকে তাকাল। যার অর্থ হলো কে সেই পাত্র।

মা তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, 'কোটিপতি কারিম আল আসিল তোমাকে বিয়ে করতে চায়।'

দুনিয়াজাদ তার ভ্রু কুঁচকে মাথা নিচু করে রাখল।

'লাঞ্ছনা এখন ঘরের দরজায় নক করছে।' মা বলল।

'আমি নিরপরাধ। খোদা দেখেছেন সব কিছু।'

'তোমার এই গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'খোদাই আমার জন্য যথেষ্ট।'

'তিনি তোমাকে ক্ষমা করুক।'

'আমার কি এই প্রস্তাবে হ্যাঁ কিংবা না বলার কোনো ক্ষমতা নেই ?'

'এটা সুলতানের ইচ্ছা।' মেয়ের পরামর্শকে বাতিল করে দিয়ে মা বলল।

'আহ ! তাহলে তো আমাকে এই পৃথিবী থেকেই বিদায় নিতে হবে।' সে কাঁদতে কাঁদতে বলল।

'সেটা আরো বড় দুর্নাম হবে। তখন তোমার বোনও এই অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে না।'

সে যখন আরো বেশি করে কাঁদতে থাকল তখন মা বলল, 'তোমার চোখের পানি কি এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে ?'

'কিন্তু চোখের পানিই তো এখন আমার একমাত্র অবলম্বন।' দুনিয়াজাদ বলল।

১৬.

দুষ্ট জিন সাখরাবাত তার বান্ধবী জামবাহার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'খেলা বেশ জমে উঠেছে। এখন এই খেলা আরো জটিল থেকে জটিলতায় রূপ নিবে।'

জামবাহা মুচকি হাসি দিয়ে বলল, 'এই রকম আনন্দ আগে কখনোই পায়নি।'

'তোমার কি মনে হয় এই সুন্দরী কি আত্মহত্যা করবে ? নাকি সম্রাট তাকে হত্যা করবেন।'

'সবচেয়ে মজা হয় যদি তাকে শাস্তি স্বরূপ হত্যা করা হয় আর তার বাবা আত্মহত্যা করে।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে আরো অনেক মজার ঘটনা ঘটার বাকি আছে।'

'চলো দেখি এর পরে কী ঘটনা ঘটে।'

'অবশ্য আমি কিন্তু কিছুটা ভয়ও পাচ্ছি...'

'তুমি কেন ভয় পাচ্ছ প্রিয়তম ?' জামবাহা বলল।

'কারণ কল্যাণ কিংবা মঙ্গল কোত্থেকে হুট করে বিদ্যুতের মতো চলে আসে সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি না।'

'হতাশ হবে না।' একটু অবজ্ঞার সুরে জামবাহা বলল।

সাখরাবাত কিছু না বলে মুচকি হাসল।

১৭.

দুনিয়াজাদকে কারাম আল আসিল বিয়ে করতে যাচ্ছে এই খবরটা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। লোকজন কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। অনেকেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করছিল। কারাম আল আসিল ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও এবং সে ক্ষমতাবান একটা পরিবারে বিয়ে করতে যাচ্ছে এই কথার পরেও লোকজন তাকে নিয়ে যে বিদ্রূপাত্মক কথা বলছিল সেটা হলো একটি বানরমুখো মানুষ চাঁদমুখো রূপবতী কন্যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে।

আর অন্যদিকে দুনিয়াজাদ একা একা নিভৃতে বসে সারাদিন শুধু বিড়বিড় করছে, 'আমার প্রিয়তম তুমি কোথায় ? তুমি কেন আমাকে এই ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য আসছ না ?'

নুরুলদিন কিন্তু পাগলের মতো শহরের অলিগলি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বিয়ের এই সংবাদটা তার কানেও পৌঁছেছিল। সে নিজেও এই সংবাদে কিছুটা মর্মাহত হয়েছে। তারপরেই নিজের মনে মনে বলেছে, 'আমার প্রিয়তমা তুমি কোথায় ?'

ঠিক সেই সময় বিশ্বাসী জিন কামকাম আর সিনগাম কান্নার ও গভীর বেদনার এই কাতরানি শুনে সে দিকে গেল।

'দেখো কাল আর পাত্র কী ঘটনাটা ঘটায়।' সিনগাম তার বন্ধু কামকামকে বলল।

'এই হলো মানুষের বিলাপ যন্ত্রণা।' কামকাম বলল।

তারা যেই গাছের ওপর বসে কথা বলছিল সেই গাছের নিচে তখন ঐতিহাসিক দ্রব্য ব্যবসায়ী সাহলুল হঠাৎ করেই চিৎকার করে উঠে লাফালাফি করছিল।

'সে হয়ত নতুন কোনো কাজ পেয়েছে।' কামকাম বলল।

'কখনো কখনো আমি সাধ্যাতীত কিছু নির্দেশনা পাই।' দ্বিধার সাথে কথাগুলো বলে সাহলুল সেখান থেকে চলে গেল।

১৮.

সাহলুল পাগলদের বন্দিখানার ঘেরাও করা দেয়ালের শেষ প্রান্তে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল।

'আমি যেটা বিশ্বাস করেছিলাম এটা তা নয়: এই সব কিছুর তাৎপর্য আমাকেই বের করতে হবে।'

সাহলুল দৃঢ়স্বরে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে তার এবং গামাস আল বালতিকে পাগল বলে যে কুঠুরিতে রাখা হয়েছিল সে কুঠুরির মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে তার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। সাথে সাথেই মাটি ফেটে একটা সুরঙ্গ বের হয়ে আসল। যেটা গামাস আল বালতির কুঠুরির দিকে চলে গেছে। এই সুরঙ্গটা এক বছরেও মানুষ দিয়ে তৈরি করা সম্ভব ছিল না।

অন্ধকারে সে কুঠুরির ভেতর ঢুকে গামাস আল বালতির মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনছিল। তারপর আস্তে আস্তে গামাস আল বালতির শরীরে ঝাকুনি দিল।

গামাস আল বালতি ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

'আমি কে এটা গুরুত্বপূর্ণ না। আমি তোমাকে মুক্ত করতে এসেছি। এই যন্ত্রণাকে থেকে মুক্তি পাবার জন্য তোমার হাতটা বাড়াও।'

তার কোনো কিছুই বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে যখন হাঁটতে হাঁটতে বাইরে এসে বসন্তের ঠাণ্ডা বাতাসের মাঝে পড়ল তখন তার কিছুটা বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস মনের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকল।

'খোদার দোহাই, কে তুমি? কে তোমাকে পাঠিয়েছে।' গামাস বিড়বিড় করে বলল।

'নদীর তীরের তোমার সেই পুরাতন জায়গা।' সাহলুল হাঁটতে হাঁটতে সামনে চলে গেল।

১৯.

অদ্ভুত লোকটা যখন চলে গেল তখন গামাস নিজেকে বলতে লাগল, 'গামাস এটা সাধারণ মানুষের কাজ নয়। মনে রাখবা আর এটা ভেবে দেখবা।'

পাগল মানুষগুলোর সাথে থাকতে থাকতে তার ভেতরেও কিছু পাগলামি চলে এসেছিল। পরিষ্কার বাতাসে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর তার মাথাটা কিছুটা স্থির হয়ে আসলে তার মন আকুল হয়ে উঠল আকরামান, রাসমিয়া আর হুসনিয়াকে দেখার জন্য। তার কাছে মনে হলো সে ঘুরে ঘুরে বাড়িঘরগুলো খোঁজ করলেই তাদের সন্ধান পেয়ে যাবে।

কিন্তু সে কে ? পাগলখানার লোকেরা তার মাথার চুল মুণ্ডন করে দিয়েছে। দাড়ি সেভ করে ফেলেছে। এখন তার মধ্যে গামাস কিংবা আব্দুল্লাহর কোনো চিহ্নই নেই। এখন তার কোনো পরিচিতি নেই, কোনো নাম নেই। তার মনে ভয় আর পেট ভরতি ক্ষুধা।

সে নদীর তীরে যেখানে খেজুর গাছ ছিল সেখানে গেল। তার স্বপ্নের সেই বন্ধুকে আবার মনে পড়ল। সমুদ্রের আব্দুল্লাহ।

সে নিজেকে আবার বলল, 'আমি একজন লোক যার কোনো পরিচিতি এখন নেই। যার লক্ষ্য হলো ঐ মহাশূন্য। এই যে অলৌকিকভাবে মুক্তি পেলাম এটা কোনো কারণ ছাড়াই ঘটেনি। সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা করো।'

২০.

সুলতানের ইচ্ছা অনুযায়ী দুনিয়াজাদকে বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হলো।

ভয়ের একটা শীতল বাতাস বিয়ের কনে আর তার বোন গল্পের রানি শাহারজাদের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। শাহারজাদ তার বোনকে পরামর্শ দিয়েছে সে যেন সুলতানকে বলে যে সে অসুস্থ। সে সুস্থ হলেই যেন বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দুনিয়াজাদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আব্দুল কাদের আল মাহিনকে ডাকা হলো। মানুষের শরীর আর মন নিয়ে তার বেশ ভালোই অভিজ্ঞতা আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেল। সে বুঝতে পারল দুনিয়াজাদের কোথাও কোনো সমস্যা আছে। দুনিয়াজাদ কিছুতেই তার হবু স্বামীকে বিয়ে করতে চাচ্ছে না। তার শরীরের গোপন খবরটাও ডাক্তার বুঝতে পারল। কিন্তু দুনিয়াজাদের অনুরোধে ডাক্তার পুরো বিষয়টাকে গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিল। সে কর্তৃপক্ষকে জানাল যে বিয়েটা যেন এখন বন্ধ রাখা হয়। কারণ দুনিয়াজাদকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করতে বেশ দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

কারাম আল আসিল যদিও এই খবর শুনে খুব বিরক্ত হলো। তার মনে কিছুটা সন্দেহ জাগল। সে সুলতানকে অনুরোধ করল বিয়ের চুক্তি পত্রটা যেন এখন হয়ে যায়। তারপর দুনিয়াজাদ যখন সুস্থ হবে তখন বিয়ের অনুষ্ঠান করে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

সুলতান তার কথায় রাজি হয়ে প্রধান কাজিকে ডেকে বিয়ের কাজটা শেষ করে ফেলল। ফলে দুনিয়াজাদ কারাম আল আসিলের আইনগত স্ত্রী হয়ে গেল।

যদিও লোক বানরমুখো কারাম আল আসিলের বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করছিল।

২১.

নুরুলদিন অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে এক সন্ধ্যায় নদীর তীরের নীরব একটা জায়গায় গিয়ে বসল। সেই নীরবতায় বাতাসের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই ছিল না। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করেই নুরুলদিন শুনতে পেল একটু দূরে কে যেন বিড়বিড় করে কথা বলছে। তার কাছে মনে হলো কেউ একজন প্রার্থনা করছে।

সে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য শব্দটা লক্ষ করে এগুলো। হাঁটতে হাঁটতে কাছেই দেখতে পেল একটা বৃদ্ধ লোক খেজুর গাছের নিচে বসে বিড়বিড় করছে। নুরুলদিন তার কাছে গিয়ে বসল। লোকটা যখন তার প্রার্থনা শেষ করল তখন সে নুরুলদিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি। এখানে তুমি কেন এসেছ ?'

'আমি একজন দুঃখী মানুষ। অনেক যাতনার মধ্যে আছি। আপনি কে ? আপনি কি এই রাজ্যের কেউ ?'

'যারা তাদের মনের পরিতৃপ্তির জন্য প্রার্থনা করে তাদের কাছে জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। কিন্তু তোমার অন্তরে এত যন্ত্রণা কিসের ?'

'আমার খুব অদ্ভুত একটা গল্প আছে।'

নুরুলদিন খুব শক্ত ও দৃঢ় মন নিয়ে ঘুরে বসল লোকটার দিকে। তারপর তার স্বপ্নের সমস্ত বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলল।

গল্প বলা শেষ করে সে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি আমার গল্প বিশ্বাস করছ ?'

'পাগলমানুষ কখনো মিথ্যে বলে না।' লোকটা উত্তর দিল।

'এই স্বপ্নের রহস্য নিয়ে তোমার কাছে কি কোনো ব্যাখ্যা আছে ?'

'তোমার পাশেই হয়ত কোনো ফেরেস্তা কিংবা শয়তান আছে। কিন্তু এটাই বাস্তব।'

'এখন কীভাবে আমি এই আকুলতা এই কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে পারি।' নুরুলদিন জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের এত এত কষ্ট আছে যে সে কষ্টের পর আর কোনো কষ্ট নেই। সুতরাং আল্লাহকে ভালোবাসো। তিনিই তোমাকে সমস্ত যাতনা থেকে মুক্তি দিবেন।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে নুরুলদিন বলল, 'আমি একজন বিশ্বাসী লোক। আমি সব সময় নিয়মিত প্রার্থনা করি। খোদাকে ভালোবাসি। কিন্তু আমি খোদার সৃষ্টিকেও ভালোবাসি।'

'তোমার এই অন্বেষণ বন্ধ কোরো না।'

'কিন্তু আমি এখন ক্লান্ত। ঘুমহীন রাত কাটাচ্ছি।'

'প্রেমিক হৃদয় কখনোই ক্লান্ত হয় না।'

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব অভিজ্ঞ একজন লোক।'

'আমি একজন মানুষকে জানতাম যে তার ভালোবাসাও হারিয়েছে এবং তার অস্তিত্বও হারিয়েছে।'

'কীভাবে ? মরে গিয়ে।'

'না সে জীবিত থেকেই মরে গেছে।'

'আমাকে দেখে কি তোমার পাগল মনে হচ্ছে ?' নুরুলদিন বলল।

'এটা একরকমের পাগলামিই বটে।'

'আবার এর চেয়ে সুস্থতাও কিছু নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে একটু দ্বিধা করে নুরুলদিন আবার বলল, 'তুমি খুব রহস্যময়। তোমাকে বুঝতে পারাটা খুব কঠিন মনে হচ্ছে।'

একটা হাসি দিয়ে বুড়ো লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্বপ্নের বিষয়ে তোমার নিজের মতামত কী ?'

নুরুলদিন কিছু বলল না।

২২.

সমুদ্রের অন্ধকার থাকতে থাকতেই নুরুলদিন শহরে ফিরে আসল।

বুড়ো লোকটা তাকে অন্বেষণের জন্য উৎসাহিত করেছে, কিন্তু সে যে সফল হবেই এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। হতাশ হওয়ার বিষয়েও তাকে সতর্ক করেনি। তার মনের এই অস্থির অবস্থায় সে নিশ্চিত হলো যে তার প্রিয়তমার অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। সে তারই আশপাশে কোথাও আছে। এবং সে যেভাবে তার প্রিয়তমাকে মনে করছে ঠিক সেভাবে তার প্রিয়তমাও তাকে স্মরণ করছে।

তার কাছে মনে হলো রাতের এই আঁধারে বাতাস ফিসফিসিয়ে তার সাথে কথা বলছে, আকাশের ঐ নক্ষত্র তার দিকে তাকিয়ে আছে। এমন একটা পরিস্থিতিতে রাতের এই নীরবতায় সে চিৎকার করে বলল, 'হে মহা প্রভু আমার যন্ত্রণা কমিয়ে দাও।'

'রাতের এই গভীরে কে অভিযোগ করছে ?' একটা গম্ভীর গলার স্বর অন্ধকার থেকে ভেসে আসল।

নুরুলদিনের কাছে মনে হলো দুজন লোক তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

'তোমরা কি পুলিশের লোক ?' সে জিজ্ঞেস করল।

'আমরা হলাম অপরিচিত ব্যবসায়ী তোমাদের এই শহরে।'

'আপনাদের দুজনকেই আমাদের শহরে স্বাগতম।'

'তরুণ তোমার অভিযোগটা কি আমরা শুনতে পারি ?'

'মানুষ তো মানুষকেই সাহায্যের জন্য।' দুজন অতিথির মধ্যে দ্বিতীয়জন বলল।

এত সুন্দর কথা শুনে নুরুলদিন খুশি হয়ে বলল, 'এই কাছেই আমার বাড়ি। আপনারা যদি আমার বাসায় আসতেন তাহলে আমি খুব খুশি হতাম।'

অতিথি দুজন নুরুলদিনের বাসায় আসলে সে তাদের বেশ ভালোভাবে আপ্যায়ন করাল। অতিথিরা নুরুলদিনকে আবার তার অভিযোগের কথা জিজ্ঞেস করল। কিন্তু নুরুলদিন সে কথায় না গিয়ে উল্টো প্রশ্ন করল, 'আপনারা কোত্থেকে এসেছেন ?'

অতিথি দুজন উত্তর দিল যে তারা সমরকন্দ থেকে এসেছে। তারা আবার যখন নুরুলদিনকে তার গোপন অভিযোগের কথা জিজ্ঞেস করল তখন নুরুলদিন বলল, 'দুজন অপরিচিত অতিথির কাছে তার গোপন কথাটা বলতে সে দ্বিধা করছে।'

'হতে পারে সে অপরিচিত অতিথির কাছে কোনো অপ্রত্যাশিত কিছু পেতেও পারে।' গম্ভীর স্বরে একজন অতিথি বলল।

'তাহলে আকাশ থেকে অপ্রত্যাশিত সেই বৃষ্টি বর্ষিত হতে দাও।' এই কথা বলে নুরুলদিন তার স্বপ্নের কথা একটু একটু করে সব খুলে বলল। কিছুই বাদ দিল না। তার মনের যাতনার কথাও সে বলল।

তার গল্প শুনে গম্ভীর গলার লোকটা বলল, 'বোঝা যাচ্ছে আমরা খুব ভালো মনের মানুষের কাছে এসেছি। এখন সময় এসেছে আমাদের একে অপরের নাম জানার। আমার নাম হলো ইজ্জাল দিন আল সামারকান্দি, আর এই হলো আমার বন্ধু। ওর নাম হলো খাইরুলদিন আল উনছি।'

'আমি হলাম নুরুলদিন। আতর ব্যবসায়ী।' নুরুলদিন বলল।

'খুব রূপবান তরুণ ব্যবসায়ী।'

'আল্লাহ ক্ষমা করুক। আমি মোটেও রূপবান নই। আল্লাহ যে জায়গাটা পছন্দ করেন সেখানে তার সৌন্দর্যকে ঢেলে দেন। আপনারা কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন ?'

'হ্যাঁ, তরুণ গন্ধ বণিক। আমরা তোমার সব কথাই বিশ্বাস করেছি।' ইজ্জালদিন বলল। 'আমরা প্রচুর ঘুরে বেড়িয়েছি। মানুষের প্রচুর গল্প শুনেছি। তোমার স্বপ্নের সত্যতার বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

নুরুলদিনের মনের ভেতর আবার আশা ফিরে আসল।

'তাহলে আমি কি আমার প্রিয়তমার সাথে দেখা করতে পারব ?' নুরুলদিন বলল।

'আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি তোমার দেখা হবে।'

'কিন্তু কীভাবে কখন ?' সে কাতর হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার মাধ্যমেই তুমি তাকে পাবে।'

খাইরুলদিন আল উনছি তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি টাকার প্রয়োজন আছে ?'

'আমি আমার লক্ষ্যে পৌছানো ছাড়া আর কিছুই চাই না।'

'খোদাকে ডাকো। তিনি তোমার কাছেই আছেন।' ইজ্জালদিন বলল।

২৩.

শাহারজাদ সুলতানকে কখনোই খুব বেশি উত্তেজিত হতে দেখেনি।

তারা বারান্দায় বসে বাগানের দিকে তাকিয়েছিল। সুলতানের সকালের প্রার্থনা শেষ করে নাস্তা করলেন দুধ আর আপেল দিয়ে। তারপর তিনি রাজকার্যের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক পরে বের হলেন। বের হওয়ার পথেই সে হঠাৎ করে ফিরে এসে বাচ্চাদের মতো কিছু একটা আবিষ্কার করেছে এমন আনন্দময় ভঙ্গিতে বলল, 'গত রাতে আমি অদ্ভুত একটা গল্প শুনেছি। যেই গল্পটা তোমার গল্পের মতোই আশ্চর্য আর বিস্ময়কর।'

শাহারজাদ তার ভেতরের দুঃখ আর হতাশাকে লুকিয়ে রেখে হাসতে হাসতে বলল, 'মহামান্য সম্রাট গল্পগুলো সত্য আকারে কি তাহলে বারবার ফিরে আসছে ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হতে পারে। এই গল্পগুলোর নেশা সুরার নেশার চেয়েও অনেক বেশি তীব্র।'

'মহামান্য সম্রাট আল্লাহ আপনার আনন্দকে কবুল করুক।'

'শোন, আমি ফিরে এসেছি তোমাকে সেই অদ্ভুত গল্পটা শোনানোর জন্য।'

তারপর সে আতর ব্যবসায়ী নুরুলদিনের গল্পটা তাকে বিস্তারিত শোনাল। কিন্তু গল্প বলা শেষ করে সুলতান লক্ষ করল শাহারজাদের চেহারাটা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে।

'শাহারজাদ গল্পটা শোনার পর তোমার চেহারাটা কেমন যেন হয়ে গেল।'

'সকালে ঘুম থেকে উঠার পর আমার শরীরটা খুব বেশি ভালো যাচ্ছে না।' কথাগুলো যদিও সে বেশ দৃঢ়তার সাথেই বলল।

'গল্পটা আসলেই সবাইকে প্রভাবিত করবে। আমি ডাক্তারকে বলে দিচ্ছি সে তোমাকে দেখে যাবে। আর আমি একটা কাজ করব। শহরজুড়ে গল্পটা ছড়িয়ে দেব। যাতে করে দুটি প্রেমিক মনের একে অপরের মিলন হয়।'

'আমার মনে হয় আস্তে আস্তে এগুনোটা ভালো হবে। তাড়হুড়া করলে আবার দুটা কোমল মনের যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায়।'

সুলতান কিছুক্ষণ ভেবে তারপর বলল, 'তোমার কি মনে হয় না আমি এই দুটো হৃদয়কে রক্ষা করতে পারব।'

শাহারজাদ নিজের মনে মনে বলল, 'এই লোক কত রক্তপাত ঘটিয়ে তাকে বিয়ে করেছে। তার ভেতরের শয়তানটা এখনো আছে। যদিও সেই শয়তানটা তাকে এখন পুরোপুরি দখল করতে পারেনি।

২৪.

শাহারজাদ তার মাকে জিজ্ঞেস করল যে দুনিয়াজাদের চিকিৎসার সময় বাইরের আর কেউ কি প্রাসাদে এসেছিল কি না।

'না, অন্য কাউকেই আমি প্রাসাদে দেখিনি।' মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

'মা স্বপ্নের সেই লোকটা বাস্তব হতে যাচ্ছে।'

বিস্ময়ে মহিলার মুখ হা হয়ে গেল।

'সেই স্বপ্নের কথা আমাকে আর বোলো না।' মহিলাটা চিৎকার করে বলল।

'এটা গন্ধবণিক নুরুলদিন ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।' শাহারজাদ বলল। তারপর সে সুলতানের বর্ণনায় নুরুলদিনের সব কিছু খুলে বলল।

তার কথা শুনে মা বলল, 'তার মতো একজন সাধারণ আতর ব্যবসায়ীর পক্ষে সুলতানের প্রাসাদে ঢুকে এত বড় কাজ করা কিছুতেই সম্ভব না।'

'মা, যদি তোমার সন্দেহই সত্যি হয় তাহলে তোমার মেয়ের পক্ষে এই ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা অনেক সহজ হবে।'

'কিন্তু এটা কীভাবে হয় ? তোমার বোন এখন কারাম আল আসিলের বৈধ স্ত্রী। আর অনুষ্ঠানের দিনও ঘনিয়ে আসছে।'

'শহরের লোকজনও গল্পটা কেবল ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে খুব শিগগিরই সত্য বের হয়ে আসবে।'

'বিপদ নগ্নভাবে আমাদের গ্রাস করার জন্য আসছে।' মা কাতরিয়ে উঠল।

'মা, আমি শুধু তোমার মেয়ের জন্য ভয় পাচ্ছি না। আমি আমার নিজের জন্যও ভয় পাচ্ছি। এই রক্ত পিপাসুর অভ্যেস আবার ফিরে আসতে পারে।'

'আমাদের সামনে অনিবার্য মৃত্যু এগিয়ে আসছে।'

'আমার কখনো কখনো মনে হয় যে সুলতান হয়ত পরিবর্তিত হয়ে গেছে।'

'তোমার বাবাও সেই কথাই বলে।'

'কিন্তু সুলতানের ভেতরে কী হচ্ছে সেটা কে জানে। আমার মতে সে এখনো অনেক রহস্যময়। তাকে বিশ্বাস করা যায় না।'

'গল্পটা তাকে মুগ্ধ করেছে এটা সত্যি। কিন্তু এই গল্পই যখন তার দরজায় কড়া নারবে তখন ব্যাপারটা হয়ে যাবে অন্যরকম।'

'তখন সে আবার তার আগের পিশাচের চেহারায় ফিরে যাবে। কিংবা তার চেয়েও ভয়ংকর হতে পারে।'

'তুমি আর কী ভুল করেছ ?'

'আমি মনে করি দুনিয়াজাদের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলা উচিত।'

'আমি ব্যাপারটা নিয়ে খুব শঙ্কার মধ্যে আছি।'

তখনই ঘরের সেবিকা ঘরের ভেতর প্রবেশের অনুমতি চাইল। তাকে অনুমিত দেয়া হলো।

সে ঘরে ঢুকে ভয়ে ভয়ে বলল, 'মাননীয়া দুনিয়াজাদ এই চিঠিটা পাঠিয়েছেন। তিনি প্রাসাদ ছেড়ে বের হয়ে গেছেন কোথায় গেছেন বলতে পারি না।'

শাহারজাদ চিঠিটা পড়ল।

'মহামান্য সুলতান আমি আপনার ক্ষমা ভিক্ষে করছি আপনার অবাধ্য হওয়ার জন্য। কারাম আল আসিলকে আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব না। আমার নিজের পথ আমি নিজেই দেখে নেব। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।'

মা চিঠিটা পড়ে ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছা গেলেন।

২৫.

শহরের ঘোষণাকারী আবার সেই গল্পটা পুরো শহর জুড়ে ঘোষণা দিয়ে যেতে থাকল। সে এই দুজন প্রেমিককে সম্রাটের নিরাপত্তায় ও হেফাজতে মিলিত হওয়ার আহ্বান করল। এর পর পরই সুলতান দুনিয়াজাদের আত্মহত্যার খবরটা অনেক দুঃখ এবং অসন্তুষ্টি নিয়ে শুনতে পেলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যেখান থেকেই হোক দুনিয়াজাদের মৃতদেহটা যেন উদ্ধার করা হয়।

ব্যবসায়ী কারাম আল আসিলও খুব মর্মাহত হলেন। যেই সমস্ত মানুষগুলো তার এই বিয়েটা নিয়ে তাকে ক্ষেপাত তিনি তাদের কথার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সারাদিন ঘরেই থাকতে লাগলেন। শুধু মধ্যরাতের পর ঘর থেকে বের হতেন।

গভর্নর দুঃখ এবং সুখ দুটি মিশ্র অনুভূতি নিয়ে খবরটা শুনলেন।

তার সুখানুভূতি হলো এই জন্য যে দুনিয়াজাদ মারা যাওয়ার কারণে এই বানরমুখো লোকটা দুনিয়াজাদকে আর বিয়ে করতে পারল না। তার কষ্ট হচ্ছিল এই জন্য যে সে নিজে দুনিয়াজাদকে বিয়ে করার চিন্তা করছিল।

দুনিয়াজাদকে নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন ছিল। শুধু তাই না সে দুনিয়াজাদকে পাওয়ার জন্য কারাম আল আসিলকে খুন করার পরিকল্পনাও করেছিল।

২৬.

পাগল লোকটা রাতের অন্ধকার নীরবতায় নদীর পাড়ে খেজুর গাছ তলায় বসে নীরবে ধ্যান করছিল। ঠিক এই সময় সে লক্ষ করল একটা ছায়ামূর্তি তার দিকেই আসছে। সে শুনতে পেল একটা নারী কণ্ঠ তাকে লক্ষ্য করে বলছে, 'খোদার দোহাই আমাকে বলুন এদিকে কোনো জাহাজ আছে কি যেটা আমাকে এই শহর থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে।'

'তুমি কি আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোনো কাজ করে পালাচ্ছ নাকি ?' সে মেয়েটাকে খুব ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল।

'আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে কখনো আল্লাহর অপছন্দের কোনো কাজ করি নাই।' মেয়েটি বলল।

মেয়েটার কণ্ঠস্বর শুনে তার আকরামান আর হুসনিয়ার কথা মনে পড়ে গেল।

'তোমাকে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপর খোদা তার অনুগ্রহে তোমার জন্য নিশ্চয়ই কিছু একটা করবেন।' সে মেয়েটাকে পরামর্শ দেয়ার মতো করে বলল।

'আমি কি এখানেই অপেক্ষা করতে পারি ?'

সে একটু হাসল। অন্ধকারে তার হাসিটা মেয়েটা দেখতে পেল না।

তারপর সে মেয়েটাকে লক্ষ্য করে বলল, 'খোলা আকাশ আর এই খোলা বাতাস তৈরি হয়েছেই শুধু উদ্বাস্তু মানুষ ও পলাতকদের জন্য। তুমি কোথায় যাচ্ছ ?'

'আমি এই শহর থেকে অনেক দূরে পালিয়ে যেতে চাই।'

'কিন্তু তুমি তো সম্পূর্ণ একা একটা মেয়ে। আর অবশ্যই খুব রূপসী।'

মেয়েটা কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

পাগল লোকটা বলল, 'সম্ভবত তুমি যদি চাও তাহলে খোদা হয়ত আমাকে দিয়ে তোমার কোনো সাহায্য করতে পারে।'

'আমি আপনার কাছে কিছুই চাই না। আপনি শুধু আমাকে চলে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দিন।'

'তুমি কি খোদার শপথ করে বলতে পারবে যে তুমি কোনো অন্যায় করে কিংবা কারো কোনো ক্ষতি না করে পালিয়ে যাচ্ছ ?'

মেয়েটা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আমি হলাম সেই মেয়ে যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। আমি আমার ঘর ছেড়ে চলে এসেছি নিজেকেই হত্যা করে। এখন ভয় হচ্ছে হয়ত খোদা আমার ওপর অসন্তুষ্ট।'

'কী হয়েছে মা তোমার আমাকে খুলে বলো।'

তার কথা শুনে মেয়েটা চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। তখন লোকটা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমিই সত্যিকার অর্থে জান কোথায় তোমার করুণা আছে।'

'দেখুন আমি একেবারে নিরপরাধ। কিন্তু আমাকেই অসতীত্ব ধারণ করেছে।'

'আমি তোমার মনের গোপন খবর জানতে চাই না।'

'আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর উত্তম বান্দাদের একজন। আমি আপনাকে আমার গোপন সব কিছু বলব।' তারপর মেয়েটা তার জীবনের গোপনতম কাহিনীটা বিস্তারিত খুলে বলা শুরু করল পাগল লোকটাকে।

'তুমি কি স্বপ্নের সেই মেয়ে?' গল্পের মাঝে বাধা দিয়ে লোকটা বলল।

'আপনি জানলেন কীভাবে।' মেয়েটা আশ্চর্য হয়ে বলল।

'আমি এই গল্পটা জেনেছি তোমার স্বপ্নের সেই সাথির কাছ থেকে ঠিক এই জায়গাটাতেই। তারপর শহরের ঘোষকের কাছ থেকে এই গল্পটা শুনলাম।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি না। তুমি কি আমার স্বপ্নের সেই সাথিকে চেন?'

'নগর ঘোষক বারবার তার নামটা সব জায়গায় ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে। তার নাম হলো নুরুলদিন। সে হলো আতর ব্যবসায়ী।'

'নগর ঘোষক!' মেয়েটা ফিসফিস করে নিজেকে বলল। 'তাহলে তো সম্রাট বিষয়টা জেনে গেছেন। কী অদ্ভুত অবস্থা। হায় নুরুলদিন নুরুলদিন... কিন্তু এখন তো আমার বিয়ে হয়ে গেছে। মৃত্যু ছাড়া আমার আর কোনো গতি নেই।'

মেয়েটা যখন তার গল্পটা শেষ করল তখন লোকটা তাকে বলল, 'তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাও।'

'এর চেয়ে মৃত্যু আমার কাছে অনেক সহজ।' মেয়েটা দৃঢ়তার সাথে বলল।

'তোমার স্বামী নুরুলদিনের কাছে ফিরে যাও।'

'কিন্তু আমি তো কারাম আল আসিলের আইনগত স্ত্রী।'

'নুরুলদিনের কাছে যাও আর সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

২৭.

'আমি এই সব কী দেখছি।' বদ জিন সাখরাবাত উত্তেজিত হয়ে বলল। 'ঘটনা তো সুখী আনন্দময় একটা সমাধানের দিকে এগুচ্ছে।'

জামবাহা তার কথা শুনে নিজের মনের তিক্ততা আর বিরক্তিকে গোপন করে বলল, 'অপেক্ষা করো এখনো অনেক কিছু বাকি আছে।'

তখন তারা লক্ষ করল তাদের নিচ দিয়ে ঐতিহাসিক দ্রব্য ব্যবসায়ী সাহলুল হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে।

তাকে দেখে জামবাহা বলল, 'হতাশ না হয়ে চলো আমরা আশায় বুক বাঁধি। একে দিয়ে অনেক কিছু করানো যাবে।'

সাহলুল তার নিজের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

২৮.

সকালে নুরুলদিন ঘর থেকে বের হলো দোকান খোলার জন্য। দোকানের কাছে এসেই সে দেখল একটা মেয়ে মুখে নেকাব পরে তার দোকানের পাশেই বসে আছে। মনে হচ্ছে সে কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে।

মেয়েটা দামেস্কীয় রেশমি সুতোর একটা জামা পরে আছে।

মেয়েটা তার দিকে গভীর আগ্রহে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নুরুলদিন মেয়েটার গভীর আগ্রহী দৃষ্টির দিকে তাকানোর সাথে সাথেই তার বুকটা কেমন ধড়ফড় করতে লাগল।

মেয়েটা হাট করে তার মুখের নেকাবটা সরিয়ে দিল। আর সাথে সাথেই নুরুলদিনের কাছে মনে হলো আশপাশের সমস্ত জগৎ বিলীন হয়ে গেছে। তারা যেন আবার সেই স্বপ্নের ভেতর চলে গেছে। তারা একে অপরের দিকে যেন যুগ যুগ ধরে চেয়ে আছে। তবু দেখার আস মিটছে না।

নীল আকাশ থেকে স্বর্গীয় ঘ্রাণ যেন বসন্তের বাতাসের সাথে মিশে তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তারা একে অপরকে দেখার সাথে সাথে তাদের বুকের ভেতর থেকে সমস্ত দুঃখ যাতনা দূর হয়ে গেল।

'এটা নিশ্চয়ই জীবন্ত বাস্তব, স্বপ্ন নয়।' নুরুলদিন বলল।

কাঁপা কাঁপা স্বরে মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ এটা বাস্তব। স্বপ্ন নয়। তুমি নুরুলদিন আর আমি দুনিয়াজাদ।'

'কার অনুগ্রহে তুমি আমাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এসেছ।'

দুনিয়াজাদ নুরুলদিনকে সব কিছু বিস্তারিত খুলে বলল। তার দুঃখের কাহিনী, বিরহ বেদনা সব।

কথা শুনে নুরুলদিন বলল, 'আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে স্বপ্নটা অনর্থক ঘটেনি। আর এটা কীভাবে ঘটল সেটাও বুঝতে হবে।'

'কিন্তু তুমি তো জানো না সব কিছু জট পাকিয়ে গেছে।'

'চলো আমরা সুলতানের কাছে যাই।'

দুনিয়াজাদের ভেতর ভয়ের আগুনটা আবার জ্বলে উঠল।

'আমাকে তো কারাম আল আসিল আইনগতভাবে বিয়ে করেছে।' সে বলল।

'সুলতান আমাদের মিলনের প্রতিজ্ঞা করেছে। সুলতানের প্রতিজ্ঞা সব কিছুর চেয়ে শক্তিশালী।' নুরুলদিন বলল।

'ভুল পদক্ষেপগুলোর খেসারত দিতে হয় অনেক বেশি।'

এই সব কথা নুরুলদিন তার কান দিয়ে ঢোকাবার মতো অবস্থায় ছিল না।

২৯.

খুব শিগগিরই সুলতানের সভা বসল। সেখানে শহরের সব নামকরা ব্যক্তিবর্গ এসে উপস্থিত হলো।

সুলতানের সিংহাসনের সামনে আতর ব্যবসায়ী নুরুলদিন এবং মহারানির বোন দুনিয়াজাদ দাঁড়িয়েছিল।

'আমাদেরকে আশ্চর্য সব ঘটনা আর দুর্ভেদ্য কাহিনীর বিষয়ে আরো বেশি সতর্ক হতে হবে।' সুলতান বেশ রাগতস্বরে ভ্রু কুঁচকে বলল। 'দিন এবং রাত আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে আমরা যেন এই সমস্ত কাহিনীর ব্যাপারে আরো বেশি সচেতন হই যাতে আমরা এই রহস্যময় ঘটনাগুলোর রহস্য উদঘাটন করতে পারি। এই আশ্চর্যময় দুর্ভেদ্য ঘটনা শেষ পর্যন্ত আমার বাড়িতেও হানা দিয়েছে।'

সুলতান কথা শেষ করে একটু থামলেন। উজির দানদানের অন্তর বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছিল। দুনিয়াজাদ আর নুরুলদিনের চেহারা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। তারা বুঝতে পারছিল আজ ভয়ংকর কিছু ঘটবে।

সুলতান তার চেহারাটা আরো গম্ভীর করে বলল, 'কিন্তু সুলতানের প্রতিজ্ঞা ঠিক থাকবে।'

সকলের মনের ভেতর সুলতানের এই কথার পর আশার একটা বাতি জ্বলে উঠল।

কিন্তু তখন আইনবিভাগের মুফতি দাঁড়িয়ে বলল, 'কিন্তু আইন অনুযায়ী দুনিয়াজাদের বিয়ে হয়ে গেছে।'

'কারাম আল আসিলকে ডেকে নিয়ে আসুন।' সুলতান উজির দানদানকে নির্দেশ দিলেন।

তখন শহরের গভর্নর ইউসুফ আল তাহির দাঁড়িয়ে বলল, 'মহামান্য সুলতান কারাম আল আসিলের মৃতদেহ তার বাড়ির কাছেই পাওয়া গেছে। '

খবরটা শুনে উপস্থিত সকলের অন্তর আবার কেঁপে উঠল। তাদের চোখের সামনে ইতিপূর্বে যতগুলো হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সেগুলোর স্মৃতি আবার জ্বলজ্বল করে উঠল। সেই সময় পুলিশপ্রধান বাউমি আল আরমাল দাঁড়ালেন।

'মাননীয় সুলতান বেশ কিছুদিন অনুসন্ধানের পর পাগলাগারদ থেকে যে পাগলটা পালিয়ে গিয়েছিল আমরা তাকে শহরের মধ্যে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরতে দেখে গ্রেফতার করেছি।'

'তুমি কি কারাম আল আসিলের হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তাকে দোষারোপ করছ ?' সুলতান জিজ্ঞেস করল।

'সে নিজেই বেশ গর্বের সাথে আর সাহসিকতার সাথে স্বীকার করেছে যে শহরের সবগুলো হত্যাকাণ্ড আর অপরাধগুলো সেই করেছে।'

'এই লোকটা কি নিজেকে গামাস আল বালতি বলে দাবি করছে ?'

'জি মহামান্য। সে এখনো এই দাবিই করছে।'

ইউসুফ আল তাহির বলল, 'আমরা মাননীয় সুলতানের কাছে অনুমতি চাইছি তিনি যেন এই লোকটাকে শিরোচ্ছেদের নির্দেশ দেন। আমরা মনে করি সেটাই অধিক নিরাপদ হবে। তাকে আর পাগলাগারদে ফিরে যেতে হবে না।'

'আমার উজির দানদান আমাকে বলেছে যে সে যেই সুড়ঙ্গটা দিয়ে বের হয়ে এসেছে কোনো মানুষের পক্ষে সেই সুরঙ্গ তৈরি করা সম্ভব না। বিষয়টা বেশ রহস্যময়।'

'আপনি ঠিক বলেছেন মহামান্য সুলতান।' পুলিশপ্রধান বলল।

কথা শেষ হলে সুলতান বেশ কিছুক্ষণ থম মেরে বসে থাকল। গভীরভাবে কিছু একটা চিন্তা করছিল। উজির দানদান এই প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করল সুলতান কিছু একটা বিষয় নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এই রকম পরিস্থিতি তার আগে কখনো হয়নি।

পরিস্থিতি বুঝতে পেরে উজির দানদান সাথে সাথে বলল, 'মাননীয় সুলতান এই লোকটা একটা পাগল ছাড়া আর কিছুই না। তাকে নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। তাকে অন্য আরেকটা রাষ্ট্রে কিংবা জনমানবহীন কোথায়ও ছেড়ে দেয়া উচিত। আমি মনে করি এই পাগলটাকে মুক্ত করে দিয়ে শিয়া এবং খারেজিদের মধ্যে হত্যাকারীদের খোঁজ করা উচিত।'

'দানদান তুমি খুব ভালো একটা পরামর্শ দিলে।' সুলতান বলল। তারপর দুনিয়াজাদ আর নুরুলদিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যেহেতু তোমাদের আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেহেতু তোমরা তোমাদের বিয়ের কাজ শুরু করে দাও। বিয়ের জন্য যা যা লাগে রাজকোষাগার থেকে নিয়ে নাও।'

সভা আনন্দ আর উৎফুল্লের মধ্যে শেষ হয়ে গেল।

নাপিত উগারের অভিযান

১.

কারাম আল আসিলের হত্যাকাণ্ডটা নিয়ে সবাই একটু দ্বিধাগ্রস্তের মধ্যে ছিল।

কিন্তু উগার সে ছিল ব্যতিক্রম। সে তার নিজের মতো করেই ভাবছিল। সাধারণ পরিস্থিতিতে যে ঘটনাই ঘটুক না কেন উগার তেমন ব্যতিব্যস্ত হয় না। তার মনটা যেহেতু খুঁতখুঁতে আর সন্দেহপরায়ণ আর যেহেতু সে সব কিছুর মধ্যেই অন্য কিছুর একটা গন্ধ খুঁজে বেড়ায় এবং যে কোনো ঘটনার মূল খুঁজে বেড়ায় আর অপরের সব কিছুতেই যেহেতু তার নাক গলানো স্বভাব তাই তার দোকানটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নগরের নানা গল্পের উৎসভূমি। সে গুজব আর মানুষের নানারকম কাহিনীতে অনেক আনন্দ পায়।

উগার দেখতে বেশ খাটো, তার চোখ দুটি জ্বলজ্বলে। গায়ের রং বেশ কালো। প্রথম দেখাতেই মুগ্ধ হবার মতো কিছু নেই।

মেয়ে মানুষের প্রতি তার দুর্বলতা আছে। প্রথম স্ত্রীর মারা যাওয়ার পর সে যদিও বিয়ে করেনি কিন্তু মেয়ে মানুষের স্বপ্নে সে সব সময় বিভোর থাকত। যদিও তার বেশ বড় একজন যুবক ছেলে আছে। নাম তার আলাদিন।

মেয়ে মানুষের প্রতি তার আসক্তি এই আকর্ষণের কথা হয়ত অনেকেই জানে না। একদিন তার চেয়ে বয়সে দু-এক বছরের বড় এক মহিলা তার দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় উগারের দিকে তাকিয়ে বেশ সুন্দর একটা মুচকি হাসি দিল। সেই হাসি দেখেই উগারের মাথা গুলিয়ে গেল। আহ ! মেয়ে মানুষ। তাদেরকে উগার যে কী পরিমাণ ভালোবাসে সেটা যদি তারা বুঝতে পারত।

মেয়ে লোকটা প্রায়ই তার দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়া আসা করত আর উগারের দিকে তাকিয়ে হাসত।

একদিন উগার সাহস করে মেয়েলোকটার কাছে গেল। তখন মহিলাটা তাকে সন্ধ্যার পর সুলতানের বিদ্যালয়ের পাশে দেখা করতে বলল। এই কথায় উগারের মন প্রাণ আনন্দ আর উত্তেজনায় ভরে গেল।

সে নিজের মনে মনে বলল, 'উগার তোমার ভাগ্য খুলতে যাচ্ছে।'

উগার যখন স্কুলের পাশেই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল তখন রাস্তাঘাট প্রায়ই ফাঁকা হয়ে গেছে। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। উগার অপেক্ষা করতে করতেই হঠাৎ করে দেখল অপ্রত্যাশিতভাবেই রাতের এই গভীরতায় পাগল ঐ লোকটা তার দিকেই আসছে। ঐ পাগল লোকটা যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুড়ে বেড়ায় আর দাবি করে সে অনেক অন্যায় করেছে। এবং নিজেকে প্রাক্তন পুলিশপ্রধান গামাস আল বাল্তি বলে দাবি করে। যে পাগল লোকটা সুলতানের কঠিন অন্তরকে কাঁপিয়ে ফেলেছে আর জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। সে এই রহস্যময় লোকটাকে অনেক পছন্দ করে এটা সত্যি। কিন্তু এই মুহূর্তে লোকটার উপস্থিতি তার মোটেও ভালো লাগল না। লোকটাকে দেখতে পেয়ে উগার যখন মনে মনে প্রমাদ গুনছিল তখনই পাগলটা তার সামনে এসে হাজির হলো।

তাকে দেখে পাগলটা বেশ চিৎকার করে বলল, 'এত রাতে এখানে কী করো। বাড়িতে যাও। উদ্দেশ্য ছাড়া রাতের বেলা কারোরই হেঁটে বেড়ানো ঠিক না।'

উগার লোকটার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসি দিয়ে বলল, 'তোমার মাথার চুলগুলো ছন্ন ছাড়া ঘাসের মতো দাঁড়িয়ে আছে। দাড়িগুলোও বেশ অগোছালো। আমার দোকানে একদিন আসো। দেখবে তোমার চেহারাটাই আমি পাল্টে দেব।'

'তোমার মাথা ভরতি গোবর তাই আমার নির্দেশ শুনতে পাচ্ছ না।' পাগলটা চিবিয়ে চিবিয়ে কথাটা বলল।

উগার বেশ ভড়কে গেল এ কথায়। কিন্তু সাথে সাথে ঐ মহিলাটা আসায় সে এক মিনিটও সেখানে না দাঁড়িয়ে মহিলার সাথে চলে গেল।

২.

মহিলাটি তাকে সাথে করে নিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রায় বিচ্ছিন্ন একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। সে যখন অন্ধকার একটা জায়গায় পৌছল তখন সেখানে নানা ধরনের ফুলের গন্ধ পেয়ে সে বুঝতে পারল পাশেই কোনো ফুলের বাগান আছে।

কিছুক্ষণ পরই তারা একটা বেশ বড় হলরুমে এসে হাজির হলো। হলরুমটার মেঝে গালিচা দিয়ে সাজানো। নানা রঙের কুশন বালিশ এখানে সেখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সামনেই কয়েকটা টেবিলে নানা রকমের খাদ্য সুসজ্জিত করা।

তার সাথের মহিলাটি ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরই সে বেশ সুন্দর একটা রেশমি জামা পরে এসে হাজির হলো।

সে বারবার ঘুরে ফিরে মহিলাটিকে দেখছিল, তার পাশে সাজিয়ে রাখা খাবারগুলো দেখছিল আর মনে মনে বলছিল, 'দেখো উগার কীভাবে হঠাৎ করেই তোমার স্বপ্ন সত্যি হতে যাচ্ছে।'

মহিলাটি দুটো গ্লাসে সুরা ঢেলে তার দিকে এগিয়ে দিল। তারপর একটু মুচকি হাসি দিল। সে গ্লাসটা নেয়ার পর মহিলাটি হাত তালি দিয়ে একটা দাসীকে ডাকল বেহালা নিয়ে আসার জন্য।

তার নির্দেশে বিশ বছর বয়সের সুন্দরী এক যুবতি হাতে বেহালা নিয়ে এসে হাজির হলো।

'বাদ্য বাজাও। তোমার এই বাজনা দিয়ে আমাদের সুখ পরিপূর্ণতা লাভ করবে।' মহিলাটি দাসীর দিকে তাকিয়ে বলল।

তারা পান করল, গান শুনল। উগার এত আদর আপ্যায়নের মধ্যে বারবার নিজেকে বলছিল কখন এই মহিলাটি তার সম্পূর্ণ পরিচিতি তার কাছে দেবে। উগারের কাছে কেবলই মনে হচ্ছিল সে কোনো স্বপ্ন দৃশ্যের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। আর এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ না নিলেও তার কোনো ক্ষতি নেই।

৩.

উগার প্রতি সোমবার মেয়েলোকটার সাথে দেখা করে। কিন্তু এতে তার তৃপ্তি হয় না। সে চাইছিল আরো বেশি করে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু মহিলাটি সেটা পছন্দ করল না। উগার নিজেকে পরামর্শ দিল যে যতটুকু পেয়েছ তাতেই সন্তুষ্ট থাকো।

উগার অনেকবার মহিলাটিকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু মহিলাটি এই বিষয়টাকে এড়িয়ে গেছে। সে তাকে নিজের পরিচয় দিতে নারাজ। উগারের মনে হয়েছিল এই সুন্দরী হয়ত কোনো ধনী পরিবারের কেউ।

সুন্দরী মহিলাটির সাথে যে দাসীটি আছে উগার নিশ্চিত সেটা এই মহিলার ছোট বোন। এবং সেও বোনের সাথে এই কুকাজে লিপ্ত হয়েছে। সে তার বোনের খুব অনুগত। উগার অবশ্য এই দাসী মেয়েটির তীব্র চোখের আকর্ষণে পড়ে গেছে। এই মেয়েটিকেও তার ভালো লাগছে। উগার খেতে ভালোবাসে, পান করতে ভালোবাসে, সাথে সাথে তার নারী আসক্তিও অনেক বেশি।

মহিলাটির সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই সে খাদ্য আর পানীয়ের প্রতি আরো বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছে। একদিন সে ঐ রহস্যময় পানশালায় গিয়ে নিজেই কাউকে আমন্ত্রণ না করে একা একা টেবিলে বসে দুপুরের খাবার গোগ্রাসে সাবাড় করে ফেলল। তার এই আচরণ দেখে দুই সুন্দরীই বেশ অবাক হলো। অবশ্য নাপিত উগার মনে মনে সেই ছোট্ট দাসী মেয়েটিকে পাওয়ার বাসনা তার অন্তর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও ফেলতে পারল না। কারণ সেই দাসী মেয়েটিও তার মনে হচ্ছিল তাকে গোপনে প্ররোচিত করে যাচ্ছিল। এইভাবে যখন দিন কাটছিল তখন একদিন উগার এমরিস কফিখানায় বসে নিজেকে সে কফিখানার অন্য সদস্যদের চেয়েও অনেক বেশি কিছু মনে করছিল। তার মনে হচ্ছিল সে

শহরের গভর্নর ইউসুফ আল তাহিরের চেয়েও অনেক বেশি কিছু এবং তার চেয়েও সুখী। শুধু তাই না তার কাছে মনে হচ্ছিল সে আরেকজন শাহরিয়ার।

৪.

একদিন সে আবার সেই রহস্যময় পানশালায় গেল। কিন্তু সেখানে দাসী মেয়েটিকে ছাড়া আর কাউকেই পেল না। বৈঠকখানাটা অন্যান্য দিনের মতোই ছিল কিন্তু টেবিলগুলো ছিল শূন্য। সে বেশ অবাক হলো কিন্তু কিছু বলল না।

'সে অসুস্থ। তার অবর্তমানে আমাকেই তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন।' দাসী মেয়েটি বলল।

এই কথা শুনে উগারের অন্তর কাঁপতে লাগল। তার চোখ দুটি চক চক করে উঠল। সে একটু মুচকি হাসল।

'আমি একটু ভিতরে যাচ্ছি। এখনই ফিরে আসব।' দাসীটি বলল।

'তোমার সুন্দরী মালিক অবশ্য খুব বিশ্বাসী ছিল।' সে বলল। তারপর কথা শেষ করেই সে দাসী মেয়েটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে বাহু দিয়ে ঝাপটে ধরল।

'কে জানে কার মনের কথা?' মেয়েটি কোনো বাধা দেয়ার চেষ্টা না করেই বলল।

'কিন্তু সুযোগ আমাদের হাত থেকে ছাড়াটা ঠিক হবে না।'

'কী রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে পুরো বিষয়টা!'

'তুমি তো ঐ সুন্দরী মহিলাটির মতোই স্বাধীন। নিঃসন্দেহে তুমি তার বোন।'

দাসী মেয়েটি খুব আস্তে নিজেকে উগারের বাহু বন্ধন থেকে মুক্ত করে খাবার আর পানীয় নিয়ে আসল।

তারা দুজনেই একসাথে সুরা পান করতে বসল। ফলে দুজনের মধ্য থেকেই ভয় আর জড়তা এক সাথে কেটে গেল। তাদের মধ্যে গভীর ভালোবাসা আর আকর্ষণ তৈরি হলো যেটাকে দূরে সরিয়ে দেয়ার কোনো উপায় নেই। তারা দুজনেই নিজেদেরকে ভুলে গেল।

খুব সকালে উগারের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙেই তার কাছে মনে হলো শরীরের ওপর বিক্ষিপ্ত পা আর বিশাল একটা মাথা পড়ে আছে। ঘরের অন্ধকারে সে কিছু বুঝতে পারল না। উঠে পর্দা সরিয়ে দিতেই দিনের আলোয় সারা ঘর আলোকিত হয়ে উঠল। তার মাথায় রাতের মধুর স্মৃতিগুলো ভেসে উঠল। হঠাৎ করেই সে বিছানার দিকে তাকিয়ে তার চোখ ছানাবাড়া হয়ে গেল। এ কী দেখছে সে!

বিছানায় সুন্দরী সে দাসী মেয়েটি পড়ে আছে। তার মাথাটা শরীর থেকে আলাদা। রক্তে সারা ঘর ভেসে আছে।

উগার অবাক হয়ে ভাবল কখন ? কীভাবে ? কে এই ঘটনাটা ঘটাল। তার কি এখন পালিয়ে যাওয়া উচিত ? আর মেয়েটার মাথাটা এত বড় কেন ? রাতের বেলা হয়ত তার মদের মধ্যে কোনো কড়া নেশাজাতীয় কিছু মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। যার ফলে সে কখন কীভাবে এই ঘটনা ঘটেছে তার কিছুই টের পায়নি। এই খুনের দায় নিশ্চই তার ওপর পড়বে।

সে অস্থির অযৌক্তিকভাবে খুব দ্রুত চিন্তা করছিল। কী করা যায় এই মুহূর্তে। ঘরে কি আর কেউ ছিল যে তাকে এই ঘটনার সময় দেখেছে ? নাকি কেউ তার ওপর লক্ষ রাখছে। তাকে এই মুহূর্তে অভিনয় করতে হবে নয়ত ভাগ্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। এখন অত কিছু চিন্তা করে কী হবে ? ঐ মহিলাটিও নিশ্চয়ই তার সাথেই ছিল।

সে যখন ঐ পানশালা থেকে বের হয়ে আসছিল তখন শেষ বারের মতো আরেকবার সেদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। তখন সে দেখতে পেল বিছানার নিচে একটা ডায়মন্ডসহ নেকলেস পড়ে আছে। সে কী করবে কিছু না বুঝেই নেকলেসটা হাতে নিয়ে পকেটের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলল। তারপর চোরের মতো নিশ্চুপে বের হয়ে আসল।

'আমি যদি বের হয়ে যেতে পারি তাহলে এটা হবে একটা অলৌকিক ঘটনা।' সে নিজের মনে মনে বলল।

৫.

উগার নিজের মনে মনেই বিলাপ করতে করতে হাতরাতে হাতরাতে জেলখানার সেলের পাশ দিয়ে হেঁটে আসল। রাতের সেই অপরাধটা তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। শ্বাসরোধ করে মারছে। সে বারবার নিজের মনে মনে বলছে, 'হে খোদা একটিবারের জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি অঙ্গীকার করছি আর কখনোই এ রকম কাজে অংশগ্রহণ করব না।'

তার ছেলে আলাদিন বাবাকে ফিরে আসতে দেখে খুব খুশি হলো। তার স্ত্রী ফাতেহা দাঁত বের করে হাসল

'আমি মদ্যশালায় বেশি মাত্রায় মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' সে একটু উদ্বেগের স্বরেই বলল।

উগারের জীবন আগের মতোই চলতে থাকল। উত্থান আর পতনের মধ্য দিয়ে।

সে বরাবরের মতোই তার দোকান খুলে বসে। লোকজন তার এখানে তাদের মাথা ভরতি চুল আর দাড়ি নিয়ে আসে। সে চুল দাড়িগুলো ঠিকঠাক করে দেয়। কিন্তু তার মন থাকে বিক্ষিপ্ত। সে শহরটা ভয়ে ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। হতে পারে তাদের মধ্যেই নিঃসন্দেহে ঐ খুনিটা আছে। কিন্তু সে একটা বিষয় কিছুতেই

বুঝতে পারছিল না যে মেয়েটা কেন খুন হলো ? তাকে কি হিংসাবশত হত্যা করা হয়েছে ? কোনো অপরিচিত পুরুষের প্রতি ঈর্ষাবশত মেয়েটাকে কি খুন করা হতে পারে ?

তার সন্দেহ সব সময় প্রথম মহিলাটিকে নিয়েই ঘুরপাক খেতে থাকে। প্রথম মহিলাটিই হয়ত এই কাজটা করেছে। মহিলাটি দৃঢ় মানসিকতার অধিকারী, শক্তিশালী ছিল। তার পক্ষে যে কোনো ধরনের অন্যায় করা সম্ভব।

আচ্ছা ঐ মহিলাটি কি দাসী মেয়েটার মৃত দেহটা উদ্ধার করেছে ? কেউ কি জানতে পেরেছে যে সে ঐ রাতে দাসীটির সাথেই রাত কাটিয়েছিল ? সেই অপরাধে তার মাথাটাও কি কেটে নেয়া হবে ?

'ও খোদা আমি অনুতপ্ত। আমাকে রক্ষা করো।'

সে অনেকবার পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা করেছিল।

তার গলায় যে নেকলেসটা ঝুলিয়ে রাখা আছে সেটা হয়ত তার ভাগ্যটা ফিরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ঐ নেকলেসটা বিক্রি করতে গেলে আবার কোনো বিপদ হয় সে ভয়েই উগার নেকলেসটা বিক্রির চিন্তা করে না।

না, সে কোনো খুন করেনি, তাই সে পালাবেও না। উপরে যে একজন আছেন তিনি নিশ্চই ঘুমিয়ে যাননি। অতএব ভয়ের কিছু নেই।

উগার তার দোকানে কাজ করার সময় এই সব নানা ধরনের চিন্তা যখন করছিল তখনই সে দেখতে পেল ঐ অদ্ভুত পাগল লোকটা তার দোকানের ভেতর এসে ঢুকল। কাউকে কোনো সম্ভাষণ কিংবা কোনো কিছু না বলেই মেঝের ওপর বসে কোচরের ভেতর থেকে খেজুর বের করে খাওয়া শুরু করল। উগার তখন ডাক্তার আব্দুল কাদের আল মাহিনির দাড়ি ছেঁটেছুটে পরিষ্কার করছিল।

'কোনো কারণ ছাড়া এই দিনের বেলা তুমি এখানে কেন আসলে ?' উগার পাগলটাকে জিজ্ঞেস করল।

'তোমার দিনের আলো তো রাতের অন্ধকারে ছেয়ে গেছে।' পাগলটা সোজাসুজি বলল।

'আল্লাহ আমাকে পাগলের এই সব উল্টাপাল্টা কথা থেকে রক্ষা করুন।' উগার উত্তর দিল।

'আমাদেরকে উল্টাপাল্টা বোঝাবে না। কখনো কখনো পাগলের কথাবার্তাও অতি উঁচু ধরনের দার্শনিকতায় ভরা থাকে।' ডাক্তার আব্দুল কাদের মাহিনি হাসতে হাসতে বলল।

'আমি একদা এই শহরের পুলিশপ্রধান ছিলাম।' পাগলটা বলল।

'তুমি নিশ্চই নিজেকে গামাস আল বালতি দাবি করছ, না ?'

'একজন পুলিশ যখন তার খোদার কাছে যায় তখন সে আর পুরাতন পেশায় থাকে না।'

'তোমার পাগলামি যথেষ্ট হয়েছে। আজকে আমার মন ভালো নেই।' উগার একটু বিরক্তির সুরে বলল।

'তাহলে যখন তোমার মন ভালো হবে তুমি যে জিনিস পছন্দ করো সেটার জন্য আমাকে ডেকো আমি চলে আসব।' পাগলটা বেশ ভদ্রভাবেই কথাগুলো বলল।

তার কথা শুনে ডাক্তার বেশ জোরে হেসে উঠল। তারপর বলল, 'তাকে তখনই ডাকা হবে যখন আমাদের মস্তিষ্ক আর কাজ করতে সক্ষম হবে না।'

পাগলটা তার কথা শুনে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর চলে যেতে যেতে বলল, 'খোদা মৃত, জীবিত আর জীবিত মৃতদের থেকে আমাকে রক্ষা করুন।'

দোকানের দরজা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে উগার ডাক্তারকে বলল, 'আমার মন বলছে এই পাগলটা নিশ্চই কোনো মারাত্মক খুনি।'

আব্দুল কাদের মাহিনি বিড়বিড় করে বলল, 'এই শহরে কত খুনি আছে উগার?'

উগারের কাছে মনে হলো এই পাগলটা তার গোপন খবর জানে। এমনকি হতে পারে যে সেই ঐ সুন্দরী মেয়েটাকে খুন করেছে। হে দোজাহানের মালিক, এই যন্ত্রণা কখন দূর হবে?'

৬.

সোমবার রাত চলে আসল। গুলনারের সাথে সাক্ষাতের রাত। তার ভয় হচ্ছে আজকের রাতেই কোনো রহস্যপূর্ণ ভীতিকর কিছু একটা ঘটবে। সেখানে যাওয়াটার অর্থ হলো দোজখের আগুনে যাওয়া। আর সে যদি না যায় তাহলে এমন এক অন্যায়ের দোষ তার কাঁধে চাপবে যে অন্যায় সে করেনি।

এত কিছু চিন্তা করেও সে ঐ অন্যায় আর ভয়ংকর বাড়িটাতে গেল। সে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। যা হবার হবে যদিও ভয়ে তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। সে চোখের পলকেই বাড়ির সামনের বাগানটা পার হয়ে আসল। তার পিছু পিছু যেন ঐ সুন্দরী মেয়েটার কাটা মাথাটা আস্তে আস্তে আসছে।

সে ঘরের ভেতর গুলনারকে আর সাজানো টেবিলগুলোকেও দেখল। লম্বা করে শ্বাস নেয়ার সাথে সাথে তার কাছে মনে হলো বাতাসটা বেশ ভেজা ভেজা।

এখন তাকে খুনের বিছানায় শুয়ে ভালোবাসার অভিনয় করতে হবে। আহ! এখান থেকে যদি পালিয়ে যাওয়া যেত তাহলে কতই না ভালো হতো। সে মনমরা হয়ে সুরা পান করতে লাগল। গুলনার তার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। গুলনারকে বেশ শান্ত লাগছিল। সে কি এখন গুলনারকে ঐ মেয়েটার বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে, যার নাম জাহরিয়ার, নাকি তার আরো অপেক্ষা করা উচিত?

কিন্তু তাকে কিছুই করতে হলো না। গুলনারই তাকে জিজ্ঞেস করল, 'জাহরিয়ার কোথায় ?'

'সে কি তোমার সাথে আসে নাই ?' প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টো সে গুলনারকে জিজ্ঞেস করল।

গুলনার একটু বিভ্রান্ত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'আমি তো তাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম আমার অনুপস্থিতির বিষয়টা জানিয়ে।'

'ওর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। আমরা শুধু দু-একটা কথা বলে আবার পৃথক হয়ে গিয়েছিলাম।' কথাগুলো যখন সে বলছিল তখন তার বুক কাঁপছিল।

'ঘটনাটা এমন হয়েছে যে মনে হচ্ছে মেয়েটা বাতাসে মিলিয়ে গেছে। ঘরে এখন তাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা সবার।'

উগার চিন্তিত হওয়ার ভান করে তার হাত দুটো জড়ো করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'বিষয়টা আসলেই খুব রহস্যময় মনে হচ্ছে। এমনটা কখনো ঘটতে দেখা যায়নি। আচ্ছা তার হারিয়ে যাওয়ার অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে ?'

'আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। তাকে নিয়ে ঘরে এখন খুব দুশ্চিন্তা।'

'গুলনার তুমি কোন ঘরের কথা বলছ বারবার ?'

'আমাদের ঘর উগার। তোমার কি মনে হয় আমাদের কোনো পরিবার নেই ?'

'তাহলে এইটা কোন ঘর ?'

'এই ঘরটা শুধু বিশ্রামের জন্য। এই ঘরটাকে সাজিয়েছি শুধু আনন্দ ফূর্তি করার জন্য।'

সে একটু দ্বিধার সাথেই গুলনারকে প্রশ্ন করল, 'গুলনার তোমার পরিবার কারা ?'

'আছে কিছু লোক। কিন্তু তাদের বিষয়ে তোমার আগ্রহ কেন ?' গুলনার হাসতে হাসতে বলল

সে আরো গভীর দুশ্চিন্তার ভান করে বলল, 'আমি ভেবে অবাক হচ্ছি ও জাহরিয়ার তুমি কোথায় গেলে ?'

'সংবাদটা নিঃসন্দেহে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে আমি বুঝতে পারছি।'

'গুলনার আমি তো একজন মানুষ, তুমি কেন বুঝতে পারছ না।'

'এবং একজন ভালো মানুষ।' গুলনার উগারের দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল।

মদ খেতে খেতে গুলনার উগারের আরো কাছে ঘেঁষে আসল। খাবারের বিষয়ে উগারের ক্ষুধা বাতাসে মিলিয়ে গেল। সে এই মহিলাটির কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইছিল। কারণ এই মহিলাটিকে সে ভয় পায়। রাতটা কেমন ভয়াবহ

দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে কেটে গেল। এমন এক দুঃস্বপ্ন যেটা মনে হচ্ছিল কখনোই শেষ হবে না।

৭.

পরবর্তী সাক্ষাতের সময় সে যখন গুলনারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিল তখন তার মনে হচ্ছিল সে মৃত্যুকূপে যাচ্ছে। সেখান থেকে আর হয়ত ফিরে আসতে পারবে না। কিন্তু ঘরের সামনে গিয়ে সে যখন দরজায় নক করল আর কেউ দরজা খুলল না তখন এই প্রথম বারের মতো তার ভেতরে খুব আরামের একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল।

সম্ভবত গুলনারের পরিবার গুলনারের গোপন এই আচরণের কথা টের পেয়ে গেছে। তাই তারা সতর্ক হয়ে গেছে। সে জন্য গুলনার তাকে এড়িয়ে চলছে। আবার এমনো হতে পারে তার বোনের যে পরিণতি হয়েছিল গুলনারেরও সেই একই পরিণতি হয়েছে। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন তাতে উগারের মনে কোনো শান্তি আসছিল না কিংবা তার মনের যন্ত্রণা দূর হচ্ছিল না। যে স্থানে হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছে সেখানে তার দ্বিতীয়বারের মতো উপস্থিত হতে মন সায় দিচ্ছিল না। রক্তের সেই চিহ্নগুলো তার মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছিল না। সে এমন একজন লোক যে তার পুরো জীবনে মানুষ হত্যা তো দূরে থাক একটা মুরগিও হত্যা করেনি।

মজার মজার সেই খাবার, পানীয় আর প্রণয়ের রাতগুলোর স্মৃতি তার মাথা থেকে দূর হয়ে যাচ্ছিল। সে নিজেকে বোঝাচ্ছিল যে হয়ত সেই স্মৃতিগুলোর কোনো বাস্তবতা নেই। হয়ত এগুলো স্বপ্নেই ঘটেছিল।

এক একটা দিন অতিবাহিত হচ্ছিল আর উগারের মনে শান্তি ফিরে আসছিল। অবশেষে তার মনে যখন আবার পুরো শান্তি ফিরে আসল তখন সে নিশ্চিন্তে আবার কাজ শুরু করল. কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই তার মনের ভেতর সেই সুখ স্মৃতিগুলো আবার ফিরে আসছিল। সেই ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে আসা নেকলেসটা তার গলায় তখনো ঝুলছিল। যদিও সে ভাবছিল এই নেকলেসটা কিছুতেই বিক্রি করা যাবে না। কারণ বিক্রি করতে গেলেই আবার কোনো বিপদ নেমে আসে।

তবে তার অন্তরে ঘুরেফিরে সেই মধুর স্মৃতিগুলোও আসছিল। তখনই সে নিজের মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিত যে, 'তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো হয় অনুতপ্ত হওয়া।'

কিন্তু এত কিছুর পরেও গুলনারের সাথে তার মধুর রাতগুলোর স্মৃতি তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। গুলনারের সাথে তার মিলনের পর থেকে মেয়েদের প্রতি উগারের কেমন পাগলামো একটা আর্কষণ তৈরি হয়েছে। কোনো সুন্দরী মেয়ে

তার সামনে দিয়ে গেলেই সে হা করে তাকিয়ে থাকে। যেন মনে হয় সে চোখের আগুন দিয়ে মেয়েগুলোকে খেয়ে ফেলবে।

এখন তার চোখ পড়েছে হুসনিয়ার ওপর। হুসনিয়া হলো সানানের মেয়ে আর ফাদিলের বোন। হুসনিয়ার দারিদ্র্যতা আর তার বাবার করুণ মৃত্যুতে পরিবারটি সামাজিকভাবে যতটুকু চাপের মধ্যে পড়েছে সেই সূত্রধরেই উগারের মনে সাহস জেগেছে যে হয়ত সে চেষ্টা করলেই হুসনিয়াকে পেতে পারে।

একদিন হুসনিয়ার ভাই ফাদিল সানান উগারের দোকানে চুল দাড়ি কাটতে আসলে উগার ফাদিলকে অন্যান্য দিনের চেয়েও একটু বেশি উষ্ণ সংবর্ধনা দিল। তার পর সরাসরি ফাদিলকে বলল, 'জনাব ফাদিল সানান তোমার পরিবারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কেউ একজন তোমার সাথে আত্মীয়তা করতে চায়।'

'সেটা কে উগার ?' ফাদিল একটু অন্যমনস্কভাবে বলল।

'আমি নিজেই।' সে আগের মতোই সরাসরি বলল।

এই কথা শুনে ফাদিল বেশ অবাক হলো। কিন্তু সে তার মনেরভাবটা গোপন রাখল। সে নিজেই নিজেকে বলল, 'উগার আমার চেয়ে ভালো অবস্থানে আছে। তার টাকা পয়সাও আমাদের চেয়েও ভালো আছে। কিন্তু তাই বলে এই নাপিত উগারের কাছে কীভাবে বিয়ে দেয়া সম্ভব। সময় কাটানোর জন্য এবং একটু চিন্তা করার জন্য ফাদিল আবার প্রশ্ন করল, 'আমার বোনকে বিয়ে করতে চাও ?'

'হ্যাঁ।'

তার কথা শুনে ফাদিল একটু [illegible] সুরে বলল, 'তাহলে তোমাকে আরেকজন প্রার্থীর মুখোমুখি হতে হবে। সে হয়ত তোমাকে পরাজিত করবে।'

উগার ফাদিলের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে চুপ করে থাকল। সে এই শহরে বাস করে কীভাবে জানতে পারল না যে হুসনিয়াকে আরো একজন পছন্দ করতে পারে। উগারের মনে মনে বেশ রাগও হচ্ছিল। কীভাবে ফাদিল তাকে প্রত্যাখান করতে পারল। যেখানে জিনের অভিশাপে অভিশপ্ত এই পরিবারটাকে কেউ পাত্তাই দেয় না।

৮.

প্রেমের জন্য উগারের অন্তরে ক্রমশই তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হচ্ছিল। তার ছেলে আলাদিন যদিও তখন পর্যন্ত বিয়ে করেনি। কিন্তু তারপরেও উগারের মন থেকে কুমারী মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ তাদেরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা একটুও কমেনি। সে সব সময় কল্পনা করত যে দামি গদি আর বালিশে হেলান দিয়ে বসে সে আনন্দফুর্তি করছে যেটা ইতিপূর্বে সে করেছিল।

ফাদিল সানানের বোন হুসনিয়ার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়ার সাথে সাথে তার অন্তরে তখন আবার ওষুধ ব্যবসায়ী হাসান আল আত্তারের বোন কামারের সুন্দর মুখটাও বারবার ভেসে উঠত।

তার বর্তমান সময়ের প্রেমের প্রতি আকুলতা অন্যান্য সময়ের চেয়েও অনেক বেশি তীব্র ছিল। প্রেমের এই আকুলতার মধ্যে তার হতাশা, দুঃখ, বেদনা মিশ্রিত।

একদিন নাপিত উগার ওষুধ ব্যবসায়ী হাসান আল আত্তারের বাসায় গেল তার চুল ছাঁটাই করার জন্য। তখন সে আবার হাসানের সেই রূপসী বোনকে দেখে তার বুকের ভেতর আবার প্রেমের আগুন জ্বলে উঠল। তার অন্তরের সমস্ত শান্তি দূর হয়ে গেল প্রেমের আগুনের উত্তাপে। প্রেমের উত্তাপের এই জ্বর নিয়েই সে শহরের অভিজাত লোকদের বাড়িতে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সে কখনো হাসান আল আত্তারের বাড়িতে, আবার কখনো জালিল আল বাজ্জাজের বাড়িতে আবার কখনো আতর ব্যবসায়ী নুরুলদিনের বাড়িতে যাওয়া আসা করতে থাকল, আর তাদের বাড়ির সুন্দরী রমণীগুলোকে আড় চোখে দেখতে লাগল।

নুরুলদিনকে দেখলেই তার বুকের ভেতর একটা তীব্র ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠত। আহ ! কি সুখী মানুষ নুরুলদিন। একজন সাধারণ আতর ব্যবসায়ী থেকে আজ সে কোথায় পৌঁছে গেছে। অথচ সামাজিকভাবে তার চেয়ে কোনো দিক দিয়েই খুব উঁচু জায়গায় ছিল না। শুধু কি তাই রূপে গুণে তো নুরুলদিন তার ছেলে আলাদিনের কাছেও পৌঁছতে পারবে না। অথচ সে সুলতানের ভায়রা হয়ে বসে আছে। শাহারজাদির বোন সুন্দরী দুনিয়াজাদীকে বিয়ে করেছে। আহ ! এও কি মানা যায় ?

সব কিছু কি খোদার নিয়ন্ত্রণে নেই নাকি !

উগার অস্থির মনে এই সব ভাবতে থাকে।

৯.

অভ্যেসবশত উগার প্রতি রাতেই ইমরিসের কফিখানায় আড্ডা দিতে যেত।

গ্রীষ্মের তপ্ত দিনের পর যখন রাতের বেলা মিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করল তখন সে কফিখানার যে অংশে প্রাচীন ঐতিহাসিক দ্রব্য ব্যবসায়ী সাহলুল ও সমাজের অন্য নেতৃবর্গীয় ব্যক্তিরা বসত সেখানে গেল তখন একজন গল্প কথক মাত্র আন্তারের লৌকিক কাহিনীর একটা অংশ বলে শেষ করেছে। একটু বিরতির সুযোগ পেয়েই উগার সাহলুলকে লক্ষ্য করে বলল, 'জনাব আপনার সাথে তো দীর্ঘদিন দেখা হয় না।' সাহলুল উগারের একজন কাস্টমার। সে নিয়মিত উগারের দোকানে চুল কাটে।

তার কথা শুনে সাহলুল হাসতে হাসতে বলল, 'একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে তোমার সাথেই দেখা করে আসব।'

তার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সেখানে ওষুধ ব্যবসায়ী হাসান আল আত্তার, বস্ত্র ব্যবসায়ী জালিল আল বাজ্জাজ, এবং তাদের সাথে ফাদিল সানান

এসে উপস্থিত হলো। তারা নিজ নিজ জায়গায় বসলে উগার তাদেরকে বেশ উষ্ণ সংবর্ধনা দিল। তারা একটু উদাসীনতার সাথেই উগারের সম্ভাষণের উত্তর দিল। উগার খুব আগ্রহী হয়ে তাদের সাথে ভাব জমিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তারা তেমন আগ্রহ দেখাল না।

আজ ফাদিল হলো তার শত্রু। কেননা সে তার বোনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল আর ফাদিল সেটা প্রত্যাখ্যান করেছে। হাসান আল আত্তারের সাথে ফাদিলের দহরম মহরম দেখে মনে হচ্ছে হাসান ফাদিলকে হয়ত ভজানোর চেষ্টা করছে।

এই ভদ্রলোকেরা যখন এক সাথে বসে কথা বলছিল তখন উগার তার কান খাড়া করে তাদের গোপন কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছিল। তারা খুব সুন্দর আনন্দপূর্ণ একটা সান্ধ্য উৎসবের বিষয় নিয়ে কথা বলছিল। উৎসবের উপলক্ষ ছিল ভারত থেকে বস্ত্র ব্যবসায়ী জালিল আল বাজ্জাজের একটা জাহাজ আসছিল। তাদের সেই উৎসব অনুষ্ঠানে কী কী রকমের সুস্বাদু খাবারের আয়োজন থাকবে সে বিষয়ে তারা কথা বলছিল।

'এখানে বেশ গরম মনে হচ্ছে। চলো একটু বাইরে যাই।' কেউ একজন বলল।

'আমাদের অনুষ্ঠান হবে নদীর মাঝে সবুজ ভূমিতে।' আরেকজন বলল

হাসান আল আত্তার তাদের অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গে বলল, 'আমি কুজো শামলুলকে অনুষ্ঠানের জন্য দাওয়াত দিয়েছি।'

'সুলতানের এই কৌতুকসম্রাট যদি আমাদেরকে সংগীত বাজিয়ে শোনায় তাহলে তো সেটা খুবই মজা হবে।'

তাদের এই কথাবার্তার মধ্যে উগারকে কেউ পাত্তাই দিচ্ছিল না। তার কাছে মনে হচ্ছিল সে সুলতানের এই ভাড়ারের চেয়েও নগণ্য। সে একটু মনোকষ্ট নিয়ে সাহলুল ব্যবসায়ীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'জনাব সাহলুল আমি যতটুকু জানি আপনি হেলাফেলা করে সময় কাটানোর মানুষ নন।'

'হ্যাঁ, এটা ঠিক।' সাহলুল বেশ শান্তভাবে উত্তর দিল।

'আপনি খুব মহৎ আর উদার হৃদয়ের মানুষ। আপনি নিশ্চই আমাকে আপনার পানীয়ের একজন সাথি বানাতে দ্বিধা করবেন না।'

সাহলুল একটু মুচকি হাসল। কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। সাহলুলের এই নিশ্চুপ উত্তরের পর উগার একটু অন্যমনস্ক হয়ে কিছু একটা ভাবছিল। কয়েক মুহূর্তপর সে যখন সাহলুলের চেয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখল সেখানে সাহলুল নেই। সে চলে গেছে। উগার চারদিকটা ভালোভাবে একবার তাকাল। কিন্তু কোথাও সাহলুলকে দেখতে পেল না। কী আশ্চর্য একটা মানুষ এই সাহলুল।

উগার মনে মনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল যত মূল্যেই হোক সে সবুজভূমির সন্ধ্যার সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবেই।

১০.

সবুজভূমিটা ছিল নদীর তীর ঘেঁষে প্রায় বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপের মতো। সেখানে চাঁদ আর তারাদের আলো ছাড়া কোনো আলোর ব্যবস্থা ছিল না। আবার এই জায়গাটা ছিল খেজুরবাগানের প্রায় কাছাকাছি যেখানে শহরের পাগল লোকটা তার আস্তানা গেড়েছে। যে পাগলটা নিজেকে সব সময় শহরের প্রাক্তন পুলিশপ্রধান গামাস আল বালতি বলে দাবি করত।

সন্ধ্যার অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমাজের গণ্যমান্য সবাই সেখানে উপস্থিত হলো। তারা গালিচা বিছাল। কাপড়ে করে খাবার নিয়ে আসল। খড়ি নিয়ে আসল আগুন জ্বালানোর জন্য এবং মাংস পুড়িয়ে খাবার জন্য।

হঠাৎ করে সেখানে অন্ধকারের ভেতর থেকে একজন অপরিচিত লোক এসে উপস্থিত হলো।

'ভদ্রমহোদয়েরা আপনাদেরকে স্বাগতম।' ছায়ামূর্তিটা বলল।

ছায়ামূর্তিটা কাছে আসতেই সবাই তাকে চিনতে পারল। এ হলো নাপিত উগার।

জালিল আল বাজ্জাজ তার দিকে বেশ বিরক্তির চোখে তাকিয়ে বলল, 'তুমি এখানে কেন এসেছ। এখানে তো তুমি বেমানান।'

উগার তার কথাকে পাত্তা না দিয়ে বলল, 'জনাব আমাকে বেমানান বলবেন না। আপনাদের অনুষ্ঠানে কি কোনো সেবকের দরকার নেই ? আমি আপনাদের সেবা দেব।'

'তুমি এক শর্তে এখানে থাকতে পারবে। সেটা হলো যতক্ষণ থাকবে একটা কথাও বলতে পারবে না। আঠা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখবে।'

উগারের একটা খারাপ স্বভাবের কথা সবাই জানে। উগার সব সময় অন্যের দোষত্রুটি আর মানুষের গাল-গল্প-কাহিনী খুঁজে বেড়ায়। আর পরে আড্ডায় বসে সেগুলো রসিয়ে রসিয়ে বলে। উগারের এই স্বভাবটা কারোই পছন্দ নয়।

শর্তের কথা শুনে উগার বলল, 'আমাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা না হলে আমি কিছুই বলব না।'

তখন কুজো শামলুল বলে উঠল, 'এই সমস্ত গণ্যমান্যদের অনুষ্ঠানে তুমি উপস্থিত থাকার সাহস করলে কীভাবে ?'

কুজো শামলুলের কথা শুনে উগারের ভেতরটা যদিও জ্বলতে লাগল কিন্তু সে অপমানটা হজম করে নিল। পানীয়ের গ্লাসগুলো সাজাতে লাগল। তারপর আগুন জ্বালাল।

শামলুল আকারে তার চেয়েও বড় একটা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সেটাতে একটা সুর তুলতে শুরু করল। উগারের কাছে সুরটা খুব হাস্যকর লাগছিল। মদের গ্লাসে মদ ঢেলে উগার যখন প্রথম গ্লাসটায় চুমুক দিল আর তার পাকস্থলিতে মদ এসে জমা হলো তখনই সে চুপ করে থাকার যে প্রতিজ্ঞা করেছিল সেটাকে ভুলে গেল।

'ভদ্রমহোদয়গণ আপনারা কি সাম্প্রতিক সময়ে গভর্নর ইউসুফ আল তাহিরের ব্যক্তিগত সহকারী হুসাম আল ফিকহির ঘটনাটা জানেন ?'

'আমরা তোমার কাছে কিছুই শুনতে চাই না। তুমি দয়া করে তোমার মুখটা বন্ধ করো।' হাসান আল আত্তার চিৎকার করে উঠল।

তারা যখন সুরা পানে মত্ত ছিল তখন অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা গম্ভীর অপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসল।

'কে ওখানে।'

কণ্ঠস্বর শুনে সবাই সেদিকে ঘুরে তাকাল।

'এটা ঐ পাগল লোকটা।' ফাদিল সানান বলল।

'সে কি সবুজভূমির এই জায়গাটা ছাড়া অন্য কোথাও আস্তানার গাড়ার জায়গা পায়নি ?' জালিল জিজ্ঞেস করল।

'সে দাবি করছে যে সে তোমার শ্বশুর আব্বা গামাস আল বালতি।' হাসান আল আত্তার ফাদিলকে সম্বোধন করে বলল।

'এদিকে সে এটা দাবি করছে আর অন্যদিকে গামাস আল বালতির কাটা মুণ্ডটা দরজায় ঝুলতে ঝুলতে দাবি করছে অন্য জিনিস।'

'এই পাগল অদ্ভুত শহরে সবকিছুই সম্ভব।' কুজো শামলাল বলল।

তখন নাপিত উগার বলল, 'তোমরা যদি চাও তাহলে আমি সত্যটা...'

'আমরা তোমার কাছ থেকে কোনো সত্য জানতে চাই না।' জালিল উগারের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল।

'সুলতান যে হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন সেটা আর আমাদেরকে মনে করিয়ে দিয়ো না।'

'শামলুল তুমি সুলতানের সাথে সন্ধ্যাটা কীভাবে পার করো ?' জালিল জিজ্ঞেস করল।

'আমি তোমাদেরকে কোনো গোপন কথা বলব না।' কুজো শামলুল বলল।

উপস্থিত সবাই হেসে উঠল শুধু হাসান আল আত্তার ছাড়া। সে শামলুলের কথা শুনে রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'তুমি একটা আস্ত শয়তান।' সে চিৎকার করে বলে উঠল।

তার কথা শুনে শামলুলও ক্ষেপে উঠল। সে তার হাতের বাজনাটা ছুড়ে মেরে লাফ দিয়ে হাসান আল আত্তারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। খাবার আর পানীয়ের থলেটা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। সবাই বুঝতে পারল আজকের সন্ধের এই

উৎসবটা মাটি হয়ে গেল। মদ্যপান তাদেরকে মাতাল করে দিয়েছে। তাদের ভেতর উগ্র ক্রোধ জাগিয়ে তুলেছে।

ফাদিল লাফিয়ে উঠে শামলুলের পিঠে ধাক্কা দিয়ে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসল। তারপর শামলুলকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে সবুজভূমির একেবারে কিনারে নদীর পাড়ে নিয়ে গেল। ধাক্কা দিয়ে কুজো শামলুলকে নদীর পানিতে ফেলে দিল। কিছুক্ষণ পানিতে চুবিয়ে তাকে আবার পাড়ে তুলে নিয়ে আসল। তারপর আবার তাকে মারতে লাগল। শামলুল তখনো চিৎকার করছিল। সবাই তখন ফাদিলের কাছে এসে তারাও শামলুলকে মারতে লাগল। মার খেয়ে শামলুল যখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলল তখন তারা ক্ষান্ত হলো।

তাদের এই কাজকারবার দেখে নাপিত উগার তাদের মাঝে এসে দাঁড়াল।

'ভদ্র মহোদয়গণ যথেষ্ট হয়েছে। এখন ক্ষান্ত হোন। হাজার হোক এই লোকটা সম্রাটের কাছের মানুষ।'

কথা শেষ করে সে শামলুলের ওপর ঝুকে বসল। অন্ধকারে তার মাথাটা তুলে নিয়ে বলল, 'ভদ্রমহোদয়গণ আপনারা তো কুজো শামলুলকে মেরে ফেলেছেন।'

'তুমি কি সত্য কথা বলছ ?' জালিল জিজ্ঞেস করল।

'আপনি নিজেই যাচাই করে দেখুন।'

হঠাৎ করেই সবার ভেতরে একটা ভয় চেপে বসল। উগার সবার দিকে ঝুকে বলল, 'এই অপরাধটা তো সম্রাটের কানে চলে যাবে।'

'কী একটা পাগলামি হয়ে গেল!' বিরক্তির স্বরে হাসান আল আত্তার বলল।

'কীভাবে যে এই দুর্ভাগাটা এখানে চলে আসল।'

'কোনো কারণ ছাড়াই কি তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব!'

উগারের মাথার ভেতর তখন আশ্চর্য সব পরিকল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছিল। সে বুঝতে পারল এই লোকগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনার এই তো বড় সুযোগ। সে খুব শান্তভাবে বলল, 'আপনারা সবাই শান্তমনে চলে যান।'

'এই অপকর্মটাকে আমাদের পিছনে রেখে কীভাবে আমরা চলে যাই।' জালিল বলল।

'আপনারা যান।' উগার আদেশের সুরে বলল। 'এই মৃতদেহটা এমনভাবে লুকিয়ে ফেলা হবে যে স্বয়ং জিনও এটাকে খুঁজে পাবে না।'

'তুমি কি সত্যি করে বলছ যে তুমি এটার একটা ব্যবস্থা করতে পারবে ?'

'অবশ্যই পারব। খোদা আমার সফলতায় সাহায্য করবে।'

'তুমি আমাদের কাছে কোনো পুরস্কার দাবি করো। যে পুরস্কারের কথা কেউ এর আগে শোনেনি।' জালিল কাঁপা কাঁপা গলায় বলল।

'আপনাদের চলে যাওয়াটাই আমি এখন আশা করছি।' উগার ঠাণ্ডা গলায় বলল।

'কিন্তু তুমি তো জানো কফিখানার অনেকেই আমাদের এই অনুষ্ঠানের কথা জানে। শামলুলকে দাওয়াত দেয়ার কথাটাও তারা শুনতে পেয়েছে।'

'হ্যাঁ, তারা শুনতে পেয়েছে এটা ঠিক। তবে একটা কিন্তু আছে। আমি আপনাদের এই অনুষ্ঠানে কোনো আমন্ত্রণ ছাড়াই উপস্থিত হয়েছি। আমি একমাত্র এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতে পারি। আমি বলব যে শামলুল অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিল সত্য কিন্তু সে শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে অনুষ্ঠানের মাঝেই চলে গেছে। ঠিক আছে। আপনারা সবাই এটা মনে রাখবেন। এখন যান।'

১১.

কুজো শামলুলের মৃতদেহের সামনে একা একা দাঁড়িয়ে তার আবার ঐ দাসী মেয়েটা যার নাম জাহরিয়ার তার কথা মনে পড়ে গেল. মেয়েটার রক্তাক্ত দেহটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। ভয়ে তার শরীরটা কেঁপে উঠল। কিন্তু এখন দ্বিধা করার কোনো সময় ছিল না। এই আবাদি ভূমি ছেড়ে তাকে এখন মরুভূমির দিকে যেতে হবে। সেখানে কোনো গর্ত খুঁজে শামলুলের মৃতদেহটা পুঁতে ফেলতে হবে। যাতে কেউ এর কোনো খোঁজ না পায়।

তখনই অন্ধকার থেকে একটা স্বর ভেসে আসল।

'তুমিই তাহলে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চুপি চুপি হাঁটছিলে। তোমার কাঁধের বোঝাটা ফেলে নিজেকে মুক্ত করে দাও।'

উগার ঘুরে তাকাল। আহ। সেই পাগলটা। পাগলটা নানাভাবে তাকে বিরক্ত করছে। সে পাগলটার দিকে না তাকিয়ে মৃতদেহটা কম্বল দিয়ে তার কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। যখন সে হাঁটা শুরু করল, তখন কম্বলের ভেতর থেকে মৃতদেহের একটা হাত ঝুলে পড়ল। উগারের কাছে মনে হলো শামলুল একটু শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে। সে একটু গোঙানির শব্দও শুনতে পেল। উগার মৃতদেহটা এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে নিল।

কী সর্বনাশ। উগার বুঝতে পারল শামলুল মারা যায়নি।

আবার সেই কণ্ঠস্বরটা ভেসে আসল।

'তোমার নিজেকে মুক্ত করে দাও।'

তোর ওপর খোদার গজব পড়ুক। উগার মনে মনে বলল। সে বিশ্বাস করে এই পাগলটা একটা মারাত্মক খুনি। এই পাগলটাই সুন্দরী জাহরিয়ারকে খুন করেছে। আহ ! কেন সে খুন করল জাহরিয়ারকে ? উগার হাঁটতে হাঁটতে তার বাম কাঁধের ওপর ঝুলে থাকা শামলুলের দেহটাকে সম্বোধন করে বলল, 'শামলুল তুমি নিশ্চিন্তে থাক। কোনো ভয় নেই। আমি তোমার বন্ধু। আমি তোমাকে নিরাপদ একটা জায়গায় নিয়ে যাব।'

কথাটা বলে উগার মনে মনে ভাবছিল পুরস্কারটা কি তাহলে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে ? তার মনোবাসনা কি তাহলে বাতাসেই মিলিয়ে যাবে। আহ ! সে যদি শামলুলকে হত্যা করতে পারত। কিন্তু সে ক্ষমতা তো তার নেই। তখনই তার মাথার ভেতর একটা বুদ্ধি খেলল। সে ভাবল শামলুলকে তার ঘরের ভেতর লুকিয়ে রাখবে যতদিন না উগার তার পুরস্কারটা পাচ্ছে। পরিকল্পনা তার খুব পছন্দ হলো, কিন্তু সে একটাবারও নানা দিক থেকে এই পরিকল্পনার ভালো মন্দটা বিবেচনা করল না।

১২.

উগারের স্ত্রী ফাতুহা শামলুলের নিথর শরীরটা দেখল। সে মোটেও অবাক হলো না।

'এখন শোনো আমি কী বলছি।' উগার তাকে বলল।

'সে নিশ্চয়ই অনেক খাবার নষ্ট করবে না।' ফাতুহা ঘৃণা ভরে বলল।

'শোনো আমরা ওর জন্য উপরে আরামদায়ক একটা ঘরের ব্যবস্থা করব। সেখানে সে পরিপূর্ণ সুস্থ হওয়া পর্যন্ত কিছুদিন থাকবে।' উগার বেশ আগ্রহ নিয়ে বলল।

'ওর পরিবারের কাছে কেন তাকে নিয়ে যাচ্ছ না ?'

'ও হলো আমাদের ভাগ্যতারা। সে আমাদের জন্য সুখ আর সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। সে যা চায় তার ব্যবস্থা করো। উপরে ওর ঘরটা তালাবন্দি করে রেখো। কিছুদিন সময় নিবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যদি চাও আমি তোমাকে সব খুলে বলব। তবে এখন একটু ধৈর্য ধরো।'

১৩.

সে রাতে তার খুব ভালো ঘুম হলো না। সকালেই সে কাজে বেরিয়ে পড়ল। এটা তার জীবনে সবচেয়ে আশ্চর্য একটা দিন। যদিও গত কয়েকটা দিন ধরে খুব আশ্চর্য আর জাদুকরী সব ঘটনা ঘটছে। লজ্জা শরম ঝেড়ে ফেলে তাকে এখন আরো সাহসী হতে হবে। যদিও লজ্জা শরম তার কখনোই ছিল না। তার জীবনে এটা একটা বড় সুযোগ। আর সব কিছু খোদার ইচ্ছেতেই হয়ে থাকে।

তার সবচেয়ে দামি লেনদেন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েই সে তার দোকানে যাওয়ার আগেই প্রথমে গেল হাসান আল আত্তারের বাড়িতে। হাসান তাকে খুব চাকচিক্য একটা ঘরে নিয়ে বসাল।

'উগার কী খবর। কীভাবে কী করলে ?' সে অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'মাননীয় সব কিছু খুব সুন্দরভাবেই শেষ হয়েছে। বাকি জীবন আপনি নিরাপদেই থাকবেন।' বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথেই উগার বলল।

সব কিছুই খোদার অনুমতিতেই হয়েছে।' হাসান উগারের কাঁধে হাত রেখে বলল। 'তুমি কি জালিলের সাথে দেখা করেছ ?'

'না, এখনো দেখা করিনি। আমি সবার উঁচুতে যে আছে তাকে দিয়েই শুরু করতে চাচ্ছি।'

'নাও, এখানে একহাজার দিনার আছে। সৌভাগ্য তোমার সাথে থাকুক।'

'মাননীয় আপনি এটাকে দশহাজার দিনার করে দিন।' উগার বেশ ভদ্রভাবেই বলল।

হাসান বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকাল। 'তুমি কী বললে ?'

'দশহাজার দিনার।'

'কিন্তু এটা তো অনেক বেশি হয়ে যায়।'

'আপনার সম্পদের কাছে এটা কিছুই না। আপনার জীবনটা নিশ্চই কৃপণ কারুণের সম্পদের চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান।' উগার আগের মতোই শান্ত স্বরে বলল।

'আপাতত পাঁচ হাজার নিয়েই তুষ্ট থাকো। জালিল বাকিটা দিয়ে দেবে।'

'আমি একটা দিরহামও কম নিতে চাই না।'

হাসান কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর ঘরের ভেতর ঢুকে তার কাছে যে পরিমাণ দিরহাম দাবি করা হয়েছে সেটা নিয়ে আসল।

'তোমার কোনো দয়া মায়া নেই।' হাসান বিড়বিড় করে বলল।

'খোদা আপনাকে ক্ষমা করুক!' উগার দিরহামগুলো পকেটে ভরতে ভরতে বলল। 'আমি কি আপনার প্রাণটা জল্লাদ শাবেব রামার তরবারি থেকে রক্ষা করিনি ?'

'কিন্তু তোমার লোভটা ঐ তরবারির চেয়েও বেশি ধারালো মনে হচ্ছে।'

উগার তার কথাকে পাত্তা না দিয়ে বলল, 'খোদার ইচ্ছায় উগারও একদিন আপনাদের কাতারে চলে আসবে। আপনাদের সাথে ব্যবসায় পুঁজি খাটাবে। তার সত্যিকারের স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম হবে।'

'তোমার সত্যিকারের স্বপ্নটা কী ?' হাসান তার ভেতরের গোপন আগ্রহটাকে লুকিয়ে বলল–

'আপনার বোনের হাতটা প্রার্থনা করে আপনার সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আমার স্বপ্ন।'

'কী এতবড় সাহস !' হাসান চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল।

'আমার দিকে ঘৃণার চোখে তাকানোর কোনো দরকার নেই। আমরা সবাই এক আদমেরই সন্তান। অতীতে আমাদের মাঝে সম্পদের কোনো বিভেদ ছিল না। এখনো আমাদের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না।'

হাসান তার ভেতরের ক্রোধটাকে দমিয়ে রেখে বলল, 'কিন্তু তুমি তো জান আমার বোনেরও এ ক্ষেত্রে একটা অনুমতি লাগবে।'

'আপনার বোন তার প্রিয় ভাইয়ের মাথাটা রক্ষা করার জন্য অনুমতি দেবে।' উগার বেশ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

'তোমার এই ইচ্ছেটা মোটেও বৈধ কোনো ইচ্ছে না।' হাসান একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

'প্রেমিক হৃদয় শুধু প্রেমই বোঝে।' উগার বলল।

'ঠিক আছে এখন আর এ বিষয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে না।' হাসান বলল।

'আমরা দুপুরের দিকে সাক্ষাৎ করব।' উগার বেশ আগ্রহ নিয়ে বলল।

'দুপুরে !'

'আজকে দুপুরে আমরা বিয়ের জন্য চুক্তি করব। বিয়ের অনুষ্ঠানটা পরে হবে।'

উগার উঠে দাঁড়িয়ে তার মাথাটা নুইয়ে হাসান আল আত্তারকে অভিবাদন জানাল। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সে হাসানের তীব্র চাহনির উত্তাপ টের পাচ্ছিল।

১৪.

সকাল শেষ হওয়ার আগেই উগার জালিল আল বাজ্জাজের কাছ থেকে আরো দশহাজার দিনার আদায় করে নিল। সে যখন চলে আসছিল তখন জালিল ক্রোধে ফেটে পড়ছিল।

উগার নিজের মনে নিজেকেই বলছিল যে তাকে অবশ্যই পুলিশপ্রধান বাইউমি আল আরমালের সাথে ভালো খাতির তৈরি করতে হবে। কারণ ভবিষ্যতে ঐ লোকগুলো যদি তার সাথে কোনো প্রতারণা করে কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন সে কার কাছে যাবে।

শুধু তাই না শহরের গভর্নর এবং তার সহকারীর সাথেও তাকে একটা সুসম্পর্ক তৈরি করতে হবে।

এই সমস্ত চিন্তা করতে করতে সে ফাদিল সানানের সাথে দেখা করার জন্য তার দোকানে গেল। সে দেখতে পেল ফাদিল সানান দোকানে একাই বসে আছে। উগার বেশ ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে ফাদিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার মাথাটা সুলতানের তরবারি থেকে রক্ষা করার জন্য আমাকে কি পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছ ফাদিল ?'

ফাদিল একটু দ্বিধার সাথে হেসে বলল, 'আমার মাথাটাই তো অনেক দামি।'

'তুমি তো আগে আমার হাতটা ধরতেও ঘৃণা করতে।' উগার বেশ তিক্ত স্বরে বলল।

'এখন এটা ধরার তোমার অধিকার আছে।' ফাদিল কৈফিয়তের সুরে বলল

উগার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'খোদা আমার জন্য তোমার বোনের চেয়েও আরো ভালো একজনকে মঞ্জুর করেছেন। তবে একটা বিষয় মনে রেখো শুধু তোমার দারিদ্র্যতার জন্য আমি দিনার নয় অন্য যে কোনো কিছুর বিনিময়ে তোমার মাথাটাকে রক্ষা করব।'

উগার চলে আসল।

১৫.

সেদিনই দুপুরবেলা হাসান আল আত্তারের বোন কামার আল আত্তারের সাথে উগারের বিয়ের আইনগত কার্যক্রমগুলো শেষ করা হলো। উগার অবশ্য শামলুলের বিষয়টা নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিল। সে ভয় পাচ্ছিল বিয়ের কনে আসার আগেই না জানি শামলুল তার ঘর থেকে বের হয়ে আসে। যদিও উগার বিয়ের জন্য খুব সুন্দর একটা বাড়ি ভাড়া করেছে। এবং বিয়ের কনেকে গ্রহণ করার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে।

সে অবশ্য তার ভবিষ্যতের বিষয়ে খুব একটা আত্মবিশ্বাসী ছিল না। কারণ আজ হোক কাল হোক তার এই প্রতারণা প্রকাশ হয়ে যাবে। তার স্ত্রী ফাতুহা যখন তার বিয়ের খবরটা শুনবে তখন নিশ্চই অনেক ঝামেলা তৈরি করবে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সে যদি একবার কামার আল আত্তারকে বিয়ে করে ফেলতে পারে আর কোনোভাবে যদি তার পরিবারের সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করে ফেলতে পারে তাহলে আর চিন্তা নেই। সে নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। আর টাকাগুলো যদি ব্যবসায় খাটাতে পারে তাহলে তো কথাই নেই।

সে ব্যবসায়ী সাহলুলের সাথে দেখা করার জন্য বাজারে গেল। সাহলুলের সাথে সাক্ষাৎ করে সে বলল, 'জনাব আমার কাছে কিছু টাকা আছে। আমি আপনার সাথে সেগুলো ব্যবসায় খাটাতে চাই। টাকাগুলো ব্যবসায় খাটানোর জন্য আমি আপনার চেয়ে আর যোগ্য লোক পাইনি।'

'উগার তুমি এই টাকাগুলো কোথায় পেয়েছ ?' সাহলুল জিজ্ঞেস করল। তাকে কখনো কোনো বিষয়ে অবাক হতে দেখা যায় না।

'খোদা যাকে ইচ্ছা তাকেই সম্পদ ঢেলে দেন।'

'আমি কারো সাথে ব্যবসায় যেতে চাই না।' সাহলুল বেশ রূঢ়ভাবে বলল।

'তাহলে আমাকে ব্যবসাটা শিখিয়ে দেন। এটা আপনার পক্ষ থেকে আমার জন্য একটা পুরস্কার হবে।'

সাহলুল হাসতে হাসতে বলল, 'আমার পেশাটায় শেখার কিছু নেই উগার। সিন্দবাদ ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

সাহলুলের সাথে কথা শেষ করেই উগার দেরি না করে চলে গেল সুলতানের ভায়রা নুরুলদিনের কাছে।

তরুণ নুরুলদিন সন্দেহের সুরে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'উগার তুমি কি শপথ করে বলতে পারবে এই টাকাগুলো তুমি আইনত ন্যায় পথে অর্জন করেছ ?'

তার বুক যদিও কাঁপছিল কিন্তু তারপরেও সে টাকার শুদ্ধতার বিষয়ে সে শপথ করল।

'এই মাসেই একটা জাহাজ পাল তুলবে। সপ্তাহের শেষ দিকে তুমি আমার কাছে এসো।' নুরুলদিন বলল।

ভুয়া শপথ করে উগারের মনটা যদিও খারাপ লাগছিল; কিন্তু সে নিজেকে বুঝ দিল এই বলে যে দান খয়রাত করে আর পুণ্যার্থে গিয়ে সে তার এই পাপকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে আসবে।

১৬.

সময় যতই গড়াচ্ছিল উগার ততই টের পাচ্ছিল যে তার সামনে ভয়াবহ একটা বিপদ এগিয়ে আসছে। এবং সে এই বিপদকে থামাতে পারবে না। কুজো শামলুলকে তার ঘরের ভেতর সারা জীবনের জন্য আটকে রাখা অসম্ভব। আর এই শহরের ভেতর নিজের জন্য সে কখনোই একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজে পাবে না। তার মাথায় এখন শুধু একটাই চিন্তা। সে নতুন কনেকে বিয়ে করেই যে নতুন জাহাজটা সপ্তাহের শেষের দিকে আসছে সেটাতে করে পালিয়ে যাবে। সে নতুন করে একটা জীবন শুরু করবে। যেখানে সম্পদের প্রাচুর্যতা থাকবে, ভালোবাসা থাকবে, সুখ থাকবে।

সে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিল যে সে কোনো অসৎ লোক নয়। শুধু তার দুর্বলতার জন্যই সে এই সব করছে। খোদা তাকে দারিদ্র্যতার কষ্ট দিয়েছে, এখন আবার সম্পদের সুখ দিচ্ছে। তার তো এখানে কোনো দোষ নেই

যথারীতি উগার সন্ধ্যার দিকে ইমরিসের কফিখানায় আড্ডা দেয়ার জন্য উপস্থিত হলো।

কফিখানার যে জায়গাটায় সমাজের উঁচুস্তরের লোকজন যেমন হাসান আল আত্তার, জালিল বাজ্জাজসহ অন্যরা বসত সেখানে উগার সরাসরি গিয়ে বসল। তার জন্য সেখানে এর মধ্যেই একটা জায়গা নির্ধারিত করা হয়ে গেছে। সেখানে সে হাসান আল আত্তারসহ অন্য সবাইকেই দেখতে পেল। সে তাদের সবাইকে লক্ষ্য করে বলল, 'গতকালও আমাকে সবাই ঘৃণা করত আর আজ সবাই আমাকে সমীহ করছে।'

সে কথা শেষ করেই দেখল ফাদিল সানান বিস্ফোরিত চোখে কফিখানায় প্রবেশ করার দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু তাই না ফাদিল অন্যান্য সবাইকে সেদিকে তাকানোর ইশারা করল।

উগার অবাক হয়ে দেখল কফিখানার ভেতর কুজো শামলুল হেলে দুলে প্রবেশ করছে। কফিখানায় শামলুল সকলের দিকে খুব ঘৃণা আর ক্রোধের চোখে তাকাল। তার চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে।

১৭.

খুব হতাশা, ক্রোধ আর উত্তেজিত হয়ে কুজো শামলুল ধীর পদক্ষেপে সবার সামনে এসে দাঁড়াল। তার পর চিৎকার করে বলল, 'তোমরা নর্দমার কীট ! তোমাদের সবাইকে ধিক।'

তারপরেই সে উগারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি হলে সেই ব্যক্তি যে আমাকে তার ঘরে বন্দি করে দাবি করছ যে আমাকে সেবা দিচ্ছ। অথচ আমাকে কিছুই জানালে না।'

উগার একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারছিল না। শামলুল তার কথা চালিয়ে যেতে থাকল।

'তোমার স্ত্রী আমাকে মুক্ত করে দিয়েছে যখন সে শুনল যে তুমি আরেকটা বিয়ে করতে যাচ্ছ। যাও তোমার ঘরেও এখন বজ্রপাত হচ্ছে। যাও ঘরে গিয়ে আগে সেটাকে শামাল দাও।'

শামলুল তারপর বাকি তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা সুলতানের লোকের শরীরে হাত দিয়েছ। তোমাদের এর পরিণাম ভোগ করতে হবে।'

কথা শেষ করে শামলুল ছোট ছোট পায়ে ধীরে ধীরে কফিখানা থেকে বের হয়ে গেল।

শামলুল চলে যাওয়ার সাথে সাথে হাসান আল আত্তারসহ বাকি তিনজন আগুন চোখে উগারের দিকে ফিরে তাকাল।

'প্রতারক শয়তান। আমার টাকা আর বিয়ের চুক্তিনামা ফেরত দে।' হাসান চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলল।

'আমার টাকা ফেরত দে নইলে আমি তোর হাড্ডি ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করব।' জালিল আল বাজ্জাজ বলল।

'আল্লাহ সব কিছু দেখেছেন। আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম কুজোটা মরে গেছে।' উগার আমতা আমতা করে বলল।

'আর তারপরেই তুমি শয়তানি শুরু করলে তোমার অন্যায় ইচ্ছেগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য। বদমাশ আমার টাকা আর চুক্তিনামা ফেরত দে।'

হঠাৎ করেই ভয়ানক এই পরিণতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উগার শেষ চেষ্টা করল।

সে চিৎকার করে বলল, 'নদীর পাড়ের তোমাদের এই অন্যায় কর্মকাণ্ডের জন্য হইচই না করে কুজো শামলুল সুলতানের কাছে অভিযোগ করার আগেই

তাকে টাকা পয়সা দিয়ে দেখো আপসে রফা করা যায় কি না। শুধু শুধু লোক জমা করে কী লাভ। আর আমাকে যে দিরহামগুলো দিয়েছ মনে করো সেগুলো তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত।'

'শয়তান বদমাশ প্রতারক তুই একটা দিরহামও পাবি না।' জালিল বলল।

কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সবাইকে অবাক করে দিয়ে উগার এক লাফে তার জায়গা থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর দৌড়ে পালাল ইমরিসের কফিখানা থেকে।

১৮.

তার জীবন থেকে সমস্ত আশার আলোই মুছে গেল। সে যদিও এখন আইনগতভাবে কামারার স্বামী কিন্তু তারপরেও সে কামারা থেকে যোজন যোজন দূরে। সে এখন ধনী ঠিক কিন্তু মৃত্যুর পরোয়ানাও তার মাথার ওপর ঝুলছে। সে খুব ভালো করেই জানত আল আত্তার আর বাজ্জাজের সাথে গভর্নরের বেশ ভালো গোপন সম্পর্ক রয়েছে।

আর অন্যদিকে এখন তার স্ত্রী ফাতুহা ঘরে বসে অপেক্ষা করছে কখন সে ঘরে যাবে আর তার স্ত্রী তার গলাটা চেপে ধরে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করবে।

আহ দুনিয়াটাকে খুব সংকীর্ণ মনে হচ্ছে উগারের কাছে।

সে সমস্ত শহর পাগলের মতো ঘুরে বেড়াল। কী করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না।

কোনো সন্দেহ নেই তার শত্রুরা কুজো শামলুলের ওপর বিজয়ী হবে তারপর তারা সবাই মিলে উগারের ওপর প্রতিশোধ নেবে।

সন্ধের দিকে উগার শুটিং স্কয়ারে চলে আসল। হঠাৎ করে সেখানে সে শুনতে পেল মানুষের কলরব আর চিৎকার চেচামেচি, হইচই।

১৯.

শহরের এই গোল চত্বরটায় আজ কী হয়েছে ?

একদল দাঙ্গা পুলিশ অনেক সংখ্যক ভবঘুরে বাউণ্ডুলের দলকে জোরপূর্বক বন্দি করে অজানা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে।

উগার শুনতে পেল একজন অপরিচিত লোক বেশ চিৎকার করে বলছে, 'কী অদ্ভুত এক সিদ্ধান্ত !'

যে লোকটা চিৎকার করে কথা বলছিল সে আসলে ছিল একজন জিন। তার নাম হলো সাখরাবাত। সে একজন মানুষের বেশ ধরে জনগণের ভিড়ে মিশে গিয়ে চিৎকার করে মন্তব্য করেছিল।

'জনাব কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার ?'

সাখরাবাত খুব খুশি হলো যখন সে দেখল যে কেউ একজন তার কথাকে গুরুত্ব দিয়ে শুনেছে।

'খোদা সুলতানের মর্যাদাকে আরো বৃদ্ধি করুক। রাজপ্রাসাদের একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভবিষ্যৎ গুনে ঘোষণা দিয়েছে যে সুলতান যদি ভেগাবন্ড, বাউললোকগুলোকে নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারে তাহলে তার রাজত্ব আর ক্ষমতা টিকে থাকবে না। তাই সুলতান নির্দেশ দিয়েছে শহরের সব বাউন্ডেলেগুলোকে গ্রেফতার করার। তিনি যেন এই লোকগুলো দিয়ে তার অন্যান্য কাজগুলো করাতে পারেন।'

উগার বেশ অবাক হয়ে বলল, 'আপনি যা বলছেন সে বিষয়ে আপনি কি নিশ্চিত ?'

'আপনি কি শোনেন নাই রাজ ঘোষক কী ঘোষণা দিয়েছে ?' সাখরাবাত বিস্ময়ের সাথে বলল।

উগারের অন্তরটা এই কথা শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। এই বন্দি লোকগুলোই তার অন্তরের যাতনা, হতাশা আর বেদনা থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে। তার শত্রুরা তার কিইবা ক্ষতি করতে পারবে যদি সে আগামীকাল সম্রাটের বন্দিখানায় এই সমস্ত বন্দিদের সাথে থাকে। এক মুহূর্তও চিন্তা ভাবনা না করে সে যে লোকগুলোকে গ্রেফতার করে সম্রাটের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাদের ভিড়ে মিশে গেল।

২০.

বন্দি মানুষের এই স্রোতটাকে টেনে হিঁচড়ে গভর্নর ইউসুফ আল তাহিরের বাড়ির দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে একটা বিশাল উঠোনে তাদেরকে দাঁড় করানো হলো। নিরাপত্তা রক্ষীরা তাদেরকে চারদিক দিয়ে বেষ্টনী করে রেখেছিল। চারপাশে বাতির আলো সে জায়গাটাকে আলোকিত করে রেখেছে।

গভর্নর ইউসুফ আল তাহির আসল। তাকে অনুসরণ করে তার পিছু পিছু আসল সহকারী হুসাম আল ফিকি। পুলিশপ্রধান তাদেরকে সম্ভাষণ জানিয়ে বলল, 'হুজুর এই লোকগুলোকে আপাতত বন্দি করা হয়েছে। বাকিদেরকে খুব শিঘ্রই আনা হবে।

গভর্নর ইউসুফ আল তাহির পুলিশ প্রধানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি ধারণা শহরের ক্রমবর্ধমান লুটতরাজ, চুরি ডাকাতি এই লোকগুলোকে বন্দি করার মাধ্যমে পুরোপুরি দমানো যাবে ?'

'মহামান্য সম্রাট যা ইচ্ছা করেছেন তাই করা হয়েছে জনাব।' পুলিশপ্রধান বাইউমি আল আরমাল বলল।

গভর্নরের নির্দেশে সৈন্যরা সব বন্দির কাপড় খুলে ফেলতে শুরু করল। উগারও এর মধ্যে ছিল। হঠাৎ করে তার মনে হলো সে কি কোনো ভুল করছে ? বন্দিদেরকে যখন কারাগারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সে গভর্নরের দিকে তাকিয়ে উচ্চ স্বরে বলল, 'হে সুলতানের প্রতিনিধি আপনার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। খোদার দোহাই আমার দিকে একটু তাকান। আমি এই বন্দিদের কেউ না। আমি নাপিত উগার। আপনি হয়ত আমাকে চিনবেন। পুলিশপ্রধান আমাকে চিনেন। আমি সুলতানের আত্মীয় নুরুলদিনের বন্ধু। দয়া করে আমার দিকে একটু তাকান।'

বাইউমি আল আরমাল তার কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু উগার আমি তো তোমাকে বন্দি করিনি। তুমি এখানে কীভাবে আসলে ?'

'শয়তানের চক্রে পড়ে আমি আজ এখানে।'

গভর্নর ইউসুফ আল তাহির তাকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তার কাপড়গুলো ফেরত দেয়ার হুকুম দিলেন। তাকে যখন কাপড়গুলো ফেরত দেয়া হচ্ছিল তখন গভর্নর ইউসুফ আল তাহির হঠাৎ করে দেখলেন উগারের গলায় কিছু একটা ঝুলছে। উগার গভর্নরের চাহনি দেখে নিজের হাত দিয়ে সেটাকে লুকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু গভর্নরের সন্দেহপ্রবণ মন তাতে আরো বেশি সন্দেহ করে বসল। সে নির্দেশ দিল উগারের গলায় কী ঝুলানো আছে সেটাকে পরীক্ষা করার জন্য।

গভর্নর যখন দেখল যে এটা স্বর্ণের দামি একটা নেকলেস আর এর মাথায় মহামূল্যবান একটা পাথর ঝুলানো তখনই সে চিৎকার করে বলল, 'এটা জাহরিয়ারের নেকলেস। উগার তুমি একটা চোর ছাড়া আর কিছুই নও। তুমিই জাহরিয়ারকে খুন করেছ। ওই কে আছিস বন্দি কর এই বদমায়েশকে।'

২১.

সেদিনই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হলো

উগার তার সমস্ত কাহিনী একে একে বলল। সে শপথ করে বলল যে তার পুরো কাহিনীটাই সত্য। এখানে এক বর্ণও মিথ্যে নয়।

সেখানে হাসান আল আত্তার ও জালিল আল বাজ্জাজ এসে সাক্ষ্য দিল যে উগার একটা মিথ্যুক এবং প্রতারক। তার কোনো কথা যেন কেউ বিশ্বাস না করে।

ইউসুফ আল তাহির নির্দেশ দিল উগারের শিরোচ্ছেদ করার জন্য। শহরের সব লোক এসে জমায়েত হলো মাঠে বিচার কাজ দেখার জন্য। কিন্তু যেই মুহূর্তে উগারের শিরোচ্ছেদের নির্দেশ দেয়া হবে সেই মুহূর্তে উজির দানদান খুব ব্যতিক্রমী একটা নির্দেশনামা নিয়ে সেখানে এসে হাজির হলো।

২২.
গভর্নরের বাড়িতে পুনরায় বিচার কাজ শুরু হলো। উজির দানদান, ইউসুফ আল তাহির, হুসাম আল ফিকি, বাইউমি আল আরমাল এবং নাপিত উগারসহ সবাই সেখানে উপস্থিত হলো।

উজির দানদান বলল, 'মাননীয় সম্রাট নির্দেশ দিয়েছেন এই বিচার কাজ পুনঃতদন্তের মাধ্যমে আবার যেন শুরু করা হয়।'

'মাননীয় মন্ত্রী যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাই পালন করা হবে।' গভর্নর ইউসুফ আল তাহির বলল।

'পাগল লোকটা সম্রাটকে কিছু তথ্য দিয়েছে যেন সম্রাট এই বিচারকার্যটা আবার পুনরায় শুরু করে।' দানদান বলল।

'ঐ পাগল লোকটা যে নিজেকে প্রাক্তন পুলিশপ্রধান গামাস আল বালতি বলে দাবি করে।' গভর্নর অবাক হয়ে বলল।

'হ্যাঁ, সেই লোকটাই।'

'আর মাননীয় সম্রাট সেটা বিশ্বাস করলেন ?'

'গভর্নর আমি এখানে এসেছি তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য, তোমার কোনো অধিকার নেই আমাকে প্রশ্ন করার।' দানদান বেশ রুক্ষস্বরে বলল।

পুরো হলরুমে ভীতিকর একটা নীরবতা নেমে আসল। সেই নীরবতা ভেঙে উজির দানদান প্রশ্ন করলেন, 'গভর্নর, তোমার কি দুটো বোন আছে, যাদের একজন এখনো বেঁচে আছে আর বাকিজন বেশ কিছুদিন ধরে নিখোঁজ হয়ে আছে ?'

'জি মাননীয় উজির সাহেব।' ইউসুফ আল তাহির বলল।

'তারা কি অসামাজিক অনৈতিক জীবন যাপন করত ?'

ইউসুফ আল তাহির এই প্রশ্ন শুনে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আমি যদি সেটা জানতে পারতাম তাহলে এই বিষয়ে আমি চুপ থাকতাম না কিছু একটা অবশ্যই করতাম।'

'নাকি তারাই তোমাকে অন্যায়ভাবে টাকা উপার্জন করে চুপ করিয়ে রেখেছিল ?'

'এটা পাগল লোকদের চিন্তাভাবনা।' ইউসুফ আল তাহির বলল।

তার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে উজির দানদান গভর্নরের ব্যক্তিগত সহকারী হুসাম আল ফিকির দিকে তাকাল।

তারপর বলল, 'বোঝা যাচ্ছে তুমি এই ঘটনার সব কিছুই জানো। সুলতান নির্দেশ দিয়েছেন তোমার কাছে এই বিষয়ে যত তথ্য আছে সব যেন তুমি আমাদেরকে দাও। সাবধান থেকো। একটা শব্দও যেন মিথ্যা না হয়। যদি সেরকমটা করে থাক তাহলে তোমার মাথাটা শরীর থেকে আলাদা করে ফেলা

হবে। কেউ রক্ষা করতে পারবে না।'

হুসাম আল ফিকি ভয়ে কাঁপতে লাগল। সে নিজেকে রক্ষা করার জন্য বলল, 'যা কিছু বলা হয়েছে এর সব কিছুই সত্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'জাহরিয়ারের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে তুমি কতটুকু জানো ?' দানদান ভ্রু কুঁচকে তাকে জিজ্ঞেস করল।

'আমি নিজে বিষয়টা তদন্ত করে দেখেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে ওর বোন গুলনারই জাহরিয়ারকে হত্যা করেছে। সে শুধুমাত্র ঈর্ষাবশত তার বোনকে খুন করেছে।'

উগারকে ডাকা হলো তার কাহিনী খুলে বলার জন্য। উগার তার সমস্ত কাহিনী যখন থেকে সে গুলনারের প্রেমে পড়েছে সেই থেকে শুরু করে এই বাউণ্ডেলে লোকদের সাথে গ্রেফতার হওয়া পর্যন্ত সব কিছু খুলে বলল।

সমস্ত বিচারকার্যটাই অবশেষে সুলতান শাহরিয়ারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। শাহরিয়ার সমস্ত ঘটনা শুনে নির্দেশ দিলেন যে গভর্নর ইউসুফ আল তাহির তার এই পদে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছে। তাকে বরখাস্ত করা হলো। তার সাথে সাথে গভর্নরের সহকারী হুসাম আল ফিকিকেও বরখাস্ত করা হলো। এছাড়া হাসান আল আত্তার, জালিল আল বাজ্জাজ এবং আদিল সানানকে রাতের বেলা নদীর তীরে বসে মদ খেয়ে মাতলামি করার জন্য চাবুকাঘাত করার নির্দেশ দেয়া হলো। নাপিত উগারের কাছে যে টাকা পয়সা আছে তা সরকারিভাবে বাজেয়াপ্ত করে তাকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো।

উজির দানদান যখন তার মেয়ে শাহারজাদের সাথে বসে একা কথা বলছিল তখন সে মেয়েকে বলল, 'সুলতান আসলেই পরিবর্তন হয়ে গেছেন। তিনি এখন সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারক এবং দয়ালু শাসক হয়ে গেছেন।'

তার কথা শুনে শাহারজাদ বলল, 'কিন্তু সুলতানের একটা অংশকে এখনো বিশ্বাস করা যায় না এখনো তার সেই অংশটা নিরপরাধ লোকদের রক্ত দিয়ে তার হাতটা রঞ্জিত করতে প্ররোচিত করে।'

এদিকে উগার তার মুক্তি পাওয়ার আনন্দে প্রায় অচেতন হয়ে গিয়েছিল। সে কামারাকে বিয়ের আইনগত চুক্তিনামা ফেরত দিয়ে আসল। তারপর চলে গেল নদীর পাড়ে সেই সবুজভূমির খেজুর বাগানের কাছে। উগার সেখানে গিয়েই পাগলটাকে মাথা নুইয়ে সালাম করল।

'আপনি একজন মহামানব। আমি শুধু শুধুই আপনাকে ভুল বুঝেছি।' উগার কৃতজ্ঞতার সুরে বলল।

আনিস আল জালিস

১.

সুলতান শাহরিয়ার এবং উজির দানদান রাতের আঁধারে ঘুরতে বের হলেন। তাদের সামনে হাঁটছে প্রধান প্রহরী শাবিব রামা। রাস্তায় মানুষের হাঁটা চলা একেবারে কম। বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়ি আর দোকানপাটের আলোয় তারা রাস্তা এগুচ্ছিলেন। আকাশে তখন তারা মিটমিট করে জ্বলছিল।

'যেই সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এই বিষয়ে তোমার মতামত কী দানদান ?' শাহরিয়ার জিজ্ঞেস করল।

'আশা করা হচ্ছিল সুলায়মান আল জিনিকে গভর্নর করা হবে সেই গভর্নর হয়েছে।'

'তুমি কি একটা বিষয় লক্ষ করেছে প্রজারা যখন ঘুমায় তখন ভালো এবং মন্দও এর সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রদেশের গভর্নর হিসেবে সুলায়মান আল জিনি যদি সফল হয় তাহলে দেশের ওপর নেমে আসবে রহমতের বৃষ্টি।'

'এ সবই সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমত এবং সম্রাটের বিচক্ষণতা।'

'কিন্তু কঠোরতাও এখানে আছে যা সুলতানকে গদিচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করে।'

'তবে আমার বিশ্বাস মাননীয় সুলতান আপনার বিজ্ঞতাই আপনাকে আপনার মূল লক্ষ্যে পৌঁছে দিচ্ছে। কঠোরতা নয়।'

তার কথা শুনে সুলতান উচ্চস্বরে হেসে উঠল। রাতের নীরবতায় সেই হাসি প্রতিধ্বনি হয়ে বারবার ফিরে আসছিল।

'দানদান তুমি একটা ভণ্ড ছাড়া আর কিছুই নও। তুমি কি জানো সেই পাগল লোকটা কী বলেছিল। পাগল লোকটা বলেছে মাথায় কোনো শব্দ হলে সেই শব্দ সমস্ত শরীরে গিয়ে পৌঁছায়। পচন যদি মাথা থেকে ধরে তাহলে সারা শরীরের পচন ঠেকানোর কোনো উপায় নেই। সে আমার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়েছিল। যেটা একটা পাগলের পক্ষেই সম্ভব। সে সব গোপন খবরই জানে। আমাকে তুমি কি বলবে এই পাগলটা কোথেকে এই সমস্ত জ্ঞান অর্জন করেছে ?'

'আমি কীভাবে বলব মাননীয় সুলতান এই পাগলটার মাথার ভেতর কী খেলা করছে।'

'সে বলছে যে প্রাক্তন পুলিশপ্রধান গামাস আল বালতির সময়কাল থেকে সমস্ত গোপন অন্যায়ের খবর সে জানে।'

'মাননীয় সুলতান এ আর এমনকি। সে এখনো দাবি করে যে সেই হচ্ছে প্রাক্তন পুলিশপ্রধান গামাস আল বালতি। অথচ তার দাবি যে সম্পূর্ণ মিথ্যে সেটা গামাস আল বালতির বাড়ির সামনে গামাসের কাটা ঝুলন্ত মাথাটাই তার প্রমাণ দিয়ে চলেছে দীর্ঘদিন। এমন হতে পারে যে সে অতিপ্রাকৃতিক কিছু ক্ষমতা রাখে।'

'শাহারজাদ আমাকে শিক্ষা দিয়েছে যে যুক্তি দিয়ে যেন আমি মিথ্যেকেও বিশ্বাস করি। তুমি হয়ত জানো না যে যখন রাত নেমে আসে তখন আমার কাছে মনে হয় যে আমার চেয়ে দরিদ্র আর অসহায় কেউ নেই।'

২.

'আমি তো ভয় পাচ্ছি যে আমাদের মধ্যে বিরক্তি আর একঘেয়ে চলে আসছে যেটা আমাদেরকে নতুন কাজ করা থেকে নিরুৎসাহিত করবে।' দুষ্ট মহিলা জিন তার সাথি সাখরাবাতকে বলল।

'কিছু করার মতো কোনো সুযোগই আসছে না। আর সুযোগগুলো এমন যে সেগুলো আপনা আপনিই তৈরি হয়।'

তাদের কথার মাঝে হঠাৎ বুড়ো জিন কামকামের গলার স্বর গাছের অনেক উঁচু থেকে ভেসে আসল।

'তোমাদের মধ্যে অস্থিরতা আর হতাশা ফুটে ওঠা তো খুশির কথা। এটা সবার জন্য ভালো লক্ষণ।'

'তুমি একটা প্রাচীন অথর্ব বুড়ো চুপ করো।' জামবাহা তার দিকে তাকিয়ে খেকিয়ে উঠল।

'পৃথিবীটা চলে এর মালিকের নির্দেশে আর তার পবিত্র আলোতে। সেই আলোতে গামাস আল বালতি, প্রেমিক হৃদয় নুরুলদিনরা রাতের আঁধারে এবং দিনের আলোতে চলাফেরা করে। তুমি দেখো দুষ্ট নাপিত উগার এখন তার দোকানে বসে ব্যবসা করে যাচ্ছে। তার মনে কোনো অসৎ চিন্তা আসলে সে সেটাকে মাথা থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দিচ্ছে। রক্ত পিপাসু শাহরিয়ারও আজ পরিবর্তন হয়ে গেছে।' কামকামের পাশ থেকে জিন সিনগাম কথাগুলো বলল।

'তোমরা আসলে কিছুই দেখনি। এই সব কিছুরই একটা কুৎসিত ছায়া আছে। আগুনের ছাইয়ের নিচেই চাপা আগুন আর জ্বলন্ত অঙ্গার থাকে।' সাখরাবাত বিদ্রুপ করে বলল।

৩.

খুব আস্তে ধীরে একটা পরিবর্তন শুরু হচ্ছিল। তারপর হঠাৎ করেই সেটা বজ্রধ্বনির মতো হুংকার দিয়ে উঠল।

ঐ রাতে ইমরিসের কফিখানায় পানিবাহক ইব্রাহিম আচমকা তার ঠাণ্ডা স্বভাব থেকে পরিবর্তিত হয়ে চরম উত্তেজিত স্বরে কফিখানার ভেতর চিৎকার করে বলতে লাগল, 'এই তো কয়েকদিন আগে আমি লালকুঠিতে পানি নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

'তুমি একটা অপদার্থ ! এটা আর নতুন কী ?' কুজো শামলুল তার কর্কশ গলায় বলল।

পানিবাহক তখনো উত্তেজিত গলায় বলল, 'সেই ঘরের গৃহকর্ত্রীকে আমি একপলক দেখেছিলাম। আহ ! খোদাকে ধন্যবাদ। কী রূপ তার।'

'বুড়ো বয়সে তোমাকে পাগলামিতে ধরেছে।' জুতোর মিস্ত্রি মারুফ বলল।

'সেই গৃহকর্ত্রীকে এক নজর দেখেই আমার পেটে যেন দশ পাত্র মদে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।' দুঃখের সুরে ইব্রাহিম বলল।

'ইব্রাহিম বলো তো সেই রমণী দেখতে কেমন। তার রূপের বর্ণনা আমাদের কাছে দাও। পুরো ঘটনাটাই আমাদের কাছে খুলে বলো।' ডাক্তার আব্দুল কাদের মাহিনি বলল।

'তার রূপের বর্ণনা দেয়ার মতো নয়। আমি খোদার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।' পানিবাহক বলল।

দুই রাত পর মোটমুজুরে রাগাব বলল, 'আজকে আমাকে একটা বোঝা নিয়ে সেই লালকুঠিতে যেতে হয়েছিল।'

তার কথা শুনে কফিখানার সবাই তার দিকে ঘুরে তাকাল।

সে বলতে লাগল, 'আমি ঘরের সেই মেয়ে মানুষটিকে দেখেছি। খোদার কাছে আমি ঐ রমণী রূপের আগুন থেকে আশ্রয় চাই।'

বিষয়টা আর ঠাট্টার পর্যায়ে রইল না। মানুষের অধৈর্য অন্তর সেটাকে খুঁজে বের করার জন্য অস্থির হয়ে গেল। অস্ত্রের বাজারের পাশেই যেখানে লালকুঠিটা অবস্থিত সেখানে খোঁজ নেয়া শুরু করল।

লালকুঠিটা এর মালিক প্লেগে মারা যাওয়ার পর দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল। বাড়িটার দেয়ালগুলো ধসে পড়েছিল। বাগানটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই একজন অপরিচিত মহিলা তার একজন দাসীসহ বাড়িটা ভাড়া নেয়ার পর থেকেই পুরো বাড়িটার চেহারাটা পাল্টে গেল।

গভীর রাতে বাড়ির দেয়ালের ওপাশ থেকে আশ্চর্য জাদুময় সংগীত শোনা যায়।

ফলে গুজব ছড়ানে ওস্তাদ নাপিত উগার তার কাছে যত লোক চুল দাড়ি কাটাতে আসত সবার সাথে সে মহিলাটির বিষয় নিয়ে গল্প করা শুরু করে দিল।

'এই মহিলাটা আমাকে বাধ্য করছে আমার সৎ প্রতিজ্ঞা থেকে দূরে সরে আসতে। সে আমার মধ্যে একটা যন্ত্রণা তৈরি করেছে।' সে বলতে থাকল।

উগার আরো বলতে থাকল, 'তোমরা তো জানো না এই মহিলা তার বাসায় আমাকে যেতে বলেছে; আমি যেন তার নখগুলো ঠিক করে দিয়ে আসি। আরে ভাই সে তো সাক্ষাৎ আগুন।'

উগার আরো জানতে পারল যে এই মহিলার নাম হচ্ছে আনিসাতুল জালিস। এই সুন্দরীকে নিয়ে নানা ধরনের কাহিনী উপকাহিনী ছড়াতে শুরু করল। কেউ কেউ বলল মহিলার ত্বক দুধের মতো ধবধবে সাদা। কেউ বলতে থাকল কাঁচা সোনার মতো রং।

কেউ বলল সে দেখতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। আবার কেউ বলল দেখতে বেশ ক্ষীণকায়।

কিন্তু সবার গুজবই পুরো বিষয়টাকে একটা জটিলতার মধ্যে ফেলে দিচ্ছিল।

৪.

ইউসুফ আল তাহিরই প্রথম ব্যক্তি যে কিছু একটা কাজ শুরু করল। তার কাজ থেকে চাকরিচ্যুত হওয়ার পর একজন সম্পদশালী লোক হওয়া সত্ত্বেও কোনো কাজ না থাকায় সে খুব অস্থির হয়ে পড়েছিল। তাই কোনো কাজ না থাকায় একরাতে সে লালকুঠিতে গেল। দরজায় ঠকঠক করে শব্দ করল।

একটা দাস দরজা খুলল। 'কী চান আপনি?' দাস জিজ্ঞেস করল।

'আমি একজন অপরিচিত ভিনদেশি পথিক। ভদ্রমহোদয়ের বাড়িতে রাতটা থাকার জন্য একটু আশ্রয় চাইতেছি।' বেশ দাম্ভিকতার সাথেই উত্তর দিল ইউসুফ আল তাহির যে এক সময় দুর্দান্ত দাপটে এই শহরটাকে শাসন করত।

দাসটা কিছুক্ষণের জন্য ভেতরে চলে গেল। তারপরই আবার দরজা খুলে এসে দাঁড়াল।

'আপনাকে স্বাগতম হে ভিনদেশি পথিক আরেক ভিনদেশির বাড়িতে।'

বাড়ির সেবক ইউসুফ আল তাহেরকে ঘরের ভেতর একটা অভ্যর্থনা কক্ষে নিয়ে গেল। ইউসুফ অভ্যর্থনা কক্ষে ঢুকে চমকে উঠল। সারা ঘর জুড়ে শুধু শৈল্পিক রুচির ছাপ। ঘরের মেঝেতে পারস্যের গালিচা বিছানো। সোফাগুলো আনা হয়েছে আন্দালুসিয়া থেকে। শুধু তাই নয় চীন ভারত থেকেও অনেক দামি জিনিস দিয়ে পুরো ঘরটাকে সাজানো হয়েছে। এত সৌখিন বিলাসবহুল ঘর রাজা রাজড়াদের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও খুব একটা দেখা যায় না।

দামেস্কের কাপড় দিয়ে নিজের শরীর আর মুখ ঢেকে একজন মহিলা তার সাথে দেখা করতে আসল।

'আপনি কোন দেশ থেকে এসেছেন ভিনদেশি পথিক।' মহিলাটি বসতে বসতে প্রশ্ন করল।

'আমি কোনো ভিনদেশি নই। মূল কথা হলো আমি একজন জীবন প্রেমিক।' সে বলল।

'সুলতানের শপথ আপনি আমাদের সাথে প্রতারণা করেছেন।'

'সে জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আমাকে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা বলেছেন যে আমি সৌন্দর্যের জন্যই বেঁচে থাকব, এবং সৌন্দর্যের কারণেই মারা যাব।'

'আমি বিবাহিত।' মহিলাটি খুব দৃঢ়তার সাথে বলল।

'সত্যি ?' সে খুব চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'কিন্তু আমি জানি না আমার স্বামী কবে আমার সাথে দেখা করবে।' মহিলাটি বলল।

'কী আশ্চর্য কথা।' ইউসুফ বলল।

'এটা নিশ্চয়ই আপনার চেয়ে আশ্চর্য নয়।' মহিলাটি বিড়বিড় করে বলল।

কথা শেষ করে সুন্দরী মহিলা তার মুখের নেকাবটা খুলে ফেলল। সাথে সাথেই চারদিকে রূপের ঝলকে চোখ ঝলসে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো। যেন সূর্যের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। সুন্দর মুখটা দেখে ইউসুফ আল তাহির নির্বাক হয়ে ভাবছিল এই রূপটাই হয়ত সে তার স্বপ্নে সব সময় লালন করে আসছিল। সে তার পকেট থেকে হাতির দাঁতের একটা বক্স বের করে সুন্দরীর পায়ের মাঝে রাখল। এটার মধ্যে স্বর্ণের একটা অলঙ্কার ছিল যেটা সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করে।

কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল, 'পৃথিবীর সবচেয়ে দামি অলঙ্কারও আপনার পায়ের কাছে যথেষ্ট নয়।'

ইউসুফ আল তাহির তার ভাগ্য কী সিদ্ধান্ত নেয় সেটার জন্য অপেক্ষা করছিল।

'আপনার এই উপহার গ্রহণ করা হলো।' সুন্দরী খুব নরম স্বরে বলল।

আনন্দে প্রায় নেচে উঠল ইউসুফ আল তাহির। সে তার দুই হাত দিয়ে সুন্দরীর পা জড়িয়ে ধরল। তারপর মাথা নিচু করে তার পায়ে চুমু খেতে থাকল।

৫.

ইউসুফ আল তাহিরকে দিয়ে লালকুঠির দরজাটা উন্মুক্ত করা হলো। শুরু হলো শহরের ধনী লোকদের আনাগোনা। দরিদ্ররা শুধু আফসোস করত আর দুঃখ করত। অস্ত্রের বাজারের কাছে অবস্থিত লালকুঠিটা সবার দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো।

হুসাম আল ফিকি থেকে শুরু করে হাসান আল আত্তার, জালিল আল বাজ্জাজসহ সবাই সেদিকে মনোযোগী হয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে লালকুঠিতে মানুষের ভিড় বাড়তেই থাকল। মানুষ তার সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

নিজের বিবেক বুদ্ধি চিন্তা চেতনা সব পরাস্ত হয়ে গেল একজন সুন্দরীর রূপের কাছে। বুদ্ধি আর প্রজ্ঞা দূর হয়ে সেই জায়গাটা দখল নিল বোকামি আর নির্বুদ্ধিতা।

আনিসা আল জালিস খুব চমৎকার মনমোহিনী জাদুকরী ছিল। কোনো কিছুই তার তৃষ্ণাকে মেটাতে পারত না। যত দিন যেতে লাগল ততই তার চাহিদা আর আবেদন বাড়তে থাকল। তার কাছে যারাই যেত কেউ কাউকে হিংসায় সহ্য করতে পারত না।

মনে হচ্ছিল সারা শহরের লোকজনই একটা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

৬.

ঐদিনগুলোর কার্যকলাপ নিয়ে ব্যবসায়ী সাহলুল তেমন কিছু একটা জানত না। সে ছিল একজন নিলামদার। নিলামে অন্যের বাজেয়াপ্ত সম্পদ ক্রয় করে নেয়া। যখনই কারো সম্পদ নিলামে উঠে তখনই সে সেখানে উপস্থিত হয়। সেই শহরে প্রথমই পতন ঘটল হুসাম আল ফিকির। আনিসা আল জালিসের পিছনে ঘুরেই তার সমস্ত সম্পদ উজাড় হয়ে গেল। সে সম্পদের ক্ষতিতে মোটেও আফসোস করছিল না বরং সে আনিসা আল জালিসকে হারানোর কারণে আফসোস করছিল। 'একজন মানুষকে সে নিজে ছাড়া কেউ ধ্বংস করতে পারে না। মানুষ নিজের দোষেই নিজে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।' সে বলল–

'আবার একজন মানুষ ইচ্ছে করলে নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারে।' সাহলুল বেশ হেয়ালি করে বলল।

তার পতনের পরই সে জালিল আল বাজ্জাজ আর হাসান আল আত্তারের সাথে এসে যোগ দিল। আর শহরের গদিচ্যুত গভর্নর ইউসুফ আল তাহির তখন ধ্বংসের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

সাহলুলের কথা শুনে নাপিত উগার বলল, 'জনাব কিছু মানুষ আছে যারা অন্যের বিপদগ্রস্ততা থেকে ফায়দা লুটে নেয়।'

'আবার সেই লোকগুলো যদি কোনো অন্যায় করে তাহলে তারা এর ফলও ভোগ করে থাকে।' সাহলুল উত্তরে বলল।

'মহামান্য আপনি যদি একবার সেই মহিলাটিকে দেখতেন তাহলে আপনার অন্তরও ঐ সুন্দরীর রূপসৌন্দর্যে পাগলপারা হয়ে যেত।' উগার বেশ বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

'ঐ রূপসী শয়তানের হাসি ছাড়া আর কিছুই না।' সাহলুল বলল।

'আমি ভেবে আশ্চর্য হই আপনি কীভাবে ঐ রমণীর প্রেমে পড়ছেন না। তাকে দেখতে আকুলতা বোধ করছেন না।'

'শোন, এটা হলো প্রকৃতির নিয়ম যে প্রতিটি অদ্ভুত শহরেই একজন করে বিচার বিবেকসম্পন্ন লোক থাকবে।' সাহলুল হাসতে হাসতে বলল।

একরাতে সাহলুল যখন একা একা অবসরে অন্ধকারে হেঁটে বেড়াচ্ছিল তখন তার পথের সামনে পুণ্যবান জিন কামকাম ও সিনগাম এসে হাজির হলো। তারা একে অপরকে খুব শ্রদ্ধার সাথে অভিবাদন জানাল।

'দেখুন শহরে কী এক নির্বুদ্ধিতার উৎসব শুরু হয়েছে!' কামকাম বলল।

'আমি হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছি। এখন কোনো কিছুই আমাকে আর অবাক করে না।' সাহলুল বলল।

'একদিন এই পাপ করতে করতে মানুষের আত্মাগুলো ধরা খেয়ে যাবে।' জিন সিনগাম বলল।

'মৃত্যুর পূর্বে হয়ত এরা অনুশোচনা করার সুযোগ পাবে।'

'কেন এই দুর্বলদেরকে সাহায্য করার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দেয়া হচ্ছে না?'

'আল্লাহ এদেরকে সাহায্যের জন্য আরো অনেক কিছু দিয়েছে। তাদেরকে আত্মা আর বিবেক দেয়া হয়েছে যা তাদেরকে রক্ষা করবে।' সাহলুল খুব স্বাভাবিকভাবেই বলল।

৭.

হুসাম আল ফিকি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে লালকুঠির বড় দরজার সামনে গিয়ে কড়া নাড়তে লাগল। কিন্তু তার এই উন্মত্ত আহ্বানে কেউ সাড়া দিল না। কেউ দরজা খুলল না।

'এই কে আছ দরজাটা খোলো। আমি আর পারছি না। দরজাটা খোলো। আহ! প্রিয়তমা আনিসা।' সে রাগে ক্রোধে পাগল হয়ে চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু তার সেই চিৎকার লালকুঠির কারো কানেই পৌঁছল না। অবশেষে সে লাল কুঠির প্রাচীরের এক অন্ধকার কোনায় বসে পড়ল। খুব শিগগির সে দেখতে পেল কেউ একজন দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির পাশেই একটা ঝুলন্ত বাতির আলোয় সে দেখতে পেল লোকটাকে। এটা হলো তার প্রাক্তন মনিব শহরের পদচ্যুত গভর্নর ইউসুফ আল তাহির।

লোকটা লালকুঠির দরজায় কড়া নারার সাথে সাথে দরজাটা খুলে গেল। দরজা খোলার সাথে সাথে হুসাম আল ফিকি সে দিকে দৌড়ে গেল। কিন্তু দরজার প্রহরী তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'মাননীয় হুসাম আমি দুঃখিত। আপনি ঢুকতে পারবেন না।'

ক্রোধে পাগল হয়ে হুসাম প্রহরীর গালে সজোরে চড় মেরে বসল।

ইউসুফ আল তাহির তার দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো আর ভদ্র আচরণ করার চেষ্টা করো।'

'সম্পদ আর বিশ্বাস সবই তো আমার গেছে। এখন আমার জন্য আর কী-ইবা অবশিষ্ট আছে বলতে পারেন?' রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে বলল।

ইউসুফ আল তাহির যখন ঘুরে ভেতরে প্রবেশ করতে যাবে তখনই হুসাম আল ফিকি ক্রুদ্ধ বাঘের মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিষাক্ত ছুরি দিয়ে ইউসুফ আল তাহিরের বুকের ভেতর কোপ বসিয়ে দিল। এই অবস্থা দেখে লালকুঠির প্রহরী দাসটা এমন জোরে চিৎকার করল যে তার সেই চিৎকারে শহরের ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভেঙে গেল।

৮.

হুসাম আল ফিকি পালানোর কোনো চেষ্টাই করল না; তাকে বন্দি করা হলো।

বাইউমি আল আরমাল দুঃখের সাথে বলল, 'আমার পুরাতন বন্ধু আমি সত্যিকার অর্থেই খুব দুঃখিত।'

'বাইউমি দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। এটা অনেক পুরাতন একটা গল্প যেটা আবার নতুন করে উত্তাপ ছড়াচ্ছে। এই গল্প হলো ভালোবাসা, পাগলামি আর খুনের গল্প।' হুসাম বেশ শান্তভাবে বলল।

৯.

দাসটা আনিসা আল জালিসকে বলল, 'আমার প্রিয়তম জামবাহা খুব শিগগির পুলিশপ্রধান বাইউমি আল আরমাল আমাদের বাড়িতে তার পদধূলি দিতে আসবেন।'

'আমরা যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলাম সেভাবেই তার জন্য অপেক্ষা করব সাখরাবাত।' মহিলাটি বলল।

'তোমার এই বুদ্ধিপূর্ণ মাথায় আমাকে একটা চুমু খেতে দাও।'

১০.

হুসাম আল ফিকির বিচারকার্য শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তার শিরোচ্ছেদ করা হলো।

এর পরই গভর্নর সুলায়মান আল জেনি পুলিশ প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তার সাথে ছিল ব্যক্তিগত সহকারী ফাদিল ইবনে খাকান, এবং প্রাসাদের কর্তা ব্যক্তি আল মুইন ইবনে সাউই।

পুলিশপ্রধান বাইউমি আল আরমালকে লক্ষ্য করে গভর্নর বললেন, 'প্রত্যক্ষদর্শীরা কী বলছে? কয়েক ডজন লোক দেউলিয়া হয়ে গেল, দুজন মানুষ

মারা গেল শুধু মাত্র রহস্যময়ী দুশ্চরিত্রা মেয়ে মানুষের জন্য ? পুলিশপ্রধান তুমি কোথায় ছিলে ?'

'জনাব অশ্লীল এই কাজগুলো হয় খুব গোপনে। তখন আমরা শিয়া খারিজির সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।' পুলিশপ্রধান বাইউমি আল আরমাল বলল।

'এই কথা বললে হবে না। তুমি হলে ইসলামের ন্যায়বিচারের চোখ। এই দুশ্চরিত্র মহিলার বিষয়ে খবর নাও। এই মহিলার অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করো। সুলতানের সামনে উপস্থিত হওয়ার আগে তুমি যেই ভালো কাজগুলো এখনো করো নাই খুব শিগগির সেগুলো করার ব্যবস্থা করো।'

১১.

পুলিশপ্রধান তার দলবল নিয়ে লালকুঠির অভ্যর্থনা কক্ষে দাঁড়িয়ে তার চারপাশটা অবাক হয়ে দেখছিল। সুলতানের প্রাসাদ কি এর চেয়েও সুন্দর নাকি ? মুখে নেকাব আর হিজাব লাগিয়ে বেশ ঢেকেঢুকে খুব ভদ্রভাবে মহিলাটা এসে তার সামনে উপস্থিত হলো।

'আমাদের এই দরিদ্র ঘরে পুলিশপ্রধানকে স্বাগতম।'

'তুমি তো খুব ভালো করেই জান তোমার বাড়ির সামনে কী অপরাধটা ঘটে গেছে।' পুলিশপ্রধান বেশ রুক্ষভাবে বলল।

'সেটা আমাকে আর মনে করিয়ে দিবেন না। ঐ ঘটনাটা ঘটার পর থেকে আমি এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমাতে পারিনি না।' সুন্দরী রমণী খুব ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল।

'আমি তোমার রং ঢং দেখতে চাই না। আমাকে সোজাসাপ্টা সত্য কথা বলবে। তোমার নাম কী ?' বেশ তীব্রভাবেই সে জিজ্ঞেস করল।

'আনিসা আল জালিস।'

'নামটা খুব সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। তুমি এসেছ কোন দেশ থেকে ?'

'আমার মা হলেন ভারতীয়, আমার বাবা পারসিয়ান, আর আমার স্বামী আন্দালুসিয়ান।'

'তুমি কি বিবাহিত ?'

'হ্যাঁ। আমি এই মাত্র আমার স্বামীর কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। তিনি খুব শিগগিরই আসছেন।'

'তুমি যে শহরে এই নষ্টামি করে বেড়াচ্ছ তোমার স্বামী কি বিষয়টা জানে ?'

'আল্লাহ ক্ষমা করুক। আমি একজন সম্মানিত সম্ভ্রান্ত মহিলা।'

'তাহলে যে লোকগুলো প্রায় তোমার সাথে দেখা করতে আসে তারা কারা ?'

'তারা শহরের ভদ্র আর অভিজাত লোকজন। এরা আমার সাথে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন নিয়ে কথা বলতে আনন্দ পায়।'

'তোমার ওপর খোদার লানত। শুধু এই জন্যই কি তারা দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করছে ?'

'তারা খুবই উদার ছিল। আর এটা নিশ্চই আমার দোষ নয়। তারা যখন আমাকে কোনো উপঢৌকন দিত তখন সেটা গ্রহণ করাটাকে আমি ভদ্রতা মনে করতাম। কিন্তু আমি তো জানতাম না কীভাবে তাদের মধ্যে এমন ভয়ংকর একটা ঘটনা ঘটে গেল।'

'তোমার অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।' বাইউমি বেশ ধৈর্যের সাথে বলল।

পুলিশপ্রধান তার দলবলকে নির্দেশ দিলেন মহিলার ঘর অনুসন্ধান করে যত মূল্যবান হীরা জহরত, দামি পাথর, অলঙ্কার এবং টাকা পয়সা যা পাওয়া যায় সব বের করে নিয়ে আসতে। এই সময় তারা দুজনই চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাইউমি মহিলার নেকাবের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বারবার তাকাচ্ছিল। কিন্তু মহিলার চেহারায় কোনো উদ্বেগ বা চিন্তার ছাপ দেখা যাচ্ছিল না। যেন মহিলাটি নিজেকে ভাগ্যের কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে।

'আমি আজ থেকে আমার আসবাবপত্রগুলো বিক্রি করে আমার জীবিকা নির্বাহ করা শুরু করব ?' মহিলাটি বেশ ভর্ৎসনার সুরে বলল।

বাইউমি খুব ঘৃণার সাথে তার কাঁধটাকে একটু ঝাকাল।

আর সেই মুহূর্তেই মহিলাটি তার মুখের নেকাবটি ফেলে দিয়ে বলল, 'আমি দুঃখিত আজকে খুব অসহনীয় গরম।'

বাইউমি মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়ে বোকা হয়ে গেল। সে তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বজ্রাহতের মতো সে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল। সে কিছুতেই তার চোখ দুটিকে মহিলার চেহারা থেকে সরাতে পারছিল না। মনে হলো সে যেন পাগল হয়ে যাচ্ছে। সে তার আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছাশক্তি সব কিছু যেন হারিয়ে বসেছে যেন সে নিজের হাতে পুলিশপ্রধানকে কবর দিল আর সেই কবর থেকে শত শত জিন বের হয়ে আসতে থাকল। পুলিশপ্রধানের দলবল পুরো বাড়িটা ছুটোছুটি করে সব কিছু অনুসন্ধান করতে লাগল। কিন্তু বাইউমি আল আরমালের সেদিকে কোনো খেয়াল নেই।

'মাননীয় পুলিশপ্রধান তাদেরকে বলুন একটু ভদ্র ব্যবহার করতে।' মহিলাটি আবার অনুরোধ করে বলল।

পুলিশপ্রধান পরিস্থিতি অনুযায়ী মহিলাটিকে খুব কড়া একটা ধমক দিতে চাইলেন। কিন্তু একই সাথে তার খুব ইচ্ছা করছিল মহিলাটিকে খুব নরমভাবে কিছু বলতে। যাই হোক পুলিশপ্রধান কিছু বলতে না পেরে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল।

১২.
মাঝরাতের দিকে বাইউমি আল আরমাল নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না। সে গোপনে লালকুঠির উদ্দেশে ছুটে বের হয়ে গেল। নিজেকে বুঝ দিল এই বলে যে এটা হলো ভাগ্যের নির্ধারণ যা থেকে ফিরে আসার কোনো উপায় নেই। সে যখন লালকুঠির ভেতর ঢুকল তখন তাকে দেখে জাদুকরী সেই মহিলাটি বলল, 'হায় পুলিশপ্রধান বাজেয়াপ্ত করার মতো আমার আর কোনো সম্পদ অবশিষ্ট নেই।'

'আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করেছিলাম মাত্র।' খুব নরম স্বরে বাইউমি বলল। 'কিন্তু এখন তুমি যাকে দেখছ সে অনেক দয়ালু আর কোমল অন্তরের।' কথাটা বলেই সে মহিলার পায়ের কাছে একটা মূল্যবান অলঙ্কার ছুড়ে মারল।

মেয়েলোকটি খুব কোমলভাবে হেসে বিড়বিড় করে বলল, 'আপনি তো খুব উদার আর দুঃসাহসিক পুরুষ।'

পুলিশপ্রধান তার হাঁটু ভাঁজ করে মহিলাটির পায়ের কাছে বসে পড়ল। তারপর জাদুকরী সুন্দরী মেয়েটির পা ধরে সেখানে চুমু খেতে শুরু করল।

১৩.
রাজকোষাগার থেকে যাদেরকে ভাতা দেয়া হতো তারা হঠাৎ করে অভিযোগ করা শুরু করল যে তাদেরকে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ভাতা দেয়া হচ্ছে না। বিষয়টা গভর্নরের কানে পৌঁছলে সে তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করল। গোপন গোয়েন্দাদের নির্দেশ দিল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে। সে তার ব্যক্তিগত সহকারী ফাদিল ইবনে খালাম এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠাল। তারপর সে পুলিশপ্রধানকে একটা সুষ্ঠু রিপোর্ট পাওয়ার জন্য ডেকে পাঠাল।

বাইউমি আল আরমাল উপস্থিত হলো। তার চেহারায় চোখে মুখে উদাসীন একটা ভাব। গভর্নর তার দিকে খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'আমি তোমার মধ্যে অন্য আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছি যাকে আমি চিনি না।'

'জনাব আগের সেই বাইউমি ধ্বংস হয়ে গেছে।'

'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে তুমি কোনো মুসলমানের টাকা মেরে খেয়েছ।'

'আমাকে পাগলে পেয়েছে। সেই পাগলটাই এই সব করেছে।'

সাথে সাথে বিচারকার্য শুরু হয়ে গেল। বাইউমির শিরোশ্ছেদ করতে রায় দেয়া হলো। তার জায়গায় পুলিশপ্রধান হিসেবে নিয়োগ পেল আল মুইন ইবনে সাবি। আর সেই জাদুকরী রমণী আনিসা আল জালিসের সমস্ত সম্পদ আবার বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেয়া হলো। আনিসার লালকুঠির সামনে সার্বক্ষণিকের জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করা হলো যেন কেউ বাড়িতে প্রবেশ করতে না পারে।

১৪.
মহিলাটির বিচারের বিষয়টি কেন্দ্রীয় মুফতির কাছে হস্তান্তর করা হলো। কিন্তু নতুন পুলিশপ্রধান বললেন যে এই মহিলার অসামাজিক কার্যকলাপের সুষ্ঠু প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি।

পুলিশপ্রধান মুইন পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে বসে কাজ করছিলেন তখন তার সাথে দেখা করার জন্য একজন সুন্দরী অনুমতি চাইল।

পুলিশপ্রধান মেয়েটির দিকে খুব তাচ্ছিল্যের সাথে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে আর এখানে কী চাও ?'

'আমি আনিসা আল জালিস। আমাকে এতদিন শুধু ভুল বোঝা হচ্ছে।' মেয়েটি বেশ ত্যাজের সাথে কথাগুলো বলল।

মুইন এবার তার দিকে একটু মনোযোগ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী চাও ?' সে কড়াভাবে বলল।

মেয়েটি তার মুখের ওপর থেকে নেকাবের আবরণ সরিয়ে বলল, 'আপনি আমার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছেন। এখন আমি নিঃস্ব। বলুন আমি কী করব এখন।'

জাদুকরী আনিসার অনিন্দ্য সুন্দর চেহারার দিকে তাকানোর সাথে সাথে পুলিশপ্রধানের মনে হলো সে কোনো কিছুই শুনতে পারছে না। এমনকি মেয়েটি কী বলছে সেটাও তার মাথার ভেতর ঢুকছে না। মনে হলো সে যেন পৃথিবীর সব কিছু ভুলে গেছে। এমনকি নিজেকেও। সে নিজেকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করল। কিন্তু বারবার সে ব্যর্থ হচ্ছিল। সে শুনতে পেল মেয়েটি আবার তার কথাগুলো বলছে। কিন্তু পুলিশপ্রধান অনেক চেষ্টা করেও তার কথাগুলো বুঝতে পারল না।

'তুমি কী বললে আবার বলো ?' পুলিশপ্রধান বেশ গভীর একটা শ্বাস নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল।

'আমি বলছিলাম আপনি আমাকে এখন কোনো একটা দাতব্যখানায় পাঠিয়ে দেন।' মেয়েটি বলল।

'তোমার প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমি কখন পর্যাপ্ত সম্পদ পাঠাব ?' সে নিজের অবস্থান সম্পূর্ণভাবে ভুলে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল।

'আমি আপনার জন্য দুপুরের প্রার্থনা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করব।' মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল।

১৫.
ডাইনি নারী আনিসা আল জালিস পূর্ণ শক্তি নিয়ে বিজয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। তাকে জয়ী হতেই হবে। সে দুষ্ট জিন সাখরাবাতের মতো বিকট একটা হাসি দিল।

সেই মুহূর্তেই সে গভর্নরের ব্যক্তিগত সহকারী ফাদিল ইবনে খাকানের সাথে দেখা করতে গেল। সে ফাদিল ইবনে খাকানের সাথেও একই আচরণ করল। তাকে আসরের নামাজের সময় দেখা করার জন্য সময় দিয়ে আসল। এর পর সে চলে গেল সুলায়মান আল জেনির কাছে। তাকেও সকলের মতো মোহগ্রস্ত করে মাগরিবের নামাজের সময় দেখা করার জন্য বলে আসল। এর পর সে গেল সুলতানের ভায়রা পাগল প্রেমিক নুরুলদিনের কাছে। তাকেও মাগরিবের নামাজের পর দেখা করার জন্য সম্মতি নিয়ে আসল। শুধু তাই না সে একইভাবে উজির দানদান এমনকি স্বয়ং সুলতানকেও পটিয়ে ফেলে তাকেও দেখা করতে রাজি করিয়ে ফেলল।

সবগুলো মানুষ মেয়েটার সাথে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এমনকি উজির আর স্বয়ং সুলতান শাহরিয়ারও।

১৬.

আল মুইন ইবনে সাবি পৃথিবীর সব কিছু ভুলে মোহাচ্ছন্ন হয়ে নির্দিষ্ট সময় জাদুকরী রূপসী আনিসা আল জালিসের সাথে দেখা করার জন্য ছুটে আসল। লালকুঠিতে ঢুকেই সে উন্মোত্ততার সাথে সুরা পান করল। সে আগ পিছু সব ভুলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। এমনকি নিজের অবস্থানও সে ভুলে গেল। কখনো কখনো সে ভৃত্যের হাত থেকে মদ নিয়ে খাওয়া শুরু করল আবার কখনো আনিসার হাত থেকে নিয়ে পান করতে থাকল। একসময় সে পুরো মাতাল হয়ে নিজের জামা কাপড় সব খুলে ফেলে আনিসাকে নিয়ে বিছানার দিকে এগুতে থাকল। যখন সে আনিসাকে নিয়ে বিছানায় প্রায় শুয়ে পড়ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে একজন দাস এসে আনিসার কানে কানে যেন কোনো গোপন খবর বলছে এইরকম করে ফিসফিস করে কিছু একটা বলল। আনিসা সাথে সাথেই বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। তার অনিন্দ্য সুন্দর শরীরটাকে কাপড় দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে বলল, 'আমার স্বামী চলে এসেছে।' সে খুব ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল। এই কথা শোনার সাথে সাথে মুইন ইবনে সাবির মাথা থেকে সমস্ত পাগলামি আর মাতলামি দূর হয়ে গেল।

সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না এখন কী করবে। আনিসা তাকে পাশের একটা রুমে ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে একটা বাক্সের ভেতর ভরে তালা আটকে দিল।

'তুমি এখানে বেশ নিরাপদ থাকবে। সময় আসলেই তোমাকে বের করা হবে। ভয় নেই।' আনিসা বেশ ভয়ে ভয়ে বলল।

'আমার কাপড়গুলো দিয়ে যাও।' লোকটি চিৎকার করে বলল।

'তোমার কাপড়গুলোও নিরাপদে আছে। এখন চুপচাপ বসে থাকো। একটা শব্দও করবে না বা নড়াচড়া করবে না। যদি কেউ টের পেয়ে যায় তাহলে আমাদের দুজনকেই মরতে হবে।' সুন্দরী চলে যেতে যেতে বলল।

১৭.

একজনের পর একজন আনিসার সাথে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সবাই দেখা করতে আসল।

ফাদিল ইবনে খাকান, সুলায়মান আল জিনি, নুরুলদিন, উজির দানদান এবং সুলতান শাহরিয়ার।

এরা সবাই আনিসার লালকুঠিতে এসে পাগলামি করল, মদ খেল এবং অবশেষে উলঙ্গ হয়ে জাদুকরী জিন আনিসার সাথে নাচানাচি করল। আর আনিসা এদের সবাইকে কাঠের আলমারিতে স্বামীর কারণ দেখিয়ে বন্দি করে রাখল।

'আগামীকাল বাজারে তাদের কাপড়সহ এই কাঠের আলমারিগুলো আমি বিক্রি করব।' সে তাদেরকে বলল।

আনিসা হাসতে হাসতে বলতে থাকল, 'বাজারের লোকেরা দেখবে তাদের মহামান্য সুলতান আর সুলতানের রাজপ্রাসাদের উর্ধ্বতন কর্মচারীদের উলঙ্গ অবস্থায় বিক্রি করা হচ্ছে।'

১৮.

সে যখন অভ্যর্থনা কক্ষে ফিরে আসল তখন সে তার সামনে দেখতে পেল পাগল লোকটা বেশ শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

পাগলটাকে দেখেই আনিসা আল জালিসের বুকটা কেমন আতঙ্কে কেঁপে উঠল।

সে মনে মনে ভাবছিল এই পাগলটা এখানে কীভাবে আসল। সে এতক্ষণ যা বলেছে পাগলটা কি তা শুনে ফেলেছে ?

'তুমি কীভাবে কোনো আমন্ত্রণ বা অনুমতি ছাড়া আমার ঘরের ভেতর ঢুকলে।' সে পাগলটাকে জিজ্ঞেস করল।

'আমি দেখলাম একজনের পর একজন করে লোকজন তোমার বাড়িতে ঢুকছে। সেটা দেখেই আমার কৌতূহল বেড়ে গেল।'

আনিসা হাত তালি দিয়ে তার ভৃত্যকে ডাকল।

কিন্তু পাগলটা তাকে বলল, 'তোমার গোলাম চলে গেছে।'

'চলে গেছে ? কোথায় ?' সে ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'দেখো তাকে নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। তুমি তোমার মেহমানের প্রতি একটু অতিথিপরায়ণ হও।'

পাগলটার মাথার চুলগুলো লম্বা হয়ে দুদিক দিয়ে ঝুলে পড়েছে। তার গালের দাড়ি অনেক লম্বা। পায়ে কোনো জুতা নেই। সে লম্বা একটা কোর্তার মতো জামা পরে আছে। যেটা বুক পর্যন্ত খোলা। তার বুকের পশম বের হয়ে আছে। এই প্রথম বারের মতো ডাইনি নারী আনিসার বুকের ভেতর অন্যরকম একটা অনুভূতি

হলো। সে তার চেহারায় কোনোরকম অভিব্যক্তি না ফুটিয়ে খাবারের টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'তুমি যদি খাবার চাও তাহলে এখান থেকে খাবার খেতে পার।'

'আমি কোনো ভিক্ষুক নই।' পাগলটা ঘৃণার সাথে বলল।

'এখানে খুব ভালো পানীয় আছে। তুমি ইচ্ছে করলে পান করতে পার।' মহিলাটি আবার বলল ।

'আমার মাথা পাত্রভরতি সুরায় পরিপূর্ণ।'

'কিন্তু তোমাকে তো দেখে মাতাল মনে হচ্ছে না।'

'তুমি একটা অন্ধ তাই দেখতে পাচ্ছ না।'

'কী চাও তুমি এখানে ?' আনিসা ভ্রূকুটি করে বলল।

'তুমি কীভাবে জীবনের সব আনন্দ ছেড়ে এরকম একটা নিরানন্দ জায়গায় বাস করছ ?' পাগলটা বলল।

'কেন এই সৌন্দর্য কি তোমাকে মোহিত করছে না ?' জাদুকরী সুন্দরী মহিলাটা বলল।

'আমি তো এখানে রুক্ষতা আর নৈতিক অধঃপতন ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ।'

দুষ্ট নারী আনিসা আল জালিস পাগলটার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। সে কিছু একটা ভেবে চিন্তে বের করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিল না এখন সে কী করবে। সে শুনতে পেল পাগলটা কিছু একটা বিড়বিড় করে মন্ত্র পাঠ করছে। হঠাৎ করে তার কাছে মনে হলো শরীরে কেউ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তার সমস্ত শিরা উপশিরাগুলোতে যেন অসহ্য একটা যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তার সমস্ত শরীরের আকৃতি দুমড়ে মুচড়ে ময়দার দলানো পিণ্ডের মতো হয়ে গেল। যেহেতু আনিসা আল জালিস মানবরূপী দুষ্ট জিন ছিল তাই সে কিছুতেই পাগলটার মন্ত্রটাকে সহ্য করতে পারছিল না। এক সময় বাতাসে সে ধোঁয়া হয়ে মিশে গেল। লালকুঠিতে তার কোনো অস্তিত্বও দেখা গেল না।

লালকুঠির অভ্যর্থনা কক্ষে যত দামি আসবাবপত্র, গালিচা, চিত্রকর্ম ছিল সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ঘরের বাতিগুলো কয়েকবার দপদপ করে লাফিয়ে উঠে তারপর নিভে গেল। সারা বাড়িতে অন্ধকার নেমে আসল।

সে মেঝে থেকে বাড়ির ভেতর আসা লোকগুলোর পরে থাকা কাপড়গুলো তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে সেগুলো পাশের ঘরে ছুড়ে মারল। তারপর সে পাশেই যে ঘরে কাঠের আলমারির ভেতর সমাজের অভিজাত লোকগুলো বন্দি হয়েছিল সে ঘরের দিকে গেল।

১৯.

পাগল লোকটা কাঠের আলমারিগুলো লক্ষ্য করে বলল, 'আমি তোমাদেরকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিতে পারি না। আমি তোমাদের জন্য একটা শাস্তি ঠিক করেছি। যেটা তোমাদের উপকারই বয়ে আনবে এবং খোদার বান্দাদের কোনো ক্ষতি করবে না।'

সে দ্রুত আলমারিগুলোর তালা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

২০.

আলমারির ভেতর বন্দি থাকা সবগুলো উলঙ্গ লোক হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসল। লজ্জায় তারা কেউ কারো মুখ খুলল না। অন্ধকারে তারা নিজেদের জামা কাপড়গুলো খুঁজছিল। শুধু নিজেদের কাপড়ই না লজ্জা ঢাকার জন্য যে কোনো ধরনের একটু কাপড় হলেই তারা নিজেদের লজ্জাটাকে ঢেকে ফেলত। সময় পার হয়ে যাচ্ছে। আহ ক্ষমাহীন সময় ! খুব শিগগির দিনের আলো প্রকাশিত হয়ে পড়বে, আর সাথে সাথে ফাঁস হয়ে যাবে তাদের এই কলঙ্কজনক ঘটনা। তারা সারা বাড়ির কোথাও কোনো পাহারাদের চিহ্ন দেখতে পেল না। এই বিষয়টাও তাদেরকে অবাক করল।

তারা নিজেরাই নিজেদেরকে অন্ধকারে পথ দেখিয়ে দেয়ালের পাশ ঘেঁষে লালকুঠির বের হওয়ার দরজার খুঁজে বের করল। সময় তাদের কাঁধের ওপর নিশ্বাস ফেলছে। খুব শিগগির তারা বাইরের রাস্তায় বের হয়ে আসল। কেউ কেউ অনুশোচনায় অন্ধকারেই খোদার কাছে প্রার্থনা করতে বসে গেল। কেউ কেউ কাঁদতে শুরু করল। আহ ! কী এক দুঃস্বপ্নের রাত।

সারা শহর খালি। কোথাও কেউ নেই শুধু রাতের জমাট বাঁধা অন্ধকার ছাড়া। আহ কী এক মুক্তি তারা পেল !

তারা রাতের অন্ধকারকে পুঁজি করে খালি পায়ে উলঙ্গ শরীরে দৌড়াতে লাগল। যত দ্রুত নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যেতে হবে।

মানবতা আর সততা আজ ধুলোয় লুটিয়ে গেছে। তাদের চেহারা আজ লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে গেছে।

কাত্তাল কুলুব

১.

শরতের শুরুতে পাগল লোকটা একদিন সকালে খেজুর গাছ তলায় বসে কুরআনের আয়াত পাঠ করছিল। হঠাৎ করে সে শুনতে পেল পানিতে বসবাস করত যে আব্দুল্লাহ তার কণ্ঠস্বর। পানির লোকটা তাকে ডাকছে। সে দ্রুত সেই ডাক শুনে নদীর তীরের দিকে গেল। চিৎকার করে বলতে থাকল, 'আমার ভাই সমুদ্রের আব্দুল্লাহ তোমাকে স্বাগতম।'

'তোমাকে দেখে আমি অবাক হচ্ছি।' স্বরটা তাকে লক্ষ্য করে বলল।

'কেন ?'

'আর কতবার তুমি এদেরকে হত্যা করবে। এদেরকে আর কত শিক্ষা দিবে। সুযোগ দিবে।'

পাগল লোকটা খুব দুঃখের সাথে বলল, 'আসলে সেদিনের ঐ ঘটনার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত ছিলাম। কারণ সেই সকালটা যদি আসত আর শহরের লোকজন যদি তাদের সুলতানকে, তাদের গভর্নরকে, তাদের পুলিশপ্রধানকে তাদের প্রশাসনিক প্রধান কর্মকর্তাকে না পেত তাহলে সেটা তাদের জন্য আরো বড় দুর্ঘটনা বয়ে আনত।'

'তোমার বিজ্ঞতা কি তাহলে কাজে লাগছে ?'

'আমি সেই লোকগুলোকে দেখেছি তারা লজ্জায় কাঁদছে, মানুষের দুর্বলতা নিয়ে তাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে এটা তারা কখনোই ভুলবে না।'

'আমাদের পানির রাজত্বে আমরা লজ্জাটাকে মনে করি দশটা শর্তের বিনিময়ে সেটা আমাদের শাসনকর্তার সামনে উপস্থাপন করতে হয়।'

'ঐ লোকগুলো খুব দুর্ভাগা যাদের শাসকের কোনো লজ্জা নেই।' পাগলটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল।

২.

মুটমজুরে রাগাব বেশ রাত করে একটা বাড়ির মূল ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তার একটু দূরেই একটা কবরস্থান ছিল। সে ফিরে আসার জন্য যখন ঘুরে দাঁড়াল তখন দেখতে পেল অন্ধকারের ভেতর দিয়ে কতগুলো ছায়ামূর্তি কবরস্থানের ফটক

খুলে এর ভেতর প্রবেশ করছে। রাগাব বুঝতে পারছিল না কিসের প্রয়োজনে লোকগুলো সকালে কবরস্থানে না এসে এই রাতের বেলা এখানে ঢুকছে। বিষয়টা তার কাছে বেশ রহস্যময় ঠেকল। রহস্যের গন্ধ পেয়ে তার একটু উত্তেজনাও হচ্ছিল। সে দেয়ালের পাশ ঘেঁষে হেঁটে হেঁটে কবরস্থানের আরো কাছে চলে গেল। ভেতরে তাকাল। সেখানে আবছা আলোয় সব কিছুই বেশ রহস্যময় লাগছিল। যে লোকগুলো কবরস্থানে ঢুকেছে তাদের একজনের হাতে একটা প্রদীপ থেকে মিটমিটে আলো বের হচ্ছিল।

সে দেখল একদল দাস একটা কবর খুঁড়ল। তারপর তারা একটা বাক্স বহন করে নিয়ে আসল। বাক্সটা তারা সেই খোঁড়া কবরের ভেতর মাটি চাপা দিয়ে কবরটাকে আবার আগের অবস্থায় রেখে চলে গেল। ততক্ষণ সে বসে বসে অপেক্ষা করছিল।

মুটমজুরে রাগাব একবার ভাবল সে চলে যাবে। কিন্তু যখন সে পুরো ঘটনাটা দেখল তখন বাক্সটার বিষয়ে তার কৌতূহল কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারছিল না।

কী ছিল বাক্সটার ভেতর ?'

কেন তারা এতরাতে চুপি চুপি এটাকে মাটি চাপা দিয়ে গেল ?'

সে আগামাথা কোনো কিছু চিন্তা না করে কবরস্থানের ভেতর ঢুকে গেল। সেই কবরটা খুলে বাক্সটাকে বের করে নিয়ে আসিল। তার অভিজ্ঞতায় সে এই ধরনের কাজ কখনো করে নাই। বাক্সটা খোলা কোনো সহজ বিষয় ছিল না। অনেক চেষ্টার পর সে বাক্সটা খুলতে পারিল। তার কাছে সব সময় যে প্রদীপটা থাকে সেটাকে সে জ্বালিয়ে বাক্সটার ভেতর তাকাল। ভেতরে তাকিয়েই তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে সে ভেতরে তাকিয়ে থাকল। সে কী দেখছে এটা ! ভেতরে একটা অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণী শুয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে তরুণীটি মরে গেছে; কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে তরুণীটি গভীর ঘুমে মগ্ন।

সে বুঝতে পারল রাতের বেলা কবরস্থানে দাফনের এই ঘটনার সাথে নিশ্চয়ই কোনো অপকর্ম জড়িত। আর সে এখন নিজের ভুলের কারণে কিছু না করেও এই অপকর্মের দায় দায়িত্বের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে।

সে আচমকা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বাক্সটাকে কবরের ভেতর ঢোকানোরও প্রয়োজন মনে করল না। সেভাবেই বাক্সটাকে রেখে সে কবরস্থানের ভেতর থেকে পালিয়ে আসল।

৩.

যখন সে কবরস্থানের দেয়াল টপকে সেখান থেকে বের হয়ে একটা খোলা জায়গায় চলে এল তখন সে অন্ধকারে একটা মানুষের আকৃতি দেখতে পেল। ছায়ামূর্তিটা দেখেই তার বুকের ভেতর সে কেমন একটা সংকোচন টের পেল। সে

শুনতে পেল অন্ধকার থেকে প্রাচীন ঐতিহাসিক দ্রব্য ব্যবসায়ী মাস্টার সাহলুল জিজ্ঞেস করছে, 'কে সেখানে ?'

সে যতটুকু সম্ভব তার উত্তেজনাকে গোপন রেখে খুব স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিল, 'মাননীয় আমি মোটমুজুরে রাগাব।'

'তুমি এখানে কী করছ ?' সাহলুল হাসতে হাসতে বলল।

'আমাদের সম্রাট নির্দেশ দিয়েছেন সকলেই যেন সতর্ক থাকে।' সে বেশ স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে জবাব দিল। সে বোঝাতে চাচ্ছিল যে প্রাচীরের ঐ পাশে কিছু সন্দেহজনক মহিলা হাঁটাহাঁটি করছে।

কিন্তু সাহলুল তার কথা বিশ্বাস করল কি না বোঝা গেল না। সে একটু হাসি দিয়ে বেশ তাচ্ছিল্যের সাথে জিজ্ঞেস করল, 'কেন শহরে কি ভালোমানুষ নেই নাকি ?'

৪.

আতঙ্কে রাগাব প্রায় জমে গিয়েছিল। কারণ বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা তার ইতিপূর্বে ছিল না। সে ফজরের নামাজ পড়ল ঠিক। কিন্তু তাতে তার মনোযোগ ছিল না। মনের ভেতর ঘুরেফিরে কেবল আতঙ্ক চলে আসছিল। সৈন্যরা নিশ্চয়ই কবরস্থানের বিষয়টা আবিষ্কার করে ফেলবে। আর ওদিকে সাহলুল তাকে দেখেছে যে সে কবরস্থানের দেয়াল টপকে লাফিয়ে বের হয়ে আসছে। আবার সে হলো একজন মুটেমুজুরে যার কাজই হলো বিভিন্ন ধরনের বাক্স বোঝা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া।

এই সমস্ত বিষয়গুলো আসল সত্য আবিষ্কার হওয়ার আগেই তার দিকে ঘটনার সূত্র থাকতে পারে বলে ইঙ্গিত করবে। তখন সে কী করবে। কোনো অন্যায় না করেই তাকে ফাঁসতে হবে। তাকে নিশ্চয়ই বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে। সে এখন কী করবে। সে তো আর তার বন্ধু সিন্দবাদের মতো নয়। সিন্দবাদ এখন সমুদ্রের পথে রয়েছে।

পুলিশপ্রধান মুইন বিন সাবির সুনজরে সে হয়ত এখান থেকে মুক্তি পেতে পারে। তার এখন উচিত পুলিশপ্রধানের কাছে পুরো ঘটনার বিষয়টা খুলে বলা।

৫.

প্রার্থনা শেষ করেই সে সিদ্ধান্ত নিল পুলিশপ্রধান মুইন বিন সাবির সাথে দেখা করবে। যাই হোক সে দেখল পুলিশপ্রধান খুব তাড়াহুড়া করে নিরাপত্তা রক্ষীদের নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। সে পুলিশপ্রধানের পিছু পিছু হাঁটা দিল। তারপর একসময় দেখল পুলিশপ্রধান গভর্নরের বাড়ির ভেতর ঢুকছে। গভর্নর সুলায়মান আল জিনি বাড়ির ভেতর খুব হইচই করছিলেন। মনে হলো তার ঘরে কোনো

ঝামেলা হয়েছে। পুলিশপ্রধান গভর্নরের মেজাজ খারাপ করা অবস্থায় তার সাথে দেখা করলেন। গভর্নর তাকে দেখেই বললেন, 'দেখ গভর্নরের বাড়িতে কী হয়েছে? আমরা কি সেই অন্ধকার যুগে ফিরে গেছি?'

পুলিশপ্রধান আল মুইনের বলার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কী ঘটেছে তিনি জিজ্ঞেস করলে গভর্নর উত্তর দিল, 'আমার দাসী কাত্তুলকুলুবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে পৃথিবী তাকে গিলে ফেলেছে।'

'এটা কখন ঘটেছে?' মুইন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমি তাকে গতকাল দেখেছিলাম। অথচ আজ তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ঘরের মানুষেরা কী বলছে?'

'আমার মতোই তারাও হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। ভয়ে কাঁপছে সবাই।'

আল মুইন কয়েকমুহূর্ত ভেবে বলল, 'এমন কি হতে পারে সে পালিয়েছে?'

রাগে গভর্নরের চেহারা লাল হয়ে গেল। সে চিৎকার করে বলল, 'এই মেয়েটা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মেয়ে। সে কেন পালাবে। তুমি অবশ্যই তাকে খুঁজে বের করবে।'

গভর্নরের উচ্চারিত শব্দগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে সে পুলিশপ্রধানকে জোরালো হুমকি দিয়েছে মেয়েটিকে খুঁজে বের করার জন্য।

৬.

পুলিশপ্রধান মুইন বিন সাবি তার বাড়ির সামনে এসে দেখলেন মুটমুজুরে রাগাব তার ঘরের সামনে অপেক্ষা করছে। রাগাব মাথা ঝুকিয়ে তাকে সালাম জানাল। 'জনাব, আপনার সাথে আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।' রাগাব বলল।

'আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও। এখন কি কথা বলার সময় অপদার্থ কোথাকার?' সে বেশ তীব্রস্বরে বলল।

'স্যার একটু ধৈর্য ধরে আমার কথাটা শুনেন। বাইরে একটা খুন হয়েছে। লাশটা এখনো পড়ে আছে।' সে বলল।

পুলিশপ্রধান মনে হলো তার কথাটাকে একটু গুরুত্ব দিয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় খুন হয়েছে। কীভাবে হয়েছে। তুমি এই বিষয়ে আর কী জান?'

রাগাব দ্রুত তার কাহিনীটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে যা জানে বিস্তারিত বর্ণনা করল। পুলিশ প্রধানের পেছনে যারা ছিল তারাও কৌতূহলী হয়ে ঘটনাটা শুনল।

৭.

দিনের প্রথমভাগেই কবরস্থান থেকে বাক্সটা গভর্নরের অভ্যর্থনা কক্ষে নিয়ে আসা হলো।

গভর্নর সুলায়মান আল জিনি পুলিশপ্রধান আল মুইন বিন সাবি ও রাগাব এটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।

'আমি যেখান থেকেই হোক কাত্তুলকুলুবকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। কিন্তু আমি দুঃখিত আমাকে বলতেই হচ্ছে যে মেয়েটি এখন প্রাণহীন।'

সুলায়মান আল জিনির সমস্ত শরীরটা কাঁপছিল। পুলিশপ্রধান বাক্সটা খুলল। আল জিনি বাক্সের ওপর ঝুকে ভেতরটা দেখল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আমরা স্রষ্টার কাছ থেকেই এসেছি আবার তার কাছেই ফিরে যাব।'

আল মুইন বাক্সটার মুখ বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে ধৈর্য ধরার ক্ষমতা দিক।'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সুলায়মান গর্জে উঠলেন, 'কোথায় সে খুনি অপরাধী। ওকে খুঁজে বের করে নিয়ে এসো যে আমার সুখটা কেড়ে নিয়েছে।'

'জনাব পুরো বিষয়টাই বেশ রহস্যময় মনে হচ্ছে। সে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল কীভাবে ? কোথায় সে খুন হয়েছে ? কে তাকে খুন করেছে, পুরো ব্যাপারটাই খুব ঝাপসা লাগছে। এখানে রাগাব আছে সেই আমাদেরকে প্রথম সন্ধানটা দেয়।'

কথা শেষ হওয়া মাত্রই গভর্নর আগুন চোখে রাগাবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অপদার্থ ছোটলোক তুই কি তাহলে সেই খুনি ? নাকি তুই জানিস কে মেয়েটাকে খুন করেছে ?'

'আসমান ও জমিনের মালিকের শপথ আপনি যা বলছেন আমি তার একটা বর্ণও বুঝতে পারছি না। এই রকম ঘৃণিত কাজের সাথে আমি মোটেও সম্পৃক্ত নই।' রাগাব ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল।

'তুই তোর অপকর্ম ঢাকার জন্য একটা মিথ্যে কাহিনী ফেঁদেছিস।'

'আমি স্ব ইচ্ছায় নিজের চোখে যা যা দেখেছি তাই পুলিশপ্রধানের বাড়িতে গিয়ে তাকে সবিস্তারে সব খুলে বলেছি।'

রাগাবের কথার মাঝেই এই সময় পুলিশপ্রধান মুইন বিন সাবি একটা আশ্চর্যরকম কাজ করল।

সে রাগাবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি মিথ্যা বলছ রাগাব।' তারপর পুলিশপ্রধান গভর্নরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জনাব এই লোকটাকে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার স্থান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

রাগাব অবাক হয়ে গেল। সে নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। পুলিশপ্রধান এই সব কী বলছে।

'আপনি কীভাবে এই কথা বলছেন ?'

'অনুগ্রহের ওপর দায়িত্ব বিজয়ী হয়।' পুলিশপ্রধান ঘৃণার স্বরে বলল।

'খোদার হাত থেকে আপনি রক্ষা পাবেন না। আপনি মিথ্যাবাদী।' রাগাব চিৎকার করে বলল।

'অন্যায় স্বীকার করো। নয়ত তোমার ওপর ভয়ানক অত্যাচার নেমে আসবে।'

'পুলিশপ্রধান একজন মিথ্যাবাদী।' রাগাব হাল ছেড়ে দিয়ে বলল। 'আমি যা বলেছি এর বাইরে আমি কিছুই জানি না।'

তারপর কিছুক্ষণ ভেবে রাগাব আবার বলল, 'প্রাচীন ঐতিহাসিক দ্রব্য ব্যবসায়ী মাস্টার সাহলুলকে ডেকে নিয়ে আসুন। আমি সেই কবরস্থানের পাশে তাকে দেখেছিলাম। তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল।'

৮.

সাহলুলকে ডেকে নিয়ে আসা হলো। তার সেই শান্ত সৌম্যভাবটায় কোনো পরিবর্তন হলো না। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো কেন সে এত রাতে কবরস্থানের কাছে গিয়েছিল।

সে উত্তরে বলল, 'আমার কাজের উদ্দেশ্যে প্রতিটি সময় আর প্রতিটি স্থানই আমার কাছে একরকম মনে হয়।' এর সাথে সাথে সে রাগাবের সাথে দেখা হওয়ার ঘটনাটাও বলতে ভুলল না। সে বলল যে রাগাবকে সে দেখেছে কবরস্থানের দেয়াল টপকে বের হয়ে পালিয়েছে।

'তুমি কি বিশ্বাস করো সে খুনি?' মুইন সাবি জিজ্ঞেস করল।

'কীভাবে বলি। এই বিষয়ে আমার কাছে তো কোনো প্রমাণ নেই।' সে শান্ত ভাবেই বলল। 'এমনো হতে পারে কোনো হত্যাকারী ছাড়াই কেউ হয়ত খুন হয়েছে। ঠিক আছে যে খুন হয়েছে সে কোথায় ?'

'ঐ বাক্সের ভেতর।'

সাহলুল বেশ হেয়ালিপূর্ণ একটা হাসি দিয়ে বলল, 'আমাকে দেখার অনুমতি দেন।'

আল মুইন বাক্সটা খুলল। সাহলুল মৃতদেহটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল। তারপর বলল, 'মেয়েটা এখনো শ্বাস নিচ্ছে।'

গভর্নর আল জিনি আর রাগাবের চোখে মুখে আশার আলো জ্বলে উঠল।

কিন্তু আল মুইন চিৎকার করে উঠল, 'তুমি অপরাধী আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ ?'

তার কথাকে পাত্তা না দিয়ে আল জিনিকে লক্ষ করে সাহলুল বলল, 'সুযোগ চলে যাওয়ার আগেই খুব দ্রুত একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসুন।'

৯.

ডাক্তার আব্দুল কাদের আল মাহিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে তৎক্ষণাৎ মৃতদেহটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন।

'মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে।' ডাক্তার মাথা তুলে বলল।

গভর্নর সুলায়মান আল জিনির মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু পুলিশপ্রধানের চেহারাটা ভূতের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল।

'তাকে প্রচুর পরিমাণে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। যা দিয়ে একটা হাতিকে মেরে ফেলা যায়।' আব্দুল কাদের বলল।

ডাক্তার তাকে চিকিৎসা করিয়ে তার পেটের ভেতর থেকে দূষিত সব কিছু বের করে নিয়ে আসল। মেয়েটার যখন হুঁশ ফিরে আসল আর সে মাথাটা একটু নাড়ল তখন রাগিব বেশ জোরে বলে উঠল, 'খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

পুলিশপ্রধানের দিকে তাকিয়ে সাহলুল বলল, 'মেয়েটা এখন আমাদেরকে গোপন ইতিহাসটা বলবে।'

১০.

কাত্তুলকুলুবের জ্ঞান ফেরার আগ পর্যন্ত সবাই খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটাতে লাগল। কাত্তুলকুলুব তার চোখ মেলেই প্রথমে দেখতে পেল তার মনিব গভর্নর সুলায়মান আল জিনিকে। সে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালে সুলায়মান তাকে হাত দিয়ে ধরে উঠে বসাল।

'কাত্ত ভয়ের কিছু নেই।' সুলায়মান মেয়েটিকে খুব নরমভাবে বলল।

'আমি খুব ভয় পাচ্ছি।' মেয়েটা ফিসফিসিয়ে বলল।

'তুমি এখন নিরাপদ জায়গায় আছ। সুতরাং হাসো।'

পুলিশপ্রধান মুইন বিন সাবিকে দেখতে পেয়ে মেয়েটা উত্তেজিত হয়ে গেল। তারপর চিৎকার করে বলল, 'এই দানবটা এই দানবটা...'

মেয়েটার কথা শুনে কারো মুখে আর কোনো কথা উঠল না। সবাই যেন বোবা হয়ে গেল।

'আমি জানি না সে কীভাবে আমাকে একটা খালি ঘরে নিয়েছিল। সেখানে সে আমাকে ভয় দেখিয়েছে যে যদি আমি তার মনের বাসনা পূর্ণ না করি তাহলে সে আমাকে মেরে ফেলবে। এর পর আমার আর কিছু মনে নেই।' মেয়েটি বলল।

সবার দৃষ্টি পড়ল পুলিশপ্রধানের ওপর।

'তুই নর্দমার কুকুর। আহ কত দ্রুত নতুন নতুন সব অন্যায় ছড়িয়ে পড়ছে।' গভর্নর চিৎকার করে বলল। তারপর নিজের তরবারির খাপ থেকে তলোয়ার বের করে একটা কোপ বসিয়ে দিল পুলিশপ্রধানের ওপর। সে পুলিশপ্রধানকে বন্দি করার নির্দেশ দিল। ব্যবসায়ী সাহলুলের কারণে মুটমুজুরে রাগাবকে নির্দোষ

ঘোষণা করল। তারপর ব্যবসায়ী সাহলুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাস্টার সাহলুল আমি সত্যিই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আচ্ছা সেরকম অদ্ভুত কোনো ওষুধের অভিজ্ঞতা কি আপনার আছে ?'

'জি না জনাব।' সে হাসতে হাসতে উত্তর দিল। 'আমার আছে শুধু মৃত্যুর অভিজ্ঞতা।'

১১.

সোলায়মান আল জিনি পুলিশপ্রধান মুইন বিন সাবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি যে তুমি এরকম একটা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে। আমি ভেবেছিলাম আমাদের অগ্নিপরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমাদের চরিত্র কলুষমুক্ত। কিন্তু তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের সেই বিশ্বাসকে নষ্ট করে দিলে।'

'আপনি যা বলছেন তার কোনো কথাই আমি অস্বীকার করছি না।' আল মুইন বলল। 'আমরা অনুতপ্ত হয়েছি, অনুশোচনা করেছি সত্যি কিন্তু শয়তান তো কোনো অনুশোচনা করেনি বা মন্দ কাজ করার জন্য তার প্ররোচনা বন্ধ করেনি।'

'তোমার কোনো ক্ষমা নেই। আমি তোমাকে এমন শাস্তি দেব যাতে তোমাকে দিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেয়া যায়।'

'এত তাড়াহুড়া করবেন না। আমি খুব সহজ শিকার নই। শয়তান আপনার ঘরের ভেতরেই রয়ে গেছে।'

'তোমার ওপর অভিশাপ হোক।'

'এ কাজের জন্য আমার একজন সাথি ছিল। সে হলো আপনার স্ত্রী জামিলা।'

'শয়তান, তুই কী বলছিস বুঝতে পারছিস ?' রাগে কাঁপতে কাঁপতে গভর্নর চিৎকার করে বলল।

'সে আমাকে বলেছে মেয়েটার প্রতি শুধু ঈর্ষার কারণে সে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল আমি যেন আপনার প্রিয় দাসী কাত্তুলকুলুবকে গুম করে দেই।'

'বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যুক।'

'আপনার উচিত আগে আপনার স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করা।'

'কোনো মিথ্যা অজুহাত বা অভিযোগ তোর মাথা দ্বিখণ্ডিত করা থেকে তোকে বাঁচাতে পারবে না।'

'আমি শুধু আবেদন করছি যেন একটা সত্যিকারের সুষ্ঠু তদন্ত হয়। আমি আরো দাবি করছি তদন্তের পর দোষী হলে আমার সাথে সাথে ঐ মহিলারও যেন শাস্তি হয়। কারণ কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়।'

১২.

ঘটনার একদিন পার হয়ে দুদিন যেতে না যেতেই গভর্নর সুলায়মান শারীরিক এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেন। তিনি কিছুতেই তার স্ত্রীকে ঘটনার বিষয়ে কোনো কিছুই স্বীকার করাতে পারলেন না। বরং তার স্ত্রী বলছে যে এটা হলো তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র। গভর্নর আরো ভাবছিলেন যে যদি সত্যটা ঘোষণা করা হয় আর তার স্ত্রী দোষী হয় আর বিচারের সম্মুখীন হয় তাহলে তার ছেলে মেয়েরা ধ্বংস হয়ে যাবে। সামাজিকভাবে তার অবস্থান একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে।

তার কাছে স্ত্রীর দোষের সমস্ত প্রমাণই আছে। কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়াটা তার জন্য অনেক কষ্টকর হবে। এই সত্যের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা তার নেই।

সে এই দুজনকেই ক্ষমা করে দিল। ফলে তার স্ত্রী ঘরে ফিরে আসল আর মুইন তার আগের অবস্থানে চলে গেল। তবে এই সহজ সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণে তার সম্মান অনেক কমে গেল।

কাত্তুলকুলুব সমস্ত ঘটনাটা শুনে বুঝতে পারল এই ঘরে থাকাটা তার জন্য আর নিরাপদ না। গভর্নর বাধ্য হলেন কাত্তুলকুলুবকে স্বাধীন করে দিতে। তিনি মেয়েটাকে স্বাধীন করে বলে দিলেন সে যেখানে খুশি যেতে পারবে। তার প্রতি গভর্নরের ভালোবাসা সব সময় থাকবে।

১৩.

সৎ জিন কামকাম ও সিনগাম যখন একত্রিত হয়ে বসে কথা বলতে থাকল তখন তাদের মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়েছিল। কারণ তারা দেখল যে পাগল লোকটা আর সমুদ্রের আব্দুল্লাহ পরস্পরে কথা বলছে যে মানুষ অনুশোচনার পরেও আবার মন্দ কাজে লিপ্ত হচ্ছে।

কাত্তুলকুলুব স্বাধীন হওয়ার পর নিজের মতো করে খুব সুন্দর একটা বাড়িতে বসবাস করতে থাকল। তবে সেই বাড়িতে সে খুব নিঃসঙ্গ। কিন্তু এর পরেও দুঃখ আর বদনাম তার পিছু ছাড়েনি। অনেকেই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসত। সবাইকেই সে ফিরিয়ে দিয়েছে।

সে হাসান আল আত্তারকে প্রত্যাখ্যান করেছে, ফিরিয়ে দিয়েছে জালিল আল বাজ্জাজকে। এমনকি মুইন বিন সাবিও তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে ঘৃণা ভরে তাকেও ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মুইন বিন সাবি যখন প্রস্তাব নিয়ে আসল তখন মুটমুজুরে রাগাব নিজেকেই বলল, 'যে মেয়েটাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে সে ছাড়া এই মেয়েকে আর কারো বিয়ে করার অধিকার নেই।'

১৪.
শহরে ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এই ঘটনায় শহরের মানুষ চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেল।

ঘটনাটা হলো পানিবাহক ইব্রাহিম গামাস আল বালতির বিধবা স্ত্রী রাসমিয়াকে বিয়ে করেছে। গামাস আল বালতির সম্পত্তি তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। বাড়ির সামনে গামাসের যে কাটা মাথাটা ঝুলছিল নির্দেশ দেয়া হলো সেটাকে যেন মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। গামাসের মাথাটা যখন মাটিতে দাফন দেয়া হচ্ছিল তখন পাগল লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা দেখল। সে ইব্রাহিমের সাথে তার বিধবা স্ত্রীর বিয়ে হয়ে যাওয়াতে বেশ খুশি হলো। কারণ রাসমিয়ার একাকীত্ব তার সকল শান্তি ধ্বংস করে দিয়েছিল। পুলিশপ্রধান মুইন বিন সাবি দাসী মেয়েটার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তার মধ্যে একটা হতাশা তৈরি হলো। সে আবার নতুন করে ব্যবসায়ী আর ধনী লোকদের সাথে সন্দেহজনক মেলামেশা শুরু করল।

সে বছর প্রথাবিরুদ্ধভাবে শরৎকালে আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে এল।

১৫.
নীরব অন্ধকারের ভেতর দিয়ে তিনটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছিল। তারা শুনতে পেল কাত্তুলকুলুবের ঘর থেকে খুব সুমধুর স্বরে বীণায় সুর বাজিয়ে শরতের রাত্রি ভেজা আবহাওয়ায় গান ভেসে আসছে।

মূর্তি তিনটা তাদের পায়ের গতি থামিয়ে সেই সুর লক্ষ করে এগুতে লাগল।

'দানদান আমরা এই জায়গাটাতেই আসতে চেয়েছিলাম।' তিনজনের মধ্যে একজন ফিসফিস করে বলল।

প্রহরী শাবিব রামা যে সব সময় বিচারের রায় কার্যকর করে সে ঘরের দরজায় কড়া নাড়ল। একজন দাসী দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, 'কে ওখানে, কী চাই ?'

'একজন দরবেশ, খোদার বান্দা।' সুলতান শাহরিয়ার বললেন। 'যারা সম্মানের সাথে কিছু খাবার অন্বেষণ করছে।'

মেয়েটা কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আবার ফিরে এসে তাদেরকে একটা অভ্যর্থনা ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটা খুব সুন্দর করে সাজানো ছিল।

'আপনারা কি কোনো খাবার খাবেন ?' কাত্তুলকুলুব জিজ্ঞেস করল।

'না, আমরা আরো গান শুনতে চাই।' ছদ্মবেশী সুলতান শাহরিয়ার বলল।

কাত্তুলকুলুব আবার নতুন করে গান শুরু করল। তার গান শুনে তিনজনই মুগ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক আনন্দের জগতে প্রবেশ করল।

'আপনি কি একজন পেশাদার গায়িকা।' শাহরিয়ার প্রশ্ন করল।

'না হে খোদার সৎ বান্দা।' সে ফিসফিস করে বলল।

'আপনার কণ্ঠে কেমন দুঃখী কান্নার স্বর।' সুলতান বলল।

'জীবিত প্রতিটি সত্তারই দুঃখ আছে।'

'তুমি তাহলে কেমন দুঃখে আছ যখন তোমার ঘর থেকে সুখের সুর ভেসে আসছে?'

মেয়েটা সুলতানের কথা শুনে চুপ করে থাকল। সুলতান তার কথা চালিয়ে যেতে থাকলেন।

'আমাদেরকে তোমার কাহিনীটা বলো যাতে ব্যথিত হৃদয়ের ব্যথা কিছুটা হলেও যেন দূর হয়।'

কাত্তুলকুলুব সুলতানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'আমার গোপন কাহিনী ফাঁস করার মতো নয় আল্লাহর সৎ বান্দারা।'

সে কথাটা শেষ করেই একদম চুপ হয়ে গেল। সুলতান চলে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। কিন্তু মেয়েটার নীরবতায় থাকাটা সুলতান ঠিক মেনে নিতে পারলেন না। কী এত মেয়েটার দুঃখ !

যাওয়ার সময় দানদানের কানে কানে ফিসফিস করে বললেন, 'আমাকে এই মেয়েটার গোপন কাহিনীর বিষয়টা খুব ত্বরিত জানাও।'

১৬.

সুলতানের নির্দেশটা দানদানের কাছে পাহাড়ের মতো ভারি ঠেকছিল। সে কীভাবে এত কঠিন নির্দেশটা পালন করবে।

সে সুলতানকে খুব ভালো করে চেনে। সুলতানের নির্দেশ পালন করা না হলে সুলতান খুব রাগান্বিত হবেন। সুলতানের ক্রোধকে উজির দানদান এখনো বিশ্বাস করতে পারে না তাই জরুরি ভিত্তিতে উজির দানদান শহরের গভর্নর সুলায়মান আল জিনিকে ডেকে পাঠালেন. সুলায়মান আসলে দানদান তাকে কাত্তুলকুলুবের বাড়ির বিষয়ে সব কিছু খুলে বললেন।

'ঐ বাড়িটাতে খুব রহস্যময় একটা মেয়ের সাথে আমাদের দেখা হয়েছে। মেয়েটা খুব সুন্দর সুরে গান গাইছিল। কিন্তু তার গানে কী যেন একটা বেদনা লুকিয়ে ছিল। সুলতান এই মেয়ের মনের দুঃখের কাহিনীটা জানতে চেয়েছেন। এখন বলেন আমি কী করি।' উজির দানদান বললেন।

উজির দানদানের কথা শুনে সুলায়মানের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল: সে বুঝতে পারল তাকে এখন সত্যটা স্বীকার করতেই হবে। আজ হোক কাল হোক সত্য বেরিয়ে আসবে। সুলতান যখন জানতে চেয়েছেন তখন এটা আর গোপন থাকবে না। তারচেয়ে ভালো হয় সে যদি নিজেই পুরো ঘটনাটা স্বীকার করে নেয়

আর সুলতানকে বলে : এতে হয়ত সুলতান তাকে অনুশোচনা করার সুযোগ দিবেন। গভর্নর উজির দানদানকে তার এবং দাসী মেয়েটির ঘটে যাওয়া সমস্ত গোপন কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করল।

১৭.

শাহরিয়ার যখন উজির দানদানের মুখ থেকে সত্যটা শুনল তখনই সে রাগে গর্জন করে বলে উঠল, 'পুলিশপ্রধান আল মুইন এবং আল জিনির স্ত্রী জামিলা দুজনেরই শিরোশ্ছেদ করতে হবে।'

অবশ্য সাথে সাথেই সুলতানের রাগ কমে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন কীভাবে উলঙ্গ অবস্থায় তিনি একদিন অন্যায় করতে গিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসে বেঁচেছিলেন। তিনি আরো চিন্তা করলেন পুলিশপ্রধান মুইন এবং গভর্নর সোলায়মান তার চেয়ে ভালো মানুষ। তাই তিনি এই দুজনকেই সরকারি পদ থেকে বরখাস্ত করলেন না এবং তাদের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করলেন না। শুধু নির্দেশ দিলেন জামিলা আর পুলিশপ্রধানকে যেন কয়েক ঘা চাবুকাঘাত করে ছেড়ে দেয়া হয়। সুলতান কাত্তুলকুলুবকে দশহাজার দিনার সাহায্য মঞ্জুর করলেন। তারপর কোমলভাবে কাত্তুলকুলুবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তরুণী মেয়ে তোমার কি আর কোনো কিছু চাওয়ার আছে ?'

'মাননীয় সুলতান আপনি আল জিনিকে ক্ষমা করে দিন।' কাত্তুলকুলুব বলল।

'বোঝা যাচ্ছে তুমি এখনো আল জিনিকে ভালোবাসো।' সুলতান হাসতে হাসতে বললেন।

মেয়েটা লজ্জা পেয়ে তার মাথা নুইয়ে ফেলল। সুলতান খুব দ্রুত বলল, 'আমরা আবার নতুন করে গভর্নর আর পুলিশপ্রধানের নাম ঘোষণা করতে যাচ্ছি।'

এ কথা শুনে কাত্তুলকুলুব কান্নায় ভেঙে পড়ল। সুলতান তখন আবার বললেন, 'তবে তুমি যদি তাকে ক্ষমা করে দাও তাহলে সেটা ভিন্ন কথা।'

সুলতানের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে কাত্তুলকুলুব সুলতানের পায়ের কাছে মাটিতে চুমু খেল। তারপর যখন সে খুশি মনে বের হওয়া শুরু করল তখন সুলতান বলল, 'সুন্দরী তরুণী তুমি এখন কী করতে চাও ?'

'মহামান্য সুলতান আমি সোলায়মানকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' সে খুব স্বাভাবিকভাবে বলল। তার চোখে আনন্দাশ্রু।

মুখে তিলওয়ালা আলাদিন

১.

রাতের নীরবতায় খেজুর গাছের নিচে বসে গামাস আল বালতি চিৎকার করে বলছিল, 'হে খোদা আমাকে গতকাল থেকে মুক্ত করে দাও। হে খোদা আমাকে আগামীকাল মুক্ত করে দাও।

তখনই জিন সিনগামের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'তুমি যা ভালোবাস আমরাও তাই ভালোবাসি।'

অন্যদিকে দুষ্ট জিন জামবাহার হাসি চারদিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে আসল। 'আমি জানি না কেন মধু আর মদ তৈরি করা হয়েছে।'

আর এদিকে শাহরিয়ার ছদ্মবেশে তার দুজন সাথি নিয়ে পুরো রাষ্ট্রজুড়ে ঘুরে বেড়াতে থাকলেন।

'সব সময় আমার কানের কাছ দিয়ে শুধু মৌমাছিরা ফিসফিসানি শুনতে পাই। আমার মাথা সে দিকে লক্ষ না করে কেমন এক হতবুদ্ধির মধ্যে পড়ে থাকে।' শাহরিয়ার দানদানকে বললেন।

২.

তার চোখে মুখে মনে হয় ঘুমে সব সময় ঢুলুঢুলু হয়ে থাকে। আর তার গালে আছে লক্ষণীয় তিল চিহ্ন। যেটা নিশ্চিতভাবেই তার বয়োসন্ধির বিষয়টাকে আরো প্রকটভাবে ফুটিয়ে তোলে।

নাপিত উগার তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার প্রয়োজনীয় সব কিছুই তুমি শিখে ফেলেছ। এখন যন্ত্রপাতি নিয়ে নিজের ব্যবসার জন্য বেরিয়ে যাও। খোদা তোমাকে সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেবেন।'

'খোদা তোমাকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করুন!' ফাতুহা বলল।

তরুণ যুবক খুশি মনে বের হয়ে গেল।

'সে দেখতে আলাদিনের মতোই সুন্দর হয়ে উঠছে। আল্লাহ তার কপাল খুলে দিক।' উগার নিজেকে মনে মনে বলল।

'আমি ওকে যে তাবিজ দিয়ে ওর গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি সেটাই তাকে তার বাবা যে ভুল পথে গিয়েছিল সে পথ থেকে রক্ষা করবে।' ফাতুহা বলল।

উগার স্ত্রীর দিকে বিষদৃষ্টিতে একবার তাকাল কিন্তু কিছু বলল না।

৩.

সে তার রাস্তায় চলতে লাগল। কখনো ফুটপাতে আবার কখনো দোকানে কাজ করত। যখনই কেউ তার দিকে তাকাত তখনই বলত বাহ ! ছেলেটা দেখতে তো বেশ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

যখন বিশ্রামের সময় আসত তখন সে সর্বসাধারণের ঝরনার পাশে একটা সিঁড়ির নিচে বসে চুপচাপ বিশ্রাম করত। খুব দ্রুত তার সাথে ফাদিল সানানের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। একবার ফাদিল তাকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল। যেখানে ফাদিলের স্ত্রী আকরামান, বোন হুসনিয়া, মা উম্মে সাদ থাকে। সে ছোট বেলা ধর্মীয় বিদ্যালয়গুলোতে যা শিখেছিল তার ওপর ভিত্তি করে সে ফাদিলের বাড়িতে যাওয়াটা উচিত বলে মনে করল না। সে বেশ ধার্মিকও ছিল।

ফাদিল তার ধার্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে একদিন তাকে বলল, 'তুমি এমন একজন তরুণ যে খোদার বাণীগুলো বুকের ভেতর যত্ন করে রেখে আবার সেটা মানার চেষ্টা করছ।'

'এটা আমার সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ।' সে বিড়বিড় করে বলল।

'তুমি যখন মানুষকে পাপের রাস্তায় দেখ তখন তোমার অনুভূতি কী হয় ?' ফাদিল জিজ্ঞেস করল।

'আমার অনেক দুঃখ হয়। ইচ্ছে হয় সব ঠিক করে দেই।'

৪.

শহরে দরবেশ সিদি আল ওরাকের জন্মোৎসবের ব্যাপক আয়োজন করা হলো। নানা রকমের ধর্মীয় মিছিল ড্রাম বাজনা হৈ হুল্লোড় পুরো শহরটাকে জমজমাট করে রাখল। উৎসব উপলক্ষে নানারকমের খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। সবাই সেই খাবারের পাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

সমাজের উচ্চবিত্তরা যেমন হাসান আল আত্তার, জালিল আল বাজ্জাজ, সুলায়মান আল জেনি, মুইন বিন সাবি, কুজো শামলুলসহ অনেকেই সেখানে উপস্থিত হলো। আবার সমাজের মধ্যবিত্তরা যেমন ফাদিল সানান, নাপিত উগার, পানি বাহক ইব্রাহিম, মুটুমুজরে রাগাবও সেই উৎসবে অংশগ্রহণ করল।

এই সময় মুখে তিলওয়ালা আলাদিন সেখানে উপস্থিত হলে ফাদিল তাকে দেখল। দেখেই হাতের ইশারা করে তার পাশে বসতে বলল।

'দরবেশ ওরাক যদি আবার পুনরুত্থিত হতো তাহলে তিনি নিজের তরবারিটা খাপ থেকে বের করে ফেলতেন।'

আলাদিন খুব বিজ্ঞলোকের মতো একটা হাসি দিল।

তার এই অভিব্যক্তি দেখে ফাদিল নিজের কথার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে আবার বলল, 'ভালো মানুষগুলোই যখন অন্যায় দূর করতে তাদের তরবারিগুলো বের করে না তখন আমাকেই সেটা করতে হবে।'

ফাদিল যখন কথা বলছিল তখন আলাদিন একটু অন্যমনস্ক হয়ে তার ডান বামে তাকাল। তখন সে আচমকা একজন খুব হাল্কা পাতলা বুড়ো লোকের ওপর তার চোখ পড়ল। বুড়োটাকে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছিল। তার চোখে মুখে কেমন এক তীব্র আকর্ষণ, সহজে চোখ ফেরানো যায় না। বুড়োটার প্রশান্ত মুখ দেখে সে নিজের বুকের ভেতরও এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করল।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ফাদিল সানান সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'উনি হলেন শায়েখ আব্দুল্লাহ আল বালখি। আমাদের মাঝে সবচেয়ে সাধু পুরুষ।'

'তিনি কেন আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছেন?' আলাদিন জিজ্ঞেস করল।

'আর তুমিই বা কেন তার দিকে তাকিয়ে আছ?' ফাদিল উল্টো তাকে প্রশ্ন করল।

'আসলে এই লোকটাকে আমার ভালো লেগেছে।' সে ফিসফিস করে বলল।

ফাদিল একটু ভ্রু কুঁচকে আলাদিনের দিকে তাকাল। সে বলার মতো কিছু পেল না।

৫.

আলাদিন বেশ ফুরফুরা মন নিয়ে দরবেশের জন্মোৎসবটা ছেড়ে আসল। সে রাতের নক্ষত্রের আলোতে রাস্তা পার হচ্ছিল। শরতের বাতাস তার চোখে মুখে এসে ঝাপটা দিচ্ছে। এই সময় সে শুনতে পেল কে যেন ভরাট গলায় তাকে ডাকছে, 'আলাদিন!'

সে দাঁড়িয়ে গেল। তার মনে হলো এই গলার স্বরটা ঐ শায়েখের যাকে সে আজকে উৎসবে দেখেছে।'

অন্ধকার পার হয়ে শায়েখ তার কাছে এসে তার হাতটা ধরে বলল, 'আমার শিষ্য হওয়ার জন্য তোমাকে নিমন্ত্রণ।'

'জনাব আমার জন্য এরচেয়ে সুন্দর প্রস্তাব আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আপনি আমার নাম জানলেন কীভাবে?' আলাদিন খুব আশ্চর্য হয়ে বলল।

'আমার ঘরটা তাদের কাছেই খুব পরিচিত যারা আমার ঘরে আসতে চায়।' আলাদিনের প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই বৃদ্ধ লোকটি বলল।

'কাজ করতে করতেই আমার সারাদিন কেটে যায়।' আলাদিন অজুহাতের সুরে বলল।

'তুমি তো আসলে জানোই না তোমার কাজ কী।'

'জনাব আমি একজন নাপিত। খেউরি।'

মনে হলো আবার বৃদ্ধলোকটি আলাদিনের উত্তরটাকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না। বরং তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কেন দরবেশ ওরাকের জন্মোৎসবে উপস্থিত হয়েছিলে ?'

'আমি ছেলেবেলা থেকেই এই ধরনের উৎসব পছন্দ করি।'

'তুমি আল ওরাক সম্পর্কে কতটুকু জানো ?'

'তিনি একজন দরবেশ ছিলেন। খোদার প্রিয় বান্দা।'

'তাকে নিয়ে একটা গল্প আছে। এই গল্পটা তিনি প্রায়ই বলতেন। দরবেশ আল ওরাক বলতেন যে একবার আমার গুরু আমাকে কিছু কাগজ দিলেন। তাতে কিছু একটা লেখা ছিল। আমি পড়ে দেখিনি। গুরু আমাকে নির্দেশ দিলেন যে আমি যেন কাগজগুলো নদীতে ফেলে দিয়ে আসি। কিন্তু আমি কাগজগুলো নদীতে না ফেলে আমার ঘরে নিয়ে আসলাম। তারপর গুরুর কাছে গিয়ে বললাম গুরু আপনি যে নির্দেশ দিয়েছেন তা আমি পালন করে এসেছি। গুরু আমাকে বললেন তুমি কি কিছু দেখেছ ? আমি বললাম না। তখন গুরু বললেন যাও তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তুমি সেটা পালন করে আসো। আমি আবার নদীর তীরে কাগজগুলো ফেলে আসলাম। পানিতে কাগজগুলো ফেলার সাথে সাথে নদীর পানি দু ভাগ হয়ে গেল। সেখানে একটা বাক্স দেখা গেল। বাক্সের ভেতর কাগজগুলো ছিল। নদীর পানি তারপর আবার আগের মতো মিশে গিয়ে প্রবাহিত হতে থাকল। আমি গুরুর কাছে গিয়ে পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম। গুরু আমাকে বললেন, 'এখন তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তুমি সেটা সঠিকভাবে পালন করেছ।' আমি গুরুকে এর গোপন রহস্যের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে গুরু বললেন আমি সুফিজমের ওপর একটা বই লিখেছিলাম। আমার ভাই পানির সম্রাট খিজির বইটির বিষয়ে জানতে চাইলে আমি সেটাকে তার কাছে পৌছার ব্যবস্থা করলাম। খোদার ইচ্ছায় সেটা তার কাছে পৌছেছে।'

আলাদিন অবাক হয়ে শায়েখের কথা শুনছিল।

শায়েখ আর আলাদিন পাশাপাশি হাঁটছিল। শায়েখ আলাদিনকে লক্ষ করে বলল, 'আমাদের নবীর খুব বিখ্যাত একটা উক্তি আছে। তিনি বলেছেন, 'বিজ্ঞ লোকদের অন্যায় ঘটে তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে, সম্রাটদের দুর্নীতি হয় ন্যায়বিচারের অভাবে, আর সুফিদের দূষণ হয় কপটতার কারণে।'

'আহ ! কী সুন্দর কথা।' আলাদিন খুশি হয়ে বলল।

শায়েখ রাতের অন্ধকার নীরবতায় বেশ স্পষ্ট গলায় বললেন, 'অতএব শয়তানের অনুসারী হইয়ো না। শয়তানকে তোমার বন্ধু বানিয়ো না।'

আলাদিন বেশ কৌতূহলী হয়ে বলল, 'শয়তানের সহকারী কারা হুজুর ?'

'একজন রাজা যার ন্যায়বিচার নেই, একজন জ্ঞানী যার সততা নেই, একজন সুফি যার খোদাতে আস্থা নেই।'

'আমি এই সব বুঝতে চাই।' আলাদিন তৃষ্ণার্তের মতো বলল।

'ধৈর্য ধরো আলাদিন। এখন তো মাত্র শুরু। আমার ঘর তাদের জন্য সব সময় খোলা যারা সেখানে আসতে চায়।'

৬.

ঐ রাতেই আলাদিন স্বপ্নে দেখল যে শহরের পাগল লোকটা লম্বা একটা কোর্তা পরে তার কাছে এসে বলছে, 'তোমার দাড়িগুলো বড় হতে দাও।'

পাগল লোকটার এই ধরনের অনুরোধ শুনে আলাদিন বেশ অবাক হলো।

পাগলটা আবার বলল, 'এটা হলো শিকার ধরার একটা ফাঁদ।'

'কিন্তু দেখুন আমি তো কোনো শিকারি নই। আমি একজন নাপিত, খেউড়ি।' আলাদিন বলল।

'মানুষকে তৈরি করা হয়েছে যেন সে একজন শিকারি হয়।' পাগলটা চিৎকার করে বলল।

৭.

সকালের খাওয়ার টেবিলে আলাদিন তার বাবা উগার আর মা ফাতুহাকে শায়েখ আব্দুল্লাহর পুরো ঘটনাটা খুলে বলল।

ঘটনা শুনে ফাতুহা বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা আশীর্বাদ।'

উগার তেমন আগ্রহ নিয়ে ঘটনাটা শুনল না। সে তার ছেলেকে বলল, 'শোনো তুমি একজন সাধারণ নাপিত। অবশ্য ধার্মিকও আছ। কিন্তু ধর্ম কর্ম নিয়ে আবার বাড়াবাড়ি কোরো শুরু করো না।'

স্বামী এবং স্ত্রী তাদের এই পারস্পরিক মতবিরোধ নিয়ে একে অপরে বেশ ভালো তিক্ত শব্দ ব্যবহার করে ঝগড়া করা শুরু করে দিল।

৮.

পাবলিক ঝরনার পাশে বসে আলাদিন বেশ অবাক হয়ে তার বন্ধু ফাদিল সানানের কথা শুনছিল।

আলাদিন বলল, 'তুমি উচ্চ পদমর্যাদার লোকদের নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় আছ দেখছি।'

'তুমি কি তাদেরকে ভালো করে চেন ?' ফাদিল জিজ্ঞেস করল।

'কখনো কখনো আমার বাবা তার সহকারী হিসেবে আমাকে তার সাথে নিয়ে এই সব উচ্চপদস্থ লোকগুলোর বাড়িতে গিয়েছিলেন। আমি খুব কাছ থেকে গভর্নর ফাদল ইবনে খাকান, ব্যক্তিগত সচিব হায়কাল আল জাফরানি, পুলিশপ্রধান দারবিশ ওমরানকে দেখেছি।'

'কিন্তু এর মানে এটা নয় যে তুমি তাদেরকে ভালো করে জান।'

'এরা খুবই ভালো লোক। এদের একজন তো আমার মনে গেঁথে আছে। সে হলো দারবিশ ওমরানের ছেলে হাবজালাম বাজ্জাজ। আমার কাছে মনে হয়েছে সে একটা আস্ত শয়তান।'

'তুমি কি তাহলে শয়তান দেখেছ ?'

'দেখ রসিকতা কোরো না। এটা এক ধরনের অনুভূতি ছিল।'

ফাদিল সানান একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিজের মনে মনেই বলল, 'বদমাশ !'

'তুমি এই লোকদের বিষয়ে এত নীচু মনোভাব আর ঘৃণা পোষণ করার কারণ কী ?'

'ধোঁয়া ছাড়া তো আর আগুন হয় না।'

'খোদা সব কিছু দেখছেন।' কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে সে বলল।

ফাদিল আলাদিনের কথা শুনে চুপচাপ থাকল। তারপর বলল, 'আলাদিন আমি চাই তুমি আমার খুব ভালো বন্ধু হও। আমার খুব ভালো সাথি হও।'

৯.

সন্ধ্যার দিকে আলাদিন শায়েখ বালখির সাদাসিধে অভ্যর্থনা ঘরে বসে গুরুর সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিল। এই প্রথম সে শায়েখের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তার বাড়িতে এসেছে। আলাদিন শায়েখকে নিয়ে তার বাবা উগারের কাছে একটা ঘটনা শুনেছে। ঘটনাটা শুনে তার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। সে বেশ দুশ্চিন্তায় আছে। তার বাবা বলেছে যে শহরের পুলিশপ্রধান দারবিশ ওমরান তার ছেলে হাবাজলাম বাজ্জাজের বিয়ের কন্যা হিসেবে শায়েখের মেয়েকে প্রস্তাব করেছে। শায়েখের মেয়ে অতি রূপসী এবং গুণী মেয়ে। সে বাবার কাছেই ভদ্রতা শিষ্টাচারিতা এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় জ্ঞান লাভ করেছে। আর এদিকে শায়েখ পুলিশপ্রধানের কুকর্মের বিষয়ে আগে থেকেই ভালোভাবে অবগত ছিলেন। তাই শায়েখ পুলিশপ্রধানকে ধন্যবাদ জানিয়ে খুব ভদ্রভাবে বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। পুলিশপ্রধান এতে বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন শায়েখের ওপর। আর পুলিশপ্রধান যদি কারো ওপর ক্ষিপ্ত হন তাহলে তার ক্ষতি করে ছাড়েন।

আলাদিন তার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'শায়েখ কি এই বাস্তবতাটা জানে না ?'

'হ্যাঁ, শায়েখ এটা জানে। কিন্তু তিনি তো আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় পান না। অথচ দেখ এই পুলিশপ্রধান কি খোদাকে ভয় করে ?' উগার বলল।

সে শায়েখের সাথে খুব ব্যথিত হৃদয়ে দেখা করতে আসল। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পরই শায়েখ খুব উৎফুল্ল মনে আলাদিনের সাথে দেখা করতে আসল। শায়েখকে দেখে আলাদিনের মনটা হাল্কা হয়ে গেল। তার মনের ভেতর যে ভয় শঙ্কা আর ব্যথা ছিল সেটা দূর হয়ে গেল। আলাদিন বুঝতে পারল শায়েখ আসলেই খোদা ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।

শায়েখ তার সামনে আসন কেটে একটা কুশনে বসল।

'আমার সাথে এই প্রথম তুমি দেখা করতে আসলে। তোমার অনুভূতি কী ?' শায়েখ বলল।

'একটা নতুন কিছু অনুভূত হচ্ছে। যদিও আমার জন্মের পর থেকেই আমি আপনাকে চিনি।' আলাদিন সত্য কথাটাই বলল।

'আমাদের প্রত্যেকেরই আরেকটা পিতা আছে। যখন আমরা তাকে আবিষ্কার করতে পারি তখন আমাদের খুব আনন্দ হয়।' সে হাসতে হাসতে বলল।

'উৎসবের সেই রাতে আমাকে মুগ্ধ করার জন্য আপনি কী বলেছিলেন ?'

'আমরা অন্ধের জন্য একটা পথ বাতলে দেই। তোমার বাবা কী বলেছে ?'

'আমার বাবা চান যে আমি যেন আমার কাজে আরো মন দেই।' আলাদিন আমতা আমতা করে বলল।

'তোমার বাবা ঘুমিয়ে আছে। তিনি ঘুম থেকে উঠতে চান না : কিন্তু আলাদিন তুমি নিজেকে কীভাবে মূল্যায়ন করবে ?'

এর উত্তরে আলাদিন কী বলবে সেটা সে বুঝতে পারছিল না।

শায়েখ তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী ধরনের মুসলিম ?'

'আমি একজন ধর্মপরায়ণ মুসলিম।' আলাদিন বলল

'তুমি কি প্রার্থনা করো ?' শায়েখ জিজ্ঞেস করল।

'খোদাকে ধন্যবাদ। আমি সেটা করি।'

'কিন্তু আমর তো মনে হয় না তুমি সেটা করো।'

আলাদিন শায়েখের কথা শুনে অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল।

'ইসলামটা তোমাকে আবার নতুন করে গ্রহণ করতে হবে।' শায়েখ বলল। 'যাতে তুমি নতুন করে একজন বিশ্বাসী হয়ে জন্ম নিতে পারো। বিশ্বাসটা যখন তোমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে বসবে তখন তুমি যেই পথ ধরে চলা শুরু করেছিলে সেই পথ থেকে নতুন আরেক পথে নেমে আসবে।' শায়েখ বলল।

আলাদিন কিছুক্ষণ চুপ থেকে দ্বিধা করে বলল, 'এই পথে আসতে হলে কি আমার পেশাগত কাজকে ফেলে দিতে হবে ?'

'প্রতিটি শায়েখের কাজের নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে। আমি তাদেরকেই আমার কাছে আসতে বলি যারা কাজ করে।' শায়েখ খুব তেজের সাথে কথাগুলো বলল।

'আমি খুব শিগগির আপনার কাছে আসব।'

'মানসিকভাবে ধীরস্থির হয়ে তবেই আমার কাছে এসো। নয়ত আসার দরকার নেই।' শায়েখ বলল।

১০.

ঝরনার মোড়ে আলাদিন একবারে নতুন মানুষ হয়ে ফাদিল সানানের সাথে দেখা করল। ফাদিল অধৈর্য হয়ে আলাদিনকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আশার জগতে আর কতদিন বাস করবে ?'

'আমি এখনো দ্বিধা আর সংশয়ের মধ্যে আছি।' আলাদিন বলল।

'তুমি কি শায়েখের বাড়িতে গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ। তুমি কীভাবে জানলে ?'

'আমি জানি তিনি কীভাবে কাজ করেন। আমি তার সাথে দীর্ঘ দিন ছিলাম।'

'তুমি !'

'হ্যাঁ।'

'তিনি একজন সত্যিকারের ধীমান জ্ঞানী ব্যক্তি।'

'তিনি এর চেয়েও বেশি কিছু।' ফাদিল মাথা ঝোকাতে ঝোকাতে বলল।

'তুমি কি অধৈর্য হয়ে তার কাছ থেকে চলে এসেছ ?'

'আমি তার হাতেই শপথ নিয়েছিলাম আর সেটার প্রভাব শেষ হওয়ার মতো না।'

'বন্ধু আমি এখনো কিছু বুঝতে পারছি না।'

'ধৈর্য ধরো। সময়ই সব কিছু সহজ করে দিবে।'

'আমি সত্যিই দ্বন্দ্বের মধ্যে আছি।'

'শোন, বিশ্বাসের যুক্তি কখনো নষ্ট হয় না।' ফাদিল বলল।

ফাদিলের কথা শেষ হলে আলাদিন গভীর চিন্তার মাঝে ডুবে গেল। মনে হলো সে যেন নিজেকেই ভুলে গেছে।

১১.

সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছিল তখন পুলিশপ্রধান দারবিশ ওমরান এবং তার ছেলে হাবাজলাম বাজ্জাজ দুটো খচ্চরের পিঠে চড়ে থানা থেকে বাড়িতে ফিরছিল। তারা

যখন শুটিং স্কয়ারের সামনে আসল তখন হঠাৎ করে শহরের পাগলটা তাদের রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে গতিরোধ করল। তীব্র চোখে দারবিশ ওমরানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার বন্ধু মুইন বিন সাবির সাথে দেখা করে আমার অভিবাদন পাঠিয়ে দিয়ো।'

দারবিশ ওমরান কিছু না বলে নিজের পথে চলা শুরু করল। তখন তার ছেলে হাবাজলাম তাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা এই পাগল লোকটা কী চায় ?'

'পাগল মানুষ কখনো তার প্রশ্ন কিংবা কাজের উত্তরের অপেক্ষা করে না।'

'পাগলদের নিজস্ব একটা জায়গা আছে যেখান থেকে তারা কখনো সরে আসে না।'

'এই পাগলটা তার মনিব সুলতানের ভালোবাসাটাকে উপভোগ করছে।'

'কিন্তু বাবা আমি যেটা দেখলাম সুলতান পাগলটাকে ভয় পায়।'

'হাবাজলাম সাবধানে কথা বলো।'

হাবাজলাম কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'বাবা, কী একটা অপমান ! শায়েখ আমাকে তার মেয়ের জামাই হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে।'

দারবিশ ওমরান কোনো উত্তর না দিয়ে তার ভ্রুটা কুঁচকে রাখল।

১২.

আলাদিন শায়েখের বাড়িতে নিয়মিত আসা যাওয়া শুরু করল। শায়েখ তার অন্যান্য শিষ্যদের মতো সুফি তত্ত্বের ব্যাখ্যা, ন্যায় নীতির ব্যাখ্যা আলাদিনকে দিতে শুরু করল। প্রথম প্রথম আলাদিন কিছুই বুঝতে পারত না। তার মনে সংশয় আর ভয় কাজ করত। কী করবে না করবে কিছুই সে বুঝতে পারত না। শায়েখ যখন কথা বলত তখন আলাদিনের মনের ভেতর তার বাবা, মা এর চেহারা ভেসে উঠত। একদিন শায়েখের কথা বলার সময় আলাদিন একটু অন্যমনস্ক হয়ে কী জানি ভাবছিল। তখন শায়েখ প্রশ্ন করল, 'আমার পুত্র আলাদিন তুমি কী ভাবছ ?'

আলাদিন একটু দ্বিধান্বিত হয়ে উত্তর দিল, 'গুরু আমাকে সংশয়ের জগৎ থেকে উদ্ধার করুন।'

'শোন ছেলে, সুরা পান করার আগে তোমার পাত্রটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নাও।'

'গুরু আপনি কত সুন্দর করে কথা বলেন। কী সুন্দর করে সব কিছুর সমাধান করে দেন।'

'কিন্তু দূরে গেলেই এই তেজোদীপ্ত কথাগুলো হারিয়ে যায়।'

আলাদিন ঠিক সেই সময় শায়েখ বালখিকে তার বন্ধু ফাদিল সানানের কথা জিজ্ঞেস করল।

শায়েখ বললেন, 'খুব ভালো একজন উদ্যোমী যুবক। সে জানে কোন জিনিস তাকে কষ্ট দিবে কোন জিনিস তাকে পরিতৃপ্ত করবে।'

'সে কি সত্য পথেই আছে?'

'সে তার ক্ষমতা অনুযায়ী সকল অসত্য আর ভুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।'

'গুরু, আমার অন্তরে এখন শান্তি পাচ্ছি।' আলাদিন পরিতৃপ্তির সাথে বলল।

'কিন্তু প্রথমে তোমাকে নিজেকেই চিনতে হবে।'

'সে খুব দরিদ্র কিন্তু মানুষের প্রতি মমতায় সে অনেক ধনী।'

'সে তলোয়ারকে বিশ্বাস করে আবার ভালোবাসাকে বিশ্বাস করে।' আলাদিন বলল।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর শায়েখ বলল, 'তাদের ওপর আশীর্বাদ যারা নিজেকে খোদার কাছে সমর্পণ করেছে। পৃথিবীটাকে আমি এখনো হৃদয় দিয়ে ধারণ করতে পারিনি। সুতরাং যারা এখনো জগতের বিষয়ে কিছুই জানে না তারা কীভাবে একে তাদের বুকে ধারণ করবে?"

এর পর থেকে এভাবেই শায়েখ আলাদিনকে নানা ধরনের নীতি নৈতিকতা শিক্ষা দিতে লাগলেন।

১৩.

একরাতে আলাদিন শায়েখের বাড়িতে গেলে শায়েখ তাকে বেশ উষ্ণ সংবর্ধনা দিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। আলাদিন দেখল ঘরের ভেতর পর্দা দিয়ে ডান পাশটা ঢেকে রাখা হয়েছে। শায়েখ বেশ উৎফুল্লতার সাথে আলাদিনকে বলল, 'আলাদিন শোনো।'

আলাদিন শুনতে পেল পর্দার আড়াল থেকে মৃদু টুং টাং শব্দে সংগীত বেজে উঠছে। খুব সুন্দর একটা স্বর গান গেয়ে উঠল।

'তোমার মুখের দ্যুতিতে আমার রাত হয়ে ওঠে ঔজ্জ্বল্যময়
যখন মানুষগুলো থাকে
গভীর অন্ধকারে তখন রাতের সেই আঁধারে
আমরা যেন থাকি দিনের ঔজ্জ্বলতায়।

কণ্ঠস্বরটা থেমে যাওয়ার পরও তার প্রতিধ্বনিটা তখনো সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

'এ হলো আমার মেয়ে জোবায়দা।' শায়েখ বলল। 'ও আমার একনিষ্ঠ ছাত্রী।'

'গুরু আমি খুব খুশি হয়েছি। খুব গর্ব অনুভব করছি নিজেকে নিয়ে।' আলাদিন বলল।

'আমি আমার মেয়েকে পুলিশ প্রধানের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেছি।' শায়েখ বলল। 'কিন্তু আমার মেয়েকে একটা উপহার হিসেবে আমি তোমার হাতে তুলে দিতে চাই।'

'গুরু আমি অতি সাধারণ একজন মানুষ। একজন সাধারণ নাপিত ছাড়া আর কিছুই না।' উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে আলাদিন বলল।

তার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে শায়েখ দু লাইন কবিতা আবৃত্তি করলেন :

'আগমনকারীর সৌন্দর্য যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে সেটা কি ঢেকে রাখা যায় ?
যেভাবে রাত কি পারে উদিত হওয়া পূর্ণিমার চাঁদকে ঢেকে রাখতে ?'

তারপর শায়েখ বলল, 'যে তার নিজের বিষয়ে বিনয়ী খোদা তার ঐশ্বর্যকে আরো বাড়িয়ে দেন।'

১৪.

আলাদিন আর জোবায়দার সাথে বিয়ের চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। তরুণ আলাদিন শায়েখের বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষে স্থানান্তরিত হয়ে গেল। তার মা ফাতুহা বাবা উগার, ফাদিল সানান, মাস্টার সাহলুল, আব্দুল কাদের আল মাহিনিসহ অনেকেই বিয়ের সাদাসিধে অনুষ্ঠানে হাজির হলেন। কোনো আমন্ত্রণ ছাড়াই পাগল লোকটা আলাদিনের বিয়ের অনুষ্ঠানে এসে হাজির হলো।

ভোজানুষ্ঠানের পর উগার তার বিশেষ বন্ধুদের নিয়ে তার বাড়িতে চলে গেল। সেখানে নানা পদের মদ প্রস্তুত করা ছিল।

উগার তার বন্ধুদের নিয়ে মদ খেল, হৈ হুল্লোড় করল, নাচানাচি করল ভোর পর্যন্ত।

১৫.

বিয়ের আনন্দময় অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই শহরের শান্তিময় পরিবেশ আবার নতুন করে বিঘ্নিত হলো। শহরে নতুন করে শয়তানের কার্যকলাপ শুরু হলো। অনেক দুর্লভ এবং মহামূল্যবান একটা অলঙ্কার শহরের গভর্নরের বাড়ি থেকে চুরি হয়ে গেল।

গভর্নর আল ফাদল ইবনে খাকান ও তার স্ত্রী বিষয়টা নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অতীতে এই ধরনের ছোটখাটো দুর্ঘটনা, চুরি ডাকাতির ঘটনা এবং হত্যার প্রচেষ্টা অবশেষে শেষ হয়েছে হয়ত গভর্নরের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে কিংবা গভর্নরকে গদিচ্যুত করার ভেতর দিয়ে। গভর্নর পুলিশপ্রধানের ওপর ক্ষিপ্ত হলেন।

পুলিশপ্রধান নিশ্চয়তা দিলেন যে তিনি অবশ্যই অলঙ্কারটা খুঁজে বের করতে পারবেন এবং অপরাধীকেও গ্রেফতার করবেন।

পুলিশপ্রধান তার দলবলকে সারা শহরে ছড়িয়ে দিলেন। নানা রকমের তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশপ্রধান দারবিশ ওমরান শায়েখ আব্দুল্লাহর বাড়িতে অলঙ্কার খোঁজার জন্য দলবলসহ হাজির হলো। মানুষের নানারকম গুঞ্জনকে সে পাত্তা না দিয়ে শায়েখের বাড়িতে সে অলঙ্কার খোঁজা শুরু করল। অবেশেষে পুলিশের লোকজন আলাদিনের কাঠের আলমারিতে সেই দামি মুক্তোখচিত অলঙ্কারটা খুঁজে পেল। শুধু তাই না, আলামারির ভেতর সে খারেজি আন্দোলনের সাথে জড়িত আরো নানারকমের কাগজ পত্রও পেল। ফলে আলাদিনকে তৎক্ষণাৎ বন্দি করে কারাগারে পাঠানো হলো। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো খুব শিগগিরই তাকে বিচারের সম্মুখীন করা হবে।

১৬.

এই ঘটনায় সাধারণ মানুষ অন্তরে খুব আঘাত পেল। ঘটনাটা শুধু জোবায়দা, ফাতুহা বা উগারকেই কষ্ট দেয়নি এটা বরং নব বিবাহিত এই তরুণকেও ব্যথিত করেছে। লোকজন বলাবলি করছে আলাদিন খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পেয়ে যাবে। কারণ এই ঘটনাটা পুলিশপ্রধান দারবিশ ওমরান ও তার ছেলে হাবাজলাম বাজ্জাজের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই না। তারাই এই অন্যায়টা করার পরিকল্পনা করেছে। ষড়যন্ত্র নিয়ে মানুষের এই ফিসফাস গুঞ্জন প্রাক্তন পুলিশপ্রধান মুইন বিন সাবির কানেও গেল। সে তার অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারল এই ধরনের কার্যকলাপ আর ষড়যন্ত্রে পুলিশপ্রধানের থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

উগার সনির্বন্ধ অনুরোধ নিয়ে ফাদাল ইবনে খাকান এবং হায়কাল জাফরানির কাছে গেল অনুগ্রহ পাবার আশায়। কিন্তু তারা তাকে ফিরিয়ে দিল। উগার শায়েখকে অনুরোধ করলেন কিছু একটা করার জন্য। কিন্তু শায়েখ কিছুই করলেন না বা বললেন না।

খুব দ্রুত বিচারের কার্যক্রম শেষ হয়ে গেল আর আলাদিনকে শাস্তিস্বরূপ শিরোচ্ছেদের নির্দেশ দেয়া হলো।

১৭.

শরতের এক ঠাণ্ডা সকালে রায় কার্যকর করার জন্য আলাদিনকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

শহরের লোকজন এসে ভিড় করল রায় দেখার জন্য।

কী যে ঘটতে যাচ্ছে সেটা আলাদিন তখন পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে চিৎকার করে বলছিল, 'আমি নিরপরাধী, আল্লাহ সব কিছু দেখেছেন।'

সে জনতার ভিড়ের ওপর তার চোখটা বুলিয়ে আনল। সকলে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার এক সময় সে উপরে মেঘের ভেতর দিয়ে স্বর্গের দিকে তাকাল। যেন নিজেকে সে স্রষ্টার কাছে সমর্পণ করছে।

তার মা আর স্ত্রীর কান্নার চিৎকার তার কানে ভেসে এল। বুকটা কেঁপে উঠল।

অনেকেই আশা করছিল শেষ মুহূর্তে অলৌকিক কিছু একটা ঘটবে। যেমনটা ঘটেছিল উগারের বেলায়। কিন্তু ততক্ষণে জল্লাদের তরবারি উপরে উঠে গেছে। তারপর এক সময় সকলের আশাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে জল্লাদের তরবারি নেমে আসল।

সুদর্শন আলাদিনের শরীর থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে ছিটকে পড়ল।

১৮.

শায়েখের বাড়িতে উগার আর্তনাদ করছিল, 'আমার ছেলে নির্দোষ।'

'নিরপরাধ এবং অভিযোগমুক্ত।' জোবায়দা বলল । 'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট।'

শায়েখ আসন কেটে শান্ত সৌম্যভাবে বসেছিলেন। তার চেহারায় দুশ্চিন্তার কোনো ছাপ নেই।

তার মেয়ে জোবায়দা তাকে বলল, 'বাবা আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি।'

'আপনি একটা কথাও বললেন না। একটু নড়াচড়াও করলেন না।' উগার বেশ তীক্ষ্ণভাবে বলল, 'মনে হচ্ছে বিষয়টা আপনাকে একটুও ভাবনায় ফেলেনি। আপনাকে ব্যথিত করেনি।'

শায়েখ উগারের দিকে না তাকিয়ে তার মেয়েকে বলল, 'জোবায়দা ধৈর্য ধরো।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে শায়েখ আবার কথা বলা শুরু করলেন।

'শোন জোবায়দা, তোমাকে একজন শায়েখ দরবেশের গল্প বলি। তিনি বলেছেন যে, 'একবার আমি একটা গর্তের ভেতর পড়ে গিয়েছিলাম। তিনদিন সেখানে থাকার পরও সেখান থেকে বের হতে পারলাম না। তিনদিন পর শুনতে পেলাম একদল পথিক গর্তের কাছাকাছি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমি তাদের কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেলাম। তখন চিন্তা করলাম চিৎকার করে তাদের কাছে সাহায্য চাইব। তারা যেন আমাকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসে। কিন্তু আমার হঠাৎ করে মনে হলো আমি তাদের কাছে কেন সাহায্য চাইব। আমি সাহায্য চাইব খোদার কাছে। পথিকগুলো যখন গর্তের কাছে চলে আসল তখন আমি শুনতে পেলাম একজন পথিক বলছে দেখো এখানে একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। গর্তটা প্রায় রাস্তার মাঝামাঝি। এটার মধ্যে মানুষ অসাবধানতা বশত পড়ে যেতে পারে। চলো আমরা এটাকে মাটি দিয়ে ভরাট করে দেই। তাদের কথা শুনে

আমার সকল আশা যেন শেষ হয়ে গেল। পথিকরা গর্তের মুখটা মাটি দিয়ে ভরতি করে চলে গেল। আমি খোদার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম তিনি যেন মৃত্যুকে জয় করার ক্ষমতা দেন। যখন রাত নেমে আসল তখন আমি শুনতে পেলাম গর্তের মুখটা কে যেন খুলছে। আমি দেখতে পেলাম বিশাল একটা ভয়ংকর প্রাণী গর্তের মুখটা আচড়ে খুলে তার লেজটা নামিয়ে দিয়েছে গর্তের মুখের ভেতর। আমি বুঝতে পারলাম আল্লাহ এই প্রাণীটা আমাকে রক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন। আমি লেজটা ধরে ঝুলে পড়লাম সেটা আমাকে গর্তের ভেতর থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসল। তখন আমি শুনতে পেলাম অদৃশ্য থেকে কেউ একজন বলছে, 'আমরা তোমাকে মৃত্যু দিয়েই মৃত্যু থেকে রক্ষা করলাম।'

মহামান্য সুলতান

১.

রাতের অন্ধকারে সুলতান শাহরিয়ার, উজির দানদান, এবং প্রহরী শাবিব রামা বিদেশি ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে রাতের অন্ধকারে হাঁটছিল। তখন হঠাৎ করে তাদের দিকে অন্ধকারের ভেতর থেকে আরো তিনটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসল।

একজন ছায়ামূর্তি জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা রাতের এই অন্ধকারে কী করছ ?'

'আমরা বিদেশি বণিক।' শাহরিয়ার উত্তর দিল। 'বসন্তের খোলা বাতাসে হেঁটে আমরা আমাদের মনটাকে একটু প্রফুল্ল করে নিচ্ছি।'

'বিদেশি আগন্তুক তোমরা আমার মেহমান হতে পারো।' লোকটা বলল।

তাদের ওপর আশীর্বাদ জ্ঞাপন করে শাহরিয়ার বলল, 'আমি খুব আনন্দিত হব এটা জানতে পারলে যে কার বাড়িতে আমরা মেহমান হিসেবে যাচ্ছি ?'

'সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা তোমরা একটু ধৈর্য ধরো।' লোকটা বলল।

২.

তারা হাঁটতে হাঁটতে একটা নদীর ধারে পৌছে গেল। সেখানে তারা দেখতে পেল একটা জাহাজ নদীর তীরে অপেক্ষা করছে।

'আমরা বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসা করে বেড়াই। তোমরা কি আমাদের সাথে ভ্রমণে আগ্রহী ?' ছায়ামূর্তির একজন বলল।

তখন আরেকটা গলার স্বর বলে উঠল, 'হে বিদেশি আগন্তুকরা তোমরা সুলতান শাহরিয়ারের উপস্থিতিতে তাকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন করো। এবং তোমাদের সৌভাগ্যের জন্য খোদার কাছে প্রশংসা করো।'

ছদ্মবেশী তিন বিদেশি অর্থাৎ সুলতান শাহরিয়ার, উজির দানদান, এবং শাবিব রামা এ কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। কী বলছে এরা। পাগল নাকি।

সুলতান ! কোন সুলতান ? কোন শাহরিয়ার ?' হতবুদ্ধি হয়ে তারা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

'সুলতানকে অভিবাদন জানাও।' আরেকটি কণ্ঠস্বর দৃঢ়ভাবে বলল।

শাহরিয়ার অবাক হওয়ার এই অবস্থা সামলে উঠলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি এই লোকগুলোর সাথে জাহাজে করে যাবেন। নতুন এই অভিজ্ঞতার শেষ দেখতে চান তিনি। সুলতান শাহরিয়ার দ্রুত নতুন দাবি করা শাহরিয়ারকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল। সাথে সাথে উজির দানদান ও শাবিব রামা তাকে অনুসরণ করল।

'খোদা বিশ্বাসীদের নেতাকে বিজয়ী করুক। তাকে দীর্ঘজীবী করুক।'

তারা বেশ কয়েকজন লোকের সাথে জাহাজে চড়ে বসল। নতুন সুলতান সবার সামনে গিয়ে জাহাজে রাখা একটা সিংহাসনে বসল। তার থেকে বেশ দূরে অনেকগুলো কুশনে বাকি সবাই বসল।

বসন্তের মিষ্টি বাতাসে যখন জাহাজের পাল তুলে ফেলা হলো তখন আকাশের নক্ষত্রেরা তাদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসছিল।

৩.

জাহাজটা একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের তীরে নোঙর ফেলল। সেখানে অনেক প্রহরী হাতে বাতি নিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করল।

'এটা তো সম্পূর্ণ নতুন এক রাজত্ব।' সুলতান শাহরিয়ার উজির দানদানের কানে ফিসফিস করে বলল।

'মাননীয় সুলতান এটা খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছে।'

'আমি অবাক হচ্ছি এত শান শওকত, জাঁকজমক অবস্থা তৈরি করার জন্য তারা এত টাকা পেল কোথেকে?'

তারা খুব সুন্দর রাজকীয় একটা হলরুমে ঢুকল। সেখানে দেখল বিশাল টেবিলে নানা রকমের খাবার এবং পানীয় সাজিয়ে রাখা আছে। তাদের চারপাশে রাজকীয় কর্মচারীরা ছিল যারা তাদেরকে নানা ধরনের খাবার আর পানীয় সরবরাহ করছিল। খাবার আর পানীয়ের পাশাপাশি পর্দার আড়াল থেকে একজন দাসী খুব সুরেলা কণ্ঠে গান গাওয়া শুরু করল।

'তীব্র প্রেমের সুর তোমার সাথে কথা বলছে
তোমাকে বলছে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'কী রাজকীয় এক ভোজসভা। আমরা তো এখানে একেবারেই তুচ্ছ নগণ্য।' সুলতান শাহরিয়ার আবার উজির দানদানের কানে ফিসফিস করে বলল।

ঠিক এই মুহূর্তে নতুন দাবি করা সুলতান ঘোষণা করলেন, 'স্বর্গীয় সেই বিচারকার্য শুরু করার সময় হয়ে গেছে।'

'আমাদের এখন আর বসে থাকলে চলবে না। সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে এই পাগলের দলগুলো বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই এদেরকে ঘেরাও করে ফেলতে হবে।' দানদান তার মনিবের কানে ফিসফিস করে বলল।

'দাঁড়াও আরেকটু অপেক্ষা করি। আমি নিজের চোখ দিয়ে দেখতে চাই এর পর কী ঘটতে যাচ্ছে ! এমন কিছু হয়ত ঘটবে যেটা আমি কখনো কল্পনাও করিনি।'

খুব দ্রুত কিছু লোক এসে টেবিলের কাপড়গুলো সরিয়ে ফেলল। সাথে সাথেই বিচারের জন্য একটা মঞ্চ তৈরি করা হলো। অন্য সুলতান তার নিজের আসনে বসলেন। তার ডান পাশে বসলেন তার উজির। বাম পাশে যে বিচারের রায় কার্যকর করবে সে লোকটা বসল। মঞ্চের একেবারে কিনারে প্রহরীরা নাঙা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে থাকল।

আসল শাহরিয়ার বসল। তার সাথে সাথে বসল তার দুজন সাথি উজির দানদান ও শাবিব রামা। তারা অপেক্ষা করছিল স্বর্গীয় সেই বিচারকার্যের জন্য।

৪.

বিচারের মঞ্চ থেকে অন্য সুলতান যারা উপস্থিত ছিল তাদেরকে লক্ষ করে বলল, 'আল্লাহর কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে অসংখ্য নিরপরাধ লোকের রক্তপাত ঘটানোর পর এবং অসংখ্য মুসলমানের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করার পর আমাকে আবার অনুতপ্ত হওয়ার অনুশোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন। খোদা সত্যিকার অর্থেই অনেক দয়াময় ও দয়ালু।'

এই কথা শোনার পর আসল শাহরিয়ারের চেহারা শুকিয়ে গেল। তার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে একদম চুপ হয়ে গেল। অন্য সুলতান তখন তার কথা চালিয়ে যাচ্ছিল।

'একজন খুব সাধারণ মানুষের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আজকের এই স্বর্গীয় বিচারমঞ্চ বসানো হয়েছে। সে যে অভিযোগ করেছে তদন্তের পর সেটা যদি সত্যি প্রমাণিত হয় তাহলে বলতে হবে যে খুব ভয়ানক একটা অন্যায় তার প্রতি করা হয়েছে। খোদাই একমাত্র সহায়তাকারী। সুতরাং সেই অভিযোগকারী নাপিত উগারকে উপস্থিত করা হোক।'

অভিযোগকারী ভেতরে ঢুকে খুব বিনীতভাবে মঞ্চের সামনে দাঁড়াল।

'তোমার অভিযোগ কী উগার ?' অন্য সুলতান তাকে বলল।

'আমার ছেলে আলাদিন কোনো অপরাধ না করেও একটা অন্যায় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তার প্রাণটা হারিয়েছে।' কম্পিত স্বরে উগার বলল।

'কোনো অভিযোগের প্রেক্ষিতে তোমার ছেলের শিরোচ্ছেদ করা হয়েছিল ?'

'সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং শহরের গভর্নর ফাদিল বিন খাকানের স্ত্রী কামার আল জামানের অলঙ্কার চুরির দায়ে তাকে এই শাস্তি দেয়া হয়েছিল।'

'তোমার মতে এই ষড়যন্ত্রের মূলে কে আছে?'

'হাবাজাম আল বাজ্জাজ এবং তার পিতা পুলিশপ্রধান দারবিশ ওমরান এবং এই ষড়যন্ত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করেছিল মুইন বিন সাবি যাকে ইতিপূর্বে তার অসৎ কার্যকলাপের জন্য পুলিশপ্রধানের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এরা সবাই মিলে অলঙ্কার চুরি করে আলাদিনের আলমারির ভেতর রেখেছিল। এরাই সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক নানারকমের লেখা চিঠি আলাদিনের আলমারির ভেতর রেখেছিল।'

'তোমার কাছে কেন মনে হলো যে তারা আলাদিনের বিরুদ্ধে এমন একটা ষড়যন্ত্র করবে।'

'তারা আলাদিনের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। কেননা সে দরবেশ শায়েখ বালখির মেয়ে জোবায়দাকে বিয়ে করেছিল। শায়েখ তার মেয়ে জোবায়দাকে পুলিশপ্রধানের দুশ্চরিত্র ছেলে হাবাজাম আল বাজ্জাজের কাছে বিয়ে দিতে অস্বীকার করেছিল।'

'তুমি যা বলছ এর পক্ষে কি কোনো প্রমাণ আছে।'

'আলাদিনের সৎ চরিত্রের কথা পুরো শহরের সবাই জানে। আপনি শহরের বসবাসরত প্রতিটি লোককে আলাদিনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। তারা আলাদিনের সততার বিষয়ে বলবে। এই ষড়যন্ত্রটা আসলেই হয়েছিল। শহরের সবাই সেটা বিশ্বাস করে। আমার কাছে যদি চাক্ষুষ কোনো প্রমাণ থাকত তাহলে আমি তো তাকে শিরোশ্ছেদ হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারতাম এবং তার ওপর যে অপবাদ দেয়া হয়েছে সেটা থেকে তাকে মুক্ত করতে পারতাম। আমি এখন সুলতানের কাছে ন্যায়বিচার কামনা করছি।'

তৎক্ষণাৎ সুলতান উগারকে বিদায় জানিয়ে শহরের গভর্নর ফাদল বিন খাকানকে ডেকে পাঠালেন।

গভর্নর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সুলতানের সামনে এসে উপস্থিত হলো।

সুলতান তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'গভর্নর নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে একজন ভালো মনের মানুষ মনে করেছিলাম। তুমি শিক্ষিত বলে এবং এই ব্যাপারে তোমার অভিজ্ঞতা ছিল বলে আমি তোমাকে এই পদের জন্য নির্বাচিত করেছিলাম। সর্বশক্তিমান খোদার দোহাই দিয়ে আমি তোমাকে বলছি এই ঘটনার সত্যতার বিষয়ে যা গোপন আছে সব কিছু তুমি আমাকে খুলে বলো। তুমি যে একজন বিজ্ঞ এবং সৎ লোক এই বিষয়ে যেন আমার কোনো সন্দেহ না থাকে।'

'খোদার শপথ আমি যা দেখেছি যতটুকু শুনেছি ততটুকু আমি সত্য বলব।' গভর্নর তার হাত দুটো প্রসারিত করে বলল।

তারপর সে তার মনিব সুলতানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আলাদিনের মৃত্যুর পর আমি মানুষের মুখে আলাদিনের নিরপরাধ থাকার গুঞ্জনটা শুনতে পাই। এবং এই ঘটনার সাথে অন্যদের সম্পৃক্ততার বিষয়টা জানতে পারি। আমি আলাদিনের সততার বিষয়টা জানতাম। পরে আমি আমার গোয়েন্দাদের ঘটনাটা তদন্তের জন্য পাঠালাম। তারা আমার কাছে এসে জানাল যে ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত মুইন বিন সাবি। যখন মদ পান করে মাতাল হয়ে পড়েছিল তখন সে তার সম্পৃক্ততার বিষয়টা স্বীকার করেছে এবং ষড়যন্ত্রের বিষয়টাও স্বীকার করেছে। এর পর থেকেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই বদমাশটাকে আমি খুঁজে বের করব। যদিও ...'

গভর্নর কিছুক্ষণ চুপ থাকল । কিছু একটা বলার জন্য মনে হয় সে দ্বিধা করছে। তারপর বলল, 'যদিও মাননীয় সুলতান আমি সেই দুর্বল লোক যে আলাদিনকে শিরোশ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছিল। এর পর থেকে আমি খুব ভয়ে আছি। কারণ সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর যে একজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করে সে আসলে পুরো একটা জাতিকে হত্যা করল।'

'তুমি আসলে তোমার সুখ্যাতি আর পদবিকে হারানোর ভয় পাচ্ছিলে।' সুলতান বলল।

গভর্নর তার মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

'তোমার ব্যক্তিগত সহকারী কি সত্য বিষয়টা জানে ?' সুলতান তাকে জিজ্ঞেস করল।

'জি জনাব।' সে বিষণ্ন সুরে বলল।

'সৃষ্টিকর্তার অসীম জ্ঞান তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে। আমরা তো শুধু সাধারণ কিছু নিয়ম তৈরি করেছি। এখন সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে পুলিশপ্রধান দারবিশ ওমরান, তার ছেলে হাবাজাম আল বাজ্জাজ, মুইন বিন সাবিকে শিরোশ্ছেদ করা হোক। বর্তমান গভর্নর ফাদল বিন খাকান এবং তার সহকারী হায়কাল আল জাফরানিকে তাদের বর্তমান পদ থেকে বরখাস্ত করা হলো এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো।'

৫.

রায় কার্যকর করার জন্য চামড়ার গালিচা নিয়ে আসা হলো। রায় কার্যকরকারী জল্লাদ এসে উপস্থিত হলো। দোষী দুই বদমাশকে উপস্থিত করা হলো। জল্লাদ যখন সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল তখন সত্যিকারের সুলতান শাহরিয়ার যে এতক্ষণ বসে বিচারকার্য দেখছিল আর ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারল না।

সে দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বলল, 'বন্ধ করো এই নাটক।'

প্রহরীরা তার দিকে এগিয়ে আসল। বিচারকের আসনে বসে থাকা অন্য সুলতান ভ্রু কুঁচকে বলল, 'তোমাকে কথা বলার অনুমতি কে দিয়েছে পাগল বিদেশি আগন্তুক ?'

'তোমার এই পাগলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে জেগে ওঠো। অনেক হয়েছে। তুমি নিজেকে সুলতান শাহরিয়ার দাবি করছ।' সুলতান চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বললেন।

সকলের চোখে মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। দানদান আর শাবিব রামা সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে সুলতানের পাশে এসে দাঁড়াল। তাদের দুজনার তরবারিই খাপ থেকে খোলা।

সুলতান তখন তার পকেট থেকে রাষ্ট্রপ্রধানের আংটি বের করে অন্য সুলতানের মুখের সামনে তুলে ধরল।

ভুয়া সুলতান সেই আংটি দেখার সাথে সাথেই লাফ দিয়ে বিচারের মঞ্চ থেকে সরে প্রকৃত সুলতানের পায়ের কাছে এসে পড়ল।

'হুজুর আমি আপনার গোলাম পানি বাহক ইব্রাহিম।' কাঁপতে কাঁপতে সে বলল।

'এই ধরনের প্রহসনের তাৎপর্য কী ?'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ইব্রাহিম বলল, 'মহামান্য সুলতান আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি যদি আমার বেয়াদপি ক্ষমা করেন তাহলে আমি এর পেছনের ইতিহাসটা বলতে পারি।'

৬.

পানিবাহক ইব্রাহিম রাজপ্রাসাদে গ্রীষ্মকালীন বৈঠকে সুলতানের সামনে তার গল্পটা বর্ণনা করল।

সে বলল, 'মহামান্য সুলতান ছোটবেলা থেকেই আল্লাহর ওপর অবিচল বিশ্বাস আমার ছিল। তখন থেকেই আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতাম। উপার্জন যদিও খুব সীমিত ছিল কিন্তু আমার অন্তর ছিল পরিতৃপ্ত। আমার কষ্কে খাওয়ার অভ্যেস ছিল। এটাতে আমি আনন্দ পেতাম। খোদা আমাকে অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। আমি গামাস আল বালতির বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করতে পেরেছিলাম। এটা আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার বন্ধু উগারের ছেলেকে যখন হত্যা করা হলো আর আমি মানুষের মুখে মুখে এই বিচারের রায়ের অসারতার বিষয়ে নানারকম গুজব শুনলাম তখন আমি প্রচণ্ড কষ্ট পেলাম। আমার কাছে মনে হলো এই দরিদ্রদের জন্য খোদা ছাড়া আর কেউ নেই।

কিন্তু ভাগ্য আমার জন্য একটা চমক রেখেছিল যেটা আমি কখনো কল্পনাও করিনি। একদিন আমি শহরের বাইরে একটা জংলা জায়গায় অনেক গুপ্ত সম্পদ পেয়ে গেলাম। রাতারাতি আমি শহরের সবচেয়ে ধনী লোকদের একজন হয়ে গেলাম। আমি ভাবলাম এই সম্পদগুলো দিয়ে এখন আমি যেভাবে খুশি মউজ মাস্তি করতে পারব। কিন্তু গরিবের প্রতি আমার ভালোবাসা আমাকে ভিন্ন একটা পথ দেখাল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কাল্পনিক একটা রাজত্ব আমি বানাব। যেখানে গরিব ধনী সবাই সমান।'

'বোঝা যাচ্ছে গাঁজা তোমার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।' সুলতান শাহরিয়ার হাসতে হাসতে বলল।

'আমি সেটাকে অস্বীকার করি না। কারণ গাঁজা সেবকদেরই এরকম উদ্ভট কল্পনা আসতে পারে। শহরের উড়নচণ্ডী লোকেরা আমার এই পরিকল্পনাটাকে খুব পছন্দ করল। আমি নির্জন ঐ দ্বীপটাকে রাজত্বের জন্য বেছে নিলাম। সম্রাটের মুকুট পরলাম। তারপর আমার উজির সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি ঠিক করলাম ঐ সমস্ত ক্ষুধার্ত উলঙ্গ মানুষদের মধ্য থেকে। আমরা রাত ছাড়া এই খেলায় বের হতাম না। আলাদিনের মৃত্যুর পর যেই ষড়যন্ত্রটা আমাদেরকে প্রতি রাতে একটা করে বিচারের প্রহসন করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যাতে সেখানে একটা ন্যায়বিচার হয় যেটা সাধারণ পৃথিবীতে হয় নাই।'

'তুমি গাঞ্জুটে সেই সম্পদগুলো এই কাজে বৃথা অপচয় করেছ।' সুলতান খুব নরমভাবে বলল।

'মহামান্য সুলতান এর বিনিময়ে আমরা দরিদ্ররা যে সুখ কিনেছি সেই সুখের কাছে এই সম্পদ কিছু না।'

৭.

বেশ কৌতূহল নিয়ে পানিবাহক ইব্রাহিমের গল্প শুনে সুলতান শাহরিয়ার উজির দানদানকে নির্দেশ দিলেন, 'নাপিত উগারের ছেলে আলাদিনের বিচার ও তার হত্যাকাণ্ড নিয়ে আমাকে সর্বশেষ খবরাখবরগুলো খুব শিগগির আপনি জানাবেন।'

'মহামান্য সুলতান আপনি দ্রুততর সময়েই সেগুলো জানতে পারবেন। ফাদল বিন খাকানকে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন তার কাছ থেকেই সব কিছু জানতে পারবেন।' উজির দানদান বলল।

'তোমার কি মনে হয় আমাদের মহামান্য সুলতান পানিবাহক ইব্রাহিম যে রীতিতে তার কাল্পনিক নাটকটা সাজিয়েছিল সেভাবে এগুলেই আমরা সত্যটা জানতে পারব?' সুলতান জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার মনে হয় এটাই সত্য মাননীয় সুলতান। এই রকম ব্যতিক্রমধর্মী বিচার কার্যের পরিকল্পনায় আমার মনে হয় না গাঁজা ইব্রাহিমের মস্তিষ্ককে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করতে পেরেছিল।' উজির দানদান বলল।

'আমিও তোমার কাছে বিষয়টা লুকাব না। আমি নিজেও সত্যিকার অর্থে পানিবাহক ইব্রাহিমের বিচার পদ্ধতিতে খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম।' সুলতান শাহরিয়ার বললেন।

পানিবাহক ইব্রাহিম যেভাবে কাল্পনিক নাটকের মাধ্যমে আলাদিনের হত্যার বিচার করেছিল সেভাবে সুলতানও করলেন। এবং তিনি সত্যটা বের করতে পারলেন। সাথে সাথে বিচারকের রায়ে পুলিশপ্রধান দারবিশ ওমরান, তার ছেলে হাবাজলাম বাজ্জাজ এবং মুইন বিন সাবির শিরোশ্ছেদ করা হলো। এর সাথে ফাদল বিন খাকান ও তার সহকারী হায়কাল আল জাফরানিকে তাদের কাজ থেকে বরখাস্ত করা হলো এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো।

জাদুর টুপি

১.

'শহরের নতুন গভর্নর আব্বাস আল খালজি এবং তার ব্যক্তিগত সহকারী সামি শুকরি ও পুলিশপ্রধান খালিল ফারিছ এদের কাছ থেকে অদূর ভবিষ্যতে কোনো অনৈতিক কাজ আশা করা যায় না।' হতাশ হয়ে দুষ্ট জিন সাখরাবাত বলল।

'কেন নয়।' জামবাহা বেশ ঘৃণার সাথে তীব্রভাবে বলল।

'কারণ এরা অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তাদের এই পদে এসেছে।

'যতদিন পর্যন্ত শাসকদের পিছনে অনৈতিক বিষয়গুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে ততদিন শাসকদের নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। এখন তুমি উদ্যোমী যুবক ফাদিল সানানের দিকে একটু নজর দাও।'

'সে এমন কিছু কাজের প্রতিনিধিত্ব করছে যেটা আমাদের সমস্ত কাজের পরিকল্পনাকে ভণ্ডুল করে দিচ্ছে।' সাখরাবাত ক্রুদ্ধ হয়ে বলল।

'কোন লক্ষ্যটা আমাদের দক্ষতা আর ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করবে !'

'চলো আমরা এক সাথে বসে মজাদার কিছু একটা চিন্তা করি যেটা আমাদের আনন্দ দেবে !'

২.

গ্রীষ্মের এক তপ্ত দুপুরে ফাদিল সানান শহরের ঝরনার পাশে একটু ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সে এক মুহূর্তের জন্যও তার বন্ধু আলাদিনকে ভুলতে পারে না। বুকের ভেতর ব্যথার একটা ক্ষরণ সব সময় সে টের পায়। সে নিজেকেই হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এই ব্যথাতুর হৃদয় কবে এই যাতনা থেকে মুক্তি পাবে ?'

হঠাৎ করে ফাদিল লক্ষ করল একটা লোক তার দিকেই হাসতে হাসতে এগুচ্ছে। লোকটা ফাদিলের কাছাকাছিই বসল। তারা একে অপরকে অভিবাদন জানাল। লোকটা তার দিকেই তাকিয়েছিল। মনে হচ্ছে লোকটা ফাদিলের সাথে দেখা করার জন্যই এখানে এসেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফাদিল আগন্তুক লোকটাকে বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি এই শহরের বাসিন্দা নন।'

'আপনার অনুমান সত্য। আমি আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই।' লোকটা বেশ বন্ধুসুলভভাবে বলল।

ফাদিল বেশ কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কে আপনি ?'

'আমি কে এটার কোনো গুরুত্ব নেই। মূল কথা হলো আমি একজন মানুষ। তোমার জন্য আমার কাছে একটা উপহার আছে।'

ফাদিল ভ্রু কুঁচকে খুব সতর্কতার সাথে লোকটাকে দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। সব কিছু পরিষ্কার করে বলো। প্যাচঘোচ আমি পছন্দ করি না।'

'আমিও সেটা পছন্দ করি না।' লোকটা মুচকি হাসি দিয়ে বলল। 'এই দেখো তোমার উপহার। এটা দিয়ে তুমি প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছুই করতে পারবে।'

লোকটা তার কোর্তার ভেতর থেকে একটা ঝোলা বের করল। তারপর সেই ঝোলার ভেতর থেকে খুব কারুকার্যময় একটা টুপি বের করল। ফাদিল এই ধরনের টুপি এর আগে কখনো দেখেনি। লোকটা টুপিটা বের করে তার মাথায় দেয়ার সাথে সাথেই অদৃশ্য হয়ে গেল। ফাদিল আচমকা এই ঘটনা দেখে অবাক হয়ে তার চারপাশে ঘুরে তাকিয়ে লোকটাকে খোঁজা শুরু করল।

'এটা কোনো স্বপ্ন নাকি ?' ফাদিল নিজেকে জিজ্ঞেস করল।

সাথে সাথেই সে শুনতে পেল লোকটা হাসতে হাসতে বলছে, 'তুমি অদৃশ্য টুপির কথা কখনো শুনতে পাওনি ? এটাই হলো সেই টুপি।'

লোকটা তার টুপিটা মাথা থেকে খোলার সাথে সাথেই আবার সেই আগের জায়গায় তাকে দেখা গেল। ফাদিল সানানের বুকটা কাঁপতে লাগল।

'কে তুমি।' বিচলিত হয়ে ফাদিল জিজ্ঞেস করল।

'এই উপহারটাই আসল। এ ছাড়া অন্য যে কোনো ধরনের প্রশ্নই অবান্তর।'

'তুমি কি সত্যি সত্যিই এটা আমাকে দিতে চাও ?'

'তোমাকে দিতে চাই বলেই আমি অন্য কারো কাছে না গিয়ে তোমার কাছে এসেছি।'

'কিন্তু আমাকে বিশেষভাবে কেন পছন্দ করলে ?'

'তুমি কি আমাকে বলতে পারবে পানিবাহক ইব্রাহিম কেন এত অগাধ গুপ্ত সম্পত্তি পেয়েছিল ? পারবে না। সুতরাং তুমি ইব্রাহিমের মতো তোমার এই সম্পদটাকে অপচয় কোরো না।'

ফাদিল মনে মনে ভাবল পৃথিবীটা নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে। মানবতাকে রক্ষা করার জন্য তাকে আরো বেশি সতর্ক হতে হবে।

'তুমি কী নিয়ে এত ভাবছ ?' লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'খুব সুন্দর একটা বিষয় নিয়ে যেটা তোমাকে মুগ্ধ করবে।'

'তুমি আমাকে বলো এই উপহারটা দিয়ে তুমি কী করতে চাও ? কীভাবে তুমি এটাকে ব্যবহার করবে ?' লোকটা বেশ সচেতন হয়ে প্রশ্ন করল।

'আমি এটাকে আমার বিবেকের নির্দেশনানুযায়ী ব্যবহার করব।'

'তুমি যা ইচ্ছে তাই করো কিন্তু বিবেক যেটা বলে এটা দিয়ে তা করতে পারবে না।' লোকটা নীরসভাবে বলল।

তার কথা শুনে ফাদিল কেমন চুপ হয়ে গেল। তারপর বলল, 'তুমি এটা কী বললে ?'

'বললাম তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে কিন্তু তোমার বিবেক যেটা বলবে এটা দিয়ে তা করতে পারবে না। এটা হলো এই টুপিটা ব্যবহারের শর্ত। তুমি এখন ইচ্ছে করলে যা খুশি গ্রহণ করতে পারো আবার বর্জন করতে পারো। কিন্তু সতর্ক থাকবে। এটা দিয়ে কোনো প্রতারণা করতে পারবে না। তাহলে তুমি টুপিটাও হারাবে আর সাথে সাথে তোমার জীবনটাও।'

'বদমাশ তার মানে তুমি এটা দিয়ে আমাকে খারাপ কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চাচ্ছ।'

'আমার শর্তটা একেবারে পরিষ্কার। তোমার বিবেক যা বলবে তুমি এটা দিয়ে তা করতে পারবে না। তুমি এটা দিয়ে কোনো খারাপ কাজও করতে পারবে না।'

'তাহলে আমি এটা দিয়ে করবটা কী ?'

'এটা দিয়ে কোনো ক্ষতিকর কিংবা লাভজন কোনো কিছুই করবে না। বরং এই দুটির মাঝামাঝি যে কোনো বিষয় তুমি ইচ্ছে করলেই করতে পারবে। এ ব্যাপারে তুমি স্বাধীন।'

'আমি এখন খুব সম্মানজনক একটা জীবন কাটাচ্ছি।'

'তুমি যদি চাও তাহলে এই জীবনটাকেই আরো দীর্ঘায়িত করতে পারবে। আর সেটা হবে তোমার মাথার পাগড়ি দিয়ে এই টুপিটা দিয়ে না। সেই জীবনে তুমি দারিদ্র্যতা আর বন্দিত্ব ছাড়া কী-ই বা পাবে।'

'এটা সম্পূর্ণই আমার বিষয়।'

'ঠিক আছে আমার যাওয়ার সময় এসে গেছে।' লোকটা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল। 'তাহলে তোমার শেষ কথাটি কী ?'

ফাদিল সানানের বুকটা উৎকণ্ঠায় কাঁপছিল। সে কী বলবে। তার কাছে মনে হচ্ছিল এই ধরনের সুযোগ তার জীবনে দ্বিতীয়বার আর আসবে না।

সে বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথেই বলল, 'ঠিক আছে আমি টুপিটা নিচ্ছি। এটা নিয়ে ভয়ের কিছু নেই।'

৩.

পরদিন সকালেই ফাদিল সানান টুপিটা পরে সকালের বাতাসের মতো পুরো শহর জুড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাতাস যেমন সব জায়গাতে থাকে কিন্তু তাকে দেখা যায় না সেভাবে ফাদিল সানান অদৃশ্যের মতো ঘুরতে লাগল। নতুন এই জাদুময় অভিজ্ঞতা তাকে সব কিছু ভুলিয়ে দিল। এমনকি জীবন ধারণের জন্য তাকে যে পরিশ্রম করতে হয় সেটাও সে করতে ভুলে গেল।

মানুষের চোখ থেকে তার শরীর আর সব কিছুই অদৃশ্য হয়ে গেছে এই অনুভূতিটা তাকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখল। তার হাতে এত জাদুময় ক্ষমতা পেয়ে মনের সুখে সে সব কিছুই ভুলে গেল।

বিকেলের দিকে তার হঠাৎ করে মনে হলো বাড়িতে স্ত্রী আকরামান আর মা তার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা অপেক্ষা করছে সে সারাদিনের উপার্জন কিছু দিরহাম নিয়ে যাবে। এই দিরহাম দিয়ে তারা রাতের খাবার তৈরি করবে। আর বাকি দিরহাম দিয়ে মিষ্টি তৈরির উপকরণ ক্রয় করবে। চিন্তিত হয়ে সে ভাবতে লাগল একেবারে খালি হাতে সে কিছুতেই বাড়িতে যেতে পারবে না। চিন্তিত হয়ে সে একটা মাংসের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সে দেখল দোকানের মালিক তার সারাদিনের বেচাকেনার টাকা পয়সার হিসেব করছে। লোকটার ছোট ছেলেটা দোকানের সামনে থেকে চলে গেলে সে সিদ্ধান্ত নিল লোকটার কাছ থেকে সে তিনটা দিরহাম নেবে। এই তিন দিরহামই তার সারা দিনের উপার্জন। তিন দিরহাম নিলেই যথেষ্ট হবে। সে নিজেকে এই বলে বুঝ দিল যে পরে যখন সময় ভালো হবে তখন সে এই তিন দিরহাম ফিরিয়ে দিবে। সে দোকানের ভেতর ঢুকে তিন দিরহাম নিয়ে বের হয়ে আসল। জীবনে এই প্রথম এই ধরনের চুরি করার জন্য তার মনটা কেমন অশুচি হয়ে আছে। সে দোকানের দিকে তাকিয়ে দেখল দোকানের মালিক তার সহকারী ছেলেটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তারপর ছেলেটাকে মার দিয়ে চুরির অভিযোগে দোকান থেকে বের করে দিল।

৪.

রাতের খাবারের পর সে ভাবল টুপিটা পরে সে ইমরিসের কফিখানায় যাবে। সে ভাবল কোনো ধরনের কৌতুক কিংবা অন্যায়মূলক কোনো কাজ সে কফিখানার ভেতর করবে না যেমনটা সে আজ মাংসের দোকানে করেছে।

এই প্রথমবারের মতো সে দেখল তার পরিচিত মুখগুলো তাকে দোকানে ঢোকার পর তার দিকে তাকাচ্ছে না, তাকে লক্ষ করছে না। কীভাবে লক্ষ করবে তারা তো তাকে দেখতেই পারছে না।

সে বেশ অবজ্ঞার সাথে হাসান আল আত্তার, জালিল আল বাজ্জাজ, নাপিত উগার, ব্যবসায়ী সাহলুল, কুজো শামলুল এবং পানি বাহক ইব্রাহিম, মুচি মারুফের দিকে তাকাল।

শুনতে পেল উগার বলছে, 'আজকে ফাদিল সানান আসল না কেন ?'

কুজো শামলুল তার রুক্ষ গলায় বলল, 'মনে হয় সে কোনো বিপর্যয়ে পড়েছে।'

শামলুলের কথার ভঙ্গি দেখে ফাদিল সিদ্ধান্ত নিল সে এই বাদরটাকে শাস্তি দিবে।

কফিখানার পরিচারক খাবারের ট্রেতে করে গ্লাস ভরে বিভিন্ন ধরনের পানীয় নিয়ে তাদের কাছে আসছিল। হঠাৎ করে খাবারের ট্রেটা শামলুলের মাথায় পড়ল। ট্রের গ্লাস ভরতি পানীয়ে শামলুলের সারা শরীর ভিজে গেল। শামলুল লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে লাগল। অন্যান্যরা কুজো শামলুলের এই অবস্থা দেখে খিটখিট করে হাসতে লাগল। কফিখানার মালিক এসে পরিচারককে একটা চড় মেরে তাকে সেখান থেকে বিদায় করে সম্রাটের ভাঁড়ারের কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইল।

হোটেলের মালিক তখন নিজে উঠে গিয়ে খাবারের ট্রেতে করে পানীয় নিয়ে আসল। তখন হঠাৎ করে ট্রেটা সুলায়মান আল জিনির ওপর পড়ে গেল। সবাই বেশ অবাক হলো কিন্তু হাসিতে ফেটে পড়ল। কেউ কেউ মন্তব্য করল 'গাঁজা খেয়ে এসেছে নাকি !'

উগার তার মনের দুঃখ ভুলে গিয়ে হাসতে হাসতে ফেটে পড়ল। কিন্তু হঠাৎ করে এই হাসির মধ্যেই সে টের পেল পেছন থেকে কেউ তার ঘাড়ে চর মারছে। সে ক্রুদ্ধ হয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে মুচি মারুফ হাসছে। সে মারুফের গালে সজোরে একটা চর মারল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনার মধ্যে তীব্র হাতাহাতি লেগে গেল।

কফিখানার বাতি কে যেন পাথর মেরে ভেঙে দিলে সারা কফিখানায় অন্ধকার নেমে আসল। সবাই হইচই চেঁচামেচি করতে করতে মারামারি করতে করতে পাগলের মতো কফিখানার বাইরে বের হয়ে আসল। তাদের চোখে মুখে ভয় আর উন্মত্ততা।

৫.

ফাদিল তার স্বাভাবিক জীবন যাপন করা শুরু করল। প্রয়োজন ছাড়া সে টুপিটা তার পকেট থেকে বের করত না। সে নিজেকে বলল যে ছোটখাটো চুরি ছাড়া আর নিরর্থক হাস্যকৌতুক ছাড়া এই টুপিটা দিয়ে সে আর কিছুই এখন পর্যন্ত করেনি।

সে খুব হতাশ ছিল। সে নিজেকে বলল এই অদৃশ্য টুপিটা দিয়ে যে সমস্ত সুযোগ সে পাবে সেগুলোকে সে কোনোভাবেই উপেক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু কী ধরনের সুযোগ সে এটা দিয়ে গ্রহণ করতে পারবে। এটা দিয়ে তার জন্য ভালো কিছু করা অসম্ভব ? তাহলে সে এটা দিয়ে কী করবে ?'

সে শহরের ঝরনাটার পাশে বসে সন্ধ্যার দিকে বিশ্রাম নিচ্ছিল। একটু দূরেই একজন ফেরিওয়ালা তরমুজ বিক্রি করছিল। ফাদিল দেখল একজন লোক তরমুজওয়ালার দিকে যাচ্ছে তরমুজ কিনতে। হঠাৎ করে সে লোকটাকে চিনতে পারল। এই লোকটা হচ্ছে কারারক্ষী। সে কারাগারের বন্দিদের ওপর এত বেশি নির্যাতন করেছে যে তার সেই নির্যাতনের কাহিনী সবাই জানে। লোকটা ফাদিলের বন্ধুদের যারা গ্রেফতার হয়েছে তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন করেছে।

লোকটাকে দেখে ফাদিলের মাথায় রক্ত উঠে গেল। সে দেখল কারারক্ষী তরমুজ কিনে পাশেই একটু দূরে সম্ভবত তার বাড়ির দিকে যাচ্ছে। ফাদিল লোকটাকে অনুসরণ করতে থাকল। যখন সে দেখল যে রাস্তায় কেউ নেই তখন ফাদিল তার পকেট থেকে টুপিটা বের করে মাথায় পরে নিল। সাথে সাথেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার সাথে টুপিটা নিয়ে যে শর্ত ছিল সে সব শর্ত ভুলে গিয়ে সে তার কাছে রাখা মিষ্টি মোরব্বা কাটার ছুরিটা বের করল। সে কারারক্ষীর কাছে গিয়ে তার গলায় ছুরিটা বসিয়ে দিল। সাথে সাথে লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রক্তে মাটি ভেসে গেল।

বিজয়ের আনন্দে তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে এই টুপিটা দিয়ে। ফাদিল ঐ জায়গাটা ছেড়ে কোথাও গেল না। বরং সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল লোকজন কী কী করছে। সে দেখল প্রদীপের আলোয় লোকজন সেখানে জড়ো হচ্ছে। সে দেখল পুলিশ সেখানে আসল। আর কারারক্ষী মারা যাওয়ার আগ মুহূর্তে তরমুজ বিক্রেতার নামটা ফিসফিস করে বলল। ফাদিল দেখল পুলিশ নিরপরাধ তরমুজ বিক্রেতাকে গ্রেফতার করছে। সে বেশ অবাক হলো। বিরক্তও হলো। কী করা যায় এখন !

'এই নিরপরাধ লোকটাকে রক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই তার করার নেই।' সে নিজের মনে মনে বলল।

এই সময় সে দেখল টুপির মালিক তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে বলছে, 'সাবধান চুক্তি ভঙ্গ কোরো না।'

'তুমি কি আমাকে এ অপরাধীকে হত্যা করতে সাহায্য করোনি ?'

'মোটেই না। আর তুমি তো আসল অপরাধীকে হত্যা করোনি। তুমি হত্যা করেছ আসল অপরাধীর জমজ ভাইকে যে আসলে নিরেট এবং নির্দোষ ভালো মানুষ।'

৬.

প্রথমে ছোট্ট চুরি, তারপর অহেতুক কৌতুক আর সবশেষে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর মাধ্যমে সে এই টুপিটা ব্যবহার করে নরকের অতল তলে নেমে গেল। যখন পরদিন তরমুজ বিক্রেতাকে হত্যার অপরাধে শিরোচ্ছেদ করা হলো তখন ফাদিল সেই ঘটনায় একেবারে মুষড়ে পড়ল। প্রবল হতাশা তাকে গ্রাস করল। সে পাগলের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগল। নিজের ওপর তার ঘৃণা জমতে থাকল। শুধু নিজের ওপরই নয় সারা পৃথিবীর ওপর কেমন একটা বিতৃষ্ণা তাকে দখল করে বসল।

'এখন সব কিছু স্বীকার করে বিচারের মুখোমুখি হওয়া ছাড়া আমার আর কোনো পথ নেই।' সে নিজের মনে মনে বলল।

তখনই সে দেখল টুপির মালিক তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'সাবধান !'

'তোমার ওপর অভিশাপ।' সে রাগে ক্ষোভে চিৎকার করে বলল।

সে হতাশায় ঘৃণায় তিক্ততায় প্রায় পাগল হয়ে মদ খেতে শুরু করল। অদৃশ্য থেকে শয়তান জিনদের উপস্থিত হওয়ার জন্য তাদেরকে ডাকতে লাগল। মদ খেতে খেতে তার মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল হাসান আল আত্তারের বোন কামার আল আত্তারের সুন্দর চেহারাটা। শুধু তাই না সুলায়মান আল জিনির রূপসী স্ত্রী কাত্তুলকুলুবের চেহারাটাও তার সামনে ভাসতে লাগল। সে মদের বোতলের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকল আমার উদর ভরতি মদ, তাহলে মদ পানে ভয় কিসের এখন। আমার জন্য আর কিছু বাকি নেই। আমাকে এখন আকাশের দিকে চলে যেতে হবে। শাস্তি পাওয়া ছাড়া আমার আর কিছু বাকি নেই।'

৭.

'ফাদিল সানান কেন স্বপ্নে আসবে ?' কামার আল আত্তার নিজেকে জিজ্ঞেস করল। 'কী অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম।' কিন্তু হাসান আল আত্তারের বোন কামার টের পাচ্ছিল যে স্বপ্নে যে ফাদিল সানান এসেছিল সে তার বেশ কিছু চিহ্ন রেখে গিয়েছে।

সে হতবুদ্ধি হয়ে নিজেকে বলল, 'এটা নিশ্চয়ই কোনো জিন ভূত ছিল।'

অন্যদিকে সুলায়মান জিনির স্ত্রী কাত্তুলকুলুবও নিজেকে বলতে লাগল, 'এটা নিশ্চয়ই কোনো দুঃস্বপ্ন ছিল। কারণ ফাদিল সানান কেন আমার স্বপ্নে আসবে। আমি জীবনেও তাকে নিয়ে ভাবিনি।'

তবে দুঃস্বপ্ন ঘরের ভেতর কিছু চিহ্ন রেখে গেল । কাত্তুলকুলুবের স্বামী সুলায়মান জিনি দেখল কেউ একজন তার ঘরে ঢুকে তার সিন্দুক থেকে টাকা পয়সা চুরি করে নিয়ে গেছে। পুলিশপ্রধান তদন্তের জন্য তার বাড়িতে আসল। কাত্তুলকুলুব সব কিছুই বলল কিন্তু তার দুঃস্বপ্নের কথাটা কাউকে কিছু বলল না।

৮.

ফাদিল দিনের বেলা তার স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে লাগল। ইমরিসের কফিখানায় সে নিয়মিত যাওয়া আসা করত। আর সব সময় নিজেকে বুঝ দিত, 'আল্লাহ তোমাকে দয়া করবে ফাদিল সানান । ভয়ের কিছু নেই। তুমি খুব ভালো একজন তরুণ। আলাদিনের মতো কিংবা তার চেয়েও ভালো।'

সে তার দোকানে পাগল লোকটার সাথে দেখা হলো। স্বভাবসুলভভাবে সে পাগলটাকে কিছু মিষ্টি মোরব্বা দিল। অন্য সময়ের মতো পাগলটা সেই মিষ্টির দিকে ফিরেও তাকাল না। বরং সে ফাদিলকে দেখেনি এমন একটা ভাব করে তার সামনে দিয়ে চলে গেল।

মাছির ওড়াউড়ির মতো তার চারপাশ দিয়ে ভয়গুলো ঘুরতে লাগল। সে ভাবল কোনো কারণ ছাড়া পাগলটা এমন আচরণ করবে না। পাগলটা নিশ্চয়ই তার ভেতরে যে শয়তানটা লুকিয়ে আছে সেটাকে টের পেয়েছে।

'এই পাগলটার কাছ থেকে আমাকে সতর্ক থাকতে হবে। একে ভয় পেয়ে চলতে হবে।' সে নিজেকে বিড়বিড় করে বলল।

তখনই সে দেখল টুপির মালিকটা তার সামনে হাসতে হাসতে বলছে, 'তুমিই ঠিক। এই পাগলটা সত্যিই ভয়ংকর তোমার জন্য।'

ফাদিল তার ভ্রু কুঁচকে বলল, 'তুমি চলে যাও। আমাকে একা থাকতে দাও।'

'এই পাগলটাকে হত্যা করো। সে তোমার জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।' খুব শান্তভাবে টুপির মালিক বলল।

'তুমি আমাকে পরামর্শ দেবে না। কারণ এটার প্রয়োজন নেই।'

'আমাদেরকে অবশ্যই বন্ধু হতে হবে। এই জন্যই আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি তুমি ঐ শায়েখ বালখিকেও খুন করবে।'

'আমরা কখনো বন্ধু না। আর আমি তাই করব যা আমার মন চায়। তুমি চলে যাও। তুমি আমার সাথে মিথ্যে বলছ। রসিকতা করছ আমার সাথে।'

'আমি মোটেও তোমার সাথে রসিকতা করছি না। আমি তোমাকে বলছি তুমি তোমার শত্রুদের হত্যা করো তোমার শত্রুরা তোমাকে হত্যা করার আগে।'

'আমাকে একা থাকতে দাও।' ফাদিল আর্তনাদ করে বলল।

৯.

শহরে উৎকণ্ঠিত হওয়ার ঘটনা ঘটে গেল।

অদ্ভুত একটা রোগ হাসান আল আত্তারের বোন কামার আল আত্তার এবং সুলায়মান জিনির স্ত্রী কাত্তুলকুলুবকে আক্রমণ করল। দুজনই অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাক্তার আব্দুল কাদের মাহিনি তার অভিজ্ঞতায় এই ধরনের অসুখের মুখোমুখি কখনো হয়নি। সে অনেক চেষ্টা করেও তাদের দুজনকে রক্ষা করতে পারল না।

মেয়েলোক দুজন মারা গেল। তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে ডাক্তার মাহিনি টের পেল যে তিনি এই দুজন মহিলার বিষয়ে গোপন একটা কিছু জানতে পেরেছেন। তার বন্ধুদের সুখ্যাতি রক্ষার জন্য তিনি কি এই গোপন খবরটা চেপে যাবেন নাকি এর একটা কিছু বিহিত করার চেষ্টা করবেন। নাকি আবার এমন হতে পারে তার নীরবতা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে। অনেক চিন্তাভাবনা করে সে পুলিশপ্রধানের কাছে গেল।

'আমি তোমাকে আমার একটা উদ্বেগের বিষয়ে বলব। আশা রাখি খোদা আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন।' ডাক্তার মাহিনি বলল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলল, 'শোন পুলিশ হাসান আল আত্তারের বোন কামার এবং সোলায়মান জিনির স্ত্রী কাত্তুলকুলুব কোনো অসুখে মারা যায়নি। আমি একজন চিকিৎসক এটা আমি জানি। আমার কাছে মনে হয়েছে এদের দুজনেই কোনো ভয়ংকর বিষের কারণে মারা গেছে।'

'আত্মহত্যা ?' পুলিশপ্রধান আতঙ্কিত হয়ে বললেন। 'কিন্তু কেন ? আর কেনই বা তাকে অন্য কেউ খুন করতে চাইবে।'

'এই দুজন মহিলার একজন মারা যাবার আগে খুব আতঙ্কিত হয়ে ফাদিল সানানের নাম উচ্চারণ করেছিল।'

পুলিশপ্রধান তার মাথাটাকে একটু ঝাঁকাল। সে মন দিয়ে ডাক্তারের কথা শুনছিল।

ডাক্তার বলল, 'মূল কথা হলো আমি বুঝতে পেরেছি এই দুই মহিলাই স্বপ্নে ফাদিল দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল। আর তার চিহ্নও তারা ঘুম থেকে উঠে দেখেছে। ফলে তাদের কাছে মনে হয়েছে স্বপ্নটা হয়ত আসলেই বাস্তব ছিল।

'খুবই অবাক করা ব্যাপার। ছেলেটা কি তাদেরকে কোনো ওষুধ খাইয়েছিল ?'

'আমি সেটা জানি না।'

'স্বপ্ন দেখার সময় তারা কোথায় ছিল ?'

'নিজ নিজ বিছানায় নিজ নিজ বাড়িতেই ছিল।'

'এটা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার। ছেলেটা কীভাবে তাদের ঘরে চুরি করেছিল। আর কীভাবেই সে তাদেরকে বিষ দিয়েছিল। ছেলেটা কি একই সাথে দুই মহিলার বাড়িতেই গিয়েছিল ?'

'আমি জানি না।'

'তুমি কি বিষয়টা নিয়ে সুলায়মান আল জিনির সাথে আলোচনা করেছ ?'

'আমি এটা করার জন্য মন থেকে উৎসাহ পায়নি।'

'ফাদিল সানানের বিষয়ে তুমি কতটুকু জান ?'

'খুবই ভালো একটা ছেলে। কোনো দোষ নেই।'

'এটাই তো সন্দেহের বিষয়। ও যদি কোনো কিছুর সাথেই সম্পৃক্ত না থাকে তাহলে বুঝতে হবে খারিজিদের সাথে ওর সম্পর্ক আছে।'

'আমি সে বিষয়েও কিছু জানি না।'

'আমি এখনই তাকে গ্রেফতার করব। তারপর খুব কাছ থেকে তাকে সব কিছু আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করব।'

'আমি আশা রাখি তুমি খুব সাবধানেই তদন্ত করবে। যাতে আসল গোপন বিষয়টা বের হয়ে আসে আর এই দুই সম্ভ্রান্ত মহিলার সম্মানটাও বজায় থাকে।'

কাঁধটা ঝাঁকিয়ে পুলিশপ্রধান বলল, 'অনাবৃত সত্যটাকেই বের করে নিয়ে আসা এখন আমার প্রধান কাজ।'

১০.

ফাদিলকে বন্দি করে তৎক্ষণাৎ কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো। শহরের গভর্নর আব্বাস আল খালিজি বিষয়টা নিয়ে বেশ কৌতূহল দেখালেন। তিনি হাসান আল আত্তার এবং সুলায়মান আল জিনিকে ডেকে পাঠিয়ে ঘটনাটা বললেন। তারা এই কথা শুনে বেশ অবাক হলো। গভর্নর নিজে ছেলেটিকে দেখতে চাইলেন। তার সাথে কথা বলতে চাইলেন। পুলিশপ্রধানকে তিনি নির্দেশ দিলেন ছেলেটাকে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু পুলিশপ্রধান এসে বলল, 'ছেলেটা পালিয়েছে। কারাগারে তার চিহ্নটাও নেই।'

গভর্নর প্রচণ্ড রাগ করলেন। তিনি পুলিশপ্রধানকে এই বিষয়ে দোষারোপ করলেন। তিনি বললেন, 'ছেলেটার পালিয়ে যাওয়াটা খুবই রহস্যজনক। এটা তো মনে হচ্ছে কালো জাদুর খেলা।'

পুলিশ লোকেরা সাধারণ পোশাকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফাদিল সানানের স্ত্রী আকরামান ও তার মাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে আনা হলো। জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের কাছ থেকে কিছুই বের করা গেল না।

আকরামান বলল, 'আমার স্বামী খুব সৎ একজন মানুষ। আপনারা যা বলছেন তার একটা বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না।'

১১.

ফাদিল বুঝতে পারল সে মারা গেছে। আজ থেকে এই টুপির নিচে থেকে অদৃশ্য হওয়া ছাড়া তার আর কোনো জীবন নেই। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সে পাগলের মতো অভিশপ্ত একটা জীবন নিয়ে তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে। সে এখন একটা অভিশপ্ত শয়তান হয়ে গেছে। তার মুক্তি নেই। হতাশায় যখন সে কান্না করছিল তখনই টুপির মালিক তার সামনে হাজির হলো।

'সম্ভবত এখন তুমি আমার প্রয়োজনটা অনুভব করছ ?' টুপিওয়ালা জিজ্ঞেস করল।

ফাদিল খুব হিংস্র দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল। কিন্তু লোকটা সে দৃষ্টিকে পাত্তা না দিয়ে আরো বন্ধুসুলভ ভাবে ফাদিলকে বলল, 'তোমার কাজ করতে এখন আর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।'

'এটা তো একটা অদৃশ্যের জগৎ।' ফাদিল বলল।

'পুরাতন সব ধারণা ফেলে দাও। যে মহা সৌভাগ্য তুমি লাভ করেছ সেটার বিষয়ে সজাগ থেকো। যত্নবান হও।' লোকটা ভেংচি কেটে বলল।

'আহ ! একাকীত্ব, আর একাকীত্ব, আর শুধু গভীর অন্ধকার। আমার স্ত্রী, মা, বোন এরা সবাই আমার থেকে দূরে সরে গেছে। আমার বন্ধুরা আমার থেকে দূরে।'

'একজন বিজ্ঞ লোকের অভিজ্ঞতাটা শোন। তোমার কাছে এখন যে ক্ষমতাটা আছে সেটা দিয়ে প্রতিটা দিন তোমার জন্য আনন্দময় অভিজ্ঞতা বয়ে নিয়ে আসবে।' লোকটা খুব শান্তভাবে বলল।

১২.

শহরে বেশ কিছু দিন ধরে খুব আজব আজব ঘটনা ঘটে চলেছে। এই সব ঘটনার কারণে লোকজন ভুলেই গেছে জেলখানা থেকে কে পালিয়েছিল।

সমাজের একজন সম্ভ্রান্ত লোক তার খচ্চরের পিঠে চড়ে আসছিল। হঠাৎ করে বলা নেই কওয়া নেই সে ধুম করে তার খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে গেল।

গভর্নরের ব্যক্তিগত সচিব তার প্রহরীদের নিরাপত্তায় রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিলেন। হঠাৎ করে কে যেন তার মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করল। কেউ কিছু বুঝতে পারল না।

গভর্নরের বাড়ি থেকে অলঙ্কার হারিয়ে যেতে লাগল।

বাজারের ভিড়ে মেয়েদেরকে ত্যক্তবিরক্ত করার পরিমাণ বেড়ে গেল।

ফাদিল সানান যখনই হতাশায় আর বিরক্তিতে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল তখনই মানুষের মধ্যে কখনো কখনো আতঙ্ক চরমে উঠতে লাগল আবার হ্রাস পেতে লাগল।

গভর্নর আব্বাস আল খালিজি সাক্ষাৎ করল শায়েখ আব্দুল্লাহ আল বালখি, ডাক্তার আব্দুল কাদের মাহিনি ও নগরের প্রধান মুফতির সাথে। গভর্নর তাদেরকে বলল, 'আপনারা এই শহরের উঁচুস্তরের লোকজন। আমি আপনাদের কাছে পরামর্শ চাইছি। আপনারা আমাকে কি বলবেন যে এই শহরে এই সব কী ঘটছে ? এই সমস্যা থেকে কীভাবে সমাধান পাওয়া যায়। এর চিকিৎসাটা কী ?'

ডাক্তার বলল, 'দুষ্ট একটা দল এই ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে। কেউ একা এত কিছু করতে পারবে না। আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো বাড়াতে হবে। আমাদেরকে আরো সতর্ক থাকতে হবে।'

'আমি বিশ্বাস করি সমস্যাটা আপনি যেভাবে দেখছেন তার চেয়ে গুরুতর। শায়েখ আব্দুল্লাহ আপনার মতামত কী এই বিষয়ে ?' গভর্নর বলল।

শায়েখ সরাসরি বলল, 'আমরা আমাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি।'

'কিন্তু সাধারণ মানুষেরা তো বিশ্বাসী।'

'না, বিশ্বাসী হওয়া এত সহজ নয়। বিশ্বাসীরা দুর্লভ প্রাণীর মতো।' শায়েখ খুব বিষণ্নভাবে বললেন।

এই সময় মুফতি খুব রুক্ষ গলায় বললেন, 'আমার বিশ্বাস এখানে কেউ কালো জাদু প্রয়োগ করে আমাদের বিরুদ্ধে এই বাদরামিগুলো করছে। আমি এর জন্য শিয়া আর খারিজিদের দায়ী করছি।'

১৩.

যাকেই সন্দেহ করা হচ্ছিল তাকেই গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হচ্ছিল। সন্দেহের দৃষ্টির কারণে অনেক ঘরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ঘটনা দেখার পর প্রথমবারের মতো ফাদিল সানান তার হতাশা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। পুরাতন স্মৃতিগুলো তার মাথার ভেতর আবার নতুন করে চাগাড় দিয়ে উঠল যেভাবে আগুনকে বাতাস প্রজ্বলিত করে দেয়। সে ভাবতে শুরু করল নতুন কোনো কাজ আবার সে শুরু করতে পারে। সে যখন ভিন্নভাবে কিছু একটা করার চিন্তা করছিল তখনই তার সামনে টুপির মালিক এসে হাজির হলো। তার দিকে বেশ সতর্ক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পুরাতন রোগ থেকে তুমি কি এখনো সেড়ে ওঠোনি ?'

ফাদিল সানানের যদিও খুব রাগ হচ্ছিল তারপরেও সে তার ক্রোধটাকে দমিয়ে রেখে নরম সুরে বলল, 'যে লোকগুলোকে বন্দি করা হচ্ছে তাদেরকে মুক্তো করাটাই এখন সবচেয়ে মজার কাজ হবে।'

'আমাদের চুক্তির কথাটা তুমি ভুলে যেয়ো না।'

'ধর্মের শত্রুদের মুক্ত করে দিলে এখানে ভালোর কী আছে ?' ফাদিল তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'তোমার মত অনুযায়ীই তারা হলো একটা আন্দোলনের নেতা। আর তুমিও তাদের একজন। সুতরাং আমার সাথে বুদ্ধির খেলা খেলতে আসবে না।'

'আমাকে যা ইচ্ছে তাই করতে দাও। তারপর আমি তুমি যাও সেটা করব।' বেশ দৃঢ়তার সাথে ফাদিল বলল।

তখনই হঠাৎ করে তার মাথা থেকে টুপিটা খুলে নেয়া হলো। আর শুটিং স্কয়ারে ফাদিল আবার দৃশ্যমান হয়ে গেল। হঠাৎ এই পরিবর্তনে ফাদিল সানান খুব ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু তার ভয়টা চূড়ান্ত অবস্থায় পৌছার আগেই টুপিটা আবার তার মাথায় পরিয়ে দেয়া হলো। টুপির মালিক বলল, 'আমাদের শর্তটা মনে রেখো। নয়ত আমি আজ তোমার সাথে যে আচরণ করেছি এরকমটা করতেই থাকব। তুমি ধরা পড়ে যাবে।'

১৪.

জেলখানা থেকে বের হয়ে তার ভাগ্যটা ভালো হলো না। তিক্ত এক অনুভূতি সব সময় তাকে খুঁজে ফেরে। সে অবাক হয়ে ভাবছিল কীভাবে তার আন্দোলনের ভাইদেরকে সঙ্গী সাথিদেরকে এবং যোদ্ধাদেরকে সে কারাগার থেকে মুক্ত করে আনতে পারে। সে এখন এই টুপি এবং টুপির মালিকের গোলাম। তার সাথে সাথে অন্ধকার কারাগারেরও সে একজন বন্দি। এখন মুক্তি পাওয়াটা তার জন্য ভালো হবে না। হতাশা তীব্র থেকে তীব্রতরভাবে তাকে গ্রাস করছিল। সে কাতরাচ্ছিল আর ভাবছিল কীভাবে সেই পুরাতন ফাদিলকে আবার জাগানো যায়। হঠাৎ গভীর অন্ধকারের মাঝ থেকে ফাদিল যেন ছোট্ট একটা আলোর রেখা দেখতে পেল।

তার ক্ষমতার এই জীবনে সে প্রথমবারের মতো একটা সতেজ অনুভূতি তার বুকের ভেতর টের পেল। অগ্নিগিরি ফাটার মতো তার ভেতরে উদ্যোম আর উৎসাহ ফেটে পড়ল। এইভাবে তো আর বেঁচে থাকা যায় না। বাঁচতে হলে বাঁচার মতো বাঁচবে। আর যদি মরতেই হয় তাহলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মতো সম্মানের সাথে মরতে হবে।

কোনো রকম ইতস্তত না করে সে উঠে দাঁড়াল। গভর্নরের বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। তখন শহরের পাগল লোকটা বিড়বিড় করতে করতে তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। পাগলটা হাঁটছিল আর বলছিল, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন, মৃত্যু দেন, এবং তিনি সর্বশক্তিমান।'

ফাদিলের বুকের ভেতর থেকে সমস্ত ভয় আর ত্রাস দূর হয়ে গেল। সেই মুহূর্তেই তার সামনে টুপির মালিক এসে উপস্থিত হলো। সে টুপির মালিককে দেখে একটুও ভয় পেল না।

'আমার রাস্তা থেকে সরে যাও।' ফাদিল তীব্রভাবে বলল। তারপর মাথা থেকে টুপিটা টেনে খুলে লোকটার মুখের ওপর ছুড়ে মারল।

'তোমার যা ইচ্ছে তুমি করতে পার।' সে লোকটাকে বলল।

'তুমি কি জান এর পরিণতি কী ? তারা তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।' লোকটা বলল।

'আমার নিয়তির ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমি ভালো জানি।'

'তোমাকে অনুতপ্ত হতে হবে যখন অনুতপ্ততা কোনো কাজে আসবে না।'

'আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।' ফাদিল চিৎকার করে বলল।

ফাদিল খুব ভয়ে ভয়ে আশা করছিল যে লোকটা হয়ত তাকে আঘাত করে বসবে। কিন্তু তেমন কিছু হলো না। মনে হলো পরাজিত হয়ে লোকটা অদৃশ্যে চলে গেল।

১৫.

ফাদিল সানানের বিচারের বিষয়টা আগের সব বিচারকার্য থেকে অনেক বেশি নাড়া দিল শহরের মানুষদেরকে। ফাদিল সানান যখন তার সমস্ত কৃতকর্মের স্বীকৃতি দিল তখন যেন পুরো শহরের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল। কারণ সমাজের উঁচুস্তর থেকে শুরু করে নীচুস্তরের সবাই তাকে তাদের সন্তান মনে করত। সবার অন্তরে কেমন একটা দ্বন্দ্ব, একটা সংশয় তৈরি হলো।

যে মাঠে ফাদিলের শাস্তি কার্যকর করা হবে সেই মাঠে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। চারদিকে হইচই, গুঞ্জন। ফাদিলকে যখন নিয়ে আসা হলো তখন মাঠের সমস্ত মানুষ তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

রায় কার্যকর করার জন্য চামড়ার মাদুর বিছানো হলো। প্রাণদণ্ড কার্যকরকারী জল্লাদ শাবিব রামা উপস্থিত হলো। ফাদিলের চোখের সামনে স্ত্রী আকরামান, মা, বোন, শায়েখ আব্দুল্লাহ, গামাস আল বালতি সবার চেহারা ভেসে উঠল। তার চোখে মুখে কোনো অস্থিরতা নেই। শুধু শান্ত সৌম্য পরিতৃপ্ত একটা ভাব।

অবশেষে চূড়ান্ত সেই মুহূর্তটা আসল। শাবিব রামা তার খড়গ উপরে ওঠাল শিরোচ্ছেদ করার জন্য। সেই মুহূর্তে ফাদিল আপ্রাণ চেষ্টা করল স্বাভাবিক থাকতে। কিন্তু হঠাৎ করে কয়েক পলকের জন্য তার মনে হলো সে অন্য জগতের কিছু একটা দেখছে। তার কাছে মনে হলো সে ঐ জগতে মাস্টার সাহলুলকে দেখতে পাচ্ছে। সে অবাক হয়ে মাস্টার সাহলুলকে জিজ্ঞেস করল, 'মাস্টার সাহলুল আপনি এখানে কীভাবে আসলেন ?'

'তুমি যেভাবে এসেছ।' প্রাচীন ঐতিহাসিক দ্রব্য ব্যবসায়ী রহস্যময়ী সাহলুল মুচকি হাসি দিয়ে বললেন।

'তাহলে আপনি কি মৃত্যুদূত !' ফাদিল দ্বিগুণ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

কিন্তু সাহলুল কোনো উত্তর দিল না।

'আমি ন্যায় বিচার চাই।' ফাদিল রূঢ়ভাবে বলল।

'আল্লাহ যা ইচ্ছে তাই করেন।' সাহলুল শান্তভাবে বলল।

চর্মকার মারুফ

১.

তার বাইরের ভাবটা সব সময়ই হাসিখুশি আর সুখী কথাবার্তায় ভরা থাকে। তবে তার ভেতরে কিছু দুঃখভাব আছে।

তার উপার্জন খুব কম। কিন্তু তার স্ত্রী ফিরদাউস আল উসরা হলো একজন লোভী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী বদমেজাজী মহিলা। তার জীবনটাকে তার স্ত্রী একেবারে তপ্ত দোজখ বানিয়ে ছেড়েছে। বিয়ের পর একটা দিনও যায়নি যেদিন তার স্ত্রী তাকে গালমন্দ না করেছে। সে আবার স্ত্রীকে খুব ভয় পায়। সে মনে প্রাণে আশা করে স্ত্রীকে তালাক দিবে। কিন্তু এটা তার ক্ষমতার বাইরে। সে কখনোই এটা করতে পারবে না। মনে মনে সে সব সময় কল্পনা করে যে তার স্ত্রী মারা গেছে আর সে এই যাতনা থেকে মুক্তি পেয়েছে। তার কাছে মনে হয় সে একটা কারাগারের মধ্যে আছে।

সে সব সময় নিজেকে বলে যে সে কুজো ফাদিলের মতো একজন বন্দি। ফাদিল যেমন দুষ্ট জিনের কাছে বন্দি ছিল সেও ঠিক সেভাবে তার দুষ্ট স্ত্রীর হাতে বন্দি। মৃত্যু ছাড়া তার এই বন্দিখানা কখনো শেষ হবে না।

এক রাতে সে প্রচুর মদ গিলে ইমরিসের কফিখানায় ঢুকল। সে তার বন্ধু এবং অন্যান্য উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বেশ জোর গলায় বলল, 'আমি তোমাদেরকে একটা গোপন খবর দিতে চাই। এটা তোমাদের জানা দরকার।'

নাপিত উগার যে সব সময় তার সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে যদিও উগার তার ভেতরের কষ্টের খবরটা জানে।

'আমি তোমাদেরকে সত্য কথাটাই বলব।' চর্মকার মারুফ বলতে লাগল। 'আমি সুলায়মান বাদশার গোপন আংটিটি পেয়েছি।'

'গর্দভ তুমি তাহলে সেটা দেখাচ্ছ না কেন ?' কুজো শামলুল রুক্ষ গলায় বলল।

'মনে হচ্ছে তুমি এটা দিয়ে বেশ ভালোভাবে ব্যবহার করেছ। তাহলে তোমার প্রাসাদ কোথায়, কোথায় তোমার চাকর বাকর ?'

'আমি এটা দিয়ে এমন কিছু করব যেটা মানুষের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি।' চর্মকার মারুফ বলল।

'তাহলে আমাদেরকে একটা কিছু উদাহরণ দেখাও যাতে আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারি।' মুটমুজুরে রাগাব বলল।

'এটা করা খুব সহজ!'

'ঠিক আছে তাহলে তুমি আকাশের দিকে একবার উড়ে যাও তারপর আবার নিরাপদে নেমে আস।'

'হে সুলায়মান বাদশার আংটি আমাকে আকাশের দিকে তুলে নাও।' মারুফ ফিসফিস করে বলল।

এই সময় সুলায়মান আল জিনি ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ করো আহম্মক।'

কিন্তু কথা শেষ করেই সুলায়মান কেমন বোকার মতো চুপ হয়ে গেল। সে দেখল মারুফের চোখে মুখে কেমন একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে মারুফ হঠাৎ করে আস্তে আস্তে ভেসে ভেসে উপরে উঠতে লাগল। বাতাসে ভাসতে লাগল। তার এই অবস্থা দেখে কফিখানার সব ক্রেতা একদম চুপ হয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। মারুফ আস্তে আস্তে বাতাসে ভাসতে ভাসতে দরজা দিয়ে বের হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তার আজব ঘটনার খবর পুরো শহরে সূর্য রশ্মির মতো ছড়িয়ে পড়ল।

কফিখানার ক্রেতারা সবাই রাস্তায় এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পর মারুফ আবার আস্তে আস্তে অন্ধকার আকাশ থেকে নেমে এসে তার আগের জায়গায় বসল। তার চোখে মুখে তীব্র এক আতঙ্ক। সে বসার সাথে সাথেই তার ওপর প্রশ্নের বাণ ছুটে আসল।

'তুমি কোত্থেকে এই আংটিটা পেয়েছ?'

'তুমি কখন পেলে এটা?'

'তুমি এটা দিয়ে কী করবে?'

'আমাদের কাছে ঐ জিনটার কথা বলো।'

'তোমার স্বপ্নটাকে কখন তুমি বাস্তবে রূপ দেবে?'

'তোমার বন্ধুদের ভুলে যেয়ো না।' উগার বলল।

'খোদাকেও ভুলে যেয়ো না। তিনি সর্বশক্তিমান।'

তার কানের কাছে কী বলা হচ্ছিল তার কিছুই সে বুঝতে পারছিল না। শুধু তাই না কী ঘটল তার আগা মাথাও সে কিছু ধরতে পারছিল না। তার হাতে এটা কোনো জাদু এসে পড়েছে? সে কি তাদের কাছে সত্যটা স্বীকার করবে? সে কী করবে এখন? কেমন একটা সতর্কতা তাকে চুপ করিয়ে রাখল। সে কাউকে কিছু না বলে তার আসন থেকে উঠে দাঁড়াল।

তার পিছু পিছু সবাই হৈ হৈ করে উঠল–

'মারুফ আমাদেরকে বোকা বানিয়ে তুমি চলে যেতে পার না। কিছু একটা বলে যাও। এত রহস্য করার কী আছে।'

মারুফ কারো দিকে না তাকিয়ে সোজা কফিখানা থেকে বের হয়ে গেল।

২.

সে রাস্তায় মানুষের মিছিলের ভেতর দিয়ে তার বাড়ির দিকে এগুতে থাকল। লোকেরা চেষ্টা করছিল তার কাছাকাছি আসতে। সে জন্য সবাই চাপাচাপি করছিল। সেই ভিড়ে কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল কেউ বা পায়ের তলায় পিষ্ট হলো।

'চলে যাও। নয়ত আমি তোমাদেরকে অন্য জগতে পাঠিয়ে দেব।' সে চিৎকার করে সবাইকে বলল।

এক মিনিটের ভেতর সব মানুষ তার কথা শুনে দৌড়ে পালিয়ে গেল। সে তার আশপাশে কাউকে দেখতে পেল না। শুধু দেখল একটামাত্র মহিলা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে হলো তার স্ত্রী ফিরদাউস আল উররা। তার জন্য বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তার হাতে একটা বাতি।

'তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে ক্ষমতা দেন।' তার স্ত্রী তাকে দেখে বলল।

তার বয়সে এই প্রথমবারের মতো স্ত্রী তার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে কথা বলল। কিন্তু চর্মকার মারুফ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তাকে ঠাস করে একটা চড় মেরে বসল। তার সেই চড়ের শব্দ রাতের নীরবতায় চারদিকে প্রতিধ্বনিত হলো।

'তোকে তালাক দিলাম। তুই দোজখের অন্ধকারে যা।' মারুফ চিৎকার করে বলল।

'তুমি এতদিন আমাকে তোমার দারিদ্র্যতার ভেতর কষ্ট দিয়েছ। আর আজকে যখন সৌভাগ্য তোমার হাতে ধরা দিয়েছে তখন তুমি আমাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করছ। এটা কি ঠিক হচ্ছে।'

'তুই যদি এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে না সরে যাস তাহলে আমার জিন তোকে দুষ্ট জিনের রাজত্বে নিক্ষেপ করবে।'

তার কথা শেষ হওয়া মাত্রই স্ত্রী পড়িমড়ি করে ছুটে পালাল।

জীবনে এই প্রথমবার চর্মকার মারুফ তার ঘরে হাসতে হাসতে খুশি মনে ঢুকল। তার ঘরটা অবশ্য ছোট্ট বারান্দার একটা রুম।

৩.

'মারুফ এর অর্থ কী ? এটা কি কোনো স্বপ্ন না বাস্তব ? রহস্যময় কোনো কিছু কি তোমার সাথে ঘটেছে ?'

মারুফ তার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে নিজেই নিজেকে বলল। তারপর বেশ সতর্কতার সাথে বলল, 'হে বাদশাহ সুলায়মানের আংটি আমাকে মাটি থেকে এক হাত উপরে তোলো।'

সে খুব অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কিছুই ঘটল না। কাজ না হওয়ায় সে বেশ হতাশ হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল আমি কি আকাশে উড়ি নাই । সবাই যা দেখল তাহলে এই সবই কি মিথ্যা নাকি। মানুষগুলো সব আমার ধমক শুনে পাগলের মতো ছুটে পালিয়েছে। আমার স্ত্রী ছুটে পালিয়েছে। এই সব তো মিথ্যে হতে পারে না।

সে হতাশ হৃদয় নিয়ে আবার বলল, 'হে সুলায়মানের আংটি আমার সামনে প্লেট ভরতি সাদা মাংস এবং ময়ূরীর ভাজা রোস্ট হাজির করো।'

বেশ কিছুক্ষণ সে অপেক্ষা করল। কিন্তু তেমন কোনো কিছুই ঘটল না। সে হতাশ হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

৪.

তিক্ত এই হতাশার অভিজ্ঞতায় সে প্রায় মুষড়ে পড়ছিল। সে তার এই বিষয়টাকে গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিল। খোদার ইচ্ছার ওপর সে সব কিছু ছেড়ে দিবে। তিনি যা ইচ্ছে তাই করবেন। এখন তাকে তার নিয়মিত কাজগুলো করতে হবে। তাকে নিয়মিত কফিখানায় যেতে হবে। তার যেই কাজ সেই জুতা সারাই করা সেটা করতে হবে। কারণ সে যদি এটা না করে তাহলে তাকে না খেয়ে মরতে হবে। মারুফ তার বাড়ির গেটের সামনের গলিতে পুলিশপ্রধান খালিল ফারিসকে দেখল অপেক্ষা করছে। তার কাছে মনে হলো পুলিশপ্রধান তার সাথে দেখা করতে এসেছে।

পুলিশপ্রধান খালিল ফারিস তাকে বন্ধুসুলভ হাসি দিয়ে অভিবাদন জানাল। সে তার বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারল সোলায়মানের আংটির কারণে লোকে তাকে সমীহ করতে শুরু করেছে।

সে বুকে নতুন করে আশার বাণী শুনতে পেল। সে সিদ্ধান্ত নিল যতক্ষণ তাকে মৃত্যু না দিচ্ছে ততক্ষণ সে তার কাছে ক্ষমতাবান আংটি আছে এই অভিনয় করে যাবে।

'খোদা তোমার সকালটাকে হাসি খুশিতে আনন্দে ভরে রাখুক, মারুফ।' খালিল ফারিস হাসতে হাসতে বলল।

'মাননীয় পুলিশপ্রধান আপনাকেও আল্লাহ তেমন একটা সকাল দান করুক।' সে এমন উদাসীনভাবে কথাটা বলল যে পুলিশপ্রধান তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে বেশ অবাক হলো। সে এতটা আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলছিল যে কেউ ব্যতিক্রমী কোনো ক্ষমতা না পেলে এভাবে কথা বলতে পারে না।

'শহরের গভর্নর আপনার সাথে দেখা করতে চায়।' পুলিশপ্রধান বলল।

'এটা তো আমার জন্য মহা সৌভাগ্য। কোথায় দেখা করব?' সে বলল।

'যেখানে আপনি চান।'

'নিয়মমাফিকভাবেই তার ঘরে দেখা করব।' মারুফ বলল।

'আপনাকে যথোপযুক্ত নিরাপত্তা এবং সম্মান দেয়া হবে।' পুলিশপ্রধান তাকে নিশ্চয়তা দিল।

'আমি পৃথিবীর কোনো ক্ষমতাকেই ভয় পাই না।' সে একটু ঠাট্টার সুরে হাসতে হাসতে বলল।

নিজের ভেতরের ভয় এবং অস্বস্তিকে গোপন রেখে পুলিশপ্রধান খালিল ফারিস বলল, 'আমরা আপনার জন্য দুপুরে অপেক্ষা করব।'

৫.

সে অবাক হয়ে দেখল লোকজন তার কাছে ভিড় করতে চাইছে। কিন্তু ভয়ে আসছে না। তার বন্ধু উগার তাকে বলল যে সে এখন শহরের সব চেয়ে বেশি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। সবাই তাকে নিয়ে কথা বলছে। এমনকি গতরাতে সে কফিখানায় যে জাদুটা দেখিয়েছে সে জন্য মহামান্য সুলতান পর্যন্ত তার বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেছে। সে গভর্নরের সাথে দেখা করতে যাবে এটা শুনে উগার বলেছে, 'তুমি এখন কাউকে ভয় পাবে না। কারণ তুমি হলে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং ক্ষমতাবান লোক। লোকজন এখান দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদল তোমার শক্তিকে ভয় পাচ্ছে আরেকদল বলছে তোমার এই শক্তি তাদের মতো দরিদ্র দুর্বল লোকদের কাজে আসবে।'

মারুফ তার ভেতরের দুর্বলতাকে ঢেকে রেখে মুচকি হাসি দিয়ে বলল, 'উগার এই কথাটা মনে রেখ আমি আল্লাহর একজন অনুগত গোলাম।'

তার বন্ধু তার বিজয় এবং সফলতা কামনা করল।

৬.

গভর্নরের অভ্যর্থনা কক্ষে গভর্নর আব্বাস আল খিলজি, তার ব্যক্তিগত সহকারী শুকরি, পুলিশপ্রধান খালিল ফারিস এবং গ্রান্ড মুফতিসহ সমাজের উচ্চপদস্থ অনেক লোক তার জন্য অপেক্ষা করছিল। তার নোংরা কাপড় সত্ত্বেও গভর্নর তাকে পাশে বসতে বললেন এবং তাকে বেশ উষ্ণ সম্ভাষণ জানালেন।

সে বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বসল।

'আমি শুনেছি তুমি বাদশাহ সোলায়মানের আশ্চর্য আংটি পেয়েছ।' গভর্নর জিজ্ঞেস করল।

'যাদের মনে এই বিষয়ে কোনো সংশয় আছে আমি তাদের সেই সংশয় দূর করতে প্রস্তুত।' সে খুব দৃঢ়ভাবেই বলল।

তার কথার প্রেক্ষিতে গভর্নর বলল, 'আমি আসলে জানতে চাই তুমি এটা কীভাবে পেয়েছ ? এটা জানা আমার পেশাগত দায়িত্ব।'

'গোপন এই খবর প্রকাশ করতে আমাকে অনুমতি দেয়া হয় নাই।'

'তুমি যেটা ভালো মনে করো। তবে আসল কথা হলো তুমি আমার ঘরে এসে যদি এই ক্ষমতার কিছু দেখাতে তাহলে আমি অনেক সম্মানিত বোধ করতাম।'

'সত্য কথা হলো এটা দিয়ে আপনার বিশ্বাস বাড়ানোর কিছু নেই। আরো সত্য কথা হলো কেউ আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ' সে বেশ ক্ষমতার সাথে কথাটা বলল।

গভর্নর তার মাথাটাকে নুইয়ে চর্মকার মারুফের সাথে একমত জানাল। যদিও সে তার ভেতরের অনুভূতিকে গোপন রেখেছে। সে একই সাথে বলল, 'আমি এবং আমার সহকর্মীবৃন্দ চিন্তা করেছে যে তোমার সাথে কথা বলে আমাদের মতামতটাকে একটু ঝালিয়ে নেয়া উচিত। খোদা যাকে ইচ্ছে তাকে ক্ষমতা দেন আবার ক্ষমতা কেড়ে নেন। সর্বাবস্থায় আমাদের উচিত খোদার গুণকীর্তন করা।'

'এই কথাটা আপনার এবং আপনার সহকর্মীদের জন্য আরো বেশি উপযুক্ত।' মারুফ সরাসরি গভর্নরের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল।

গভর্নরের চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল মারুফের কথা শুনে। সে আমতা আমতা করে বলল, 'হে অতীতে ক্ষমতার অনেক অপব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তার পর থেকে আমরা সতর্ক হয়ে গেছি।'

কথা শেষ করে গভর্নর মুফতির দিকে তাকাল।

মুফতি চর্মকার মারুফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কাছে আমার একটা কথা আছে মারুফ। আমি আশা রাখি তুমি সেই লোকটার কথাকে গ্রহণ করবে যে খোদা ছাড়া আর কাউকেই ভয় করে না। আল্লাহ ভালো এবং মন্দ সময়ে তার বান্দাকে পরীক্ষা করেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। তোমার আগে যারাই সোলায়মানের আংটির ক্ষমতা পেয়েছে তাদের ওপরই অভিশাপ নেমে এসেছে। আমি আশা করি তোমার এই ক্ষমতাটা বিশ্বাসী লোকদের জন্য একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে এবং দুষ্ট লোকদের জন্য একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে।'

মারুফ একটু মুচকি হাসল। তারপর বলল, 'আপনারা সম্ভ্রান্ত লোকজন আমার কথাটা মন দিয়ে শুনুন। এর আগে সোলায়মানের আংটি অনেক বিশ্বাসী লোকের হাতে পড়েছিল যারা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর গুণকীর্তন করত। এটা এমন একটা ক্ষমতা যেটার বিরুদ্ধে আপনারা কিছু করতে পারবেন না। কিন্তু আমি

এটাকে প্রয়োজনের জন্য রেখে দিয়েছি। এই আংটি দিয়ে আমার এমন ক্ষমতা আছে যে আমি একটা প্রাসাদ তৈরি করতে পারব। সৈন্য সামন্ত তৈরি করতে পারব। এমনকি সুলতানের ক্ষমতাকে তো পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে পারব। সুলতানের ক্ষমতাকে পর্যন্ত দখল করতে পারব। কিন্তু আমি সেই রকম কিছু করব না। আমি অন্য কোনো পথে ভালো কিছু একটা করতে চাই।'

তার কথা শুনে এই প্রথমবারের মতো মনে হলো পুরো দলটা একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সবাই মারুফের কথাকে অভিবাদন জানাল। প্রশংসা করল। তাদের স্তুতি বাক্য শেষ হলে মারুফ বলল, 'কিন্তু খোদা আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন যে অনুগ্রহ করেছেন আমি তার সদ্ব্যবহার করতে চাই। এর ফলটা আমি ভোগ করতে চাই।'

সবাই তার দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল।

মারুফ বলল, 'আমি এই মুহূর্তে এক হাজার দিনার চাই। এটা দিয়ে আমি আমার কাজগুলো সম্পাদন করতে চাই।'

তার কথা শুনে গভর্নর প্রশান্তির শ্বাস ফেলে বলল, 'আমি নিজ দায়িত্বে এটা করব। যদি এটাও যথেষ্ট না হয় তাহলে আমি সুলতানের কাছ থেকে আপনার জন্য একজন সহকারী নিয়োগ করব।'

৭.

মারুফ যে টাকা চেয়েছিল সেটা পেয়ে গেল। সমাজের উচ্চপদস্থ লোকজন তাকে নানারকম উপঢৌকন পাঠাল।

সে একটা বাড়ি কিনল। বাড়িটাকে সাজানোর দায়িত্ব দিল ব্যবসায়ী সাহলুলকে। সাহলুল পুরো বাড়িটাকে একটা জাদুঘরের মতো সাজিয়ে ফেলল। সে ফাদিল সানানের বোন হুসনিয়া সানানকে বিয়ে করল। তার বন্ধু নাপিত উগার, পানিবাহক ইব্রাহিম, এবং মোটমুজুরে রাগাবকে তার সবচেয়ে কাছের সহকর্মী হিসেবে সে নিয়োগ দিল। তার উদারতা আর দানে গরিবরা উপকৃত হলো। মারুফ গভর্নরকে নির্দেশ দিল যে সে যেন গরিবদের প্রতি সুনজর রাখে। তাদের প্রয়োজনগুলো পূরণ করে। তাদের সুখ শান্তির দিকে যেন নজর রাখে। গরিব দুঃখীরা তাদের জীবনটাকে ভালোবাসতে শুরু করল।

৮.

একদিন চর্মকার মারুফকে সুলতান ডেকে পাঠালেন সাক্ষাৎ করার জন্য।

সে সুলতানের কাছে গেল মনে মনে এই কথা আবৃত্তি করতে করতে যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি ছাড়া কোনো ক্ষমতা নাই।' সে মনে মনে আশা করছিল যে তার কোনো ক্ষতি হবে না।

সুলতান তার সাথে শীতকালীন প্রাসাদে দেখা করল। বেশ উষ্ণ সংবর্ধনা দিয়ে তাকে বলল, 'মারুফ তোমাকে সু স্বাগতম। আমি রাতের বেলা যখন ছদ্মবেশে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম তখন আল্লাহর এক বান্দার কাছে তোমার প্রশংসা শুনেছিলাম। সেই থেকেই আমি তোমার সাথে দেখা করার জন্য আকুল হয়ে আছি।'

মারুফের হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। সে বলল, 'মহামান্য সুলতান আপনার সাথে এই সাক্ষাৎটা আমার কাছে সুলায়মানের আংটি অর্জনের চেয়েও অনেক বেশি সৌভাগ্যের।'

'একজন মহৎ মানুষের কাছ থেকে মহৎ একটা অনুভূতি।'

মারুফ তার মাথাটা নোয়াল। সে মনে মনে ভাবছিল সুলতান যদি কোনো জাদু দেখতে চায় তখন সে কী করবে। তখন মারুফ তুমি যদি কিছু দেখাতে না পারো তাহলে তোমাকে বধ্যভূমিতে যেতে হবে তোমার শিরোচ্ছেদের জন্য।

'মারুফ তুমি রিংটা কীভাবে পেয়েছ ?' সুলতান জিজ্ঞেস করল।

'মাননীয় সুলতান আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা হয়েছে আমি যেন এর গোপনীয়তা রক্ষা করে চলি।' সে কম্পিত হৃদয়ে বলল।

'গোপনীয়তা রক্ষার জন্য খুব ভালো একটা অজুহাত। যাই হোক আমি কি তোমার আংটি টা দূর থেকে দেখতে পারি। শুধু দেখব। হাত দিয়ে স্পর্শ করব না।'

'মহামান্য সুলতান আমি দুঃখিত যে আমি এই কাজটাও করতে পারব না।'

'ঠিক আছে এটা কোনো সমস্যা নয়।'

'আপনার দয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ মাননীয় সুলতান।'

কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন চিন্তা করে সুলতান বলল, 'আমি ভেবে অবাক হই যে তুমি ইচ্ছা করলে আমার সিংহাসনে আমাকে সরিয়ে বসতে পারো। পৃথিবীর কোনো ক্ষমতা তোমাকে ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু তুমি সেটা করোনি।'

মারুফ বলল, 'খোদা মাফ করুক। মহামান্য সুলতান আমি আল্লাহর একজন বিশ্বাসী সেবক ছাড়া আর কিছুই নই : আমি খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছুই করতে চাই না।'

'তুমি খাটি' বিশ্বাসী লোক : এটা আমাদের জন্য আশীর্বাদ যে বাদশা সোলায়মানের আংটিটা তোমার মতো ভালো লোকের হাতে পড়েছে।'

'সমস্ত বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহকে এই জন্য ধন্যবাদ।'

'মারুফ তুমি কি এখন সুখী ? পর্যাপ্ত সুখ পেয়েছ ?'

'আমি এখন অনেক সুখী মাননীয় সুলতান।'

'অতীত ভাবনা কি তোমার সুখকে নষ্ট করে দেয় না।'

'আমার অতীত ছিল দুঃখ আর কষ্টে ভরা। অবশ্য সেই জন্য আমার কোনো দুঃখ বা অনুশোচনা নেই।'

'মারুফ তুমি কি কখনো কাউকে ভালোবেসেছ ? ভালোবাসা কি তোমাকে আনন্দ দেয় ?'

'খোদাকে ধন্যবাদ তিনি আমাকে ভালোবাসার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমার একজন স্ত্রী আছে। তার প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাস আমাকে আনন্দ দেয়।'

'এই সব কিছুই কি তাহলে এই আংটিটির বদৌলতে।'

'এই সব কিছুই খোদার অসীম দয়ায়।'

সম্রাট শাহরিয়ার বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। তিনি কিছু একটা নিয়ে খুব হতাশ হয়ে পড়েছেন। তার সেই হতাশা চোখেমুখে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সুলতান একটু মুচকি হেসে বলল, 'তুমি আমাকে শূন্যে উড়ে দেখাও যেটা ইতিপূর্বে করেছিলে। তোমার পাগড়ি যেন প্রাসাদের ছাদ স্পর্শ করে।'

সুলতানের এই অনুরোধে মনে হলো ভূমিকম্পে পাহাড় ভেঙে যেন মারুফের ওপর পড়েছে। তার সমস্ত আশা ভরসা যেন বাতাসে ধূলির মতো উড়ে গেল। সে বুঝতে পারল তার সামনে ধ্বংস এসে গেছে। এই ধ্বংস ফেরাবার কোনো পথ নেই।'

'সম্রাটের সামনে এই কাজটা করা হবে বেয়াদবি। কিছুতেই সম্রাটের মাথার ওপর ওঠা যাবে না।' সে বেশ দৃঢ়তার সাথেই বলল।

'তুমি উড়বে শুধুমাত্র আমার অনুরোধে।'

'মাননীয় আমি আপনার গোলাম, মুচি কেরানীর।'

'মারুফ তুমি কি আমার অনুগত ?'

'খোদা এই বিষয়ে সাক্ষী।' সে বিনয়ের সাথে বলল।

'তাহলে আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি মারুফ তুমি সেটা পালন করো।'

সে যেখানে বসেছিল সেখান থেকে উঠে এসে প্রাসাদের হলরুমের মাঝে মেঝের ওপর আসন কেটে বসল। তার পর সে হতাশ আর ভঙ্গুর হৃদয়ে বিড়বিড় করতে লাগল, 'আমার শরীর উড়তে থাকো। যেন আমার মাথার পাগড়ি প্রাসাদের ছাদ স্পর্শ করে।'

সে চোখ বন্ধ করে তার চূড়ান্ত মন্দ ভাগ্যের জন্য অপেক্ষা করছিল। কারণ সে জানে কিছুই ঘটবে না।

যখন কিছুই ঘটল না আর সে আগের জায়গাতেই বসে রইল তখন সে আবার ব্যথিত মন নিয়ে হতাশ হয়ে আবার বলতে লাগল, 'দয়াময় দয়া করো।' এতটুকু বলা শেষ করতে না করতেই মারুফের মনে হলো তার বুকের ভেতর থেকে যেন সব অন্ধকার দূর হয়ে গেছে। সেখানে তীব্র এক আলো তার বুকটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সমস্ত শরীরে মনে হলো এক অশরীরী শক্তি এসে ভর করেছে। মারুফ আসন কাটা অবস্থায়ই তার বসার জায়গা থেকে আস্তে আস্তে উপরে উঠতে লাগল। এক সময় তার মাথার পাগড়ি প্রাসাদের ছাদ স্পর্শ করল। সুলতান অসহায় দৃষ্টিতে শুধু দেখলেন।

মারুফ আবার আস্তে আস্তে তার আগের জায়গায় এসে বসল।

'এই ক্ষমতার কাছে সুলতান কত অসহায় কত তুচ্ছ তার আত্মঅহমিকা।' সুলতান বিড়বিড় করে বলল।

মারুফ একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না। সে সুলতানের চেয়েও বেশি অবাক হয়ে গেছে। এটা কী হলো ! কীভাবে ঘটল !

৯

তার ওপর দিয়ে যা ঘটে গেছে সেটা সে আসলেই কিছুতে সহ্য করতে পারছিল না। সে তার গোপন ক্ষমতাটা বাড়িতে প্রকাশ করতে চাইল কিন্তু সেটা কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। যাই হোক অবশেষে সে সুলতানের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে এসেছে।

সে দুপুরের রোদে তার বাড়ির বাগানে বসেছিল। তখন একজন বিদেশি অপরিচিত লোক তার সাথে দেখা করতে আসল। মারুফ ভাবল কেউ হয়ত কোনো প্রয়োজনে তার সাথে দেখা করতে এসেছে। সে অপরিচিত লোকটাকে ভেতরে আসতে বলল।

পারস্যের দামি জোব্বা পরা লম্বা পাগড়িওয়ালা একটা লোক ভেতরে আসল। মারুফ তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল এই লোকটি সমাজের উঁচুস্তরের কেউ। মারুফ তাকে অভিবাদন জানিয়ে বসতে বলল।

'আমাদের সম্মানিত মেহমানের পরিচয়টা কি জানতে পারি ?' সে জিজ্ঞেস করল।

'আমি এই প্রাসাদটার মালিক।' কোনো লোহার ওপর হাতুড় দিয়ে জোরে আঘাত করলে যেভাবে শব্দ হয় সেভাবে ঝংকার দিয়ে আগন্তুক লোকটা বলল।

মারুফ একটু নড়েচড়ে বসল। তারপর বেশ জোর গলায় বলল, 'কী পাগলের মতো যা-তা বলছেন।'

'আমি এই প্রাসাদটার মালিক।' লোকটা একই কথা আবার আরো দৃঢ়তার সাথে বলল।

'আমিই একমাত্র এটার মালিক !' মারুফ বলল।

'আপনি এটার মালিক নন। বরং আপনি একজন প্রতারক।' নিস্প্রাণ চোখে লোকটা মারুফের দিকে তাকিয়ে বলল।

'তুমি একটা হতচ্ছাড়া পাগল।' মারুফ ক্রোধে চিৎকার করে উঠল।

'তুমি সবাইকে বোকা বানিয়েছ। এমনকি অপদার্থ সুলতানকেও। কিন্তু আমি তোমাকে তোমার চেয়েও অনেক ভালো করে চিনি।'

'আমার এমন ক্ষমতা আছে যে আমি তোমাকে বাতাসে মিলিয়ে দিতে পারি।'

'তুমি জুতোর ময়লা পরিষ্কার করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারো না। আমি

তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি পারলে আমার কোনো ক্ষতি করো।'

তার বুকটা কেঁপে উঠল। মনের ভেতর থেকে সমস্ত আত্মবিশ্বাস দূর হয়ে গেল। কিন্তু তারপরেও সে বেশ দৃঢ়তার সাথেই বলল, 'তুমি তো জানো না ইমরিসের কফিখানায় আমি কী কাণ্ডটা করেছি।'

'আমি এই ঘটনাটা শুনিনি। কিন্তু আমি দেখেছি। কারণ ঐ ঘটনাটা আমিই ঘটিয়েছি। আমিই তোমাকে সুলতানের সামনে তোমাকে হেরে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছি।'

এই কথা শুনে মারুফ বিড়বিড় করে সোলায়মানের শাহী আংটির কাছে সামনে বসা লোকটিকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিল। কিন্তু কোনো কিছুই ঘটল না। মারুফ হতাশায় ভেঙে পড়ল।

'কে তুমি ?' সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমি তোমার মনিব। তোমার হিতসাধনকারী।'

মারুফ একদম চুপ হয়ে গেল।

'তুমি যদি চাও তাহলে তোমার হাতেই সেই সৌভাগ্য রয়েছে।' লোকটা বলল।

'তুমি আসলে আমার কাছে কী চাও ?' সে খুব মিহি স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'আব্দুল্লাহ আল বালখি আর ঐ পাগলটাকে হত্যা করো।' আগত লোকটা শান্তভাবে বলল।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মারুফ বলল, 'আমার পক্ষে একটা পিঁপড়া মারাও সম্ভব না।'

'ভয় নেই আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমার জন্য সব কিছু প্রস্তুত করে দেব।'

'তুমি কেন আমার সাহায্য চাইছ যেখানে তুমি নিজেই অনেক বেশি শক্তিশালী।'

'এটা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না।'

মারুফ চিন্তা করতে লাগল ফাদিলের কথা : কীভাবে সে ফাঁদে পড়েছিল : সে আরো মনে করল সানান আল জামালি এবং গামাস আল বালতির মর্মান্তিক সেই ঘটনার কথা।

'তোমাকে খোদার দোহাই দিয়ে বলছি তুমি আমাকে তোমার এই অসম্ভব দাবি থেকে মুক্তি দাও।'

'কিছুই করার নেই। আমার জন্য সবচেয়ে সহজ কাজ হলো তোমার প্রতারণার বিষয়টা গভর্নরকে জানিয়ে দেয়া। লোকজন যখন তোমাকে ক্ষমতা দেখানোর কথা বলবে আর তুমি সেটা দেখাতে ব্যর্থ হবে তখন তারা তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তোমাকে হত্যা করবে।' অপরিচিত লোকটা বলল।

হতাশা ও বুদ্ধিজ্ঞানশূন্য অবস্থায় মারুফ এদিক সেদিক তাকাতে লাগল। কিন্তু বিদেশি লোকটার চোখে মুখে কোনো ক্ষমার চিহ্ন দেখা গেল না। সে দৃঢ়ভাবে বলল, 'আমি তোমার সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছি।'

'তুমি ভাগো এখান থেকে। আমার সামনে থেকে চলে যাও। তুমি আমার সামনে থাকলে আমি কোনো কিছুই ঠিকভাবে চিন্তা করতে পারব না।' মারুফ চিৎকার করে উঠল।

'আমি কিছুক্ষণের জন্য চলে যাচ্ছি। তুমি যদি আমাকে না ডাক তাহলে আমার পরিবর্তে পুলিশপ্রধান আসবে।' লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল। তারপর চলে গেল।

১০.

একটা দোজখের মধ্যে যেন মারুফ পড়ল। সে কিছুই ভাবতে পারছিল না। সে কীভাবে আব্দুল্লাহ বালখি আর পাগলটাকে হত্যা করবে? এটা কোনোভাবেই সম্ভব না। হ্যাঁ এটা ঠিক যে সে চায় তার এই সৌভাগ্য যেন সব সময় থাকে। এটাও সত্যি সে একজন ভালো মানুষ এবং দুর্বল মানুষ। সে একজন খাঁটি বিশ্বাসীও বটে। কিন্তু সে এখন কী করবে। তার মাথায় কোনো বুদ্ধিই আসছিল না। মাঝে মাঝে অন্ধকারের মধ্য থেকে তার কাছে একটা সুখী চিন্তা ভেসে আসতে লাগল। সে ভাবছিল সে কেন তার স্ত্রী হুসনিয়া এবং তার টাকাগুলো নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে না?

সে দৌড়ে তার স্ত্রীকে গিয়ে বলল ব্যাগের মধ্যে যেন সে কাপড়চোপড় সব গুছিয়ে নেয়: তারা এখান থেকে চলে যাবে। একটা পুঁটলির মধ্যে মারুফ তার টাকাগুলো রাখল। স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করল কেন সে এমনটা করছে। জবাবে মারুফ বলল তারা যখন নিরাপদ একটা জায়গায় পৌঁছে যাবে তখন সব কিছুই জানতে পারবে। তারা দুইটা খচ্চরের পিঠে চড়ে নদীর তীরের দিকে রওনা দিল। মারুফ ভেবেছিল নদীর তীর থেকে সে অন্য কোনো দিকে রওনা দিবে।

কিন্তু গলির শেষ মাথায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই সে দেখল পুলিশপ্রধান একদল পুলিশ নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

১১.

সারা শহরে মারুফের এই ভণ্ডামির কথা ছড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ এটাকে বিশ্বাস করল আবার কেউ কেউ গভীর হতাশায় ডুবে গেল। সবাই জানত যে মারুফকেও তার গর্দানটা হারাতে হবে যেভাবে ফাদিল সানান আর আলাদিনের পরিণতি হয়েছিল। দরিদ্র এবং নিঃস্ব লোকেরা বধ্যভূমির দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে একত্রিত হতে লাগল। আস্তে আস্তে তারা দেখল তারা নিজেরাই বিশাল একটা

শরীরে রূপ নিয়েছে। তারাই নিজেরাই এখন একটা বিশাল শক্তি। তারা কিছুতেই মারুফের শিরোচ্ছেদের বিষয় মেনে নেতে পারছিল না। জনতার সেই স্রোত থেকে গুঞ্জন উঠতে লাগল,

'মারুফ নিরপরাধ।'

'মারুফ দয়ালু।'

'মারুফকে কিছুতেই হত্যা করা যাবে না।

'যারা মারুফের ক্ষতি করতে চায় কিছুতেই তাদের ক্ষমা করা হবে না।'

খুব শিগগির গলার স্বরগুলো একটা স্বরে পরিণত হলো। তারা যেভাবে পাহাড়ের ওপর থেকে ঝরনার স্রোত নেমে আসে সেভাবে স্রোতবদ্ধ হয়ে তারা গভর্নরের বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। গভর্নরের বাড়ির প্রথম রাস্তায় একদল দাঙ্গা পুলিশ তাদের গতি রোধ করল। তারা পুলিশের মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। মুহূর্তের মধ্যেই ছোটখাটো একটা যুদ্ধ বেধে গেল সেখানে।

কিছুক্ষণ পরই রাজকীয় ঢোলের শব্দ শোনা গেল। নগরের ঘোষক চিৎকার করে ঘোষণা দিচ্ছে, 'তোমরা যুদ্ধ বন্ধ করো। মহামান্য সুলতান স্বয়ং এখানে এসে হাজির হচ্ছেন।'

উভয়পক্ষ সাথে সাথেই চুপ হয়ে গেল। সম্রাট তার বিশাল বহর নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাকে ঘিরে রয়েছে একদল চৌকস সেনা। তারা সম্রাটকে পাহারা দিচ্ছে। সম্রাট তার প্রশাসনের লোকজন নিয়ে সোজা গভর্নরের বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন। লোকজন বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। সম্রাট সারারাত গভর্নরের বাড়িতে থাকলেন। সারারাত বিচারের বিষয়টা নিয়ে তদন্ত করলেন। চিন্তা ভাবনা করলেন।

খুব ভোরের দিকে নগরঘোষক ক্লান্ত চোখ মুখ নিয়ে বিরক্ত আর হতাশায় গভর্নরের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসল। জনগণের অনেক প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু তারা ঘোষকের চেহারা দেখে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

'সুলতানের সিদ্ধান্ত এই যে' নগরঘোষক চিৎকার করে বললেন, 'বর্তমান গভর্নরকে অন্য একটা শহরে স্থানান্তরিত করা হলো। তার স্থানে শহরের গভর্নর হিসেবে চর্মকার মারুফকে নিয়োগ দেয়া হলো।'

জনগণের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। মনে হলে যেন তারা বিজয়ের উল্লাসে প্রায় পাগল হয়ে যাচ্ছে।

সিন্দবাদ

১.

শহরের নতুন গভর্নর মারুফ অতি বিনয়ের সাথে সম্রাট শাহরিয়ারকে পরামর্শ দিল যে তিনি যেন গভর্নরের ব্যক্তিগত সহকারী সামি শুকরি এবং পুলিশপ্রধান খালিল ফারিসকে অন্য কোনো প্রদেশে স্থানান্তরিত করে দেন। এবং তাদের জায়গায় ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে নুরুলদিন ও পুলিশপ্রধান হিসেবে শহরের পাগল লোকটাকে নতুন আরেকটা নামে আব্দুল্লাহ আল আকিল হিসেবে যেন নিয়োগ দেন। সুলতান কখনো এই কাজটা করেন না। তিনি এবার ব্যতিক্রম করলেন। মারুফের আবেদনটা গ্রহণ করলেন। শুধু একবার বললেন, 'তুমি কি এই পাগলটাকে পুলিশপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দিলে আসলেই খুশি হবে?'

'জি জনাব। শতভাগ খুশি হবো।' খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে মারুফ উত্তর দিল।

সম্রাট তার শুভকামনা করে জিজ্ঞেস করল, 'মারুফ তোমার পরিকল্পনাটা কি আমাকে একটু খুলে বলবে?'

'হুজুর আমি সারাটা জীবন কাটিয়েছি জুতো সিলাই করে আর মেরামত করে। এটা আমার রক্তের সাথে মিশে গেছে।'

মারুফ চলে যাওয়ার পর উজির দানদান খুব বিরক্ত হয়ে বলল, 'হুজুর আপনার কি মনে হচ্ছে না যে শহরের দায়িত্বটা কতগুলো অনভিজ্ঞ লোকের হাতে চলে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ এটা একটা সাহসী পদক্ষেপ। এতে নতুন কোনো অভিজ্ঞতা হবে।' সুলতান খুব নরম গলায় বলল।

২.

ইমরিসের কফিখানায় আগের মতোই সন্ধ্যার আড্ডাখানা চলছিল। শহরে নতুন কী ঘটনা ঘটেছে সেটা নিয়েই তারা খোশ গল্পে মেতে উঠেছে। কিন্তু তাদের কথাবার্তা থেমে গেল হঠাৎ করে যখন একজন বিদেশি আগন্তুক কফিখানার ভেতর ঢুকল।

দেখতে হাল্কা পাতলা, লম্বা, কালো চকচকে দাড়ি, তার শরীরে বাগদাদের আলখাল্লা, দামেস্কের পাগড়ি, পায়ে মরক্কোর জুতা, তার হাতে পারস্যের তসবি। লোকটাকে দেখে সকলের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। সবার দৃষ্টি লোকটার ওপর। লোকটা নিশ্চয়ই বিদেশি। কিন্তু বিদেশি লোকটা চোখে মুখে হাসি হাসি ভাব নিয়ে কফিখানার সবার দিকে পরিচিত দৃষ্টি দিয়ে চোখ বুলাতে লাগল।

হঠাৎ করে মুটমুজুরে রাগাব তার পায়ের ওপর লাফিয়ে উঠে বলল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, এ তো আমাদের সিন্দবাদ !'

নতুন এই আগন্তুক তার পুরাতন বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল। তারা একে অপরে বেশ উষ্ণভাবে কোলাকুলি করল। হাত ধরে মোসাফাহা করল। তারপর সিন্দবাদ তার বন্ধুকে নিয়ে কফিখানার একটা কোনায় গিয়ে বসল। তারপাশেই ছিল ব্যবসায়ী সাহলুল।

'জানই তো এটা ভদ্রলোকদের জায়গা।'

'সমস্যা নেই। তুমি এখন আমার ব্যবসায়িক প্রতিনিধি।' সিন্দবাদ তার বন্ধুকে অভয় দিয়ে বলল।

'সিন্দবাদ তুমি কতদিন পর আবার ফিরে আসলে ?' কুজো শামলুল জিজ্ঞেস করল।

'সত্যি কথা বলতে কী আমি সময়ের হিসেবটা ভুলে গেছি।' সিন্দবাদ ইতস্তত করে বলল।

'এই এক হাজার বছর হতে পারে।' নাপিত উগার বলল।

'সিন্দবাদ তুমি তো পৃথিবীর অনেক কিছুই দেখলে। কী কী দেখেছ একটু বলো তো।' ডাক্তার আব্দুল কাদের আল মাহিনি বলল।

তার কথা শুনে সিন্দবাদ বেশ আগ্রহ দেখিয়ে বলল, 'আমার কাছে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প আছে। সে জন্য তোমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। আমাকে আগে স্থির হতে দাও।'

'আমরাও তোমাকে আমাদের সব বিচিত্র গল্প বলব।' উগার বলল।

'তোমাদের আবার কী হলো ?' সিন্দবাদ বলল।

'অনেকেই মারা গেল আবার অনেকেই সেই খালি জায়গাটা পূর্ণ করে ফেলল। অনেকেই জন্মগ্রহণ করল কিন্তু জীবন পূর্ণ হওয়ার আগেই আবার চলে গেল। অনেকে উঁচু স্থান থেকে নিচে পতিত হলো আবার অনেকে একেবারে নিচুস্থান থেকে উচ্চতার শীর্ষে পৌঁছে গেল। অনেক ক্ষুধার্ত দরিদ্র নিঃস্ব ব্যক্তি সমৃদ্ধশালী হয়ে গেল আবার অনেকে সমৃদ্ধ থেকে দরিদ্র হয়ে গেল। অনেক ভালো জিন আমাদের এই শহরে আসল আবার অনেক খারাপ জিন চলে গেল। তবে সবচেয়ে মজার এবং সাম্প্রতিক খবর হলো আমাদের শহরের মুচি চর্মকার মারুফ

এই শহরের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে।' হাসান আল আত্তার সিন্দবাদের কথার উত্তরে বলল।

'আমার ভ্রমণেও গণ্য করার মতো এমন অনেক কাহিনী আছে। কিন্তু আমি সত্যিকার অর্থেই দারুণ মুগ্ধ হয়েছি তোমাদের কথা শুনে।' সিন্দবাদ বলল।

'তবে এটা পরিষ্কার যে সিন্দবাদ তুমি অনেক ধনী হয়ে ফিরেছ।' পানিবাহক ইব্রাহিম বলল।

'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে অফুরন্ত দান করেন।'

'যাই হোক সিন্দবাদ তুমি আমাদেরকে তোমার সবচেয়ে ব্যতিক্রমী আর মুগ্ধকর অভিজ্ঞতার কাহিনীটা বলো।' বস্ত্র ব্যবসায়ী জালিল বলল।

'সব কিছুর জন্যই নির্দিষ্ট সময় আছে।' সিন্দবাদ বলল। 'প্রথমে আমি একটা প্রাসাদ কিনব। তারপর সেখানে বিক্রি করার জন্য আমি যে বস্তুগুলো পাহাড়ের চূড়া থেকে আর সমুদ্রের তল থেকে সংগ্রহ করেছি সেগুলো সাজাব। আমি তোমাদেরকে রাতের খাবারের জন্য নিমন্ত্রণ করব। রাতের সেই নিমন্ত্রণে তোমাদেরকে আশ্চর্য সব জিনিস খেতে দেব আর পান করতে দেব যা তোমরা আগে কখনো চেখে দেখোনি। এর পর আমি তোমাদেরকে আমার ব্যতিক্রমী সব গল্পগুলো বলব।'

৩.

কয়েকদিনের মধ্যে সিন্দবাদ কাভালক্তি স্কয়ারে একটা প্রাসাদসম বাড়ি কিনে ফেলল। বাড়িটা সাজানোর দায়িত্ব দেয়া হলো ব্যবসায়ী সাহলুলকে। বাজারে সিন্দবাদ নতুন একটা শাখা খুলল যেখানে সে পৃথিবীর নানা ধরনের বস্তু বিক্রি করার জন্য সাজিয়ে ফেলল। এর দায়িত্ব দিল মুটমুজুরে রাগাবকে। যাইহোক এর পরই সিন্দবাদ দেখা করতে গেল শহরের গভর্নরের সাথে। গভর্নর একেবারে পুরাতন বন্ধুর মতো তাকে জড়িয়ে ধরল। মারুফ সিন্দবাদকে তার সমস্ত কাহিনী বলল আর সিন্দবাদ মারুফকে তার সর্বশেষ সাতটা অভিযানের কাহিনী খুলে বলল। 'তুমি তো বেশ ভালো উপযুক্ত একটা পদেই আছ।' সিন্দবাদ তাকে বলল।

'আমি আল্লাহর দয়ায় গরিব মানুষদের সেবক।' মারুফ খুব নম্রভাবে বলল।

সিন্দবাদ আব্দুল্লাহ বালখির সাথে দেখা করতে গেল। আব্দুল্লাহ বালখি তার শিক্ষক।

গুরুর হাতে চুমু খেয়ে সিন্দবাদ বলল, 'আমি যখন ছোট ছিলাম তখন বিদ্যালয়ে থাকাকালীন সময়ে আপনি আমার সাথে এমন কিছু কথা বলেছিলেন যেটা আমার পরবর্তী জীবনে অন্ধকারে আলোর রেখা হিসেবে দেখা দিয়েছে। যখনই আমি কোনো দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হয়েছি তখনই আপনার নির্দেশনামা আমার কাজে লেগেছে।'

'ভালো জমি না হলে ভালো শস্যে কিছু আসে যায় না।' শায়েখ নরমভাবে বলল।

'গুরু আপনি হয়ত আমার অভিযানের কাহিনীগুলো শুনে থাকবেন।'

'জ্ঞান অনেক বর্ণনা দিয়ে আহরিত হয় না। যখন তুমি জ্ঞান আহরণ করলা তখন সেটাকে কাজে লাগাও।'

'গুরু আপনি নিশ্চই সেই জ্ঞানের অধিকারী।'

'তার ওপরই আশীর্বাদ যে তার চোখ কী দেখেছে আর তার কান কী শুনেছে সেটাকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। যে জানে তার ওপর খোদার রহমত অনেক।'

সিন্দবাদ থাকার জন্য সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে তার বন্ধুদের এক রাতে খাবারের আমন্ত্রণ জানাল। সেখানেই সে তার সমুদ্রের সপ্ত অভিযানের কথা সবার কাছে বর্ণনা করল। সিন্দবাদের সেই কাহিনী শহরের সবার মুখে মুখে ফিরতে লাগল। সেই কাহিনী শুনে সবাই অবাক হলো। অনেকেই কল্পনায় বিস্ময়কর সেই অভিযানের অংশীদার হয়ে গেল।

৪.

একদিন গভর্নর মারুফ সিন্দবাদকে দেখা করার জন্যে ডেকে পাঠাল।

'সিন্দবাদ তোমার জন্য সুখবর আছে। সুলতান তোমার সাথে দেখা করতে চান।'

সিন্দবাদ এই কথা শুনে বেশ খুশি হলো। সে তৎক্ষণাৎ পুলিশপ্রধান আব্দুল্লাহ আকিলকে সাথে নিয়ে চলে গেল সুলতানের সাথে দেখা করতে। রাতের শুরুতে তারা সুলতানের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে বাগানে নিয়ে যাওয়া হলো। সুলতান সেখানে অন্ধকারে একটি আসনে বসেছিলেন। আশপাশে ফুলের গন্ধ আর নক্ষত্রের মিটমিটে আলো।

সুলতান শাহরিয়ার সিন্দবাদকে তার আসল পেশার কথা জিজ্ঞেস করল। সে কেন এত ভ্রমণে যায়। সেখান থেকে সে কী অর্জন করেছে সব কিছুই সিন্দবাদকে জিজ্ঞেস করা হলো।

সিন্দবাদ অকপটে যেখানে যা বলার দরকার সব কিছু খুলে বলল।

'লোকজন তোমার ভ্রমণের বিষয়ে আমাকে অনেক কিছু বলেছে। আমি তোমার কাছে শুনতে চাই তুমি কী শিক্ষা অর্জন করলে এই সব ভ্রমণ থেকে ? কোনো দরকারি জ্ঞান তোমার কাছে থাকতে পারে। তবে প্রয়োজন ছাড়া কোনো কাহিনী দ্বিতীয়বার বোলো না।' সুলতান সিন্দবাদের দিকে তাকিয়ে বললেন।

সিন্দবাদ একটু চিন্তা করে বলল, 'একমাত্র খোদার কাছেই সাহায্য চাওয়া যায় মাননীয় সুলতান।'

'সিন্দবাদ আমি তোমার কথা মন দিয়ে শুনছি।'

সিন্দবাদ বুক ভরে বাগানের মিষ্টি গন্ধ নিয়ে তারপর কথা বলা শুরু করল।

'প্রথম আমি যে বিষয়টা শিখলাম মাননীয় সুলতান তা হলো মানুষ অনেক সময় অতিকল্পনা দ্বারা প্রতারিত হতে পারে। ফলে কখনো কখনো সে অবাস্তবকে সত্য বলে মনে করে। আমার প্রথম অভিযানে যখন আমাদের জাহাজটা ডুবে গেল তখন আমি কাঠের একটা পাটাতন ধরে সাঁতরে সাঁতরে একটা কালো দ্বীপে গিয়ে উঠলাম। খোদাকে অনেক ধন্যবাদ যে আমার অনেক সাথিরাও আমার সাথে সে দ্বীপে গিয়ে উঠল। আমরা পুরোদ্বীপটা হেঁটে বেড়ালাম। আশ্চর্য একটা দ্বীপ কোথাও এক টুকরো ঘাস নেই। কোথাও কোনো ফলের গাছ নেই। পানির ধারা নেই। আমরা খাবার খুঁজতে খুঁজতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে দ্বীপের তীরে সমুদ্রের পাশে চলে এলাম। আমরা আশা করছিলাম যে যদি সমুদ্র ধারে কোনো জাহাজ যায় তাহলে আমরা হয়ত সেখান থেকে কোনো সাহায্য পেতে পারব। কিন্তু হঠাৎ করে আমাদের একজন সাথি বলল, 'সর্বনাশ দ্বীপটা তো নড়তেছে।'

আমরা সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম তাই তো পুরো দ্বীপটা নড়ে উঠতেছে। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। তখন আরেকজন বলল, 'হায় খোদা দ্বীপটা তো পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে।' দ্বীপটা পানিতে তলিয়ে গেল আর আমরা সবাই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে দ্বীপের ওপর ছিলাম সেটা আসলে বিরাট একটা তিমি মাছের পিঠ। আমাদের হাঁটা চলায় বিরক্ত হয়ে সে এখন পানিতে তলিয়ে গেছে। নিজেকে ভাগ্যের কাছে সমর্পণ করে আমি সমুদ্রে সাঁতরাতে লাগলাম। কখন যে আমার হাতটা একটা পাথরে লাগল আমি নিজেও সেটা টের পেলাম না। তারপর এক সময় টের পেলাম আমি সত্যি সত্যি একটা দ্বীপে উঠে এসেছি। সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি আর ফলমূল ছিল। কিছু দিন সেখানে থাকার পর একটা জাহাজ ঐ দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।' সিন্দবাদ কথা বলা শেষ করে একটু থামল।

'তুমি কীভাবে সত্য আর কল্পনার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করলে ?' সুলতান জিজ্ঞেস করল।

'খোদা আমাদেরকে নিশ্চয়ই কিছু প্রজ্ঞা আর তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়েছেন যা দিয়ে সেই পার্থক্যটা আমরা ধরতে পারি।' সিন্দবাদ বলল।

'চালিয়ে যাও সিন্দবাদ।' সুলতান বলল।

'মাননীয় সুলতান আমি আরো শিখলাম যখন জেগে থাকাটা আবশ্যক তখন কিছুতেই ঘুমানো ঠিক না। আর যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আমার দ্বিতীয় অভিযানে পাহাড়ের সাথে আঘাত লেগে আমার জাহাজটা ভেঙে গেল। আমরা সাঁতরে একটা উন্মুক্ত দ্বীপে গিয়ে পৌঁছলাম। যেখানে কোনো খাবার নেই, পানি নেই। একেবারে মরুভূমির মতো। আমার সঙ্গী সাথিরা খাবার আর পানীয় নিয়ে এসেছে। একটা বড় পাথরের আড়াল দেখে আমি ভাবলাম একটু ঘুমিয়ে নেই। আমি পাথরের আড়ালে ঘুমিয়ে গেলাম আর ঘুম থেকে উঠে

দেখি আমার সাথিরা কেউ নেই। সবাই চলে গেছে। আমি চিৎকার করে তাদের ডাকতে লাগলাম। কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ পেলাম না। দৌড়ে সমুদ্রের তীরে এসে দেখি তারা অন্য আরেকটা জাহাজে করে চলে যাচ্ছে। উদ্ধার পাওয়ার উত্তেজনায় আমি যে বড় পাথরের আড়ালে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম এটা তারা ভুলে গিয়েছিল।

আমি সারা দ্বীপটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দ্বীপ জুড়ে কোথাও কিছু নেই। শুধু ঐ একটা বড় পাথর ছাড়া। আমি আবার সেই পাথরটার কাছে গেলাম। কিন্তু এ কী ! আমি দেখলাম সেটা আসলে কোনো পাথর নয় বরং একটা বিশাল আকৃতির ডিম। কোনো পাখির ডিম। ডিম যদি এত বড় হয় তাহলে পাখিটা কত বড়। ভয়ে আমার হাত পা জমে গেল। আমি বুঝতে পারলাম মৃত্যু গুটি গুটি পায়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তখন আমি টের পেলাম কিছু একটা সূর্যের কিরণকে ঢেকে দিচ্ছে। উপরে তাকিয়ে দেখি একটা ঈগল পাখির মতো পাখি সেটা অবশ্য ঈগলের চেয়েও কয়েক হাজার গুণ বড় আস্তে আস্তে নেমে আসছে। পাখিটা নেমে এসে ডিমের ওপর বসল। আমি বুঝতে পারলাম পাখিটা তার ডিমটাকে সাথে করে নিয়ে উড়ে যাবে। তখন আমার মাথায় খুব ঝুঁকিপূর্ণ একটা বুদ্ধি আসল। আমি চুপি চুপি পাখিটার একটা পায়ের নখের সাথে আমার নিজেকে শক্ত একটা কাপড় দিয়ে বেঁধে নিলাম। পাখিটা আকাশে উড়াল দিল। আমিও তার সাথে ভেসে বেড়াতে লাগলাম। নিচের পৃথিবীর সব কিছু আমার কাছে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম আমার বেঁচে থাকার আশা বুঝি শেষ হয়ে গেল। পাখিটা একসময় তার ডিমটা নিয়ে একটা পাহাড়ের ওপর নেমে আসল। আমি আমার বাঁধন খুলে চুপচাপ একটা গাছের আড়ালে চলে গেলাম। পাখিটা টের পেল না। তারপর পাখিটা আবার আকাশের দিকে উড়ে গেল। আমি তখন নিচে নেমে এলাম। নিচে নেমে দেখি দ্বীপটা অনেক সুন্দর। পর্যাপ্ত পানি আর খাবার আছে। আমি পানি খেয়ে চারদিকে খোঁজাখুঁজি করে আশ্চর্য একটা জিনিস দেখলাম। সারা দ্বীপ জুড়ে অসংখ্য মণিমুক্তো, ডায়মন্ড ছড়িয়ে আছে। আমি শরীরের জামা খুলে যত সম্ভব মণিমুক্তো, ডায়মন্ড নিলাম। আমি পাহাড়ের নিচে সমুদ্রের তীরে চলে এলাম। ঐ দ্বীপের পাশ দিয়ে একটা জাহাজ যাওয়ার সময় সেখান থেকে আমাকে উদ্ধার করল।'

'ঐটা হলো রক পাখি। আমরা সেই পাখিটার কথা অনেক শুনেছি কিন্তু দেখিনি। সিন্দবাদ তুমি হলে প্রথম মানুষ যে ঐ পাখিটাকে স্বচক্ষে প্রথমবার দেখেছ। এই বিষয়টা তোমাকে মনে রাখতে হবে।' সম্রাট শাহরিয়ার মৃদুস্বরে বললেন।

'এই সবই আল্লাহর ইচ্ছা।' সিন্দবাদ কোমলভাবে বলল। তারপর সে তার কাহিনী বলা আবার শুরু করল।

'মহামান্য সুলতান আমি এর পর যে বিষয়টা শিখলাম তা হলো খাবার মানুষের জীবন ধারণের জন্য আবশ্যকীয়। কিন্তু প্রয়োজনের অধিক খাবার গ্রহণ মানুষের জীবন হরণের কারণ হতে পারে। পরবর্তীতে অভিযানে আমাদের জাহাজটা ঝড়ের মুখে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেলে আমরা একটা দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সেই দ্বীপটাকে শাসন করে বিশাল আকৃতির এক দানব রাজা। রাজা আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে অভিবাদন ও সংবর্ধনা জানিয়ে আমাদেরকে তার দ্বীপে স্বাগতম জানাল। আমাদের জন্য প্রচুর খাবারের আয়োজন করল। আমার সঙ্গী সাথিরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় হাপুসহুপুস করে সব কিছু খেল। কিন্তু আমার গুরু শায়েখ বালখি আমাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ খেতে নিষেধ করেছিলেন। তাই আমি প্রয়োজনের বেশি একটুও খাইনি। আমার সাথিরা যে কয়দিন সেখানে ছিল শুধু খাবারের উপরেই ছিল। তাদেরকে নানারকম সুস্বাদু খাবার আর পানীয় দেয়া হতো আর তারা মনের সুখে সেগুলো খেত। কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা এক একজন দেখতে অতিকায় আর বেঢপ মোটা হয়ে গেল। তাদের সমস্ত শরীরে শুধু মাংস আর চর্বি থলথল করত। একদিন রাজা আসলেন তাদের দেখতে। রাজা তাদের দেখে খুব খুশি হলেন। কিন্তু যখন আমার কাছে আসলেন তখন বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে বললেন, 'এটাকে কি কেউ খাবার দেয় না নাকি। ওকে ভালো করে খাওয়াও।'

একদিন আমি রাতের বেলা বের হলাম দেখতে, আমার সঙ্গী সাথিরা কী করে? বের হয়ে দেখি একটা গোপন কুঠুরিতে আমার মোটা মোটা থলথলে শরীরের সঙ্গীদের যবেহ করা হচ্ছে আর সেই দানব আকৃতির রাজা নানারকম মসলা দিয়ে তাদের রান্না করে খাচ্ছে। আমি তখন বুঝতে পারলাম রাজা কেন আমাদেরকে এত স্বাগতম জানাচ্ছে। আমি সেখান থেকে ঐ রাতেই পালিয়ে আসলাম। সমুদ্রের তীর ধরে একটা জাহাজ যাচ্ছিল। সেই জাহাজটা আমাকে রক্ষা করেছিল।'

'আমি পরবর্তী অভিযানে আরো চমৎকার একটা বিষয় শিখলাম যে অনেক সময় বোকার মতো ঐতিহ্যকে অনুসরণ করাও বিপজ্জনক কাজ। চীন যাওয়ার পথে আমাদের জাহাজটা যখন ডুবে গেল তখন আমার সঙ্গীরা একটা দ্বীপে আশ্রয় নিল। দ্বীপটাতে বেশ ভালো গাছপালা ছিল আর আবহাওয়া ছিল খুব চমৎকার। সেই দ্বীপটাকে খুব ভালো একজন শাসক শাসন করত। সে আমাদেরকে দেখে স্বাগতম জানিয়ে বলল, 'আমি তোমাদেরকে আমার লোক বলে মনে করছি তোমরাও আমাদেরকে তোমাদের আত্মীয় বলে মনে করো।'

সম্রাটের এই কথা শুনে আমরা খুব খুশি হলাম। সম্রাট আমাদেরকে তার সুন্দরী দাসী আর স্ত্রীদেরকে উপহার দিলেন। জীবন খুবই আনন্দমুখর হয়ে উঠল। কিন্তু তখনই একটা দুর্ঘটনা ঘটল। রাজার একটা স্ত্রী মারা গেল। রাজা স্ত্রীর

সৎকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। তারপর বললেন এই স্ত্রীটাকে তোমাদের মধ্যে কার সাথে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমি দুঃখিত যে তোমাদেরকে একটা কথা আমার বলতে হচ্ছে। আমাদের এখানে নিয়ম হলো স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তাকে দাফন করার সময় স্বামীকেও স্ত্রীর সাথে জীবিত দাফন করা হয়। একইভাবে স্ত্রীর আগে যদি স্বামী মারা যায় তাহলে স্ত্রীকেও স্বামীর সাথে সাথে দাফন করা হয়।'

আমার বন্ধুরা ভয়ে জমাট বেঁধে গেল। তারা বলল মাননীয় সম্রাট আমাদের ধর্মে তো এটা নেই।'

'তোমাদের ধর্মে কী আছে না আছে সেটা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। এখানে আমাদের রীতিনীতিই হলো কথা।' সম্রাট বললেন।

আমাদের একজনকে মৃত দাসী স্ত্রীর সাথে সাথে জীবিত কবর দেয়া হলো। আমাদের মনের শান্তি দূর হয়ে গেল। ভবিষ্যতের কথা আমরা খুব ভয়ে ভয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। একদিন আমাকে যে স্ত্রীটা দেয়া হয়েছিল সে বলল যে তার খুব শরীর খারাপ। পেটে ব্যথা। সেই ব্যথা আস্তে আস্তে তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। আমি ভয় পেয়ে রাতের আঁধারে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গেলাম। সেখানে পুরো রাতটা থেকে সকালের দিকে সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে জাহাজের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর একটা জাহাজে করে পালিয়ে এলাম।'

সিন্দবাদের কথা শেষ হওয়ার পর সুলতান নিচু স্বরে বলল, 'ঐতিহ্য হলো একটা অতীত বিষয়। অনেক সময় অতীতের অনেক কিছু পরিবর্তন করতে হয়।'

সুলতানের কথা শেষ হওয়ার পর সিন্দবাদের কাছে মনে হলো সুলতান আরো কিছু বলতে চান। তাই সে চুপ করে থাকল। কিন্তু সুলতান তাকে বলল, 'সিন্দবাদ তুমি তোমার কাহিনী চালিয়ে যাও।'

'মহামান্য আমি আরো শিখেছি যে স্বাধীনতা হলো মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্যম। একমাত্র উপায়। যদি কেউ তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে তাহলে জীবনে বেঁচে থাকার আর কোনো অর্থ নেই।'

'পরবর্তী অভিযানে আমাদের জাহাজ একটা ভয়াবহ ঝড়ের মুখোমুখি হলো। জাহাজের কেউ বাঁচতে পারল না। সমুদ্রের ঢেউ আমাকে ভাসিয়ে ভাসিয়ে খুব সুন্দর একটা দ্বীপে নিয়ে গেল। সেই দ্বীপে কোনো মানুষজন নেই। দ্বীপের আবহাওয়া খুব চমৎকার। অনেক ফল ফুল আর সবুজে আচ্ছন্ন দ্বীপটা। আমি দ্বীপের পানি আর ফল দিয়ে আমার তৃষ্ণা আর ক্ষুধা মেটালাম। তারপর ঘুরে ঘুরে দ্বীপটাকে দেখতে লাগলাম। তখন দেখলাম যে একটু দূরে একটা গাছের নিচে একটা জরাজীর্ণ বুড়ো একা বসে আছে। আমি বুড়োটাকে দেখে বেশ অবাক হলাম।

বুড়োটার কাছে যাওয়ার সাথে সাথে সে বলল, 'তুমি আমাকে যেমন জরাজীর্ণ দেখছ আমি সেরকমই একজন বুড়ো। আমি হাঁটতে চলতে পারি না। আমাকে তোমার কাঁধে করে নিয়ে ঐ দূরে আমার বাড়িতে পৌঁছে দাও।'

আমি বুড়োটাকে কাঁধে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'চাচা আপনার বাড়ি কোথায়। আপনি এখানে কেন ?'

তখনই আমি একটা অদ্ভুত বিষয় টের পেলাম। শুনলাম বুড়োটা একেবারে স্পষ্ট আর সতেজ গলায় আমাকে বলল, 'আমি এই দ্বীপটাতেই থাকি। এই দ্বীপের একমাত্র বাসিন্দা আমি। আমি চলাচল করার জন্য তোমার মতো একজন তরুণের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন ছিলাম।'

বুড়োটার কথা শুনে আমি তাকে আমার কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু বুড়োটা লোহার বেড়ির মতো আমার গলা কাঁধ আর পাঁজর ধরে ঝুলে রইল। মনে হচ্ছিল সে আমার শরীরেরই একটা অংশ। আমি কিছুতেই বুড়োকে কাঁধ থেকে নামাতে পারছিলাম না। আমি বুঝতে পারছিলাম এটা সাধারণ কোনো বৃদ্ধ নয়, এ হলো একটা শয়তান।

'আমাকে ছেড়ে দাও।' আমি বুড়োটাকে বললাম। 'তোমার যখন ইচ্ছে হবে আমি তখনই তোমাকে আমার কাঁধে নিয়ে নেব।'

বুড়োটা আমার কথা শুনে শয়তানের মতো ক্রূর হাসি দিয়ে বলল, 'তুমি এখন আমার দাস। আমাকে কাঁধে নিয়েই বাকি জীবন তোমাকে পার করতে হবে।'

বুড়োটাকে কাঁধে নিয়ে আমার খাবার আর পানীয় গ্রহণ করতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তখন আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। আমি বুড়োটাকে প্রচুর পরিমাণে আঙুরের রস খাওয়ালাম। আঙুরের রস খাওয়ার পর বুড়োটা মাতাল হয়ে পড়ল । তার পায়ের আর হাতের শক্তি আল্গা হয়ে আসলে আমি বুড়োটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে ওর মাথাটা পাথর দিয়ে চূর্ণ করে সেখান থেকে পালিয়ে আসলাম। সমুদ্রের পাশ দিয়ে যাওয়া একটি জাহাজ আমাকে রক্ষা করল।'

সিন্দবাদের কথা শেষ হলে শাহরিয়ার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'পৃথিবীতে জানার কত কী আছে ! এর পর তুমি আর কী শিখলে ?'

সিন্দবাদ বলল, 'মাননীয় সুলতান আমি আরো শিক্ষাগ্রহণ করলাম যে মানুষ ইচ্ছে করলে জাদু শিখতে পারে তবে সেই জাদুটাকে অবশ্যই সুষ্ঠুভাবে সৎ পথে ব্যবহার করা উচিত। শুধু তাই না খোদা যে নির্দেশনা দিয়েছেন সেই নির্দেশনা অনুযায়ী জাদুটা ব্যবহার করা উচিত। পরবর্তী অভিযানে আমাদের জাহাজটা যখন ডুবে গেল তখন আমি একটা দ্বীপে আশ্রয় নিলাম। সেই দ্বীপের নাম ছিল 'স্বপ্নপুরী'। সেখানে বিভিন্ন রকমের সুন্দরী সব মহিলারা ছিল। আমি তাদের থেকে একজনকে বেছে নিলাম আমার স্ত্রী হিসেবে। আমরা অনেক সুখে দিন কাটাতে লাগলাম। দ্বীপের লোকজন যখন আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে ফেলল তখন একদিন কী হলো দ্বীপের লোকজন এসে আমার পায়ে কতগুলো পাখির পালক বেঁধে দিল। তারপর তারা বলল যে এখন আমি ইচ্ছে করলে যেখানে খুশি উড়ে বেড়াতে পারব। নতুন এই অভিজ্ঞতার জন্য আমি অনেক খুশি হয়ে গেলাম। আমি

যখন দৌড়ে উড়তে যাব তখন আমার স্ত্রী বলল, 'সাবধান ওড়ার আগে অবশ্যই আল্লাহর নাম নিয়ো নয়ত আকাশে উড়ার সাথে সাথেই তোমাকে পুড়িয়ে ফেলা হবে।' আমি তখনই বুঝতে পারলাম এই দ্বীপের মানুষগুলোর রক্তে শয়তানের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এদের রক্তে কালোজাদুতে ভরপুর। আমি সাথে সাথে খোদার নাম নিয়ে আকাশে উড়াল দিলাম। লক্ষ্য ঠিক করলাম আমার শহরের দিকে যেখান থেকে আমি জাহাজ নিয়ে রওনা দিয়েছিলাম। আল্লাহর দয়ায় তার নাম জপতে জপতে আমি অবশেষে নিরাপদ জায়গায় এসে নামলাম।'

সিন্দবাদের কথা শেষ হলে সুলতান কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন তারপর বললেন, 'তুমি পৃথিবীর এত সব আশ্চর্যময় বিষয় দেখেছ যা মানুষের চোখ এখন পর্যন্ত দেখতে পারেনি। তোমার ওপর সম্পদ আর জ্ঞান দিয়ে আল্লাহ যে অনুগ্রহ তোমাকে করেছেন সে জন্য খোদার প্রশংসা করতে থাক আর কৃতজ্ঞ হও তার কাছে।'

৫.

শাহারজাদ বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। বাগানের রাজকীয় পায়ের হাঁটার রাস্তা দিয়ে সে হাঁটতে লাগল। শত শত নক্ষত্রের আলোর নিচে আধো আলো আধো অন্ধকারে গাছের ছায়ার সাথে মিশে সে হাঁটতে লাগল। তার কানে অতীতে ফেলে আসা নানারকম শব্দের স্মৃতি হইচই এসে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। কুমারী মেয়েদের বেদনার চিৎকার, বিশ্বাসীদের হুংকার, কপটলোকদের ফিসফিস কথাবার্তা, অত্যাচারিতের ক্রন্দন ধ্বনি। বেশ্যা মেয়েদের চিৎকার যাদের নিয়ে সে রাত কাটাত, নানারকম প্রতারণার স্মৃতি। সম্পদ ঐশ্বর্য বিলাস সব কিছুই তার মাথার ভেতর চিৎকার করতে লাগল। তার কিছুই ভালো লাগছিল না।

মাঝরাত পর্যন্ত সম্রাট উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর স্ত্রী শাহারজাদকে ডেকে পাঠালেন তার সাথে দেখা করার জন্য।

'সিন্দবাদের গল্পগুলো তোমার গল্পের সাথে কীভাবে মিলে যাচ্ছে শাহারজাদ।' সুলতান শাহারজাদকে লক্ষ করে বললেন।

'এই গল্পগুলোর উৎসমুখ একটাই মাননীয় সুলতান।' শাহারজাদ বলল।

সম্রাট একেবারে চুপ হয়ে কান লাগিয়ে রাতের আঁধারের গাছেদের ফিসফাস আর চড়ুই পাখির কিচিরমিচির শব্দ শুনতে লাগলেন।

'সম্রাট কি আজ রাত্রিভ্রমণে বের হবেন ?'

'না।' সম্রাট নিরুত্তাপ গলায় বললেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিচুস্বরে বললেন, 'সব কিছুর ওপর আমি বিরক্ত।'

'মাননীয় সম্রাট একজন বুদ্ধিমান লোক কখনো কোনো কিছুর ওপর ক্লান্ত বা বিরক্ত হন না।' বেশ উদ্বেগের সাথে শাহারজাদ বলল।

'আমি বিজ্ঞ ?' সম্রাট বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন। 'সিংহাসনের জন্য বিজ্ঞতা লাগে না। বিজ্ঞতা খুব দুর্লভ বিষয়।'

'পুরো শহর আজ আপনার বিজ্ঞতা আর উদারতায় উৎসব করছে।'

'কিন্তু শাহারজাদ তুমি আমার অতীতটা দেখ, কী অবস্থা ?'

'সত্যিকারের অনুশোচনা অতীতের সমস্ত গ্লানিকে ধুয়ে দেয়।'

'সম্রাট যদি অনেক নিরপরাধ মেয়ে আর পরহেজগার সৎ বিশ্বাসীদের হত্যা করে তারপরেও ?'

'সত্যিকারের অনুশোচনা...' শাহারজাদ কাঁপা কাঁপা গলায় বলল।

'শাহারজাদ আমার সাথে প্রতারণা করবে না।' সম্রাট শাহারজাদের কথার মাঝখানে বাধা দিলেন।

'কিন্তু মাননীয় আমি আপনাকে সত্যি কথাটাই বলছি।'

'সত্য হলো তোমার শরীর আমার কাছে আসছে কিন্তু তোমার অন্তর আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।' সম্রাট কর্কশ আর ক্রুদ্ধ গলায় বললেন।

শাহারজাদ সম্রাটের কথায় বেশ সতর্ক হয়ে গেল। ভয় পেল।

'মাননীয় সুলতান !' শাহারজাদ বলল।

'আমি জ্ঞানী এটা যেমন ঠিক তেমনি আমি বোকা নই এটাও ঠিক। তোমার ঘৃণা আর উপেক্ষাকে আমি কতবার উপলব্ধি করেছি।'

'খোদা সব জানেন...' আবেগে রুদ্ধ হয়ে শাহারজাদ বলতে চেষ্টা করল।

কিন্তু তার কথার মাঝেই সম্রাট বাধা দিয়ে বলল, 'আমার সাথে মিথ্যে বলবে না। আর তোমার ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। তুমি এমন একজন লোকের সাথে বসবাস করছ যে শহীদদের রক্তের মধ্যে ডুবে আছে।'

'আমরা সবাই আপনার মেধার প্রশংসা করি।'

তার কথাকে গুরুত্ব না দিয়ে সম্রাট বলল, 'তুমি কি জানো কেন তোমাকে আমি আমার এত কাছে রেখেছি ? কারণ তোমার উপেক্ষা আমাকে সব সময় যন্ত্রণা দেয়। আমি মনে করি সেই যন্ত্রণা হলো আমার জন্য শাস্তিস্বরূপ। এই শাস্তিটা আমার খুব দরকার। আমি এটাই বিশ্বাস করি।'

শাহারজাদ ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। সম্রাট তাকে নরম গলায় বললেন, 'কাঁদো শাহারজাদ কাঁদো। মিথ্যে বলার চেয়ে কান্নাকাটি করা অনেক ভালো।'

'আজকের রাতের পর একটা রাতও আমি শান্তিতে থাকতে পারব না।' শাহারজাদ বলল।

'এই প্রাসাদ তোমার। আর আগামী দিন এই রাজত্ব শাসন করবে তোমার যে সন্তান আসছে সে। আমি কিছুই না। আমি আমার রক্তাক্ত অতীত নিয়ে চলে যাব।'

'মাননীয় সুলতান !'

'গত দশটা বছর আমি শুধু একটা জীবন কাটিয়েছি ঘৃণা আর দায়িত্বের মধ্যে। আমি সব কিছু ভুলে থাকার অভিনয় করেছি। আমি নিজেকে সৎ ভেবেছি অথচ আমি একটা চরিত্রহীনের জীবন কাটিয়েছি। এই ভঙ্গুর সময় আমি আর কাটাতে চাই না। আমার পাপ মোচনের সময় এসে গেছে। আমি তার ডাক শুনতে পাচ্ছি।'

'আপনি আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন অথচ আমার হৃদয় আপনার জন্য সব সময় খোলা।' শাহারজাদ আনত স্বরে বলল।

'ভাগ্য আমাদের জন্য যা ঠিক করে রেখেছে আমাদেরকে সেটাই মেনে নিতে হবে।' সুলতান বলল।

'আমি কোনো রাজপ্রাসাদ চাই না। আপনার ছায়া আমার প্রকৃত রাজপ্রাসাদ।' শাহারজাদ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল।

'সুলতানকে এখন তার জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার মধ্যেই সে তার পাপমোচনের পথ খুঁজে পাবে।' সুলতান আবেগহীন গলায় বলল।

'আপনি তাহলে এই রাষ্ট্রটাকে ভয়ংকর বিপদে ফেলে দেবেন।'

'বরং আমি এই রাষ্ট্রের জন্য শুদ্ধতার পথ তৈরি করে দিচ্ছি। আর আমি লক্ষ্যহীনভাবে আমার অনুশোচনার পথ খুঁজছি।'

শাহারজাদ অন্ধকারে সম্রাটের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু সম্রাট শাহারজাদের হাতটাকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'উঠে দাঁড়াও আর তোমার দায়িত্ব বুঝে নাও। তুমি একজন পিতাকে শুদ্ধ করেছ এখন তার সন্তানকে ভালো কাজের জন্য প্রস্তুত করো।'

৬.

সিন্দবাদ ভাবল যে এখানেই সে কাজের মধ্যে আনন্দ পাবে এবং কফিখানায় সন্ধের আড্ডা দিতে দিতে তার জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এক রাতে সে একটা স্বপ্ন দেখে ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়ল। ঘুম থেকে জাগার পরও তার মনের ভেতর স্বপ্নের রেশটুকু রয়ে গেল।

সে এটা কী স্বপ্ন দেখল ?

তাহলে তাকে কি সারাজীবন সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যেই থাকতে হবে ?

দিগন্তের ঐ শেষ সীমা রেখা থেকে কে তাকে ডাকছে ?

পৃথিবী তাকে যা দিয়েছে সে কি তাহলে এর চেয়েও বেশি কিছু চায় ?

সে সন্ধের দিকে শায়েখ আব্দুল্লাহ আল বালখির বাড়িতে গেল। আব্দুল্লাহ আল বালখি হয়ত তার ঘটনা শুনে কোনো সমাধান তাকে দিতে পারবে। আব্দুল্লাহ আল বালখির ঘরের সামনে গিয়ে তার সাথে দেখা হলো শায়েখের একমাত্র মেয়ে

জোবায়দার সাথে। জোবায়দাকে দেখার সাথে সাথেই তার পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠল। এমন একটা অনুভূতি তার হলো যে অনুভূতির মুখোমুখি সে তার সারা জীবনেও কখনো হয়নি। তার কাছে মনে হলো সে শায়েখের বাড়িতে অন্য আরেকটা কারণে এসেছে।

সিন্দবাদ ঘরের ভেতর শায়েখের সাথে ডাক্তার আব্দুল কাদের আল মাহিনিকেও পেয়ে গেল।

সে একটু ইতস্তত করে শায়েখকে বলল, 'গুরু আমি আপনার কাছে আপনার মেয়ের হাতটা প্রার্থনা করছি।'

শায়েখ নির্লিপ্তভাবে শুধু মুখে একটু মুচকি হাসি ধরে রেখে বলল, 'এটা হতে পারে না। তুমি তো আমার কাছে অন্য আরেকটা কারণে এসেছ।'

সিন্দবাদ চুপ হয়ে গেল। কিছুই বলল না।

'আমার মেয়ে তার স্বামী আলাদিন মারা যাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিজেকে ইবাদত বন্দেগির মধ্যে উৎসর্গ করে দেবে।'

'বিয়ে তাকে এই পথ থেকে বিরত রাখবে না গুরু।' সিন্দবাদ বলল।

'আমার মেয়ে তার চূড়ান্ত কথা বলে দিয়েছে।'

সিন্দবাদ হতাশায় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

শায়েখ আব্দুল্লাহ সিন্দবাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সিন্দবাদ তুমি সত্যি করে বলো তো আমার কাছে কেন এসেছ?'

অনেকক্ষণ চুপ থেকে সিন্দবাদ বলল, 'গুরু আমি খুব উদ্বেগের মধ্যে আছি।'

'তোমার ব্যবসায় কি ধস নেমেছে?' ডাক্তার আব্দুল কাদের মাহিনি বলল।

'আমার অস্থিরতার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।' সিন্দবাদ বলল।

'সব কিছু খুলে বলো সিন্দবাদ।' শায়েখ বলল।

'গুরু আমি সমুদ্রের ডাক শুনতে পাচ্ছি।'

'ভ্রমণ! ভ্রমণে রয়েছে সীমাহীন জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা।' শায়েখ বলল।

'আমি একটা রক পাখিকে দেখলাম আমার দিকে ডানা মেলে এগিয়ে আসছে।' সিন্দবাদ বলল।

'হতে পারে তুমি আকাশের কোনো ডাক পাচ্ছ।' শায়েখ বলল।

'গুরু আমি তো সমুদ্রের লোক। পানির মানুষ।'

'শোন সিন্দবাদ।' শায়েখ বলল। 'তুমি তখনই একজন আন্তরিক লোক হতে পারবে যখন তুমি ছয়টা বাধা অতিক্রম করতে পারবে। প্রথম হলো তোমাকে আরামের বিছানা ত্যাগ করে কঠিন পথ বেছে নিতে হবে, দ্বিতীয়ত খ্যাতির দরজা বন্ধ করে অখ্যাতিকে বেছে নিতে হবে, তৃতীয়ত বিশ্রাম ত্যাগ করে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, চতুর্থত আরামের ঘুম ত্যাগ করে জেগে থাকতে হবে, পঞ্চমত সমৃদ্ধি

ফেলে দিয়ে দারিদ্র্যতাকে গ্রহণ করতে হবে, ষষ্ঠত আশা আকাঙ্ক্ষার দুয়ার বন্ধ করে সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

'আমি অত উঁচু মানের লোক নই গুরু। এই পথ অন্য কারোর জন্য।'

'তুমি যদি সুখে থাকতে চাও তাহলে যতটুকু খাবার পাও সেটা গ্রহণ করো, তোমার হাতের কাছে যে পোশাকটা আছে সেটাই পরিধান করো, খোদা তোমাকে যতটুকুই দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকো।' শায়েখ সিন্দবাদকে বললেন।

'আমি সব সময় খোদার গুণকীর্তন করে আনন্দ পাই।' সিন্দবাদ বলল।

শায়েখ তার দিকে মুচকি হাসি দিয়ে বলল, 'তোমার আত্মা যদি তোমার কাছ থেকে নিরাপদ থাকে তাহলে তাকে তার অধিকারটুকু দাও, মানুষ যদি তোমার কাছ থেকে নিরাপদ থাকে তাহলে মানুষকে তাদের অধিকারটুকু দাও।'

সিন্দবাদ তার গুরুর হাতের ওপর ঝুকে চুমু খেল। তারপর কৃতজ্ঞতায় ডাক্তারের দিকে তাকাল। ডাক্তার তখন সিন্দবাদের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'যাও সিন্দবাদ নিরাপদে তোমার অভিযানে বের হয়ে যাও। আর ফিরে আসো জাহাজ ভরতি সম্পদ আর বিজ্ঞতা নিয়ে। একই ভুল দ্বিতীয়বার কোরো না সিন্দবাদ।' সিন্দবাদ মদ গেলার মতো তার কথাগুলো গিলতে লাগল।

একজন দুঃখী লোক

১.

সে তার সিংহাসন ত্যাগ করল। আরাম আয়েশ ত্যাগ করল। তার সন্তান স্ত্রী সবই ত্যাগ করল। সে নিজেকে সিংহাসনচ্যুত করল এমন এক সময় যখন তার প্রজারা তার অতীতের সমস্ত ভুল ভ্রান্তি অপকর্ম ক্ষমা করে দিয়েছে এবং সব ভুলে গেছে।

সে হাতে একটা লাঠি নিয়ে লম্বা জোব্বা পরে রাতের বেলা তার প্রাসাদ থেকে বের হয়ে আসল। নিজেকে ভাগ্যের কাছে সমর্পণ করল। তার সামনে এখন তিনটা পথ খোলা আছে। সিন্দবাদ যেভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে সেভাবে ঘুরতে বের হয়ে যাওয়া, শায়েখ আল বালখির বাড়িতে চলে যাওয়া, অথবা সব কিছু চিন্তা করার জন্য সময় নেয়া।

সে হাঁটতে হাঁটতে নদীর কিনারে সবুজদ্বীপের কাছাকাছি চলে আসল। পরিষ্কার আকাশে অর্ধাকৃতির চাঁদের নিচে সে একদল মানুষের বিলাপের শব্দ শুনতে পেল।

এমন খোলা জায়গায় কে বিলাপ করে কান্নাকাটি করতে পারে ?'

সে শব্দটা লক্ষ্য করে খুব সাবধানে এগুতে থাকল। তারপর একটা খেজুর গাছের নিচে এসে থেমে গেল। একটা গম্বুজের মতো একটা পাথর দেখতে পেল। এর সামনেই কতগুলো লোক আসন কেটে এক সারিতে বসে আছে। লোকগুলো বিলাপ করেই চলছে। সে কৌতূহলী হয়ে উঠল। তার মাথায় নানারকম চিন্তাভাবনা আসতে লাগল।

দলের মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়াল। তারপর পাথরটার কাছে গিয়ে বৃষ্টির মতো এটার ওপর ঘুসি মারতে থাকল। কিছুক্ষণ এরূপ করে আবার নিজের আগের জায়গায় ফিরে আসল। তারপর অন্য সবার সাথে বিলাপ করা শুরু করল।

শাহরিয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে তাদের অনেককেই চিনতে পারল। এরা হলো: সুলায়মান আল জিনি, ফাদল বিন খাকান, সামি শুকরি, খালিল ফারিস, হাসান আল আত্তার এবং জালিল বাজ্জাজ। শাহরিয়ার একবার ভাবল দেখা যাক লোকগুলো কী করছে। কিন্তু সাবধানতা তার অতিরিক্ত কৌতূহলকে দমন করল।

ভোর হওয়ার আগেই তাদের একজন উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'যন্ত্রণার সেই আবাসে আমাদের চলে যাওয়ার সময় এসেছে।'

তারা কান্নাকাটি বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। একে অপরে প্রতিজ্ঞা করল আবার পর দিন এখানে আসবে। তারপর তারা সবাই ছায়ামূর্তির মতো শহরের দিকে রওনা দিল।

২.

এর মানে কী ?

সে পাথরের কাছে গেল, এর চারদিকে ঘুরে ফিরে দেখল। এটাকে একটা সাধারণ গম্বুজাকৃতির পাথর ছাড়া আর কিছুই মনে হলো না। এটা এতই ছোট যে কেউ এর ওপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে পারবে। পাথরটার ওপর হাতিয়ে সে একটা অমসৃণ জায়গা পেল। সে জায়গার ওপর বেশ কয়েকবার কিল ঘুসি মারল। গত রাতে বাকিরা যেভাবে মেরেছিল। কিছুই ঘটল না দেখে সে যখন চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল তখনই পাথরটার ভেতর থেকে ঘড়ঘড় একটা শব্দ সে শুনতে পেল।

সে দেখল পাথরটার নিচের দিকে একটা অংশ খুলে গেছে। ভয়ে সে পিছনে সরে আসল। সে দেখল খোলা অংশটা দিয়ে খুব মিহি একটা আলো বের হচ্ছে। কেমন সম্মোহন করার মতো মিষ্টি একটা ঘ্রাণও সে পেল। এই দরজাটা খোলার জন্যই তাহলে গত রাতের লোকগুলো কান্নাকাটি করছিল। সে আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে পাথরের খোলা অংশটার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে ভেতরে তাকল। ভেতরটা মুগ্ধ করার মতো সুন্দর করে সাজানো। পরিবেশ খুবই চমৎকার। সে কষ্ট করে পাথরটার ভেতর ঢুকল। সাথে সাথেই পাথরটার খোলা দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সে নিজেকে দেখল একটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরটায় যদিও কোনো জানালা ছিল না কিন্তু কোত্থেকে যেন একটা আলো আসছে, আশপাশে কোনো বাগান ছিল না কিন্তু বাগানের ফুলের গন্ধে চারপাশটা মৌ মৌ করছিল। মেঝেতে অপরিচিত কোনো দুর্লভ পাথর দিয়ে সাজানো ছিল ফলে সেটা চকচক করছিল। বারান্দার একেবারে শেষ মাথায় একটা দরজা দেখা গেল। তার আঙুলে কী আছে সেটা সে ভুলে গিয়ে দরজাটার দিকে এগুতে থাকল। তার মনে হলো দু-এক মিনিটের মধ্যে সে দরজার কাছে পৌঁছে যাবে। কিন্তু অনেকক্ষণ হাঁটার পরও সে দরজার কাছে যেতে পারল না। তার কাছে মনে হলো সে এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। মনে হলো তার এই হাঁটা পথ কোনদিনও শেষ হবে না। তার এই নিষ্ফল হাঁটা সে বেশ ভালোই উপভোগ করছিল। যখন সে প্রায় ভুলে গেল যে সে কেন হাঁটছে তখনই সে নিজেকে দেখতে পেল একটা ছোট্ট পুকুরের সামনে

দাঁড়িয়ে আছে। পুকুরের পাশেই ঝকঝকে একটা আয়না দাঁড়ানো। সে শুনতে পেল কেউ একজন বলছে, 'তোমার কাছে যেটা ভালো মনে হয় তাই করো।'

দ্রুত সে তার জামা কাপড় খুলে পুকুরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মনে হলো পুকুরের পানি তার শরীরটাকে কোনো ঐশ্বরিক আঙুল দিয়ে মালিশ করে দিচ্ছে। পানি থেকে সে উঠে দাঁড়িয়ে যখন আয়নার সামনে দাঁড়াল তখন সে নিজেকে পেল সম্পূর্ণ মসৃণ ত্বকের শ্মশ্রুবিহীন, শক্ত শারীরিক গঠনের একজন ঝকমকে তরুণ। মাথার চুলগুলো কালো, হাতের পেশি শক্ত।

'সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি সব কিছুই করতে পারেন।' সে বিড়বিড় করে বলল।

সে তার কাপড়ের দিকে তাকিয়ে দেখল যে দামেস্কের রেশমি সুতোর জামা, বাগদাদের কোর্তা, খোরাসানি পাগড়ি, মিশরের চটি জুতো। সে বেশ অবাক হলো সব কিছু দেখে।

সব কিছু পরে সে আবার হাঁটা দিল সেই দরজাটার দিকে। রাস্তায় পৌঁছার আগেই অপরূপ সুন্দরী একজন তরুণী তার সামনে এসে দাঁড়াল।

'কে তুমি ?' সুন্দরী তরুণী মুচকি হেসে বলল।

'শাহরিয়ার।' সে দ্বিধাচিত্তে উত্তর দিল।

'তোমার কাজ কী ?'

'আমি অতীত থেকে একজন পলাতক।'

'তুমি যেখানে থাকতে সে জায়গাটা কখন ছেড়ে এসেছ ?'

'খুব বেশি হলে এক ঘণ্টা হবে।'

'তুমি অংকে খুব কাঁচা।' মেয়েটা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল।

তারা দীর্ঘক্ষণ একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর মেয়েটা বলল, 'পুরো এই শহরটা দীর্ঘদিন তোমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা তোমাকেই আশা করছিলাম।'

'আমি ?' সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের মহারানির জন্য একজন নতুন বর আমরা আশা করছিলাম।'

সুন্দরী তরুণী হাতের ইশারায় দরজার দিকে এগুতে বলল। সে এগুনোর সাথে সাথে দরজাটা খুলে গেল। ওপাশ থেকে নানারকম বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

৩.

শাহরিয়ার এমন একটা শহরে গেল যে শহরের সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা, সুগন্ধ সব কিছুই দেখে মনে হচ্ছিল এই শহরটা কোনো মানুষের তৈরি না। সমস্ত অট্টালিকা রাস্তা ঘাট দেখে মনে হচ্ছে এগুলোকে ফুলের আকৃতিতে তৈরি করা হয়েছে।

শহরের সব বাসিন্দা হলো অপরূপা সব সুন্দরী। তাদের মধ্যে একজনও পুরুষ নেই।

সুন্দরী তরুণীরা নতুন এই আগন্তুককে দেখামাত্রই রাজপ্রাসাদের দিকে যে রাজপথটা গেছে সে পথে হাঁটতে হাঁটতে হইচই করে উঠল।

৪.

প্রাসাদ দেখে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তার কাছে মনে হলো এই প্রাসাদের কাছে তার প্রাসাদটা হলো একটা জীর্ণ কুঁড়ে ঘর।

একজন তরুণী তাকে যে ঘরে সিংহাসনে মহারানি বসে আছেন সে ঘরে নিয়ে গেল। মহারানি মুক্তোখচিত সিংহাসনে বসেছিল।

তরুণী বালিকাটি মহারানির সামনে মাটিতে নুইয়ে তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলল, 'মাননীয়া এই আপনার প্রতিশ্রুত নতুন বর।'

মহারানি তার দিকে তাকিয়ে এত সুন্দর করে একটা মুচকি হাসি দিল যে তার বুকের ভেতর কেঁপে উঠল।

সেও মাটিতে নুইয়ে মহারানিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলল, 'মাননীয় মহারানি আমি আপনার সেবা দাস ছাড়া আর কিছুই না।'

'না, কিছুতেই না। তুমি আমার এই সিংহাসন এবং ভলোবাসার অংশীদার।' মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে মহারানি বলল।

'আপনাকে একটা সত্য কথা বলা প্রয়োজন। আমি অতীতে দীর্ঘ জীবন পার করে এসেছি। আমি এখন বুড়িয়ে গেছি।'

'আমি জানি না তুমি কী বিষয়ে কথা বলছ।' মিষ্টি কণ্ঠে মহারানি বলল।

'সময় আমাদেরকে বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে যা কখনো ভেঙে যাবে না।'

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।' শাহরিয়ার বিড়বিড় করে বলল।

চল্লিশ দিন ধরে শহরের সবাই বিয়ের অনুষ্ঠান উদযাপন করল।

৫.

সময় কেটে যাচ্ছিল প্রেম ভালোবাসা, নাচ, গান, আর হৈ হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে। শাহরিয়ারের কাছে মনে হচ্ছিল তার হাজার হাজার বছর লাগবে এই বাগান আর ঐশ্বর্যের রহস্য বের করতে।

একদিন মহারানির সাথে হাঁটতে হাঁটতে সে একটা ছোট্ট স্বর্ণের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার উপরে লেখা 'এই দরজার ভেতর দিয়ে কখনো যাবে না।'

সে বেশ অবাক হয়ে রানিকে জিজ্ঞেস করল, ' আমার প্রিয়তমা এই সতর্কবাণীর অর্থ কী ?'

'আমরা সর্ম্পূণ স্বাধীনভাবে বাস করি। তাই আমাদের সতর্কতা এবং ক্ষমাহীন কোনো অন্যায় যেন আমাদের দিয়ে না হয় সেজন্য এই উপদেশগুলো লিখে রাখা হয়েছে।'

'নাকি এগুলো আপনার রাজকীয় নির্দেশ।'

'এটা আর কিছুই নয়। আমরা চাই আমাদের ভালোবাসা লক্ষ লক্ষ বছর বছর থাকুক।

৬.

একবার রানিকে জড়িয়ে ধরে সে বলল, 'আমাদের সন্তান কখন হবে ?'

'আমাদের বিয়ের বয়স মাত্র একশো বছর। আর এত অল্প সময়ে তুমি এটা কীভাবে চিন্তা করলে ?' রানি অবাক হয়ে বলল।

'কী মাত্র একশো বছর ?'

'এর চেয়ে বেশি হবে না আমার জান।'

'আমি তো ভেবেছিলাম মাত্র কয়েকটা দিন পার হয়েছে।'

'বুঝতে পেরেছি তোমার মাথা থেকে অতীত এখনো মুছে যায়নি।'

'ঠিক আছে। আমি অন্য সব মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সুখী আছি।' সে কৈফিয়তের সুরে বলল।

'তুমি আসলে সুখ কী সেটা জানতে পারবে, যখন তুমি সম্পূর্ণভাবে অতীতকে ভুলে যাবে।' রানি তাকে চুমু খেতে খেতে বলল।

৭.

সে যখনই নিষিদ্ধ সেই দরজাটার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় তখনই দরজাটার দিকে সে কৌতূহলী চোখে তাকায়।

একটু দূরে চলে গেলে আবার সে এই দরজাটার কাছে চলে আসে।

আস্তে আস্তে তার ভেতর এই দরজাটা নিয়ে একটা কৌতূহল তৈরি হতে থাকে।

সে নিজেকে বলতে থাকে, 'সব কিছুই আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে কিন্তু এই দরজার বিষয়টা কিছুতেই পরিষ্কার হয়নি।'

৮.

একদিন দরজাটা ঘিরে পাহারা ছিল খুব দুর্বল। সে দরজাটার পাশে কোনো প্রহরী না দেখে দরজাটায় লাগানো চাবিটা দিয়ে ঘুরিয়ে খুব সহজেই দরজাটা খুলে ফেলল। ভেতর থেকে চমৎকার একটা সুঘ্রাণ সে টের পেল।

সে দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। তার বুকের ভেতর অনেক আশা আর উত্তেজনা। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আর সে তার সামনে দেখতে পেল একটা বিশাল আকৃতির দানব দাঁড়িয়ে আছে। এত বড় দানব সে আগে কখনো দেখেনি। দানবটা ছোট্ট একটা পাখির মতো তাকে হাতের মুঠিতে নিল। শাহরিয়ার চিৎকার করে বলতে লাগল, 'আমাকে যেতে দাও, তোমাকে খোদার দোহাই আমাকে যেতে দাও।'

তার অনুনয় বিনয় শুনে তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলা হলো।

৯.

শাহরিয়ার তার চারপাশে ভালোভাবে তাকাল।

'এ আমি কোথায় ?' সে জিজ্ঞেস করল।

মরুভূমি, রাত, অর্ধেক চাঁদ, পাথর, মানুষ সে বিড়বিড় করতে লাগল। শাহরিয়ার তার লাঠি, শহরের দূষিত বাতাস।

'দয়া করো ! দয়া করো !' সে আহত হৃদয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল আর তার সামনের পাথরটার ওপর হাতের মুঠি দিয়ে আঘাত করতে লাগল। একসময় তার হাত দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল।

অবশেষে সে সত্যটা বুঝতে পেরে হতাশায় ভেঙে পড়ল। তার শরীরটা আরো বেঁকে গেল। সে আরো বুড়ো হয়ে গেল। এ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। সে দুর্বল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে পাথরটাকে ঘিরে যে লোকগুলো কান্নাকাটি করছিল তাদের সারির একেবারে শেষ মাথায় বসল। তারপর এক সময় সবার মতো আধেক চাঁদের নিচে বসে কান্নাকাটি শুরু করল।

১০.

ভোর হওয়ার আগেই সবাই চলে গেল। সে চলেও গেল না আর কান্নাকাটি বন্ধ করল না।

তারপর রাতের বেলা কেউ একজন একা একা হাঁটতে হাঁটতে তার পাশে চলে এল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কাঁদছেন কেন ?'

'এটা জেনে তোমার লাভ নেই।' শাহরিয়ার বেশ কাটকাটি করে উত্তর দিল।

'আমি নগরের পুলিশপ্রধান। আমি দায়িত্বের বাইরে কোনো কিছুই করি না।' পুলিশপ্রধান তার চেহারাটার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল।

'আমার কান্না তো কারো শান্তি বিঘ্নিত করছে না।' শাহরিয়ার বলল।

'ঠিক আছে সেটাই আমাকে বুঝতে দাও।' পুলিশপ্রধান আব্দুল্লাহ আকিল তার চেহারাটা ভালোভাবে পরীক্ষা করতে বলল।

'সব প্রাণীই হারানোর বেদনায় কান্নাকাটি করে।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে শাহরিয়ার বলল।

'তোমার কি থাকার কোনো জায়গা নেই ?' পুলিশপ্রধান খুব রহস্যময় একটা হাসি দিয়ে বলল।

'না।'

'তুমি কি সবুজদ্বীপের কাছে খেজুরগাছের নিচে থাকতে চাও ?'

'সম্ভবত।' সে বেশ উদাসীনভাবে উত্তর দিল।

তখন পুলিশপ্রধান খুব নরমভাবে বলল,

'আমি তোমাকে একজন বিজ্ঞ লোকের কথা বলছি যে বলেছিল, 'কারো জন্য কোনো পথ খোলা নেই। আকাঙ্ক্ষার দরজাও কারো জন্য বন্ধ নেই। মানুষকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে মরুভূমিতে যেন তারা হতবুদ্ধির মধ্যে ছুটে বেড়ায় আর তাদেরকে ফেলে দেয়া হয়েছে সংশয়ের সাগরে। অর্জনেরও কিছু নেই আবার হেলায় সব কিছু ত্যাগ করারও কিছু নেই। এটাই নিয়তি, এটাই অপরিহার্যতা।' কথা শেষ করে আব্দুল্লাহ আল আকিল শহরের দিকে হাঁটা দিল।